কোর-আন শরিফ।

তৃতীয় পারা।

লকর-রোছোল পারার বিস্তারিত তফছির।

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ এমামোল মিল্লাতে অদ্দীন, শায়খোল হোদা,
হাদিয়ে জামা'ন, সুপ্রসিদ্ধ পীর জনাব মওলানা শাহ সুফী

মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

জেলা ২৪ পরগণা—বশিরহাট নিবাসী

খাদেমুল-ইছলাম—

মোহম্মদ রুহল আমিন কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, হানাফী মেশিন প্রেস হইতে
মুন্শী মোহাম্মদ শুকুর আলি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩৩৭ সাল।

মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله

سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

কোর-আন শরিফ।

—————•:*:•—————

তৃতীয় পারা।

তেলকর-রোছোল

—————•:*:•—————

ছুরা আল-বাকারাহ।

—————•:**:•—————

তেল্‌কর-রোছোল পারার বিস্তারিত তফছির।

(২৫৩) تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض م

منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجت ط واتينا

عيسى ابن مريم البينت وايدنه بروح القدس ط

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ط وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا قف وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝

(২৫৩) এই রাছুল সকল—আমি তাহাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি—তাঁহাদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি আছেন, যাহার সহিত আল্লাহ কথা বলিয়াছেন ও তাঁহাদের কাহারও পদমর্য্যাদা উচ্চ করিয়াছেন এবং আমি মরয়েমের পুত্র ইছাকে নিদর্শন সমূহ প্রদান করিয়াছি এবং তাঁহাকে পবিত্রাত্মা (জিবরাইল) দ্বারা সাহায্য করিয়াছি। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তবে তাহাদের পরবর্ত্তিগণ তাহাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ সকল আসিবার পরে তাহারা যুদ্ধ করিত না, কিন্তু তাহারা মতভেদ করিয়াছিল, অতঃপর তাহাদের মধ্যে কতকে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে কতকে অবিশ্বাস করিয়াছিল। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা সংগ্রাম করিত না, কিন্তু আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন।

টীকা ;—

আল্লাহ বলিতেছেন, আমি কতক রাছুলকে অন্যান্য রাছুলগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর করিয়াছি, তন্মধ্যে এক শ্রেণীর রাছুল আল্লাহ-তায়ালার সহিত কথোপকথন করিয়া সৌভাগ্যবান হইয়াছেন, এক্ষণে কোন্ কোন্ রাছুল আল্লাহতায়ালার সহিত কথা বলিয়াছেন,

তাহাই বিবেচ্য বিষয়। বয়জবি, ছেরাজল-মনির ও রুহোল-মায়ানিতে লিখিত আছে যে, আল্লাহতায়ালা তুর পর্ব্বতে হজরত মুছা (আঃ)এর সহিত কথা বলিয়াছিলেন, আর হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর সহিত মি'রাজের রাত্রিতে কা'বা-কাওছাএনে কথা বলিয়াছিলেন, যদিও উভয় পয়গম্বর উক্ত গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন, তথাচ মি'রাজের রাত্রে কা'বা-কওছাএনে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর সহিত কথা বলার গুরুত্ব অধিক।

ছেরাজল-মনির ও রুহোল-মায়ানিতে আছে যে, হজরত আদম (আঃ)এর সহিত আল্লাহতায়ালার কথোপকথন হইয়াছিল।

তৎপরে আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, আল্লাহ কতকের মর্য্যাদা উচ্চ করিয়াছেন, এই অংশে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর উন্নত মর্য্যাদার ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কোর-আনের অন্যত্রে আছে,—

و ما ارسلناك الا رحمة للعلمين

হজরত জগদ্বাসিদিগের অনুগ্রহ স্বরূপ, কাজেই তিনি সমস্ত জগদ্বাসি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।

আরও কোর-আনে আছে,—

و ما ارسلناك الا كافة للناس

হজরত নবি (ছাঃ) সমস্ত জগদ্বাসির পয়গম্বররূপে প্রেরিত হইয়াছেন, কাজেই তিনি সমস্ত নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।

তাঁহার ইস্‌লাম ধর্ম্ম সমস্ত ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, যেহেতু উহা অন্যান্য ধর্ম্ম সমূহের মনছুখকারী।

তাঁহার উম্মত শ্রেষ্ঠতম, যথা খোদা বলিয়াছেন,—

كنتم خير امة اخرجت للناس.

কাজেই তিনি সমস্ত নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। তিনি নবীগণের শেষ, কাজেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। অন্যান্য পয়গম্বরগণের

মো'জেজা অস্থায়ী, কিন্তু হজরতের প্রধান মো'জেজা কোর-আন, ইহা কেয়ামত পর্য্যন্ত স্থায়ী, কাজেই এই হিসাবে তিনি শ্রেষ্ঠতম।

কোর-আনে আছে,—

وعسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا

খোদা তাঁহাকে কেয়ামতে মাকাম-মাহমুদ নামক শাফায়াতের স্থানে উন্নিত করিবেন, কোন নবী তথায় স্থান প্রাপ্ত হইবেন না।

হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর মো'জেজা এত অধিক সংখ্যক—যাহা কোন পয়গম্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় নাই।

হজরত বলিয়াছেন, আমি আদম বংশধরগণের অগ্রণী, ইহা গৌরব করিয়া বলিতেছি না।

আমি যতক্ষণ বেহেশতে দাখিল না হই, ততক্ষণ অন্য কোন নবী বেহেশতে দাখিল হইতে পারিবে না। আমার উম্মত যতক্ষণ বেহেশতে দাখিল না হয়, ততক্ষণ অন্য কোন উম্মত বেহেশতে দাখিল হইতে পারিবে না। লোক পুনরুত্থিত হইলে, আমি প্রথমেই গোর ভেদ করিয়া উঠিব। যখন তাঁহারা হাশর প্রান্তরে উপস্থিত হইবেন, আমিই তাহাদের খতিব হইব। যখন তাঁহারা নিরাশ হইবেন, আমিই তাহাদিগকে শুভ সংবাদ প্রদান করিব। সেই দিবস প্রশংসা-পতাকা আমার হস্তে থাকিবে, আদম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোক উহার নীচে স্থান লাভ করিবেন। আমি আল্লাহতায়ালার নিকট আদম-সন্তানদিগের মধ্যে সমধিক গৌরবান্বিত, ইহা গৌরব করিয়া বলিতেছি না।

হজরত বলিয়াছেন, হজরত এবরাহিম (আঃ) আল্লাহতায়ালার খলিল, হজরত মুছা (আঃ) তাঁহার নজি (কলিম), হজরত ইছা রুহোল্লাহ, হজরত আদম (আঃ) ছফিউল্লাহ, আর আমি হবিবুল্লাহ। আমি কেয়ামতের দিবস প্রথমে শাফায়াত করিব, প্রথমেই আমার শাফায়াত মঞ্জুর হইবে, আমি প্রথমে বেহেশতের কুঞ্জিকা নাড়াইব,

আমার জন্য উহা উদ্ঘাটন করা হইবে, আমি পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তিগণের শ্রেষ্ঠতম।

হজরত বলিয়াছেন, আমি এরূপ কয়েকটী বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহা আমার পূর্ব্বে কোন পয়গম্বর প্রাপ্ত হন নাই। আমি সমস্ত জগতের লোকের জন্য প্রেরিত হইয়াছি, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণ নিজ নিজ শ্রেণীর জন্য প্রেরিত হইতেন।

জমি আমার জন্য মছজিদ ও পাককারি স্থির করা হইয়াছে। আমার জন্য যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্য হালাল করা হইয়াছে, আমার জন্য শাফায়াত নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। আমার আতঙ্কে এক মাসের পথ অধিকৃত হইয়াছে।

প্রথমেই আমি গোর ভেদ করিয়া উঠিব এবং বেহেশতের এক জোড়া চাদর পরিধান করিব, তৎপরে আরশের ডাহিন দিকে দণ্ডায়মান হইব, আমা ব্যতীত অন্য কেহই তথায় দণ্ডায়মান হইতে পারিবে না।

হজরত বলিয়াছেন, তোমরা আমার জন্য 'অছিলা' লাভের দোয়া কর, ছাহাবাগণ বলিলেন, 'অছিলা' কি? হজরত বলিলেন, উহা বেহেশতের একটী দরজা, এক ব্যক্তি ব্যতীত উহা প্রাপ্ত হইবে না। আশা করি, আমি উহা প্রাপ্ত হইব।

হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস আমি পয়গম্বরগণের এমাম, খতিব ও শাফায়াতকারী হইব।

তৎপরে আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, আমি মরয়েমের পুত্র ইছা (আঃ)কে উজ্জ্বল নিদর্শন সকল প্রদান করিয়াছিলাম, তিনি আল্লাহতায়ালার আদেশে মৃত জীবিত করিতেন, জন্মান্ধকে চক্ষু দান করিতেন এবং শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করিতেন এবং তাঁহার উম্মতেরা যাহা কিছু ভক্ষণ করিত ও সঞ্চয় করিয়া রাখিত, তাহার সংবাদ প্রদান করিতেন, কিম্বা তাঁহাকে উজ্জ্বল আয়ত সকল (অর্থাৎ ইঞ্জিল) প্রদান করিয়াছিলেন।

আরও আল্লাহ পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন, এই পবিত্র আত্মার অর্থ কি, তাহাতে মতভেদ হইয়াছে। একদল বিদ্বান উহার অর্থ জিবরাইল ফেরেশতা লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় দল উহার অর্থ ইঞ্জিল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তৃতীয় দল বলেন, যে নাম দ্বারা তিনি মৃত জীবিত করিতেন, উহাকে রুহোল-কোদ্‌ছ বলা হইয়াছে। চতুর্থ দল বলেন, হজরত ইছা (আঃ)এর আত্মাকে উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে।

এবনো-জরির বলেন, উহার অর্থ জিবরাইল হওয়া সমধিক যুক্তিযুক্ত মত।

মূলকথা, হজরত জিবরাইল (আঃ) উক্ত নবীর রুহ (আত্মা) হজরত মরইয়ামের মধ্যে ফুৎকার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিবিধ এলম শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া শত্রুদিগের চক্র হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতেন এবং য়িহুদিরা তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টা করিলে, তিনি তাঁহাকে আছমানে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

এস্থলে য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের ভ্রম সংশোধন করা উদ্দেশ্যে বিশেষ করিয়া হজরত ইছা (আঃ) এর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, য়িহুদীরা তাঁহাকে নবী বলিয়া স্বীকার করিত না এবং খৃষ্টানেরা তাঁহাকে খোদার পুত্র বলিয়া ধারণা করিত, আল্লাহ উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিবাদে বলিতেছেন যে, তিনি একজন বিশিষ্ট নবী ছিলেন।

উপরোক্ত আয়তে ইহা বুঝা যায় না যে, উপরোক্ত প্রকার নিদর্শন তাঁহা ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই বা রুহোল-কুদ্‌ছ (হজরত জিবরাইল) অন্য কাহারও সাহায্যে প্রেরিত হয় নাই।

পুরাতন নিয়মের (প্রচলিত তওরাতের) ১ম রাজাবলীর ১৭ অধ্যায় ২১।২২ পদে আছে ;—

২১। তিনি (হজরত ইলয়াছ) বালকটীর উপরে তিনবার আপন শরীর লম্বমান করিয়া সদাপ্রভুকে ডাকিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, বিনয় করি, এই বালকের মধ্যে প্রাণ ফিরিয়া আসুক।

২২। তখন সদাপ্রভু এলিয়ের (হজরত ইলয়াছের) রবে কর্ণপাত করিলেন, তাহাতে বালকটীর প্রাণ তাহার মধ্যে ফিরিয়া আসিল, সে পুনর্জ্জীবিত হইল।

২য় রাজাবলী, ৪ অধ্যায়, ৩২ পদ ;—

পরে ইলীশায় (ইশায়া নবী) সেই গৃহে আসিলেন, আর দেখ, বালকটী মৃত ও তাহার শয্যায় শায়িত।

৩৩ পদ ;—তখন তিনি প্রবেশ করিলেন এবং তাহাদের দুই জনকে বাহিরে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিলেন।

৩৫। পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া গৃহ মধ্যে একবার এদিক্‌ একবার ওদিক্‌ করিলেন, আবার উঠিয়া তাহার উপরে লম্বমান হইলেন ; তাহাতে বালকটী সাতবার হাঁচিল ও বালকটী চক্ষু মেলিল।

২য় রাজাবলী, ৫।৬ ;—আমি আপন দাস নামানকে আপনার কাছে প্রেরণ করিলাম, আপনি তাহাকে কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করিবেন।

৯। অতএব নামান আপন অশ্বগণের ও রথ সমূহের সহিত আসিয়া ইলীশয়ের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

১০। তখন ইলীশয় তাঁহার কাছে একজন দূত পাঠাইয়া কহিলেন, আপনি গিয়া সাতবার যর্দ্দনে স্নান করুন, আপনার নূতন মাংস উৎপন্ন হইবে ও আপনি শুচি হইবেন।

১৪। তখন তিনি ঈশ্বরের লোকের আজ্ঞানুসারে নামিয়া গিয়া সাতবার যর্দ্দনে ডুব দিলেন, তাহাতে ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় তাঁহার নূতন মাংস হইল ও তিনি শুচি হইলেন।

২য় রাজাবলী, ৬।১৮ পদ ;—পরে ঐ সৈন্যগণ তাঁহার নিকটে আসিলে, ইলীশায় সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, বিনয় করি, এই দলকে অন্ধতায় আহত কর। তাহাতে তিনি ইলীশায়ের বাক্যানুসারে তাহাদিগকে অন্ধতায় আহত করিলেন।

২০। পরে ইলীশয় কহিলেন, হে সদাপ্রভু, ইহাদের চক্ষু খুলিয়া দাও, যেন ইহারা দেখিতে পায়। তখন সদাপ্রভু তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিলেন এবং তাহারা দেখিতে পাইল।

নূতন নিয়ম (প্রচলিত ইঞ্জিল) প্রেরিত পুস্তক, ৯ অধ্যায়, ৩৬ পদ ;—আর যাকোতে এক শিষ্য ছিলেন, নাম টাবিথা।

৩৭। ঘটনাক্রমে সেই সময় তিনি পীড়িত হইয়া মারা পড়েন।

৪০। পিতর (শমউন) সকলকে বাহির করিয়া দিয়া হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করিলেন, পরে সেই দেহের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, টাবিথা, উঠ। তাহাতে তিনি চক্ষু মেলিলেন এবং পিতরকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন।

শেফায়-কাজি এয়াজ, ২০৯ পৃষ্ঠা ;—

একটী য়িহুদী স্ত্রীলোক খয়বর যুদ্ধের দিবস একটী ভর্জ্জিত ছাগলের মাংসে বিষ মিশ্রিত করিয়া হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)কে খাইতে দিয়াছিল, উহার জানুর মাংস জীবিত হইয়া বলিল, হে মোহাম্মদ, আপনি আমাকে ভক্ষণ করিবেন না, কেননা আমাতে বিষ মিশ্রিত করা হইয়াছে।

আরও ১৯৯ পৃষ্ঠা ;—

হজরত নবী (ছাঃ) একটী খোর্ম্মা বৃক্ষের স্তম্ভের উপর হেলান দিয়া খোৎবা পড়িতেন, তৎপরে মিম্বর প্রস্তুত করা হইলে, উক্ত

স্তম্ভটী উষ্ট্রের স্থায় শব্দ করিতে লাগিল, এমন কি উহার প্রতিধ্বনি মছজিদে উত্থিত হইল এবং স্তম্ভটী বিদীর্ণ হইয়া গেল। হজরত উহার নিকট উপস্থিত হইয়া হস্ত দ্বারা উহা স্পর্শ করিলেন, তখন উহা নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

ইহা মৃত মনুষ্য জীবিত করা অপেক্ষা কম মো'জেজা নহে।

উক্ত কেতাব, ২১১ পৃষ্ঠা ;—

"একজন লোক নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল যে, সে তাহার শিশু কন্যাকে অমুক ময়দানে দফন করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। ইহাতে হজরত তাহার সঙ্গে সেই ময়দানের দিকে গমন করিলেন এবং তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, হে অমুক, তুমি আল্লাহতায়ালার আদেশে জীবিত হও। অমনি শিশু কন্যাটী জীবিত হইয়া লাব্বায়কা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিল। হজরত বলিলেন, তোমার পিতামাতা মুছলমান হইয়াছে, এক্ষণে যদি তুমি পছন্দ কর, তবে তোমার পিতামাতার নিকট তোমাকে পৌঁছাইয়া দিতে পারি, সে বলিল, ইহার আবশ্যক নাই, আমি আল্লাহতায়ালার মহা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছি।"

আরও ২১১ পৃষ্ঠা ;—

"আনছারী একটী যুবক মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার এক বৃদ্ধ অন্ধ মাতা ছিল, আমরা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম, স্ত্রীলোকটী বলিল, আমার পুত্র মরিয়াছে কি? আমরা বলিলাম, হাঁ, তখন সে বলিতে লাগিল, হে আল্লাহ, যদি তুমি জান যে, আমি তোমার ও তোমার রাছুলের দিকে এই উদ্দেশ্যে হেজরত করিয়াছি যে, তুমি আমাকে প্রত্যেক বিপদে সাহায্য করিবে, তবে তুমি আমার উপর এই বিপদ নিক্ষেপ করিও না। তৎক্ষণাৎ তাহার পুত্রটী জীবিত হইয়া চেহারার কাপড় খুলিয়া ফেলিল এবং খাদ্য ভক্ষণ করিল।"

এইরূপ বড়পীর হজরত আবদুল কাদের জীলানি (কাঃ) অনেক মৃত লোক জীবিত করিয়াছিলেন।

কোর-আন শরিফের ছুরা নহল ও শোয়ারাতে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর উপর রুহোল-কুদ্‌ছ ও রুহোল-আমিন নাজিল হওয়ার কথা আছে। হজরত হাছছান বেনে ছাবেত রুহোল-কুদ্‌ছ দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা ছহিহ হাদিছে আছে।

হজরত জিবরাইল ও অন্যান্য ফেরেশতাগণ কয়েক যুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন। হজরত জিবরাইল (আঃ) মে'রাজের রাত্রে সেবক রূপে ছিলেন। উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, হজরত মুছা, ইছা ও মোহাম্মদ (ছাঃ) এই তিনজন নবীর মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) পদমর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, হজরত মুছা ও ইছা (আঃ) এত বড় মো'জেজা ও পদমর্য্যাদাধারী ছিলেন, ইহা তাহাদের উম্মতেরা অবগত হইয়াও তাহারা পরস্পরে সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন মতধারী হইয়া একদল তাঁহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও অন্যদল ধর্ম্মদ্রোহিতা করিয়াছিল, এক্ষণে হে মোহাম্মদ (ছাঃ), আপনার অলৌকিক কার্য্যকলাপ ও পদমর্য্যাদা অবগত হইয়াও য়িহুদী ও খৃষ্টান দল আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিলে, আপনার দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নাই।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তবে তাহারা সংগ্রাম করিতে পারিত না, কিন্তু আল্লাহ তাহাদের সংগ্রামের বাধা প্রদান করেন নাই, যেহেতু ইহাতে নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে।

আল্লাহতায়ালা মনুষ্যের ইচ্ছা করার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য এই ইচ্ছা করার জন্য দায়ী হইয়া থাকে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই উক্ত কার্য্য সমাপ্ত হইতে পারে না—যতক্ষণ আল্লাহ

উহার উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়া না দেন। ইহাকে খাল্‌ক (সৃষ্টি) বলা হয়। যদি আল্লাহ মনুষ্যের ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য্যের উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়া না দিতেন, তবে মনুষ্য অক্ষম (মজবুর) হইয়া যাইত এবং সে কোন কার্য্যের ছওয়াব ও শাস্তি লাভের উপযুক্ত হইতে পারিত না, এই হেতু সে কোন কার্য্য করার ইচ্ছা করিলে, আল্লাহ উহা সমাধা করিয়া দিয়া থাকেন, ইহাতে আল্লাহ-তায়ালার উপর কোন দোষ আসিতে পারে না।

এক্ষণে আয়তের শেষাংশের অর্থ বুঝুন, য়িহুদী ও খৃষ্টানগণ সংগ্রাম করার ইচ্ছা করিলে, আল্লাহতায়ালা উক্ত ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে না দিতেও পারিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রচলিত বিধান অনুসারে উক্ত কার্য্যের উপকরণগুলি সংগ্রহে বাধা প্রদান করেন নাই, উদ্দেশ্য এই যে, পরকালে, মনুষ্য যেন শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজে অক্ষম বলিয়া দাবি করিতে না পারে। —কঃ, ২।৩১৫—৩২০, রু, মাঃ, ১।৪৬০।৪৬১। ছেরা, ১।১৬৪।১৬৫ বায়ান, ১।৫।১৪০।

টিপ্পনী।

গোল্ডসেক সাহেব কোর-আন শরিফের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—কোর-আন শরিফের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লিখিত আছে যে, খোদাবন্দ ইছা মসীহ নানা প্রকার মাজেজা করিয়া আপনার নবুয়তের প্রমাণ দিতেন। .... কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহম্মদ সাহেব যদিও আপনাকে একজন নবী বলিয়া প্রকাশ করিতেন, তথাপি কখনও কোন মাজেজা করিতে পারেন নাই, বরং তাঁহার যে মাজেজা করিবার শক্তি ছিল না, তাহা তিনি সর্ব্বদা স্বীকার করিতেন। কোর-আনের অনেক স্থলে লিখিত আছে যে, কাফের-গণ মহম্মদের নিকটে আসিয়া তিনি যে খোদার রছুল, ইহার প্রমাণার্থে কোন চিহ্ন অর্থাৎ মাজেজা চাহিত, কিন্তু মোহম্মদ

সাহেব তাহা দিতে অস্বীকার করিয়া বলিতেন, সুরা আনকবুৎ, ৪৯ আয়ত ও সুরা বনি-ইস্রায়েল, ৬১ আয়েৎ দ্রষ্টব্য।

আমাদের উত্তর।

হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) যে মো'জেজা (অলৌকিক কার্য্য) প্রদর্শন করেন নাই বা তাঁহার উহা প্রদর্শন করার শক্তি ছিল না, ইহা সাহেবের একেবারে মিথ্যা দাবী। য়িহুদিরাও বলিত যে, হজরত ইছা (আঃ) কোন অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শন করেন নাই বা ইহা প্রদর্শন করার শক্তি তাঁহার ছিল না। য়িহুদীদিগের দাবি ও খৃষ্টানদের দাবি একই সমান। য়িহুদিরা ইহাও বলিত যে, হজরত ইছা (আঃ) নবি ছিলেন না, তাঁহার উপর কোন আছমানি কেতাব নাজিল হয় নাই বা তাঁহার নবুয়তের সংবাদ প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে নাই। গোল্ডসেক সাহেব য়িহুদিদিগের উপরোক্ত কথাগুলির কি উত্তর দিবেন?

প্রচলিত ইঞ্জিল যখন য়িহুদিগের মতে কতকগুলি সত্য মিথ্যা-পূর্ণ ইতিহাস ব্যতীত আছমানি কেতাব নহে, তখন হজরত ইছা (আঃ)এর মো'জেজা ও নবুয়ত কিরূপে প্রমাণ হইবে? প্রচলিত ইঞ্জিলগুলি যদি সম্পূর্ণ আছমানি কেতাব হইত, তবে তৎসমস্তের মধ্যে রাশি রাশি মতানৈক্য দেখা যায় কেন? যদি কোর-আন মজিদ নাজিল না হইত, তবে হজরত ইছা (আঃ)এর নবুয়ত ও মো'জেজা প্রমাণ করা অসম্ভব হইত।

যদি কোন নাস্তিক এই কথা বলে যে, যদি হজরত ইছা (আঃ) অলৌকিক কার্য্য দেখাইতেন, তবে য়িহুদিরা কেন তাঁহার মতাবলম্বন করিলেন না? গোল্ডসেক সাহেব ইহার সদুত্তর দিবেন কি?

সাহেব বাহাদুর লিখিয়াছেন, কাফেরেরা মো'জেজা দেখিতে চাহিলে, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর যে মো'জেজা দেখাইবার

শক্তি ছিল না, ইহা কোর-আনে আছে। তাঁহার এই দাবী একেবারে বাতীল।

কোর-আন ছুরা কামার ;—

اقتربت الساعة و انشق القمر ◎ و ان يروا اية يعرضوا و يقولوا سحر مستمر ◎

"কেয়ামত নিকট হইয়াছে এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। এবং যদি কাফেরেরা কোন নিদর্শন (মো'জেজা) দেখে, তবে অস্বীকার করিয়া বসে এবং বলে যে, (ইহা) প্রচলিত জাদু।"

কোর-আন ছুরা ছাফ্‌ফাৎ ;—

و اذا رأوا اية يستسخرون ۝ و قالوا ان هذا الا سحر مبين ۝

"আর যদি তাহারা (কাফেরেরা) কোন নিদর্শন (মো'জেজা) দেখে, তবে পরস্পরে বিদ্রূপ করিতে থাকে এবং বলিতে থাকে যে, ইহা স্পষ্ট জাদু ব্যতীত নহে।"

উপরোক্ত কোর-আনের আয়তে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) মো'জেজা দেখাইতেন।

গোল্ডসেক সাহেব ছুরা আনকবুতের যে আয়তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার আদ্যান্ত শ্রবণ করুন।

وكذلك انزلنا اليك الكتب ط فالذين اتينهم الكتب يؤمنون به ط و من هؤلاء من يؤمن به ط و ما يجحد باينتنا الا الكفرون ◎ و ما كنت تتلوا من قبله من كتب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ◎ بل هو ايت بينت في صدور الذين او توا العلم لا و ما يجحد باينتنا الا الظلمون ◎ و قالوا لولا انزل عليه ايت من ربه ط قل انما

الايت عند الله ط و انما انا نذير مبين ◎ اولم يكفهم
انا انزلنا عليك الكتب يتلى عليهم ◎

"এইরূপ আমি তোমার উপর কেতাব নাজিল করিয়াছি, অনন্তর আমি যাহাদিগকে কেতাব প্রদান করিয়াছিলাম, তাহারা উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং এই আরবদের মধ্যে কতকে উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাফেরগণ ব্যতীত আমার আয়তগুলি অস্বীকার করিবে না। আর তুমি ইতিপূর্ব্বে কেতাব পড়িতে জানিতে না এবং তুমি তোমার ডাহিন হস্ত দ্বারা উহা লিখিতে পারিতে না, যদি তুমি পড়িতে ও লিখিতে জানিতে, তবে বাতীল পন্থীরা অবশ্য সন্দেহ করিত।

বরং উক্ত কোর-আন বিদ্বানগণের বক্ষেঃ উজ্জ্বল নিদর্শন, অত্যাচারিগণ ব্যতীত আমার আয়তগুলি অস্বীকার করিবে না। আর কাফেরেরা বলিয়াছে যে, কেন তাঁহার উপর তাঁহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নিদর্শন সকল অবতারিত হয় না? তুমি বল, আল্লাহতায়ালার নিকট নিদর্শনাবলী, আর আমি স্পষ্ট ভীতিপ্রদর্শক ব্যতীত নহি। তাহাদের জন্য ইহা যথেষ্ট (নিদর্শন) নহে কি যে, আমি তোমার প্রতি কেতাব অবতারণ করিয়াছি—যাহা তাহাদের প্রতি পাঠ করা হয়।"

উপরোক্ত স্থলে ইহাই বলা হইয়াছে যে, মো'জেজা প্রকাশ করা আল্লাহতায়ালার আয়ত্ত্বাধীনে, কোন পয়গম্বর নিজের ইচ্ছায় অলৌকিক কার্য্য প্রকাশ করিতে পারেন না, ইহাতে একথা বুঝা যায় না যে, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) কর্ত্তৃক অলৌকিক কার্য্য প্রকাশিত হয় নাই বা হইতে পারে না। কোর-আন শরিফের বহু স্থলে লিখিত আছে যে, আল্লাহতায়ালার আদেশে পয়গম্বরগণের মো'জেজা প্রকাশ হইত।

কোর-আন ছুরা আল-এমরান ;—

وابرئ الاكمه والابرص واحي الموتى باذن الله

"এবং আমি আল্লাহতায়ালার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করিও মৃতদিগকে জীবিত করি।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত ইছা (আঃ) নিজের ক্ষমতায় মো'জেজা প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

কোর-আন ছুরা আ'রাফ ;—

فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم *

"আমি তাহাদের উপর ঝটিকা, পঙ্গপাল রাশি, বেঙ সকল ও রক্ত প্রেরণ করিয়াছিলাম।"

ইহা হজরত মুছা (আঃ)এর মো'জেজার কথা। এইরূপ যে কোন নবীর মো'জেজার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সমস্তই আল্লাহতায়ালার আদেশে প্রকাশ হইয়াছে।

প্রচলিত ইঞ্জিল যোহনের ৫ অধ্যায় ৩৬ পদে আছে, "পিতা আমাকে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে দিয়াছেন, যে সকল কার্য্য আমি করিতেছি, সেই সকল আমার বিষয় সাক্ষ্য দিতেছে যে, পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

এস্থলে ইহা বুঝা যায় যে, হজরত ইছা (আঃ) আল্লাহতায়ালার আদেশে মো'জেজা দেখাইতেন।

মথি, ২৭।৪০।৪২ ;—সেই প্রধান যাজকেরা অধ্যাপকগণের ও প্রাচীনবর্গের সহিত বিদ্রূপ করিয়া কহিল, ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করিবে, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। ও ত ইস্রায়েলের রাজা, এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আইসুক, তাহা হইলে আমরা উহার উপরে বিশ্বাস করিব।

৪৬ ;—যীশু উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ ?

ইহাতে বুঝা গেল যে, যিশু নিজের ক্ষমতায় মো'জেজা প্রকাশ করিতে একান্ত অক্ষম।

পাঠক, এক্ষণে আসুন, আয়তের মর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করুন। কাফেরেরা হজরতের নিকট মো'জেজা দেখিতে চাহিলে, আল্লাহ বলিলেন, তাঁহার উপর যে কোর-আন নাজিল করিয়াছি, ইহা জ্বাজ্জ্বল্যমান মো'জেজা, যিনি কখনও কোন কেতাব পাঠ করেন নাই বা কিছু লিখিতে জানেন না, তাঁহার ন্যায় একজন লোক এরূপ কোর-আন আনয়ন করিলেন—যাহার তুল্য আনয়ন করিতে আরবের বড় বড় সাহিত্যিক পণ্ডিত একান্ত অক্ষম, এমন কি কোর-আন বজ্রনিনাদে ঘোষণা করিয়াছে যে, সমস্ত জ্বেন ও মনুষ্য একত্রিত হইয়া কোর-আনের তুল্য একটী ছুরা রচনা করিতে পারিবে না অদ্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর অধিক হইল, কেহ ইহার তুল্য একটী ছুরা রচনা করিতে পারিল না, ইহা কি কম মো'জেজা ?

দ্বিতীয়—এত বড় একখানা কেতাব সহস্র সহস্র লোকের কণ্ঠে রহিয়াছে. কেয়ামত অবধি এইভাবে থাকিবে, দুনইয়ার যাবতীয় গ্রন্থের এরূপ বিশেষত্ব নাই। ইহা কি কম মো'জেজা ? অন্যান্য নবীগণের মো'জেজা ক্ষণস্থায়ী ছিল, কিন্তু কোর-আন যে মো'জেজা, ইহা কেয়ামত পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবে, ইহা হজরত মুছা ও ইছা ইত্যাদি সমস্ত নবীর মো'জেজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।

গোল্ডসেক সাহেব ছুরা বনি-ইস্রায়েলের যে আয়তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহার মর্ম্ম শ্রবণ করুন।

وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس

"এবং আমি (তাহাদের যাচিত) নিদর্শন সকল প্রেরণ করা ত্যাগ করি নাই, কিন্তু (এই জন্য) প্রাচীনগণ উক্ত প্রকার নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল।"

ছেরাজল-মনিরে ২।৩১৩।৩১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, মক্কাবাসিরা নবি (ছাঃ)এর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, তিনি তাহাদের জন্য ছাফা পর্ব্বতকে স্বর্ণ করিয়া দেন এবং পর্ব্বতগুলিকে তাহাদের নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহারা উক্ত ভূখণ্ডকে শস্যক্ষেত্র করিতে পারে। হজরত আল্লাহতায়ালার নিকট উক্ত আবদার পূর্ণ করার জন্য দোয়া করিলেন, তখন আল্লাহ তাঁহার নিকট এই অহি প্রেরণ করিলেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমি উহা করিয়া দিতে পারি, কিন্তু যদি তাহারা ইমান না আনে, তবে আমি তাহাদিগকে সমূলে নিপাত করিব। ইহাতে হজরত বলিলেন, আমি এইরূপ মো'জেজা চাহি না, কেননা আশা করি যে, উক্ত কাফেরদের ঔরষে খাঁটি ইমানদারগণ জন্মগ্রহণ করিবে, আর যদি তাহাদের প্রার্থিত মো'জেজা প্রকাশ হওয়ার পরে তাহারা ইমান না আনে, তবে তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইবে এবং উক্ত আশা কার্য্যে পরিণত হইবে না।

সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়;—প্রাচীন উম্মতেরা নিদর্শনাবলীর উপর মিথ্যারোপ করিয়া সমূলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, যেরূপ ছামুদ সম্প্রদায়কে অলৌকিক ভাবে উষ্ট্রিকা আবিষ্কার করিয়া দেখান হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা উহার উপর ইমান না আনায় সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই শেষ উম্মত সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না, ইহা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এই জন্য কোরাএশদের প্রার্থিত মো'জেজা দেখান হইল না।

পাঠক, এক্ষণে আপনারা বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা কোরাএশ-কুলের বিশিষ্ট মো'জেজা প্রার্থনা করা সম্বন্ধে নাজিল হইয়াছিল, ইহাতে একথা বুঝা যায় না যে, কোন স্থলে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কর্ত্তৃক মো'জেজা প্রকাশ হইবে না।

উপরোক্ত আয়তের পরে লিখিত আছে ;—

وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس

ইহাতে হজরতের মে'রাজ গমনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এই ছুরার প্রথমে হজরতের মে'রাজের রাত্রিতে মক্কা শরিফ হইতে বয়তল-মোকাদ্দছে যাওয়ার কথা আছে এবং ছুরা নজমে তাঁহার আরশ ও বেহেশতে পৌঁছিবার কথা আছে, এইরূপ মো'জেজা কি কোন পয়গম্বর কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছিল ?

এই ছুরায় উল্লিখিত হইয়াছে ;—

قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ◎

"তুমি বল, যদি মনুষ্য ও জেন এই কোর-আনের তুল্য আনয়ন করিতে একত্রিত হয়, তবে উহার তুল্য আনয়ন করিতে পারিবে না, যদিও তাহাদের কতক অন্য দলের সহায়তাকারি হয়।"

ত্রয়োদশ শতাব্দীর অধিক হইতে চলিল, কিন্তু কেহ উহার তুল্য আনয়ন করিতে পারিল না, ইহার তুল্য প্রধান মো'জেজা আর কি হইবে ?

ছুরা আনফাল ;—

وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى

ছেরাজল-মমির, ১।৫৬৩ পৃষ্ঠা ;—

"বদর যুদ্ধের দিবস মুছলমানগণ ও কাফেররা সম্মুখ সমরে উপস্থিত হইলে, নবি (ছাঃ) হজরত আলি (রাজিঃ)কে একমুষ্টি কঙ্কর আনিতে বলিলেন, উক্ত কঙ্করগুলি আনয়ন করিলে, তিনি

উহা কাফেরদিগের মুখমণ্ডলের দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, মুখমণ্ডল সকল কুশ্রী হইয়া যাউক, ইহাতে সমস্ত কাফেরের চক্ষুদ্বয়ে, মুখে ও নাসিকা-রন্ধ্রে উহা প্রবেশ করিল, ইহাতে তাহারা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল।" ইহা কি মো'জেজা নহে?

ছুরা আ'লাক ;—

ارأيت الذي ينهى - عبدا اذا صلى

দোর্রে'ল-মনছুর, মোনির ও আজিজি ;—

"আবু জেহল একদল কোরাএশের মধ্যে বলিয়াছিল, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) কে ছেজদা করিতে দেখিলে, আমি তাহার গ্রীবাদেশে পদাঘাত করিব ও তাঁহার মুখমণ্ডল মৃত্তিকায় প্রোথিত করিব। তৎপরে হজরতের নামাজ পাঠকালে আবু-জেহেল উক্ত অপকার্য্য করার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং পরক্ষণেই দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া পশ্চাদপদ হইল। তাহার অনুচরেরা বলিতে লাগিল, হে আবু জেহেল, তোমার কি হইয়াছে? সে বলিল, আমি তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে গিয়া দেখিলাম যে, আমার সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড রহিয়াছে, ফেরেশতাগণ পক্ষ দ্বারা পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং একটা অজগর আমার উপর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে, আমি তদ্দর্শনে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া ভীতভাবে পলায়ন করিলাম।" ইহা কি কোর-আন উল্লিখিত মো'জেজা নহে?

কোর-আন ছুরা রা'দ ;—

ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء

হোছায়নি, ৩১৩ পৃষ্ঠা ;—

"আমের আরবাদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিল যে, আমের হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর সহিত কথোপকথন করিবে, আর আরবদ সুযোগ মত তরবারির দ্বারা তাঁহার মুণ্ডপাত

করিবে। তাহারা উভয়ে মজলিশে উপস্থিত হইল, আমের হজরতকে কথাবার্ত্তায় সংলিপ্ত রাখিল এবং অনেক কথার পরে বলিল, হে মোহাম্মদ, আমরা চলিয়া যাইতেছি এবং বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য তোমার উপর আক্রমণের জন্য আনয়ন করিতেছি, ইহা বলিয়া উভয়ে বাহির হইল, হজরত বলিলেন, হে খোদা, তুমি যে কোন প্রকারে হউক উহাদের চক্র হইতে আমাকে রক্ষা কর। আমের আরবদকে বলিল, তুমি কি জন্য তাঁহাকে তরবারি দ্বারা হত্যা করিলে না? আরবদ বলিল, আমি যে সময় তাঁহার উপর তরবারির আঘাত করার চেষ্টা করিলাম, তুমি তাঁহার ও আমার মধ্যে অন্তরাল হইয়া দাঁড়াইতেছিলে, তৎপরে আরবদের উপর বজ্রাঘাত হইল এবং আমের প্লেগ আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইল।" ইহা কি হজরতের মো'জেজা নহে?

কোর-আন ছুরা ইয়াছিন ;—

انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون ۞

"নিশ্চয় আমি তাহাদের গলদেশে গলবন্ধন স্থাপন করিয়াছি, অনন্তর উহা চিবুক পর্য্যন্ত রহিয়াছে, অবশেষে তাহারা উর্দ্ধশীর্ষ হইয়া আছে।"

তফছির হোছায়নি ;—

"একদা আবুজেহল শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে, (হজরত) মোহম্মদকে নামাজ পড়িতে দেখিলে তাহার মস্তক চূর্ণ করিব। পরে সে এক দিবস দেখে যে, তিনি নামাজ পড়িতেছেন, তৎক্ষণাৎ প্রস্তর হস্তে করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হয়। সে যখন পাথর মারিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করে, তখন হাত তাহার গলদেশে আবেষ্টন করিয়া থাকে এবং প্রস্তর করতলে বদ্ধ হইয়া তাহার

চিবুকের নিম্নে গ্রীবাতে সংযুক্ত হইয়া যায়, তাহাতে সে বাধ্য হইয়া হজরতকে প্রহার করা হইতে নিবৃত্ত হয়। মখজুম বংশীয় লোকেরা বহু যত্নে আবুজেহলের গলদেশ হইতে হস্ত বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল।" ইহা কি মো'জেজা নহে।

উক্ত ছুরা ;—

و جعلنا من بين ايديهم سدا و من خلفهم سدا فاغشينهم فهم لا يبصرون ❋

"এবং আমি তাহাদের সম্মুখ ভাগে এক প্রাচীর এবং তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে এক প্রাচীর স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিয়াছি, পরন্তু তাহারা দেখিতেছে না।"

তফছির-হোছায়নি ;—

"একজন মখজুমি আবুজেহলের হস্ত হইতে উপরোক্ত প্রস্তর গ্রহণ করিয়া হজরতকে মারিতে যায়। তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া মাত্র সে অন্ধ হইয়া যায়, কিছুই দেখিতে পায় না, না সম্মুখে যাইতে পারে, না পশ্চাতে, তাহাতেই এই আয়ত নাজিল হয়।" ইহা কি মো'জেজা নহে ?

ছুরা আল-এমরান ;—

هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ◎

এই আয়তে বুঝা যায় যে, খোদাতায়ালা বদরের যুদ্ধে ৫ সহস্র ফেরেশতা হজরতের সাহায্য কল্পে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা কি মো'জেজা নহে ?

ছুরা তওবা ;—

فانزل الله سكينته عليه و ايده بجنود لم تروها

এই আয়তে বুঝা যায় যে, হজরত (ছাঃ) হেজরতকালে ছওর নামক গর্ত্তে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই সময় আল্লাহ

তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কাফেরেরা সেই গর্ত্তের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল না। ইহা কি মো'জেজা নহে?

মূলকথা, কোর-আন শরিফে হজরতের বহু মো'জেজার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

কোর-আন শরিফে হজরতের বহু ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ আছে— যাহা বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছে, ইহাও কি মো'জেজা নহে?

গোল্ডসেক সাহেব যে দাবি করিয়াছেন যে, কোর-আনে ইহা বুঝা যায় যে, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর মো'জেজা প্রকাশের শক্তি ছিল না, ইহা একেবারে বাতীল হওয়া সপ্রমাণ হইয়া গেল।

প্রচলিত ইঞ্জিল মথি, ১২।৩৮।৩৯ পদ;—

"তখন কয়েকজন অধ্যাপক ও ফরীশী তাঁহাকে (যীশুকে) বলিল, হে গুরু, আমরা আপনার কাছে কোন চিহ্ন (মো'জেজা) দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া যাইবে না।"

আরও উহার ১৬ অধ্যায়, ১।৪ পদ;—

"পরে ফরীশীরা ও সদ্দূকীরা নিকটে আসিয়া পরীক্ষা ভাবে তাঁহাকে নিবেদন করিল, যেন তিনি তাহাদিগকে আকাশ হইতে কোন চিহ্ন দেখান।

(তিনি বলিলেন) একালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকেরা চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ব্যতিরেকে আর কোন চিহ্ন তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে না।"

আরও ৮ অধ্যায়, ১১—১৩ পদ;—

"পরে ফরীশীরা বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল, পরীক্ষা ভাবে তাঁহার নিকটে আকাশ হইতে

এক চিহ্ন দেখিতে চাহিল। তখন তিনি আত্মায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, একালের লোকেরা কেন চিহ্নের অন্বেষণ করে? আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই লোকদিগকে কোন চিহ্ন দেখান যাইবে না।”

আরও ১৫ অধ্যায়, ৩১।৩২ পদ ;—

৩১ “প্রধান যাজকেরা অধ্যাপকদের সহিত আপনাদের মধ্যে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না ; ৩২ খ্রীষ্ট, ইস্রায়েলের রাজা, এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস্থক, দেখিয়া আমরা বিশ্বাস করিব।”

আরও ৪।৫।৬।৭ পদ ;—

(৫) “তখন দিয়াবল তাঁহাকে (যীশুকে) পবিত্র নগরে লইয়া গেল এবং ধর্ম্মধামের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইল, (৬) আর তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নীচে ঝাঁপ দিয়া পড়, (৭) যীশু তাহাকে কহিলেন, আবার লেখা আছে, তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করিও না।”

আরও ৪ অঃ, ৩।৪ পদ ;—

(৩) “তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল, যেন এই পাথরগুলা রুটী হইয়া যায়, (৪) কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া বলিলেন, মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচিবে না।”

উপরোক্ত প্রমাণগুলি জ্বলন্তভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, যীশু প্রচলিত বাইবেল উল্লিখিত কোন মো'জেজা দেখাইতেন না বা তাঁহার উহা প্রকাশ করার শক্তি ছিল না এবং বাইবেল লিখিত যাবতীয় মো'জেজা জাল কথা। এক্ষণে দেখি, গোল্ডসেক সাহেব এই প্রশ্নের কি উত্তর দেন?

তৎপরে গোল্ডসেক সাহেব উক্ত অনুবাদের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"মহম্মদ সাহেবের অনেক বৎসর পরে লিখিত হদিসে তাঁহার নানা মাজেজার বিবরণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঐ সকল বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য নহে ও তাহা কোর-আনের সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাপি কোন হাদিসেও লিখিত আছে যে, মহম্মদ সাহেব স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি মাজেজা করিতে পারেন নাই। যথা—

ما من الانبياء الا اعطى من الايات ما مثله امن عليه
البشر و انما كان الذي اوتيته وحيا اوحى الى *

"লোকে যেন তাঁহাতে বিশ্বাস করিতে পারে, এই জন্য প্রত্যেক নবীকে মা'জেজা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু আমাকে কেবল প্রত্যাদেশ (ওয়াহি) দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয়ে যে ইসা মসীহ মহম্মদ অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

আমাদের উত্তর।

রেওয়াএত দুই প্রকার ;—মৌখিক ও লিখিত, য়িহুদী ও খৃষ্টান অধিকাংশ পণ্ডিতগণ উভয় প্রকার রেওয়াএত গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আমাদের হাদিছ শরিফ ধর্ম্মপরায়ণ ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ছাহাবাগণের কণ্ঠে ছিল, তাঁহারা হাদিছ সকল স্মরণে রাখিতে মহা সাধ্য সাধনা করিতেন, হাদিছ শরিফ কোর-আন শরিফের সহিত মিশিয়া যাইবে, এই হেতু হাদিছ শরিফ লিখিতে নিষেধাজ্ঞা হইয়াছিল, তৎপরে জুহরি, রবি ও ছইদ প্রভৃতি বিদ্বানগণ হাদিছ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, ইহারা তাবেয়ি ছিলেন ও ছাহাবাগণের নিকট হইতে হাদিছ স্মরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

তৎপরে এমাম মালেক ৯৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি মদিনা শরিফে মোয়াত্তা নামক হাদিছ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহার অনুসরণে এবনো-জোরাএজ মক্কা শরিফে, আওজায়ি শামদেশে, ছুফইয়ান ছওরি কুফাতে ও হাম্মাদ বেনে ছালমা বাছোরাতে হাদিছ সমূহ লিপিবদ্ধ করেন। তৎপরে অন্যান্য মোহাদ্দেছগণ হাদিছ লিপিবদ্ধ করিতে সাধ্য সাধনা করেন, কাহার জন্মস্থান কোথায়, বয়স কি? কে কোথায় বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন? কাহার শিক্ষকগণের পরিমাণ কি? কাহার ধর্ম্মপরায়ণতা কিরূপ ছিল? কাহার স্মৃতিশক্তি কিরূপ ছিল? প্রত্যেক হাদিছের প্রকাশক ধর্ম্মপরায়ণ ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন হইলে, এইরূপ তাঁহার শিক্ষকগণের ধারাবাহিক ছেলছেলা রাছুলুল্লাহ পর্য্যন্ত পৌঁছিলে, তবে সেই হাদিছ ছহিহ (সত্য) বলিয়া গৃহীত হইবে। যদি মধ্যবর্ত্তী কোন শিক্ষকের নাম অনুল্লিখিত থাকে, তবে সেই হাদিছটী ছহিহ হইবে না, আবার এক এক হাদিছের প্রত্যেক স্থলে এতজন প্রকাশক হইতে পারে—যাহাদের একযোগে মিথ্যা কথা বলা একেবারে অসম্ভব।

আমাদের ছহিহ হাদিছ কে কাহার মুখে শুনিয়াছেন, এইরূপ রাছুলুল্লাহ পর্য্যন্ত ছনদ পাওয়া যায়, কে কোন্ ধরণের লোক ছিল, তাহা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, ইহা খৃষ্টানদিগের রচিত ইতিহাস অপেক্ষা সহস্রগুণে বিশ্বাসযোগ্য।

কোর-আন শরিফে যে ইঞ্জিল কেতাব হজরত ইছা (আঃ) এর উপর নাজিল হওয়ার আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা প্রচলিত বাইবেল হইতে স্বতন্ত্র, প্রচলিত বাইবেল কতকগুলি সত্য মিথ্যা পূর্ণ ইতিহাস, ইহাতে প্রকৃত ইঞ্জিলের কতকগুলি উপদেশ আছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। যদি ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত ইঞ্জিল হইত, তবে এই চারিখানা ইতিহাসে বহু সংখ্যক মতানৈক্য পরিলক্ষিত

হইত না এবং ইছা (আঃ)এর মৃত্যুর পরের সংবাদ ইহাতে লিখিত থাকিত না।

এক্ষণে যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা-গুলি পুরুষ পরম্পরায় কে কাহার মুখে শুনিয়াছে এবং তাহাদের চরিত্র কিরূপ ছিল? তবে খৃষ্টান-জগত ইহার সদুত্তর দিতে পারিবেন কি?

বাইবেলের চারি খণ্ড পুস্তকের মধ্যে যোহন নামক পুস্তকের রচক কে, তাহা খৃষ্টান-জগত অধ্যাবধি স্থির করিতে পারেন নাই।

যোহনের ২১ অধ্যায় ২৪ পদে আছে ;—

"সেই শিষ্য এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন এবং এই সকল লিখিয়াছেন।" ইহাতে বুঝা যায় যে, ইহা যোহনের লিখিত নহে।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে যখন দাবি করা হইয়াছিল যে, উহা যীশুর শিষ্য যোহনের লিখিত নহে, তখন যোহনের শিষ্য পোলি-কার্পের শিষ্য আরিমুছ জীবিত ছিলিন, তিনি উহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্ ষ্টাডলেন বারশেণ্ডর সাহেব ও অলুজিন সম্প্রদায় বলিয়াছিলেন যে, উহা যোহনের লিখিত নহে, বরং ষ্টাডলেন সাহেব বলিতেছেন যে, ইহা আলেকজেণ্ড্রিয়ার কোন ছাত্রের রচিত পুস্তক।

মার্ক পিতরের শিষ্য, ইনি হজরত ইছা (আঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। ইনি হজরত ইছা (আঃ)এর জীবনীর কতকাংশ লোকের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন, উহা ল্যাটিন ভাষায় লিখিত ছিল, তৎপরে গ্রীক ও সুরিয়া ভাষায় উহার অনুবাদ করা হইয়াছে।

লুক পৌলের শিষ্য, ইহারা উভয়ে হজরত ইছা (আঃ)কে দেখেন নাই। লুক কতকগুলি শুনা কথা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

মথি হজরত ইছা (আঃ)এর শিষ্য ছিলেন, মথির ৯ অঃ, পদে আছে,—"আর যে স্থান হইতে যাইতে যাইতে যীশু দেখিলেন, মথি নামক এক ব্যক্তি করগহন স্থানে বসিয়া আছে, তিনি তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস। তাহাতে সে উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিল।" ইনি যীশুর শিষ্য, ইহাতে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, যে মথি যীশুর শিষ্য ছিলেন, তিনি মথি নামক পুস্তকখানি রচনা করেন নাই।

দ্বিতীয় মথি মূলে ইব্রীয় ভাষায় লিখিত ছিল, তৎপরে গ্রীক ভাষায় উহার অনুবাদ করা হয়। মূল ইব্রীয় ভাষায় লিখিত মথি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, উহার অনুবাদক কে, তাহা স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই, বর্ত্তমানে যে ইব্রীয় মথি পাওয়া যায়, উহা অনুবাদের অনুবাদ।

অর্জ্জুন সাহেব যোহনের টীকায় লিখিয়াছেন, পৌল বহু গ্রীজাতে যে পত্রগুলি প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, ইহা ঠিক নহে, তিনি কোন স্থানে কিছু লেখেন নাই, দুই চারি ছত্র লিখিয়াছিলেন মাত্র।

ফাস্তাস সাহেব বলিয়াছেন, এই বাইবেল (নূতন নিয়ম) যীশু বা তাঁহার শিষ্যগণের লিখিত নহে, ইহা কোন অপরিচিত লোকের লিখিত, সে উহা তাঁহার শিষ্যগণের নামে প্রকাশ করিয়াছে। উক্ত চারিখানা কোন্ সময়ে লিখিত হইয়াছিল, ইহাতে খৃষ্টান বিদ্বান্‌গণ মতভেদ করিয়াছেন। মথি, ৩৭, ৩৮, ৪১, ৪৩, ৪৮, ৬১ ৬২, ৬৩ কিম্বা ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, মার্ক ৫৬, ৬০, ৬৩, কিম্বা ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, লুক ৫৩ ৬৩ কিম্বা ৬৪ খৃষ্টাব্দে ও যোহন ৬৮, ৬৯, ৭০, ৮৯ কিম্বা ৯৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

ডাক্তার হর্ণ সাহেব ইন্ট্রোডাকসনের ৩য় অধ্যায়ে ১০৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, অতি পুরাতন কালের ইঞ্জিল ও তওরাতের হস্তলিপি

নাই, আর যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহা অসম্পূর্ণ এবং উক্ত হস্ত-লিপিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

জি, এম, বি. ডাঙ্কান সাহেব লিখিয়াছেন ;—

"তিনখানি অনুলিপি অতি প্রাচীন। বাটকিনি অনুলিপি, সীননীয় অনুলিপি ও সিকন্দরীয় অনুলিপি। প্রথম দুই খণ্ড রোমান চার্চ ও সেণ্টপিটার্সবর্গে রক্ষিত আছে, উহা সাধরণের দেখিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু শেষ অনুলিপি খণ্ড বৃটীশ মিউজিয়ামে আছে। উপরোক্ত প্রত্যেক অনুলিপি অসম্পূর্ণ এবং কোন খানি চতুর্থ শতাব্দীর অগ্রে লিখিত হয় নাই। চতুর্থ বেজার অনুলিপিতে অনেক কথা বেশী আছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন লিপিকর কর্ত্তৃক অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। হর্ণ সাহেব লিখিয়াছেন, সিকন্দরীয় অনুলিপি ৫ম শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে, কেহ কেহ ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম কিম্বা ১০ম শতাব্দীতে লিখিত হওয়ার কথা বলিয়াছেন, ১০ম শতাব্দীতে লিখিত হওয়া সমধিক যুক্তিসঙ্গত।

এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, উপরোক্ত চারিজন লোক কি প্রকৃতির লোক ছিলেন? তাঁহারা কোন্ কোন্ শিক্ষকের মুখে উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন? তাহারা কিরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন? এইরূপ তাহারা যীশু খৃষ্টান পর্য্যন্ত ছনদ যতক্ষণ পেশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ উহা প্রকৃত ইঞ্জিল বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। এই হিসাবে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের হাদিছ প্রচলিত ইঞ্জিল অপেক্ষা বহু গুণে বিশ্বাসযোগ্য।

গোল্ডসেক সাহেব কি বলিয়া মুসলমানগণের হাদিছগুলি হজরতের বহু পরে লিখিত হইয়াছে ধারণায় বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া দাবী করিলেন? তাঁহাদের ইঞ্জিল কি যীশুর সময় লিখিত হইয়াছিল? তাহাদের ইঞ্জিল চতুষ্টয় যে একে অন্যের বিপরীত, এক্ষেত্রে তৎসমস্ত বিশ্বাসযোগ্য হইবে কিরূপে? কোর-আনে

হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর মো'জেজা প্রকাশ করার কথা আছে, তবে হাদিছ উল্লিখিত মো'জেজাগুলি কোর-আনের বিপরীত হইবে কিরূপে ?

তৎপরে গোল্ডসেক সাহেব যে একটী হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি উহা বুঝিতে পারেন নাই বা উহার ঠিক অনুবাদ করিতে পারেন নাই।

উহার প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে ;—

"যে কোন নবী হউক না কেন, তাঁহাকে এইরূপ নিদর্শন দেওয়া হইয়াছে—যাহা দর্শন করিয়া লোকে ইমান আনিতে পারে, যে অহি আমার উপর প্রেরণ করা হইয়াছে উহাই নিদর্শন।" আমি আশা করি যে, কেয়ামতের দিবস আমি সমধিক উম্মত বিশিষ্ট হইব।

মেরকাতের ৫ম খণ্ডের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, প্রত্যেক নবীকে তাঁহার জামানার হিসাবে মো'জেজা প্রদান করা হইয়াছে, উক্ত জামানা চলিয়া গেলে, উক্ত মো'জেজা স্থায়ী থাকিতে পারে নাই, হজরত মুছা (আঃ)এর জামানায় জাদুর প্রাদুর্ভাব ছিল, কাজেই তাঁহাকে যষ্টির অজগরে পরিণত হওয়া ও হস্ত শুভ্র হওয়ার মো'জেজা প্রদান করা হইয়াছিল, ইহা জাদু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অলৌকিক কার্য্য ছিল, কাজেই সেকালের লোক উহা দেখিয়া ইমান আনিতে বাধ্য হইয়াছিল। হজরত ইছা (আঃ) এর জামানায় চিকিৎসা বিদ্যার প্রাদুর্ভাব ছিল, কাজেই তাঁহাকে মৃত জীবিত করা, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করার মো'জেজা দেওয়া হইয়াছিল, ইহা চিকিৎসা বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিল, কাজেই লোকে তাঁহার উপর ইমান আনিতে বাধ্য হইয়াছিল। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর জামানায় আরবে সাহিত্য ও কবিতা চর্চ্চা খুব বেশী ছিল, কাজেই তাঁহাকে কোর-আন প্রদান করা হইয়া-

ছিল—যাহা সাহিত্য বিষয়ে অতুলনীয়, কাজেই লোকে তাঁহার উপর ইমান আনিতে বাধ্য হইয়াছিল, হজরত মুছা ও ইছা (আঃ)এর গত হওয়ার পরে তাঁহাদের মো'জেজার ক্রিয়া স্থায়ী থাকিতে পারিল না, কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর প্রদত্ত কোর-আন কেয়ামত অবধি অলৌকিক কার্য্য ভাবে বিরাজমান থাকিবে, সেই হেতু তাঁহার উম্মতের সংখ্যা সকল উম্মত অপেক্ষা অধিক হইবে। ইহাই হাদিছের অর্থ।

ইহাতে একথা বুঝা যায় না যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর অন্য কোন মো'জেজা ছিল না, বরং ইহাই বুঝা যায় যে, তাহার শ্রেষ্ঠতম মো'জেজা কোর-আন।

৩৪শ রুকু ও ৪ আয়ত।

(২৫৪) يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقنكم من

قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ط

و الكفرون هم الظلمون ○ (২৫৫) الله لا اله الا هو ج

الحي القيوم ج لا تاخذه سنة و لا نوم ط له

ما في السموات و ما في الارض ط من ذا الذي

يشفع عنده الا باذنه ط يعلم ما بين ايديهم و ما

خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ج

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا يَؤُدُهٗ حِفْظُهُمَا ج

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝ (٢٥٦) لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ج

قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ

وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ج لَا انْفِصَامَ

لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ (٢٥٧) اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۵ وَالَّذِيْنَ

كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ

اِلَى الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا

خٰلِدُوْنَ ۝

২৫৪। হে ইমানদারগণ, আমি যাহা তোমাদিগকে উপজীবিকা স্বরূপ প্রদান করিয়াছি তাহার কিয়দংশ উক্ত দিবসের পূর্ব্বে ব্যয়

কর—যাহাতে ক্রয় বিক্রয় হইবে না এবং বন্ধুত্ব হইবে না ও সুপারিশ হইবে না। ধর্ম্মদ্রোহিগণই অত্যাচারী।

২৫৫। আল্লাহ—তাঁহা ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, (তিনি) অনাদি অনন্ত, সৃষ্টির সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষক; না তন্দ্রা তাহার উপর আক্রমণ করিতে পারে, না নিদ্রা; আছমান সমূহে যাহা আছে এবং জমিতে যাহা আছে, তাহা তাঁহারই; এরূপ কোন ব্যক্তি আছে যে, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিতে পারে? তাহাদের সম্মুখে যাহা আছে এবং তাহাদের পশ্চাতে যাহা আছে, তিনি তাহা অবগত আছেন; আর তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত তাঁহার এলমের কোন অংশ লোকে আয়ত্ত করিতে পারে না। তাঁহার কুরছি আছমান সমূহ ও জমি পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং এতদুভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হয় না এবং তিনি মাহমান্বিত গৌরবান্বিত।

২৫৬। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বল প্রয়োগ নাই, ভ্রান্তি হইতে সুপথ প্রাপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে, অনন্তর যে ব্যক্তি 'তাগুতে'র উপর অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান আনে, সত্যই সে ব্যক্তি সুদৃঢ় অবলম্বন ধারণ করিল—যাহা ছিন্ন হওয়ার নহে। আর আল্লাহ মহা শ্রোতা ও মহা জ্ঞানী।

২৫৭। যাহারা ঈমান আনিয়াছেন, আল্লাহ তাহাদের সহায়তাকারী, তাহাদিগকে অন্ধকার রাশি হইতে বাহির করিয়া আলোকের দিকে (লইয়া যান) এবং যাহারা কাফের হইয়াছে, 'তাগুত' তাহাদের সহায়তাকারী তাহাদিগকে আলোক হইতে বাহির করিয়া অন্ধকার রাশির দিকে (লইয়া যায়), তাহারা দোজখবাসী হইবে, তাহারা উহাতে চিরস্থায়ী হইবে।

টীকা;—

২৫৪। আল্লাহতায়ালা ইতিপূর্ব্বে জেহাদের কথা বলিয়াছেন, এস্থলে অর্থ দানের কথা বলিতেছেন। এস্থলে বিদ্বানেরা মতভেদ

করিয়াছেন যে, এই দানের অর্থ কি? একদল বিদ্বান ইহাতে জাকাত দেওয়ার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা হাছান বাছারির মত। আছিম বলিয়াছেন, ইহাতে জেহাদে দান করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন, উহাতে ফরজ ও নফল সমস্ত প্রকার দানের কথা বলা হইয়াছে। পৃথিবীতে কাহারও কোন বস্তুর অভাব হইলে, উহা ক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হয় বা কোন বন্ধুর নিকট হইতে আনয়ন করা হয়, অথবা তজ্জন্য কাহারও সুপারিশ ধরিতে হয়, কিন্তু পরজগতে ক্রয় বিক্রয়ের সুযোগ থাকিবে না, কাহারও বন্ধুত্বের খাতিরে বা কাহারও সুপারিশে আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না।

আয়তেব মর্ম্ম;—হে ইমানদারগণ, কেয়ামতের দিবস ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ হইবে না, কাহারও বন্ধুত্বে কিছু লাভ হইবে না এবং আল্লাহতায়ালার অনুমতি ব্যতীত কাহারও সুপারিশ গৃহীত হইবে না, সেই বিপদ-সঙ্কুল দিবসের পূর্ব্বেই এই পৃথিবীতে আল্লাহতায়ালার প্রদত্ত অর্থ দান কর, কেননা ইহজগতে কোন সৎ-কার্য্যে ত্রুটী করিলে, পরজগতে উহার প্রতিকারের উপায় থাকিবে না। পরজগতে বন্ধুত্ব ও সুপারিশ না থাকার কারণ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়—প্রত্যেকে নিজের হিসাব নিকাশের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকিবে, কাজেই অপরের বন্ধুত্ব ও সুপারিশের সুযোগ কোথায়? দ্বিতীয়, প্রত্যেকে খোদার কোপ দর্শনে ভীত চমকিত থাকিবে, কাজেই অন্যের বন্ধুত্ব ও সুপারিশের শক্তি কিরূপে থাকিবে?

তৃতীয়, আল্লাহতায়ালার শাস্তিগ্রস্ত হইয়া সমস্তই ভুলিয়া যাইবে।

যদিও উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, কেয়ামতে বন্ধুত্ব বজায় থাকিবে না ও সুপারিশ করার সুযোগ থাকিবে না, কিন্তু নিম্নোক্ত আয়তদ্বয়ে الا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين

من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه বুঝা যায় যে, পরহেজগারগণের মধ্যে প্রেম প্রীতি বজায় থাকিবে এবং পয়গম্বর ও অলিগণ আল্লাহ্-তায়ালার অনুমতি লইয়া শাফায়াত করিতে পারিবেন।

তৎপরে আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, কাফেরগণই অত্যাচারী। এমাম রাজি ইহার কয়েক প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, (১) যখন আল্লাহ বলিলেন, কেয়ামতের দিবস বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকিবে না, তখন লোকের এইরূপ ধারণা হইতে লাগিল যে, সেই সময় কোন প্রকার বন্ধুত্ব থাকিবে না এবং কাহারও সুপারিশ করার শক্তি থাকিবে না, এই ধারণা খণ্ডন করা উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলিলেন, ইহা কাফেরদিগের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ইমানদারগণের পক্ষে ফাছেকগণের জন্য সুপারিশ করা সম্ভব হইবে।

দ্বিতীয়, কাফেরেরা নিজেদের কৃত অপকর্ম্মের জন্য দোজখের শাস্তিগ্রস্ত হইবে এবং তাহারা তথা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না, ইহাতে আল্লাহ তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করেন নাই, বরং তাহারা নিজেরা নিজেদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য এই কুফল প্রাপ্ত হইবে।

তৃতীয়, পরকালের শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ইহজগতে সৎকার্য্য সকল করা কর্ত্তব্য, কিন্তু কাফেরেরা তাহা না করিয়া নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছে।

চতুর্থ, কাফেরেরা প্রতিমাগুলির সুপারিশ লাভের ধারণায় উহাদের পূজা করিয়া থাকে, অথচ প্রতিমাদের সুপারিশ করার শক্তি হইবে না, এই হেতু উক্ত কাফেরেরা নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছে।

পঞ্চম, কাফেরেরা খোদার পথে ব্যয় না করিয়া নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছে, কিন্তু ইমানদারেরা নিশ্চয় কিছু না কিছু সদ্ব্যয় করিবে।—কঃ, ২।৩২১।৩২২, রুঃ, মাঃ, ১।৪৬৩।

২৫৫। الحى শব্দের অর্থ চির জীবন্ত, অনাদি অনন্ত, অমর। القيوم শব্দের অর্থ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, চির-তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষক ও জীবিকা-প্রদাতা ও সমস্ত বিষয়ের পরিজ্ঞাত।

আয়তের প্রথম অংশের মর্ম্ম এই ;—আল্লাহ একমাত্র উপাসনার উপযুক্ত পাত্র, তিনি অনাদি, অনন্ত, চির-বিরাজমান, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, চিরপরিচালক, রক্ষণাবেক্ষণকারী, জীবিকা-প্রদাতা ও সমস্ত জড় ও জীবের অবস্থা পরিজ্ঞাত। তিনি এরূপ জগত-পরিচালক যে, তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। এবনো-জরির তাবারী উল্লেখ করিয়াছেন, এক দিবস হজরত মুছা (আঃ) মিম্বরের উপর খোৎবা পাঠ করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে উদয় হইল যে, খোদা নিদ্রাভিভূত হন কিনা? আল্লাহতায়ালা তাঁহার নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরণ করিলেন, ইনি তাঁহাকে দুইটী কাঁচের শিশি প্রদান করিয়া বলিলেন, আপনি এক একটী শিশি এক এক হস্তে ধারণ করুন এবং উভয়টী সাবধানে রাখুন। হজরত মুছা (আঃ) নিদ্রাভিভূত হইতে লাগিলেন এবং উক্ত শিশিদ্বয় পড়িয়া যাওয়ার ভাব হইল, তৎপরে তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া একটী অন্যটী হইতে পৃথক রাখার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, হঠাৎ তাঁহার নিদ্রা আসায় হস্তদ্বয় হইতে শিশিদ্বয় পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তখন আল্লাহ-তায়ালা বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তিনি নিদ্রাভিভূত হইতেন, তবে কিরূপে তিনি আছমান ও জমি সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন?

রুহোল-মায়ানিতে এবনো-আবি হাতেম হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বনি-ইস্রাইলগণ হজরত মুছা (আঃ)কে উপরোক্ত প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এমাম রাজি বলিয়াছেন, হজরত মুছা (আঃ)এর দ্বারা এইরূপ প্রশ্নের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব, ইহা বনি-ইস্রাইলগণ দ্বারা হওয়া সম্ভব।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তিনিই আছমান ও জমির অধিবাসিগণের অধিপতি ও সৃষ্টিকর্ত্তা।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহতায়ালা যাহাকে অনুমতি দিবেন, তিনিই সুপারিশ করিতে পারিবেন, তদ্ব্যতীত অন্য কেহ সুপারিশ করিতে পারিবেন না।

অন্য আয়তে আছে,—

لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا:

"আল্লাহ যাহাকে অনুমতি দেন এবং যে ব্যক্তি সত্যকথা বলিয়াছে, তাহাদের ব্যতীত অন্যেরা সুপারিশ করিতে পারিবে না।"

এইরূপ অন্যান্য আয়তে আছে ;—

لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا و لا يشفعون الا لمن ارتضى ❁

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, কাফেরেরা ধারণা করিয়া থাকে যে, প্রতিমা সকল তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবে, ইহা তাহাদের বাতীল ধারণা। আল্লাহতায়ালার প্রিয়পাত্র নবি, ওলি ও সাধু লোকেরাই সুপারিশ করিবেন, তাঁহাদের ব্যতীত কাহারও সুপারিশ গৃহীত হইবে না।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহতায়ালা পার্থিব বিষয় সকল ও পারলৌকিক বিষয় সকলের অবস্থা অবগত আছেন। তিনি আছমান হইতে জমি পর্য্যন্ত সংবাদ এবং আছমান সমূহের সংবাদ অবগত আছেন। তিনি লোকদের মৃত্যুর পূর্ব্বের ও পরের সংবাদ অবগত আছেন। লোকে যে সৎ অসৎ কার্য্য করিয়াছে এবং পরিণামে যাহা করিবে, তিনি তাহা অবগত আছেন।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন—লোকে আল্লাহতায়ালার পরিজ্ঞাত বিষয় সমূহের পুর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, তবে তিনি তাহাদিগকে যৎসামান্য জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাহারা কেবল

তাহাই অবগত হইতে পারিয়াছে। লোকে অদৃশ্য বিষয়গুলির সংবাদ অবগত হইতে পারে না, অবশ্য আল্লাহ তাঁহার মনোনীত রাছুলগণকে যাহা যাহা সংবাদ দিয়াছেন, তাহারা কেবল তৎ-সমস্তই অবগত হইতে পারিয়াছেন। তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তাঁহার কুরছি আছমান সমূহ ও জমিকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। যে জ্যোতিষ্মান পদার্থ সপ্তম স্তর আকাশের উপর এবং আরশের নিম্নে আছে, উহাকে কুরছি নামে অভিহিত করা হয়।

এবনো-জরির একটী হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন, ময়দানের মধ্যে একটী আঙ্গুটী যেরূপ ক্ষুদ্র, কুরছির নিকট সাতটী আছমান সেইরূপ ক্ষুদ্র। এইরূপ আরশের নিকট কুরছির পরিমাণ বুঝিতে হইবে। আয়তের এই অংশের অর্থ এই যে, আল্লাহতায়ালার কুরছি এত মহান যে, উহা সাত আছমান ও জমিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) কুরছির অর্থ এলম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষেত্রে আয়তের এই অংশের অর্থ এইরূপ হইবে—আল্লাহতায়ালা আছমান সকল ও জমিনের অবস্থা অবগত আছেন।

একদল বিদ্বান উহার অর্থ আধিপত্য, ক্ষমতা ও রাজ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষেত্রে আয়তের এই অংশের অর্থ এইরূপ হইবে, আছমান ও জমি সকল আল্লাহতায়ালার আয়ত্বাধীনে আছে এবং আছমান ও জমিন সমূহ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত।

এমাম রাজি প্রথম মতটী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এমাম রাজি লিখিয়াছেন, এস্থলে হজরত এবনো-আব্বাছ কুরছির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, উহা পদদ্বয় রাখার স্থান, কিন্তু

এবনো-আব্বাছ (রাজিঃ)র পক্ষে তদ্দ্বারা আল্লাহতায়ালার পদদ্বয় অর্থ গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব, কেননা আল্লাহতায়ালার এইরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি হইতে পাক। আল্লাহতায়ালার অবয়ব-ধারী বিষয় না হওয়া সম্বন্ধে বহু দলীল এই তফছিরের অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি, কাজেই উক্ত রেওয়াএতটী বাতিল, আর যদি উহা ছহিহ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে এইরূপ অর্থ হইবে যে, কুরছি একটী গৌরবান্বিত রুহ কিম্বা ফেরেশতার পদদ্বয় রাখার স্থান।

এমাম বয়হকি 'কেতাবে-আছমা অছ্‌ছেফাতের ২৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ইহা হজরতের কোন ছহিহ হাদিছে নাই। অবশ্য কোন কোন ছাহাবার মত, কিন্তু প্রাচীন বিদ্বানগণ এইরূপ হাদিছ-গুলির মর্ম্ম প্রকাশে চেষ্টাবান হইতেন না এবং ধারণা করিতেন যে, আল্লাহ অবয়বধারী নহেন। একদল বিদ্বান উহার অর্থে প্রকাশ করিয়াছেন যে, সিংহাসনের উপর উপবেশনকারীর পদদ্বয় রাখার স্থান যে পরিমাণ হইয়া থাকে, আরশের নিকট কুরছি সেইরূপ হইবে।

মূলকথা, আল্লাহতায়ালা সাকার পদার্থ নহেন বা তাঁহার অবয়ব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারী হওয়া অসম্ভব, কাজেই তাঁহার পদদ্বয় থাকা এবং কুরছির তাঁহার পদদ্বয় রাখার স্থান হওয়ার দাবি করা একেবারে বাতীল।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, আছমান ও জমি সমূহের রক্ষণা-বেক্ষণ করা আল্লাহতায়ালার পক্ষে কষ্টকর নহে।

তৎপরে তিনি বলিতেছেন, তিনি সমুন্নত মহান। তিনি রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও পদমর্য্যাদায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি অতুলনীয়, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, তিনি নশ্বর গুণাবলী হইতে নির্ম্মল, এই জন্য তাঁহাকে উচ্চ বলা হইয়াছে। তিনি গৌরব, পরাক্রম ও শান-শওকতে সর্ব্বাপেক্ষা মহান।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, তিনি স্থানের হিসাবে উচ্চ নহেন এবং পরিমাণ, দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উর্দ্ধের হিসাবে মহান নহেন। তৎপক্ষে তিনি উপরোক্ত মতদ্বয় কয়েকটী প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

উপরোক্ত আয়তটীকে আয়তল কুরছি নামে অভিহিত করা হয়।

হজরত নবি (ছাঃ) ছাহাবা প্রবর ওবাই (রাজিঃ)কে বলিয়াছিলেন, তুমি কি বলিতে পার যে, কোর-আন শরিফের কোন্ আয়ত শ্রেষ্ঠতম ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আয়তল-কুর ছ। তৎশ্রবণে হজরত বলিয়াছিলেলেন, হে আবাল-মোঞ্জের, এল্‌ম তোমার জন্য মোবারক হউক।—ছহিহ মোছলেম।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি আমাকে বলিল, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমাকে কয়েকটী কলেমা শিক্ষা দিব—যদ্দারা আল্লাহ তোমাকে লাভবান করিবেন। যখন তুমি শয্যায় শয়ন করিবে, তখন আয়তল-কুরছি পড়িয়া লইবে, ইহাতে প্রভাত অবধি আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে একজন রক্ষক তোমার সহকারী থাকিবে এবং কোন শয়তান তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে না। তৎশ্রবণে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। হজরত নবি (ছাঃ) বলিলেন, সে ব্যক্তি সত্য কথা বলিয়াছে।—ছহিহ বোখারি।

হজরত বলিয়াছেন, আয়তল-কুরছির প্রথম ও ছুরা আল-এমরাণের প্রথম আয়তে আল্লাহতায়ালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম (এছমে-আ'জম) আছে।—আবুদাউদ ও তেরমেজি।

হজরত ওবাই (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার খোর্ম্মা শুষ্ক করার স্থানে খোর্ম্মা থাকিত, এক দিবস তদন্ত করিয়া দেখি যে খোর্ম্মা কমিয়া গিয়াছে। এক রাত্রিতে পাহারা দিয়া কিশোর বয়স্ক বালকের ন্যায় একটী জীবকে দেখিতে পাইলাম, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তুমি জেন কিম্বা মনুষ্য ? সে বলিল, আমি জেন।

আমি বলিলাম, তোমার হস্ত আমাকে স্পর্শ করিতে দাও, সে হস্ত লম্বা করিয়া দিল, আমি তাহার হস্ত এবং লোম কুকুরের ন্যায় বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, জ্বেন এরূপ সৃজিত হইয়াছে ? সে বলিল, আমি জ্বেনের মধ্যে সমধিক শক্তিশালী। আমি বলিলাম, তুমি কি জন্য আমার কতক খোর্ম্মা অপহরণ করিয়াছ ? সে বলিল, আমি শুনিয়াছি, তুমি দান করিতে বড় ভালবাস, এই জন্য আমি তোমার খাদ্য সামগ্রীর কিছু অংশ পাওয়ার আশা রাখি। আমি বলিলাম, কোন্ বস্তু দ্বারা আমরা তোমাদের অপকার হইতে রক্ষা পাইব। সে বলিল, এই আয়তল-কুরছি দ্বারা। আমি প্রভাতে হজরত নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ প্রদান করিলাম, ইহাতে তিনি বলিলেন, জ্বেনটী ঠিক কথা বলিয়াছে। —আবুদাউদ তায়ালাছি।

হজরত এবনো-মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, একজন লোকের সহিত একটী জ্বেনের সাক্ষাৎ হয়, ইহাতে জ্বেনটী বলিতে লাগিল, যদি তুমি মল্লযুদ্ধে আমাকে পরাস্ত করিতে পার, তবে আমি তোমাকে এরূপ একটী আয়ত শিক্ষা দিব যে, যদি তুমি গৃহে প্রবেশ করা কালে উহা পাঠ কর, তবে কোন জ্বেন উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তৎপরে উভয়ে বাহুযুদ্ধে রত হইল, ইহাতে সেই মনুষ্যটী তাহাকে পরাস্ত করিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে ক্ষীণকায় এবং তোমার বাজুদ্বয় কুকুরের বাজুর তুল্য দেখিতেছি। তোমাদের সকলেই কি এইরূপ হইয়া থাকে ? জ্বেনটী বলিল, আমি তাহাদের মধ্যে খুব শক্তিশালী। তুমি দ্বিতীয়বার আমার সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ কর। ইহাতে তিনি তাহার সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়া ফেলিলেন। তখন জ্বেনটী বলিল, তুমি আয়তল-কুরছি পাঠ করিবে, যে ব্যক্তি উহা পড়িতে পড়িতে গৃহে প্রবেশ করে, শয়তান গর্দ্দভের

স্থায় বায়ু ত্যাগ করিতে করিতে তথা হইতে বাহির হইয়া যায়। কেহ (হজরত) এবনো-মছউদ (রাজিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি (হজরত) ওমার ছিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, (হজরত) ওমার ব্যতীত আর কে হইবেন?—কেতাবোল-গারাএব।

হজরত আবু ওমামা বর্ণনা করিয়াছেন, 'বাকারাহ', 'আল-এমরাণ' ও 'তাহা' এই তিন ছুরাতে এজমে আজম আছে, ছুরা বাকারার এই আয়তে الله لا اله الا هو الحي القيوم আল্লাহো লাএলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়োল-কাইউম। ছুরা আল-এমর'নের এই আয়তে—الم الله لا اله الا هو الحي القيوم আলিফ, লাম, মীম, আল্লাহো লাএলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়োল-কাইউম। ছুরা 'তাহার' এই আয়তে—وعنت الوجوه للحي القيوم 'অ-আ'নাতেল-ভোজুহো-লিল হাইয়েল কাইউম।'—এবনো-মারদাওয়হে।

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে আয়তল-কুরছি পাঠ করিবে, তাহার মৃত্যুর পরেই সে বেহেশতে দাখিল হইবে।—আমালোল-ইয়াওম অল্লাএল।

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সময় আয়তল-কুরছি পাঠ করিবে, সন্ধ্যা অবধি নিরাপদে থাকিবে, আর মগরেবের সময় উহা পাঠ করিলে, ফজর অবধি নিরাপদে থাকিবে।—তেরমেজি, এবনো-কছির, ১।১৪৫—১৪৮, কঃ, ২।৩২৩—৩৩০, রুঃ মাঃ, ১।৪৬৪—৪৬৭।

২৫৬। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাজিঃ) বলিয়াছেন, মদিনা শরিফের আনছার বংশোদ্ভবা মৃতবৎসা স্ত্রীলোক মানসা করিত যে, যদি তাহার সন্তান জীবিত থাকে, তবে, তাহাকে য়িহুদী করিয়া দিবে। যখন বনু-নোজাএর সম্প্রদায় দেশ হইতে বিতাড়িত হইল, তখন আনছারিগণ তাহাদের সন্তানদিগকে জোর জবরদস্তি করিয়া মুছলমান করিয়া লইতে চাহিল, সেই সময় উক্ত আয়ত নাজিল

আরও তিনি বলিয়াছেন, হোছাএন নামীয় একটী মদিনাবাসী মুছলমানের তুইটী পুত্র খৃষ্টান ছিল। সে ব্যক্তি হজরত নবি (ছাঃ)কে বলিল যে, তাহারা খ্রীষ্টানি মত ত্যাগ করিতে চাহে না, এক্ষণে আমরা কি তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক মুছলমান করিয়া লইব? সেই সম্বন্ধে উক্ত আয়ত নাজিল হয়।

উক্ত আয়তে আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, দীন ইছলাম গ্রহণ সম্বন্ধে কাহারও প্রতি বল-প্রয়োগ করা হইবে না, তরবারী দ্বারা কাহাকেও ইছলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইবে না, কেননা আল্লাহতায়ালা তাঁহার নবী কর্ত্তৃক স্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণ সমূহ প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দারা সত্য মিথ্যা পথ অতি স্পষ্টভাবে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, এক্ষণে যাহার ইচ্ছা হয় ইছলাম গ্রহণ করুক, আর যাহার ইচ্ছা হয় মতান্তর গ্রহণ করুক।

তাগুত শব্দের কয়েকটী অর্থ আছে;—(১) শয়তান, (২) গণক, (৩) জাতুকর, (৪) প্রতিমা সকল, (৫) অবাধ্য জেন ও মনুষ্য এবং প্রত্যেক অবাধ্য জীব।

এক্ষণে আয়তের অর্থ শুনুন, যে ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহতায়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার রছুলের প্রদর্শিত মতের অনুসরণ করে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি ইমান, ইছলাম, কোর-আন ও সত্যমত দৃঢ়রূপে ধারণ করিল—যাহা এরূপ মজবুত অবলম্বন যে, কখনও বিনষ্ট হওয়ার নহে। আল্লাহ লোকদের একরার শ্রবণ করেন এবং তাহাদের অন্তর-নিহিত মত অবগত আছেন।—কঃ, ২।৩৩১, এবং তাঃ, ৩।৯।১০।

২৫৭। মোজাহেদ বলিয়াছেন, একদল লোক হজরত ইছা (আঃ) এর উপর ইমান আনিয়াছিল এবং অন্য দল তাঁহার উপর অবিশ্বাস করিয়াছিল, তৎপরে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) পয়গম্বরী প্রাপ্ত হইলে, প্রথম দল এই শেষ পয়গম্বরকে

অমান্য করিয়াছিল এবং দ্বিতীয় দল তাঁহার উপর ইমান আনিয়াছিল, উপরোক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, যাহারা হজরত ইছা (আঃ) এর প্রতি অবিশ্বাস করিয়া কাফেরির অন্ধকারে পতিত হইয়াছিল, তৎপরে হজরত নবি (ছাঃ) এর উপর ইমান আনিয়াছিল, আল্লাহতায়ালা তাহাদের সহায়, তাহাদিগকে উক্ত কাফেরির অন্ধকার হইতে ইমানের জ্যোতির দিকে লইয়া যান। আর যাহারা হজরত ইছা (আঃ) এর প্রতি ইমান আনিয়া ইমানের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্‌ হইয়াছিল, তৎপরে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি অবিশ্বাস করিয়া কাফের হইয়া যায়, শয়তান এবং প্রত্যেক অবাধ্য জীব তাহাদের পৃষ্ঠপোষক, ইহারা উক্ত অবিশ্বাসকারিদিগকে ইমানের আলোক হইতে কাফেরির অন্ধকারের দিকে লইয়া যায়। তাহারা চিরকাল দোজখবাসী হইবে।

কেহ কেহ আয়তের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, যে কাফেরেরা শেষ নবীর উপর ইমান আনিয়াছে, আল্লাহ-তায়ালা তাহাদের পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক, তাহাদিগকে কোফরের অন্ধকার হইতে ইমানের জ্যোতির দিকে লইয়া যান। আর যাহারা তাহার উপর অবিশ্বাস করিয়াছে, আল্লাহতায়ালা তাহাদের প্রকৃতিতে যে জ্যোতিসৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন, শয়তানেরা তাহাদিগকে উক্ত জ্যোতি হইতে বাহির করিয়া কাফেরির অন্ধকারে লইয়া যায়।

এবনো-জরির বলিয়াছেন, মোজাহেদ বর্ণিত অর্থ সমধিক যুক্তিযুক্ত হইলেও এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে, যাহারা হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি অবিশ্বাস করিয়া থাকে,

শয়তানেরা তাহাদের পৃষ্ঠপোষক এবং তাহাদিগকে ইমানের জ্যোতিঃ আকর্ষণ করিতে বাধা প্রদান করিয়া কাফেরির অন্ধকারের দিকে লইয়া যায়।

টিপ্পনী।

(১) গোল্ডসেক সাহেব কোর-আন শরিফের বঙ্গানুবাদের ৭৬ পৃষ্ঠার ফুটনোটে (ছুরা বাকারের ২৫৪ আয়তের টীকায়) লিখিয়াছেন, হাদিসের শিক্ষানুসারে মুসলমানেরা প্রায়ই বিশ্বাস করেন যে, মহম্মদ সাহেব তাহাদিগের জন্য শাফায়াৎ করিবেন, কিন্তু কোর-আনের অনেক আয়ৎ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হদীসের ঐ সমস্ত শিক্ষা কোরাণের শিক্ষা বিরুদ্ধ, সুরা তওবার ৮১ আয়তের লিখিত আছে;—

"তাহাদিগের জন্য ক্ষমা চাও বা না-চাও (একই কথা হইবে) তুমি (হে মহম্মদ) যদি সত্তর বার তাহাদের জন্য ক্ষমা চাও, তবু খোদা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। পুনশ্চ মরুবাসী আরবীয়েরা যুদ্ধে নাযাওয়ার জন্য তাহাদিগের যে অপরাধ হইয়াছিল, তাহা ক্ষমার জন্য তাহারা যখন মহম্মদ সাহেবকে খোদার কাছে অনুরোধ করিতে বলিয়াছিল, তখন তিনি এই উত্তর দিয়াছিলেন, কে খোদা হইতে (উপকার পাইতে) তোমাদের জন্য কিছু ক্ষমতা রাখে, যদি তিনি তোমাদিগের হানি করিতে চাহেন বা তোমাদিগের উপকার করিতে ইচ্ছা করেন।" (সুরা আল-ফতহ)

উপরি উল্লিখিত প্রথম আয়েৎ কপটি দিগের এবং দ্বিতীয় আয়েৎটি মুসলমানদিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মোহম্মদ সাহেব কোন পক্ষের লোকদিগের জন্য শাফায়ৎ করিতে পারিবেন না।

আমাদের উত্তর।

আল্লাহ ছুরা তওবাতে বলিয়াছেন ;—

استغفر لهم اولا تستغفر لهم - ان تستغفرلهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ط ذلك بانهم كفروا بالله و رسوله ❀

"তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর কিম্বা তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নাকর, যদি তুমি তাহাদের জন্য ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও খোদা তাহাদিকে ক্ষমা করিবেন না ; এই হেতু যে, তাহারা আল্লাহ ও রাছুলের সহিত কাফেরী করিয়াছে।" ইহাতে স্পষ্টবুঝা যাইতেছে যে. কাফেরদের সম্বন্ধে হজরতের শাফায়াত গৃহীত হইবেনা।

ছুরা ফৎহে উল্লিখিত হইয়াছে ;—

سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفرلنا ج يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم ط قل فمن يملك لكم من الله شيأ ان ارادبكم ضرا او ارادبكم نفعا ط بل كان الله بما تعملون خبيرا ◎ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول و المؤمنون الى اهليهم ابدا و زين ذلك في قلوبكم و ظننتم ظن السوء ج و كنتم قوما بورا ◎ و من لم يؤمن بالله و رسوله فانا اعتدنا للكفرين سعيرا ◎

"অচিরে পশ্চাদ্গামী মরুবাসীরা তোমাকে বলিবে, আমাদের অর্থরাশি ও পরিজনেরা আমাদিগকে (যুদ্ধ হইতে) বিরত রাখিয়াছে, কাজেই তুমি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহাদের অন্তরে যাহা নাই তাহা তাহারা রসনায় বলিয়া থাকে ;

তুমি বল, যদি আল্লাহ তোমাদের ক্ষতির ইচ্ছা করেন, কিম্বা তিনি তোমাদের উপকারের ইচ্ছা করেন, তবে কোন্ ব্যক্তি তোমাদের জন্য আল্লাহতায়ালার (আদেশ রোধ করিতে) সক্ষম হইবে? বংং তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা আল্লাহ অবগত আছেন। বরং তোমরা ধারণা করিয়াছ যে, রাছুল ও ইমানদারগণ তাঁহাদের পরিজনদিগের দিকে কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না এবং উহা তোমাদের অন্তরে সজ্জিত করা হইয়াছে এবং তোমরা মন্দ ধারণা করিয়াছ (দীন ইছলাম বিনষ্ট হওয়ার ধারণা করিয়াছ) এবং তোমরা বিনষ্ট সম্প্রদায় হইয়াছ, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাছুলের প্রতি ইমান না আনে, নিশ্চয় আমি (উক্ত) কাফেরদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।”

উপরোক্ত আয়তে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত মরুবাসিগণ কাফের ও মোনাফেক ছিল, কাজেই তাহাদের জন্য হজরতকে শাফায়াত করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। গোল্ডসেক সাহেব এই দলকে মুসলমান হওয়ার দাবি করিয়া ভ্রমপথে পতিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়, এই আয়তে ইহাই বুঝা যায় যে, আল্লাহতায়ালা ব্যতীত কাহারও ভাল মন্দ করার ক্ষমতা নাই, কোর-আন শরিফের অন্যান্য স্থলে লিখিত আছে যে, হজরত ইছা (আঃ)এর ভাল মন্দ করার ও কাহারও পাপ ক্ষমা করার অধিকার নাই এবং বর্ত্তমান বাইবেলেও লিখিত আছে যে, কাফেরদের সুপারিশ করার অধিকার তাঁহারও নাই।

হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ইমানদার গোনাহগারদের শাফায়াত করিতে পারিবেন, ইহা কোর-আনের অনেক স্থলে আছে, ইহার বিস্তারিত বিবরণ আমপারার ছুরা নাবার ৩৮ আয়তের টীকায় লিখিত হইয়াছে।

(২) গোল্ডসেক সাহেব ২৫৬ আয়তের টীকার অনুবাদের ৭৭ পৃষ্ঠায় এবং ৫২।৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মুসলমানদিগের তফছিরে লিখিত আছে যে, ধর্ম্ম-প্রচারে বল-প্রয়োগ নাই, এই হুকুমটি জেহাদের আয়ত নাজিল হইলে, মনছুখ হইয়া গিয়াছে।

আরও অনেক হাদিছে আছে যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) জেহাদ করিতে উৎসাহ দিয়াছেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, তিনি তরবারী দ্বারা ধর্ম্ম বিস্তার করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে সুশিক্ষিত মুসলমানগণ ইছলামের এই সকল শিক্ষায় লজ্জিত হন এবং ইহা সমর্থনে বলেন যে, খ্রীষ্টানগণও বলপূর্ব্বক নিজ ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যদিও কোন সময়ে তাঁহাদের ধর্ম্ম বলপূর্ব্বক বিস্তার করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা নিজ কেতাব ইঞ্জিলের শিক্ষার বিরুদ্ধেই করিয়াছেন, কিন্তু মুছলমমানগণ ধর্ম্মের নামে অত্যাচার করিতে কোর্-আন দ্বারাই আদিষ্ট। ফলতঃ প্রথমে মহম্মদ সাহেব যখন নিরুপায় ও উৎপীড়িত এবং খড়্গের সাহায্যে ইছলাম বিস্তার করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, দীনে বল-প্রয়োগ নাই ; কিন্তু পরে যখন মদীনায় তিনি অনেক লুণ্ঠন-প্রিয় আরব দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি মুসলমানদিগকে বলপূর্ব্বক ইছলাম প্রচার করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

আমাদের উত্তর।

কোর-আন শরিফে জেহাদের আদেশ করা হইয়াছে, কিন্তু জেহাদের উদ্দেশ্য কি, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—

و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض

“এবং যদি আল্লাহ একদলকে অপর দলের দ্বারা দমন না করিতেন, তবে নিশ্চয় পৃথিবী অশান্তিপূর্ণ হইয়া যাইত।”

অন্য আয়তে আছে ;—

و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد ✱

"এবং যদি আল্লাহ একদল লোককে অপর দলের দ্বারা দমন না করিতেন, তবে নিশ্চয় তাপসদিগের এবাদতখানা, খ্রীষ্টানদিগের গীর্জ্জা, য়িহুদীদিগের উপাসনালয়ে ও (মুসলমানদিগের) মছজিদ সমূহ ধ্বংস করা হইত।"

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার দমন করা এবং জগতে শান্তি স্থাপন করা উদ্দেশ্যে ইছলামে জেহাদ করার আদেশ করা হইয়াছে। য়িহুদী, খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিক দল দ্বারা মুসলমানগণের ধন, প্রাণ, বাণিজ্য ও ধর্ম্ম বিপন্ন হইতেছিল, কাজেই জেহাদের হুকুম করা হয়, ইহাতে উপরোক্ত জাতিত্রয়ের অত্যাচার দূরীভূর্ত হয় এবং জগতে শান্তি স্থাপিত হয়, ইছলাম প্রচার উদ্দেশ্যে জেহাদ করার আদেশ হয় নাই। যদি এই উদ্দেশ্যেই জেহাদের হুকুম প্রবর্ত্তিত হইত, তবে অমুসলমানদিগের নিকট হইতে 'জিজয়া' ট্যাক্স লইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করা হইত না।

কয়েকটি যুদ্ধে যে কাফেরেরা ধৃত হইয়াছিল, তাহাদিগের নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, ইহাতেই বুঝা যায় যে, ইছলাম ধর্ম্ম অমুছলমানদিগের চক্ষে প্রবল প্রতিপন্ন হয়, এই উদ্দেশ্যেই জেহাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এস্থলে এজন্য বলা হইতেছে যে, ইছলাম নিজ সত্যতার বলে জয়যুক্ত হইবে, ইছলাম গ্রহণ সম্বন্ধে কাহারও উপর বল প্রয়োগ করা হইবে না। খ্রীষ্টানগণ জেহাদের কথা শুনিয়া যে বল-প্রয়োগ পূর্ব্বক ইছলাম প্রচারের দাবি করিয়া থাকেন, ইহা বাতীল কথা।

মুছলমানগণের কতক তফছিরে লিখিত আছে যে, কোন কোন বিদ্বান্‌ বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বল-প্রয়োগ নাই, এই হুকুমটী জেহাদের আয়ত দ্বারা মনছুখ হইয়াছে, কিন্তু এমাম এবনো-জরির এই মতটি দুর্ব্বল সাব্যস্ত করিয়াছেন, যেহেতু জেহাদ ইছলাম বিস্তারের জন্য হয় নাই, বরং শান্তি স্থাপন ও অত্যাচার নিবারণের জন্য হইয়াছিল।

পুরাতন নিয়ম (প্রচলিত তওরাত) পাঠ করিলে, বুঝা যায় যে, খোদাতায়ালা হজরত মুছা, যিহোশূয় ও দাউদ (আঃ)কে জেহাদ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। গণনা পুস্তক, ৩১ অধ্যায়, যিহোশূয়, ৬।৮।১০ অধ্যায় ও ১ম শমূয়েল ১৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১ম শমূয়েল, ১৫ অধ্যায়, ৩ পদে আছে ;—

"এখন তুমি গিয়া অমালেককে আঘাত কর ও তাহার যাহা কিছু আছে, নিঃশেষ কর, তাহার প্রতি দয়া করিও না, স্ত্রী, পুরুষ, বালক-বালিকা ও স্তন্যপায়ী শিশু, গরু ও মেষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ সকলকেই বধ কর।"

লেবীয় পুস্তক, ২৪ অধ্যায় ১৬ পদে আছে ;—

"আর যে সদাপ্রভুর নামে নিন্দা করে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে, সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে।"

নূতন নিয়মের (মথি পুস্তকের) ৫ম অধ্যায় ১৭।১৮ পদে আছে ;—

১৭। "মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদি গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি ; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। ১৮। কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি একবিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।"

আরও মথি, ১০ অধ্যায়, ৩৪ পদে আছে ;—

"মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি, শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম-পুস্তকে জেহাদের আদেশ আছে; আরও নিজে গোল্ডসেক সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, খৃষ্টানেরা ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য বহু সহস্র লোকের প্রাণ বধ করিয়াছিলেন।

হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) মদিনা শরিফে লুণ্ঠনপ্রিয় আরব জাতির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা যে আত্মরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা ও ধন-জন রক্ষার জন্য করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্ম প্রচারের জন্য করেন নাই, ইহা প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বলিতে বাধ্য।

৩৫শ রুকু, ৩ আয়ত।

(২৫৮) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَاجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَ اُمِيْتُ ط قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ (২৫৯) اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّ هِيَ

خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ج قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ
بَعْدَ مَوْتِهَا ج فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ط قَالَ كَمْ
لَبِثْتَ ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ
لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ
يَتَسَنَّهْ ج وَ انْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ قف وَ لِنَجْعَلَكَ اٰيَةً
لِّلنَّاسِ وَ انْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا
لَحْمًا ط فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ لا قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ (٢٦٠) وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ
تُحْيِ الْمَوْتٰى ط قَالَ اَوَ لَمْ تُؤْمِنْ ط قَالَ بَلٰى وَ لٰكِنْ
لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ط قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ
اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ
ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ط وَ اعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২৫৮। তুমি কি উক্ত ব্যক্তির সংবাদ অবগত হও নাই যে ব্যক্তি এবরাহিমের সঙ্গে তাহার প্রতিপালক সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিয়াছিল? এইহেতু যে, আল্লাহ তাহাকে রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলেন; যখন এবরাহিম বলিয়াছিলেন, আমার প্রতিপালক জীবিত করেন এবং জীবন নাশ করেন। সে ব্যক্তি বলিয়াছিল, আমিও জীবন দান করি এবং প্রাণনাশ করিয়া থাকি। এবরাহিম বলিয়াছিল, নিশ্চয় আল্লাহ সূর্য্যকে পূর্ব্বদিক্ হইতে বাহির করেন, কিন্তু তুমি উহাকে পশ্চিম দিক্ হইতে বাহির কর, ইহাতে উক্ত ধর্ম্মদ্রোহী ব্যক্তি হতবুদ্ধি হইয়া রহিল এবং আল্লাহ অত্যাচারী দলকে পথ প্রদর্শন করেন না।

২৫৯। কিম্বা-(তুমি) ঐ ব্যক্তির অনুরূপ (ঘটনা) অবগত হও নাই যে ব্যক্তি এক নগরে এইরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল যে, উহা ছাদ সমুহের উপর পতিত হইয়াছিল, কিরূপে আল্লাহ এই নগরটী উৎসন্ন হওয়ার পরে সঞ্জীবিত করিবেন? ইহাতে আল্লাহ তাহাকে শতবৎসর মারিয়া রাখিলেন, তৎপরে তিনি তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিলেন, তিনি বলিলেন, তুমি কত সময় এই অবস্থায় ছিলে? সে ব্যক্তি বলিল, একদিবস কিম্বা দিবসের কিছু অংশ এই অবস্থায় ছিলাম। আল্লাহ বলিলেন, বরং তুমি এক শত বৎসর এই অবস্থায় ছিলে, এক্ষণে তুমি তোমার খাদ্য ও তোমার পানীয়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর, উহা বিকৃত হয় নাই এবং তোমার গর্দ্দভের দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং (আমি উহা করিয়াছি, (এই উদ্দেশ্যে যে, আমি তোমাকে লোকদের জন্য নিদর্শন করিব এবং তুমি অস্থিপুঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত কর কিরূপে আমি তৎসমুদয়কে সংযুক্ত করি, তৎপরে তৎসমস্তকে মাংস দ্বারা আচ্ছাদিত করি। তৎপরে যখন

তাহার পক্ষে ইহা প্রকাশিত হইল, তখন সে ব্যক্তি বলিল যে, আমি বিশ্বাস করি যে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ শক্তিশালী।

২৬০। এবং যে সময় এবরাহিম বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে দেখাও যে, তুমি কিরূপে মৃতদিগকে জীবিত কর, তিনি বলিলেন, তুমি কি বিশ্বাস স্থাপন কর না? সে ব্যক্তি বলিল, হাঁ (বিশ্বাস স্থাপন করি), কিন্তু এইহেতু (যাজ্ঞা করিয়াছি) যে, আমার অন্তর শান্তি প্রাপ্ত হইবে। তিনি বলিলেন, তুমি চারিটী পক্ষী গ্রহণ কর, তৎপরে উহাদিগকে নিজের নিকট লইয়া খণ্ড খণ্ড কর, তৎপরে প্রত্যেক পর্ব্বতের উপর উহাদের এক এক খণ্ড স্থাপন কর, তৎপরে উহাদিগকে ডাক, উহারা তোমার নিকট ধাবমান অবস্থায় উপস্থিত হইবে, এবং তুমি জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

টীকা ;—

২৫৮। এবনো-জরির, আবদুর রাজ্জাক, এবনোল-মোণ্ডার ও এবনো-আবি হাতেম বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথম পরাক্রান্ত বাদশাহ পৃথিবীতে নমরুদ ছিল, লোকে তাহার নিকট হইতে খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিতে যাইত, (হজরত) এবরাহিম (আঃ) তাহাদের সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন। যখন লোক তাহার নিকট উপস্থিত হইত, তখন সেই নমরুদ বলিত, তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক কে? তাহারা বলিত, তুমিই আমাদের প্রতি-পালক। একসময় (হজরত) এবরাহিম (আঃ) তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, সে বলিল, তোমার প্রতিপালক কে? (হজরত) এবরাহিম (আঃ বলিলেন, যিনি জীবন দান করেন এবং মারিয়া ফেলেন' তিনিই আমার প্রতিপালক।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, নমরুদ দুইটী লোক উপস্থিত করিয়া একজনকে হত্যা করিল এবং অপরকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, আমি যাহাকে ইচ্ছা করি মারিয়া ফেলি, আর যাহাকে ইচ্ছা করি জীবিত রাখি। তখন (হজরত) এবরাহিম (আঃ) বলিলেন, আল্লাহতায়ালা সূর্য্যকে পূর্ব্বদিক হইতে উদয় করেন, তুমি উহা পশ্চিম দিক হইতে উদয় কর। ইহাতে নমরুদ নির্ব্বাক নিরুত্তর হইয়া গেল, কিন্তু সে (হজরত) এবরাহিম (আঃ)কে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করিল না। তিনি (শূন্য হস্তে) নিজের পরিজনের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তিনি বালুকাময় স্থান দিয়া গমন করিতে করিতে মনে মনে বলিলেন, কিছু বালু লইয়া পরিজনের নিকট উপস্থিত হইলে, প্রথম অবস্থায় তাহাদের অন্তর আনন্দিত হইবে। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কিছু বালু সহ পরিজনের নিকট উপস্থিত হইলেন, তৎপরে তিনি নিদ্রিত হইলে, তাঁহার স্ত্রী উক্ত বালুর পাত্র খুলিয়া দেখেন যে, উহাতে এরূপ ময়দা রহিয়াছে—যাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। স্ত্রী তদ্দারা রুটী প্রস্তুত করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলেন, হজরত এবরাহিম (আঃ) জাগরিত হইয়া বলিলেন, ইহা কোথা হইতে আনয়ন করা হইয়াছে? স্ত্রী বলিলেন, আপনি যে গম আনয়ন করিয়াছিলেন, ইহা তাহা হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছে। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আল্লাহ তাহাকে এই জীবিকা প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে আল্লাহতায়ালা একজন ফেরেশতাকে উক্ত নমরুদের নিকট প্রেরণ করিয়া জানাইলেন যে, যদি তুমি আমার উপর ইমান আন, তবে আমি তোমাকে তোমার রাজ্যের উপর স্থায়ী রাখিব, আমা ব্যতীত তোমার অন্য প্রতিপালক আর কে আছে? নমরুদ খোদার উপর ইমান আনিতে অস্বীকার করিল। দ্বিতীয়বার

ফেরেশতা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত প্রস্তাব করেন, কিন্তু নমরুদ উহা মান্য করিয়া লইতে অস্বীকার করে। তৃতীয়বার ফেরেশতা আগমন পূর্ব্বক উক্ত প্রস্তাব করেন, কিন্তু নমরুদ উহা অস্বীকার করে। তৎপরে ফেরেশতা বলেন, তুমি তিন দিবস অবধি তোমার সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ কর, নমরুদ তাহাই করিল। তখন আল্লাহ ফেরেশতাকে আদেশ প্রদান করিলেন, ইহাতে তিনি মশকের দলের একটী দ্বার খুলিয়া দিলেন, সূর্য্য উদয় হইল, কিন্তু তাহারা মশকের দলের আধিক্য হেতু সূর্য্য দেখিতে পাইল না। আল্লাহ তাহাদের উপর মশকের দল প্রেরণ করিলে, ইহারা তাহাদের রক্ত, মাংস গ্রাস করিয়া ফেলিল, তাহাদের অস্থি ব্যতীত আর কিছুই থাকিল না। নমরুদের শরীরে মশক দংশন করিল না, আল্লাহ তাহার উপর একটী মশক প্রেরণ করিলেন, উক্ত মশকটী তাহার নাসিকা রন্ধ্রে প্রবেশ করিল, উহা চারিশত বৎসর তথায় থাকিল, তাহার মস্তকে হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করা হইত, যে ব্যক্তি তাহার মস্তকে মুষ্টি মারিত, সেই ব্যক্তি তাহার পক্ষে পরম দয়াশীল বলিয়া পরিগণিত হইত। নমরুদ চারিশত বৎসর পৃথিবীতে অত্যাচার সহ রাজ্য শাসন করিয়াছিল, খোদাতায়ালা সেই পরিমাণ তাহাকে ইহজগতে শাস্তি প্রদান করেন। আটশত বৎসর পরে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই নমরুদ বাবিল নগরে উচ্চ অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছিল, আল্লাহতায়ালা উহা সমূলে ধ্বংস করিয়া দেন।

মোজাহেদ বলিয়াছেন, চারিজন বাদশাহ সমস্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভূখণ্ডের অধিপতি হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুইজন ইমানদার (হজরত) ছোলায়মান ও জোলকারনাএন। আর দুইজন কাফের—বোখতানাছ্‌ছার ও নমরুদ।"—তঃ দোঃ, ১।৩৩১।

আয়তের অর্থ ;—আল্লাহতায়ালা নমরুদকে রাজ্য-ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন, এই গর্ব্বে মত্ত হইয়া উক্ত নমরুদ আল্লাহতায়ালার

সম্বন্ধে হজরত এবরাহিম (আঃ)এর সহিত তর্ক করিয়াছিল। তর্কের কথা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

টিপ্পনী।

(ক) গোল্ডসেক সাহেব কোর-আন অনুবাদের ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'নিমরুদ রাজা ইব্রাহিম নবীর অনেক পূর্ব্বে ছিলেন। পাঠক, তৌরেতের আদি পুস্তকের ১০ অধ্যায় পাঠ করিলে, ইহা সহজে জানিতে পারিবেন। "মিদরাস-রাব্বা" নামক য়িহুদীদের একটী অসার ও কাল্পনিক হাদিসে এই সমস্ত গল্প পাওয়া যায়, সুতরাং অনায়াসে বুঝা যায় যে, মহম্মদ সাহেব য়িহুদীদের নিকট ইহা শুনিয়া ও সত্য মনে করিয়া তাহা কোর-আনে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

আমাদের উত্তর।

আদি পুস্তক কয়েক পৃষ্ঠার কেতাব, উক্ত আদি পুস্তকে পূর্ব্ব-কালীন সমস্ত লোকের বিস্তারিত ইতিহাস থাকিবে, ইহা অসম্ভব। নূতন নিয়মে এরূপ অনেক পুস্তকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে—যাহা পুরাতন নিয়মে খুজিয়া পাওয়া যায় না, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, পুরাতন নিয়মে অনেক বিষয় উল্লিখিত হয় নাই।

য়িহুদীগণ তালমুদ (হাদিছ)কে সত্য বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন, এক্ষণে গোল্ডসেক সাহেব তালমুদের কথাগুলিকে অসার ও কাল্পনিক কথা বলিয়া দাবি করিলে, যে উহা প্রকৃত পক্ষে তাহাই হইবে, ইহার কোন সত্য প্রমাণ নাই। পুরাতন নিয়মের তিন খণ্ড অনুলিপি আছে—ইব্রীয় অনুলিপি, গ্রীক অনুলিপি ও শমরিয় অনুলিপি। য়িহুদিগণ ও অধিকাংশ প্রোটেষ্টান্ট খৃষ্টানগণ প্রথম অনুলিপিকে বিশ্বাসযোগ্য ধারণা করিতেন। প্রাচীন খৃষ্টানগণ কেবল গ্রীক অনুলিপিকে বিশ্বাসযোগ্য ধারণা করিতেন

এবং ইব্রীয় অনুলিপিকে বিকৃত মনে করিতেন। শমরিয়গণ কেবল তৃতীয় অনুলিপি খণ্ডকে বিশ্বাসযোগ্য ধারণা করিতেন, ইহাতে অন্যান্য অনুলিপি অপেক্ষা বহু শব্দ বেশী আছে।

গোল্ডসেক সাহেবের দাবিতে তালমুদ (য়িহুদিদিগের হাদিছ) কাল্পনিক হইলে, অন্যান্য বিদ্বানগণের দাবিতে মূল পুরাতন নিয়ম বিকৃত হইবে না কেন?

কোর-আন খোদার প্রেরিত কালাম, যদি পৃথিবীর প্রচলিত সমস্ত কেতাবে কোন একটী কথা না থাকে, আর কেবল কোর-আন শরিফে উক্ত কথা থাকে, তবে তাহাই সত্য হইবে। যদি দুনইয়ার প্রচলিত সমস্ত কেতাবের বিপরীতে কোর-আনে কোন কথা থাকে, তবে কোর-আনের কথা সত্য হইবে, যেহেতু অন্যান্য কেতাবগুলি পরিবর্ত্তন হইতে সুরক্ষিত নহে, আর কোর-আনের পরিবর্ত্তন হওয়া একেবারে অসম্ভব। তালমুদের কথা কোর-আন শরিফের সহিত ঐক্য হইলে, তালমুদের কথা সত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এক্ষণে পুরাতন নিয়ম লিখিত তারিখের উপর বিশ্বাস করা যায় কিনা, তাহার সমালোচনা করা যাউক।

হজরত আদম (আঃ)এর সৃষ্টি হইতে হজরত নূহ (আঃ)এর মহাপ্লাবন পর্য্যন্ত কত বৎসর গত হইয়াছিল, এ বিষয়ে উপরোক্ত তিন খণ্ড অনুলিপিতে তিন প্রকার বিভিন্ন মত আছে;—ইব্রীয় অনুলিপিতে ১৬৫৬ বৎসর, শমরিয়া অনুলিপিতে ১৩০৭ বৎসর ও গ্রীক অনুলিপিতে ২২৬২ বৎসর লিখিত আছে। এই হেতু ইতিহাস তত্ত্ববিদ পণ্ডিত ইউছিফছ উপরোক্ত তিনটী অনুলিপির কোন একটীর প্রতি বিশ্বাস না করিয়া ২২৫৬ বৎসর লিখিয়াছেন।

মহাপ্লাবনের সময় হইতে হজরত এবরাহিম (আঃ) এর জন্ম দিবস পর্য্যন্ত কত বৎসর হইয়াছিল, ইহাতেও মতভেদ হইয়াছে।

ইব্রীয় অনুলিপিতে ২৯২ বৎসর, শমরীয় অনুলিপিতে ৯৪২ বৎসর ও গ্রীক অনুলিপিতে ১০৭২ বৎসর লিখিত আছে।
কিন্তু ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ উক্ত তিন খণ্ড অনুলিপিকে অগ্রাহ্য করিয়া ৩৫২ বৎসর লিখিয়াছেন।

মূলকথা, পুরাতন নিয়মের লিখিত তারিখের উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, নমরুদের রাজত্ব কালে হজরত এব্রাহিমের পয়গম্বর হওয়া সম্ভব কিনা? তারিখে-তাবারি ১ম খণ্ডের ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, নমরুদ চারিশত বৎসর পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিয়াছিল, অবশিষ্ট চারিশত বৎসর মশকের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ইহলীলা সম্বরণ করে।

আরও আদি পুস্তকের মর্ম্মে বুঝা যায় যে, হজরত এবরাহিম (আঃ) মহাপ্লাবনের ২৯২ বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করেন।

আরও নমরুদ কুশের পুত্র, কুশ হামের পুত্র, কাজেই নমরুদ যে উক্ত প্লাবনের অনেক বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই সূত্রে হজরত এব্রাহিম নিমরুদের সমসাময়িক হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা গেল যে, গোল্ডসেক সাহেবের এই দাবি যে, নমরুদ হজরত এবরাহিম নবীর অনেক পূর্ব্বে ছিলেন, একেবারে বাতীল কথা। সাহেব বাহাদুর অনেক স্থলে এঁইরূপ বাতীল কথা লিখিয়া সরল-চেতা লোকদের ইমান নষ্ট করার চেষ্টা পাইয়াছেন।

(খ) উপরোক্ত আয়তে নমরুদের রাজ্য ঐশ্বর্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা মোজাহেদ, কাতাদা, রবি, ছুদ্দি, এবনো-অহাব, এবনো-ইছহাক, জয়েদ-বেনে আছলাম ও এবনো-জোরাএজের মত। ইহাই ছহিহ মত।

অল্প সংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহাতে হজরত এব্রাহিম (আঃ) এর রাজ্য প্রাপ্তির ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, যেরূপ অন্যত্র বলা হইয়াছে ;—

فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب و الحكمة و اتيناهم ملكا عظيما ●

কিন্তু প্রথম মতটী অধিকাংশ টীকাকারের মত, এমাম রাজি তফছিরে-কবিরের ২।৩৩৪ পৃষ্ঠায় ও আল্লামা আলুছি রুহোল-মায়ানির ১।৪৭১ পৃষ্ঠায় এই মতটী দুর্ব্বল স্থির করিয়াছেন। মিষ্টার মোহম্মদ আলী এই দুর্ব্বল মতটী অযথা ভাবে ছহিহ বলিয়া দাবী করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে আয়তটী পেশ করিয়াছেন, উহাতে হজরত এবরাহিম (আঃ)এর রাজত্বের কথা উল্লিখিত হয় নাই, বরং তাঁহার বংশধরগণের রাজত্বের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় হজরত এবরাহিম (আঃ) যে সময় নমরুদের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার আধিপত্য, রাজ্য ও শক্তি-সামর্থ্য কিছুই ছিল না, কাজেই উহা হজরত এব্রাহিম (আঃ)এর উপর প্রযোজ্য নহে।

আর মিষ্টার মোহাম্মদ আলি ছাহেব এই স্থলে কল্পনার অনুসরণ করিয়া একবার বলিয়াছেন যে, এবরাহিম বলিয়া তাঁহার বংশধরগণের রাজ্য প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, দ্বিতীয়বার বলিয়াছেন যে, খোদা এবরাহিমকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে, তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করার অঙ্গীকার করিয়াছেন।

আরও এই আয়তের জীবিত রাখা ও মারিয়া ফেলার অর্থে তিনি বলিয়াছেন, হজরত এবরাহিম (আঃ)এর বংশধরগণ উন্নতিশীল হইবে এবং নমরুদের জাতি ধ্বংসমুখে পতিত হইবে, কিন্তু তাঁহার এইরূপ অর্থ প্রাচীন কোন টীকাকার কর্ত্তৃক সমর্থিত হয় নাই বা কোন বিশ্বাসযোগ্য তফছিরে এইরূপ মর্ম্মের নাম-গন্ধ নাই।

কোর-আন শরিফের সরল মর্ম্মকে একটী জটীল সমস্যায় পরিণত করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।

২৫৯। এই আয়তে যে নবীর ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার নাম কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। তফছিরে এবনো-জরিরে লিখিত আছে যে, হজরত কা'ব, ছোলায়মান বেনে-বোরায়দা, কাতাদা, রবি, একরামা, ছুদ্দি, জোহাক ও এবনো-আব্বাছ প্রমুখ প্রাচীন তফছিরকারকগণ বলিয়াছেন যে, তিনি হজরত ওজাএর (আঃ) ছিলেন।

অহাব বেনে-মোনাব্বাহ, আবদুল্লাহ বেনে-ওবাএদ ও বেকর বলিয়াছেন যে, তিনি হজরত ইরমিয়া নবী ছিলেন।

দোর্রোল-মনছুরে লিখিত আছে যে, হজরত আলি বেনে-আবি তালেব, আবদুল্লাহ বেনে ছালাম, হাছান ও অহাব বলিয়াছেন, ইহা হজরত ওজাএর (আঃ)এর ঘটনা।

এবনো-জরির বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা এস্থলে উক্ত নবীর নাম নির্দ্দেশ করেন নাই, কাজেই উভয়ের মধ্যে একজন হইতে পারেন, আমাদের পক্ষে তাঁহার নাম জানা জরুরি নহে।

এই আয়তে যে শহরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, অহাব, কাতাদা, একরামা ও রবি বলিয়াছেন, উহার অর্থ ইলিয়া (বয়তল-মোকাদ্দছ), এবনো-জয়েদ বলিয়াছেন, যে স্থান হইতে কয়েক সহস্র লোক মৃত্যু ভয়ে পলায়ন করিয়া গিয়াছিল, সেই স্থানেই উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল। আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, প্রথম মতটী সমধিক প্রসিদ্ধ।

এবনো-জরির তাবারি বর্ণনা করিয়াছেন, খোদাতায়ালা য়িরমিয়া নবিকে বনি-ইস্রায়িলের সৎপথ প্রদর্শন হেতু প্রেরণ করেন। যখন তাহারা মহা মহা গোনাহ কার্য্যে সংলিপ্ত হইল, তখন আল্লাহ তাঁহার নিকট অহি প্রেরণ করিয়া জানাইয়া দেন

যে, তিনি বাবিলবাসিদিগের দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। ইস্রাইল-সন্তানগণ অপকর্ম্ম সমূহ ত্যাগ না করায় আল্লাহতায়ালা বোখত নোচ্ছারকে তাহাদের ধ্বংসের জন্য প্রেরণ করেন, উক্ত রাজা ছয় লক্ষ সৈন্যসহ বয়তল-মোকাদ্দছ আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা বয়তল-মোকাদ্দেছকে ধ্বংস করিয়া ফেলে, বনি-ইস্রাইলদিগকে হত্যা করে, তাহাদের ৯০ সহস্র বালককে ধৃত করিয়া বাবিলে লইয়া যায়। খ্রীষ্ট সনের ৬১৩ বৎসর পূর্ব্বে এই ধ্বংসকার্য্য সাধিত হইয়াছিল।

দোর্‌রোল-মনছুর ও কবিরে লিখিত আছে, একদিবস (হজরত) ওজাএর (আঃ) গর্দ্দভের উপর আরোহণ পূর্ব্বক উক্ত উৎসন্ন শহরে উপস্থিত হইলেন, তিনি গর্দ্দভ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পিয়ালাতে আঙ্গুরের শরবত ঢালিয়া উহাতে শুষ্ক রুটি ভিজাইয়া রাখিলেন, চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া শহরের ধ্বংস-স্তূপের ও মনুষ্য-দিগের অস্থিরাশির দিকে লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আল্লাহতায়ালা ইহা উৎসন্ন হওয়ার পরে কোন্ সময় আবাদ করিবেন? তিনি ইহা খোদার ক্ষমতার উপর সন্দেহ করিয়া বলেন নাই, বরং আশ্চর্য্যন্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। সেই সময় আল্লাহতায়ালা আজরাইল (আঃ)কে প্রেরণ করতঃ তাঁহার প্রাণ বাহির করিয়া লইলেন, তাঁহাকে শত বৎসর মৃত অবস্থায় রাখিলেন, তিনি যে খাদ্য ও পানীয় বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া-ছিলেন, তাহা অবিকৃত অবস্থায় ছিল, যে গর্দ্দভটী জয়তুন বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, উহার অস্থিগুলি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, আল্লাহ তাঁহাকে হিংস্র জীব, পক্ষী ও মনুষ্যের চক্ষু হইতে অন্তরালে রাখিয়াছিলেন। বনি-ইস্রায়িলগণ ৭০ বৎসর বন্দী অবস্থায় থাকার পরে পারস্যের এক বাদশাহ তাহাদিগকে নিজেদের দেশে ফিরিয়া যাইতে এবং বয়তুল-মোকাদ্দছ ও শহরকে আবাদ করিতে

আদেশ দেন। ইতিপূর্ব্বে বোখত-নোচ্ছার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাদশাহ এই কার্য্যে তিন সহস্র অধ্যক্ষ এবং প্রত্যেক অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে এক সহস্র কার্য্যকরী নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহারা ত্রিশ বৎসরের মধ্যে নূতন ধরণে উক্ত শহর আবাদ করেন। সেই সময় আল্লাহতায়ালা উক্ত ওজাএর নবীর নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, তিনি তাঁহার অন্তর ও চক্ষুদ্বয় সৃজন করিলেন, যেন তিনি মৃত জীবিত হওয়ার অবস্থা বুঝিতে ও দেখিতে পান, তৎপরে তিনি তাহার অস্থিগুলি সংযোগ করিলেন. তিনি ইহা দেখিতে লাগিলেন, তৎপরে তিনি তাঁহার অস্থি সমূহে মাংস, চর্ম্ম ও লোম সংযোগ করিলেন, তৎপরে উহাতে আত্মা ফুৎকার করিলেন, তিনি এই সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে ও দেখিতে পারিতে-ছিলেন। তৎপরে সোজা হইয়া বসিলেন। তখন একজন ফেরেশতা বলিলেন, তুমি কত দিবস এই অবস্থায় ছিলে? তিনি বলিলেন, একদিবস কিম্বা দিবসের কিছু অংশ। ফেরেশতা বলিলেন, একশত বৎসর এই অবস্থায় ছিলে। তুমি তোমার শুষ্ক রুটী ও আঙ্গুরের শরবতের দিকে দৃষ্টিপাত কর, উহা বিকৃত হয় নাই। ইহা তিনি যেন অবিশ্বাস করিতেছিলেন। ফেরেশতা বলিলেন, তুমি আমার কথা অবিশ্বাস করিতেছ, তুমি তোমার গর্দ্দভের দিকে দৃষ্টিপাত কর, ইহাতে তিনি দেখিলেন যে, উহার অস্থিগুলি পুরাতন খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। তখন সেই ফেরেশতা অস্থিগুলিকে ডাকিলেন, অমনি তৎসমস্ত চারিদিক হইতে একত্রিত হইল, ফেরেশতা তৎসমুদয়কে সংযোজিত করিলেন, তৎপরে তিনি উহাতে শিরা সমূহ ও ধমনী-জাল বিস্তার করিলেন, উহাতে মাংস যোগ করিলেন, উহার উপর চর্ম্ম ও লোম বিস্তার করিলেন, তৎপরে উহার মধ্যে আত্মা ফুৎকার করিলেন, অমনি গর্দ্দভটী দণ্ডায়মান হইয়া শব্দ করিতে লাগিল। হজরত ওজাএর (আঃ) ইহা দর্শন

করিয়া বলিলেন যে, খোদাতায়ালা মৃত জীবিত করা ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়ের উপর শক্তিমান।

তৎপরে উক্ত নবী গর্দ্দভের উপর আরোহন পূর্ব্বক নিজ পল্লীতে উপস্থিত হইলেন, লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছিল না এবং তিনিও লোকদিগকে ও তাহাদের বাটীগুলি চিনিতে পারিতে ছিলেন না। তিনি অনুমান করিয়া নিজের গৃহে উপস্থিত হইলেন, উহাতে একটী অন্ধ খঞ্জ বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ছিল, তাহার বয়স ১২০ বৎসর হইয়াছিল, সে সেই গৃহবাসিদের দাসী ছিল, যখন হজরত ওজাএর (আঃ) বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন তাহার বয়স ২০ বৎসর ছিল, সে তাঁহাকে চিনিত। তিনি বলিলেন, হে বৃদ্ধা, ইহা কি ওজাএরের গৃহ? সে বলিল, হাঁ, এবং ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিল যে, এত বৎসর গত হইল, কাহাকেও তাঁহার আলোচনা করিতে দেখি না, লোকে তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, আমিই ওজাএর। স্ত্রীলোকটী বলিল, ছুবহানাল্লাহ, আমরা শত বৎসর হইতে ওজাএরকে হারাইয়া ফেলিয়াছি, আমরা তাহার আলোচনা করিতে শুনি না। তখন তিনি বলিলেন, আমিই ওজাএর, আল্লাহ আমাকে শত বৎসর মারিয়া ফেলিয়াছিলেন, তৎপরে জীবিত করিয়াছেন। স্ত্রীলোকটী বলিল, ওজাএর বাক্‌সিদ্ধ (মকবুলে-বারগাহ) লোক ছিলেন, পীড়িত ও বিপন্ন লোকদিগের আরোগ্য ও শান্তি লাভের জন্য দোয়া করিতেন, এক্ষণে তুমি যদি ওজাএর হও, তবে খোদার নিকট দোয়া কর যেন তিনি আমার চক্ষে জ্যোতিঃ প্রদান করেন, এমন কি আমি তোমাকে দেখিয়া চিনিতে পারি। তখন তিনি খোদার নিকট দোয়া করিয়া তাহার চক্ষুদ্বয় মছহ করিলেন, ইহাতে তাহার চক্ষুদ্বয় জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইল। তৎপরে তিনি তাঁহার হস্তদ্বয় ধরিয়া বলিলেন, তুমি আল্লাহতায়ালার হুকুমে দণ্ডায়মান হও,

অমনি সে চলৎশক্তি পাইয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, তুমি নিশ্চয় ওজাএর। স্ত্রীলোকটী বনি ইস্রাইলদিগের পল্লীতে গমন করিল, তাহারা কোন সভায় উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে (হজরত) ওজাএরের এক বৃদ্ধ পুত্র ছিল, তাহার বয়স ১১৮ বৎসর হইয়াছিল এবং তাঁহার কতিপয় বৃদ্ধ পৌত্র ছিল। স্ত্রীলোকটী উচ্চশব্দে বলিল, এই সেই ওজাএব (নবী) তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন। তৎশ্রবণে তাহারা উক্ত স্ত্রীলোকের উপর অসত্যারোপ করিল, ইহাতে সে বলিল, আমি তোমাদের সেই দাসী, ইহার দোয়াতে আল্লাহতায়ালা আমার চক্ষুদ্বয়কে জ্যোতিষ্মান ও আমার পদদ্বয়কে চলৎশক্তি-সম্পন্ন করিয়াছেন এবং ইনি বলিতেছেন যে, আল্লাহ তাঁহাকে শত বৎসর মারিয়া জীবিত করিয়াছেন। তখন লোকেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। তাঁহার পুত্র বলিতে লাগিল, আমার পিতার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যস্থলে একটী কাল তিলক ছিল, ইহাতে তিনি স্কন্ধদ্বয় খুলিয়া দেখাইলে, তথায় একটী কাল তিলক দৃষ্টিগোচার হইল। তখন বনি-ইস্রাইলগণ বলিতে লাগিল, আমরা শ্রবণ করিয়াছি, আমাদের মধ্যে ওজাএর ব্যতীত তওরাতের হাফেজ কেহই ছিল না, বোখ্‌তনোচ্ছার তওরাত জ্বালাইয়া দিয়াছে, লোকেরা যতটুকু স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে, তদ্ব্যতীত তওরাতের অস্তিত্ব নাই। তুমি আমাদের জন্য তওরাত লিখিয়া দাও। (হজরত) ওজাএরের পিতা ছরুখা বোখ্‌ত-নোচ্ছারের জামানায় তওরাত কেতাব এরূপ স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া-ছিল যে, (হজরত) ওজাএর ব্যতীত আর কেহ তাহা জানিত না। হজরত ওজারএর (আঃ) তাহাদিগকে তথায় লইয়া সেই স্থান খনন করিয়া তওরাত বাহির করিলেন, উহার পৃষ্ঠাগুলি বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, উহার লেখাগুলি মুছিয়া গিয়াছিল। (হজরত)

ওজাএর (আঃ) একটি বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিলেন, বনি-ইস্রাইলগণ তাঁহার চারিদিকে বসিলেন, আছমানের চারিদিক্ হইতে নক্ষত্রের স্যায় জ্যোতিষ্মান দুইটী বস্তু তাঁহার উদরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে তওরাত স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল, ইনি ইস্রাইল-সন্তানগণের জন্য নূতন করিয়া তওরাত লিপিবদ্ধ করাইলেন। হজরত হেজকিল (আঃ)এর গির্জ্জাতে তওরাত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল।

(হজরত) এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, এই আয়তে আল্লাহ বলিয়াছেন—"এই হেতু যে, আমি তোমাকে লোকদিগের (বনি-ইস্রাইলের) নিদর্শন করিব।"

ইহার মর্ম্ম এই যে, (হজরত) ওজাএর (আঃ) নিজের পৌত্র-দিগের সহিত বসিতেন, তাহারা সমস্ত বৃদ্ধ, কিন্তু ইনি ৪০ বৎসরের যুবক, তিনি এই বয়সে মরিয়াছিলেন, আল্লাহ তাঁহাকে এই অবস্থাতে জীবিত করিয়াছিলেন।

এই আয়তের وهى خاوية على عروشها এই অংশ টুকুর কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে—(১) প্রথমে ছাদগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, প্রাচীরগুলি স্থায়ী ছিল, তৎপরে প্রাচীরগুলি সমূলে ধ্বংস হইয়া ছাদগুলির উপর পড়িয়াছিল। (২) উক্ত নগর অধিবাসিগণ শূন্য হইয়া রহিয়াছিল, কিন্তু উহার গৃহগুলি স্থায়ী ছিল। (৩) উক্ত নগর উৎসন্ন হইয়াছিল, কিন্তু উহার বৃক্ষগুলি ফলফুলে পরিশোভিত ছিল।

টিপ্পনী ;

(ক) কাদিয়ানি মিষ্টার মোহম্মদ আলি ছাহেব নিজ তফছিরে ইহা হজরত হিজকিল (যিহিস্কেল) নবীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি বাইবেলের যিহিস্কেল পুস্তকের একটা ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য করার সাধ্য-সাধনা করিয়াছেন।

কাদিয়ানি ডাক্তার আবদুল হাকিম ছাহেব ইহা হজরত নহমিয়র কিম্বা হিজকিলের কাশফের অবস্থা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

নেচারি সার সৈয়দ আহমদ ছাহেব ইহা হজরত নহমিয়ের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু যিহিস্কেল পুস্তকের ৩৭ অধ্যায়ে মনুষ্যদিগের অস্থিরাশি হইতে তাহাদিগকে জীবিত করার কথা আছে, আর কোর-আন উল্লিখিত ঘটনাতে গর্দ্দভের অস্থি হইতে উহাকেও জীবিত করা আছে, দ্বিতীয় যেরূপ কোর-আনে স্পষ্টভাবে একজন নবীকে মারিয়া শত বৎসর পরে জীবিত করার কথা আছে, যিহিস্কেল পুস্তকে সেইরূপ মৃত লোকদের অস্থিগুলি হইতে তাহাদিগকে জীবিত করার কথা আছে। তৃতীয়, কোরাআনে একজন নবীকে মারিয়া জীবিত করার কথা আছে, কিন্তু বাইবেলে হজরত হিজকিলকে মারিবার বা জীবিত করার কথা নাই। চতুর্থ, নহমিয় পুস্তকে বয়তুল-মোকাদ্দছকে পুনঃ নির্ম্মিত করার কথা আছে, কিন্তু কোর-আন-উল্লিখিত ঘটনার কিছু উহাতে উল্লিখিত নাই।

দুনইয়ার সমস্ত তফছিরে ইহা প্রকৃত মৃত্যুর পরে জীবিত করার কথা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কাদিয়ানি ও নেচারি টীকাকারগণ কি জন্য কোর-আনের অর্থ বিকৃত করিয়া উহা স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিতে বাধ্য হইলেন?

যাহারা ধারণা করেন যে, খোদা মনুষ্য বা জীবকে মারিয়া দুনইয়াতে জীবিত করিতে অক্ষম, তাহারা কেয়ামতকে কিরূপে বিশ্বাস করিবেন?

অধিকাংশ বিদ্বানের মতে হজরত ওজাএর, আর কতক-সংখ্যক বিদ্বানের মতে হজরত য়িরমিয় সম্বন্ধে এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে, অবিকল এইরূপ ঘটনা বাইবেলে উল্লিখিত হয় নাই, এই বলিয়া সেল ছাহেব ইংরাজি অনুদিত কোর-আনের ফুটনোটে লিখিয়াছেন,

এই গল্পটী অপ্রামাণ্য এবং নহমিয় পুস্তক হইতে গৃহীত, কিন্তু তাঁহাদের দলকে জানিয়া রাখা উচিত যে, প্রচলিত বাইবেল প্রতি অক্ষরে প্রামাণ্য নহে, সমস্ত জগতের ইতিহাস উহাতে থাকা সম্ভব নহে, আরও কোর-আন স্বয়ং প্রামাণ্য গ্রন্থ, ইহা প্রামাণ্য হইতে অন্য গ্রন্থের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নহে। যাহারা এইরূপ ধারণা করে যে, কোর-আনের ঘটনাগুলি অন্যান্য গ্রন্থ হইতে গৃহীত, তাহাদের ধারণা যে একেবারে বাতীল, ইহা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। খ্রীষ্টানদল মৃত জীবিত করার কথা কোর-আনে দেখিয়া অবিশ্বাস করিয়া থাকেন ; তাহাদিগকে বলি, বাইবেলে বহু স্থলে মৃত জীবিত করার কথা আছে, তাহাও কি অসত্য হইবে ?

(খ) রডওয়েল ও সেল সাহেবদ্বয় লিখিয়াছেন যে, (হজরত) ওজাএর বলিয়াছিলেন, আল্লাহতায়ালা কিরূপে বয়তল-মোকাদ্দছকে কিম্বা উহার অধিবাসিগণকে জীবিত করিবেন ? ইহা তিনি সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভ্রান্তিমূলক দাবি, কেননা একজন নবি খোদার ক্ষমতার প্রতি সন্দিহান হইতে পারেন না, নিশ্চয় তিনি খোদার ক্ষমতার উপর বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তিনি বিস্ময়ান্বিত হইয়া ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

(২৬০) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى ط قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ط قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ط قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ط وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ●

(২৬০) এবং (তুমি স্মরণ কর) যখন এবরাহিম বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক, তুমি কিরূপে মৃতদিগকে জীবিত কর, তাহা আমাকে প্রদর্শন কর। তিনি বলিলেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না ? উক্ত এবরাহিম বলিলেন, হাঁ, কিন্তু এই হেতু যে, আমার অন্তর তৃপ্তি লাভ করিবে। আল্লাহ বলিলেন, তবে তুমি পক্ষিদিগের মধ্যে চারিটী তোমার নিকট আনয়ন কর, তৎপরে উহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল, পরে উহাদের এক একখণ্ড প্রত্যেক পাহাড়ের উপর স্থাপন কর, তৎপরে উহাদিগকে আহ্বান কর, উহারা তোমার নিকট ধাবমান অবস্থায় উপস্থিত হইবে, আর তুমি জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

টীকা ;—

কি জন্য হজরত এবরাহিম (আঃ) মৃত জীবিত করার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে তফছিরকারকগণের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়।

এমাম এবনো-জরির তাবারি তাঁহার তফছিরের তৃতীয় খণ্ডের ৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

হাছান, কাতাদা, জোহাক ও এবনো-জোরাএজ বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত এবরাহিম (আঃ) সমুদ্রের কুলে একটী মৃত প্রাণী এমতাবস্থায় দেখিতে পাইলেন যে, উহার কতকাংশ সামুদ্রিক প্রাণীরা, কতকাংশ স্থলচর ও হিংস্র প্রাণীরা এবং অবশিষ্টাংশ পক্ষীরা ভক্ষণ করিতেছে। ইহাতে তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি এই প্রাণীর প্রত্যেক অনু-পরমাণু প্রত্যেক পশুর উদর হইতে সংগ্রহ করিতে সক্ষম, কিন্তু তুমি কিরূপে মৃত প্রাণিদিগকে জীবিত করিবে, তাহা আমাকে দেখাও।

এবনো-জায়েদের রেওয়াএতে আছে, এমতাবস্থায় শয়তান হজরত এবরাহিম (আঃ)কে বলিয়াছিল, হে এবরাহিম, আল্লাহতায়ালা

কিরূপে মৃতদিগকে এই সমস্ত জীবের উদর হইতে সংগ্রহ করিবেন? তৎশ্রবণে উক্ত হজরত বলিয়াছিলেন, হে আমার মালিক খোদা, তুমি কিরূপে মৃতদিগকে জীবিত করিবে, তাহা আমাকে দেখাও।

মোহম্মদ বেনে এছহাক বলিয়াছেন, যে সময় হজরত এবরাহিম (আঃ) নমরুদের সহিত বাক্‌যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় নমরুদ বলিয়াছিল, হে এবরাহিম, তুমি যে খোদার এবাদত করিয়া থাক এবং যাহার এবাদত করিতে লোকদিগকে আহ্বান করিতেছ, তাঁহার বিশিষ্ট ক্ষমতা কি আছে, তাহা আমাকে বল।

উক্ত হজরত বলিলেন, আমার প্রতিপালক জীবিত করেন এবং মারিয়া ফেলেন। নমরুদ বলিল, আমিও জীবন দান করি ও মারিয়া থাকি। তৎপরে সে একজন বন্দিকে মুক্তি প্রদান করিল এবং অন্য একটী লোককে হত্যা করিল। হজরত এবরাহিম সেই সময় বলিয়াছিলেন, হে খোদা, তুমি কিরূপে মৃতদিগকে জীবিত কর, তাহা আমাকে দেখাইয়া দাও, ইহাতে নমরুদ ও তাহার অনুসরণকারিগণ প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিবে।

ছোদি ও ছইদ বেনে-জোবাএর বলিয়াছেন. যে সময় হজরত এবরাহিম (আঃ) খলিলুল্লাহ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা সেই সময়কার ব্যাপার

যে সময় আল্লাহ (হজরত) এবরাহিম (আঃ)কে 'খলিল' (বন্ধু) রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় হজরত মালাকোল-মাওত আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া উক্ত হজরতের নিকট এই শুভ-সংবাদ প্রদান করিতে আগমন করিয়াছিলেন। ইনি তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু হজরত পয়গম্বর গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি গৃহে উপস্থিত হইয়া তথায় একজন অপরিচিত লোককে দেখিয়া ধৃত করিতে ধাবিত

হইয়া বলিলেন, তোমাকে আমার গৃহে প্রবেশ করিতে কোন্ ব্যক্তি অনুমতি প্রদান করিয়াছে? মালাকোল-মাওত বলিলেন, এই গৃহের মালিক আমাকে অনুমতি দিয়াছেন। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, তুমি কে? ইনি বলিলেন, আমি মৃত্যুর ফেরেশতা, আল্লাহ তোমাকে 'খলিল' রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তোমার নিকট এই সুসংবাদ প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি।

তৎশ্রবণে তিনি আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, হে মালাকোল-মাওত, তুমি যে আকৃতিতে কাফেরদিগের আত্মা বাহির করিয়া থাক, তাহা আমাকে দেখাও।

তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি তাহা দেখিতে সক্ষম হইবে না। হজরত এবরাহিম (আঃ) বলিলেন, হাঁ, দেখিতে সক্ষম হইব। ফেরেশতা বলিলেন, তুমি অন্য দিকে মুখ ফিরাও, তিনি তাহাই করিলেন, তৎপরে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, তিনি একটী কাল মানব-আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, তাঁহার মুখ হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, তাঁহার শরীরের প্রত্যেক লোম এক একটী কাল মনুষ্যের আকৃতি ধারণ করিয়াছে, তাহার মুখ ও কর্ণ হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। তদ্দর্শনে হজরত এবরাহিম (আঃ) অচৈতন্য হইয়া গেলেন। মালাকোল-মাওত পূর্ব্ব আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইলে, উক্ত হজরত চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, হে মালাকোল-মাওত, যদি কোন কাফের মৃত্যু-কালে তোমার আকৃতি ব্যতীত অন্য কোন বিপদ ও দুঃখ ভোগ না করে, তবে তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি হইবে। তৎপরে তিনি বলিলেন, তুমি কিরূপে ইমানদারদিগের আত্মা বাহির কর, তাহা আমাকে দেখাইয়া দাও। তিনি তাঁহাকে অন্য দিকে মুখ ফিরাইতে বলিলেন, তিনি তাহাই করিলেন, তৎপরে তিনি

তাঁহার দিকে ফিরিয়া দেখিলেন যে, তিনি সুন্দর চেহারাধারী সৌরভময় শুভ্রবসন পরিহিত যুবকরূপে পরিণত হইয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, হে মালাকোল-মাওত, যদি কোন ইমানদারের পক্ষে আল্লাহতায়ালার নিকট তোমার এই আকৃতি ব্যতীত অন্য কোন চক্ষু-তৃপ্তিকর ও গৌরবজনক পদমর্য্যাদা না থাকে, তবে ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার হইবে। হজরত মালাকোল-মাওত অন্তর্হিত হইলে, তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হে খোদা, তুমি মৃতদিগকে কিরূপে জীবিত কর, তাহা আমাকে দেখাও, তাহা হইলে আমি জানিব যে, নিশ্চয় আমি তোমার খলিল। আল্লাহতায়ালা এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, তুমি কি মৃত জীবিত করার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর না? তিনি বলিলেন, হাঁ, বিশ্বাস স্থাপন করি, কিন্তু মনের শান্তির জন্য ইহা দেখিবার আকাঙ্খা করিতেছি।"

এমাম রাজি তফছিরে-কবিরের ২।৩৪৩।৩৪৪ পৃষ্ঠায় আরও কয়েকটী রেওয়াএত উল্লেখ করিয়াছেন, চতুর্থ রেওয়াএত এই যে, হজরত এবরাহিম (আঃ)এর উম্মতগণ মৃতদের জীবিত হওয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন; এই হেতু তিনি খোদার নিকট উক্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে উম্মতদের অন্তর হইতে সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায়।

পঞ্চম মত এই যে, যেরূপ উম্মতেরা রাছুলের রেছালাতের দাবির সত্যতা বুঝিবার জন্য মো'জেজা দেখার আবশ্যকতা অনুভব করেন, সেইরূপ যখন কোন ফেরেশতা রাছুলের নিকট খোদার পক্ষ হইতে তাহার নবুয়তের সংবাদ আনয়ন করেন, তখন তিনি উক্ত ফেরেশতা কর্ত্তৃক কোন মো'জেজা (অলৌকিক কার্য্য) প্রকাশ হওয়ার আবশ্যকতা অনুভব করেন, ইহাতে রাছুল বুঝিতে পারেন যে, প্রেরিত ব্যক্তি বিতাড়িত শয়তান নহে, বরং গৌরবান্বিত

ফেরেশতা। এই হেতু হজরত এবরাহিম (আঃ) মৃত জীবিত করার মো'জেজা দেখার আকাঙ্খা করিয়াছিলেন। এমাম রাজি লিখিয়াছেন, একদল অজ্ঞ লোক ধারণা করিয়া থাকে যে, হজরত এবরাহিম (আঃ) খোদার প্রথম সৃষ্টি ও পুনঃ সৃষ্টি সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, এই হেতু তিনি এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহা একেবারে বাতীল, বরং কাফেরীমূলক মত, কেননা যে ব্যক্তি একজন বেগোনাহ নবীর উপর এইরূপ কাফেরীমূলক মতের আরোপ করে, তাহার কাফের হওয়াই সমধিক যুক্তিযুক্ত। যখন এই আয়তেই হজরত এবরাহিম (আঃ) বলিতেছেন যে, আমি কেবল মনের শান্তির জন্য ইহা দেখার আকাঙ্খা করিতেছি নচেৎ ইহার উপর আমার পূর্ণ ইমান আছে, তখন তাঁহার এ বিষয়ে সন্দিহান হওয়ার দাবি একেবারে বাতীল।

আল্লামা ছৈয়দ মাহমুদ আলুছি তফছিরে 'রুহোল-মায়ানি'র ১।৪৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হজরত এবরাহিম (আঃ) খোদাতায়ালার মৃত জীবিত করার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন নাই, বরং খোদাতায়ালা কি প্রকারে মৃত জীবিত করেন, তাহা দেখিবার আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তিনি খোদার অসীম ক্ষমতার প্রতি সন্দেহ করেন নাই।

কেহ হয়ত তাঁহার উপর এই কলঙ্কারোপ করিতে পারে, কাজেই আমাদের হজরত নবি (ছা.) উহার মূলোচ্ছেদ করা কল্পে বিনয় ভাবে বলিয়াছিলেন ;—نحن احق بالشک من ابراهیم

"আমরা সন্দেহ করিতে এবরাহিম অপেক্ষা সমধিক উপযুক্ত।"

ইহার অর্থ এই যে, আমরা সন্দেহ করার সমধিক উপযুক্ত হইয়াও যখন খোদার অসীম শক্তির উপর সন্দিহান হই নাই, তখন তিনি যে এ বিষয়ে সন্দিহান হইবেন না, ইহা অতি সত্য কথা।

কৎহোল-বায়ানের ১।৩৪৭।৩৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

অধিক সংখ্যক বিদ্বান এই মত ধারণ করিয়াছেন যে, হজরত এবরাহিম (আঃ) মৃতদিগকে জীবিত করা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন না, মানবাত্মা যাহার সংবাদ প্রদত্ত হয়, তাহা স্বচক্ষে দেখিতে আগ্রহান্বিত হয়, ইহাই উহার প্রকৃতি, এই হেতু তিনি মৃত জীবিত করার অবস্থা দেখার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, কোন বিষয়ের সংবাদ চাক্ষুষ দর্শনের তুল্য নহে।

এবনো-জরির একদল বিদ্বান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত এবরাহিম (আঃ) খোদার কোদ্‌রতের (ক্ষমতার) উপর সন্দেহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমাদের হজরতের এই হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন—যাহা ছহিহ বোখারী, মোছলেম ইত্যাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। হাদিছটী এই ;—

"আমরা সন্দেহ করিতে এবরাহিম অপেক্ষা সমধিক উপযুক্ত।"

আরও হজরত এবনো-আব্বাছের এই মতটী পেশ করিয়াছেন, যাহা হাকেম ছহিহ বলিয়াছেন, উহা এই—আমার নিকট কোর-আনের মধ্যে এই আয়ত অপেক্ষা সমধিক আশাজনক কোন আয়ত নাই।

এবনো-জরির এই মতটী সমর্থন করিয়াছেন। অবনো-আতিয়া বলিয়াছেন, আমার নিকট এই দলের মত বাতীল, হজরতের হাদিছের অর্থ এই যে, যদি হজরত এবরাহিম (আঃ) সন্দেহ করিতেন, তবে আমরাও সন্দেহ করিতাম, আর যখন আমরা সন্দেহ করিতেছি না, তখন তিনি সন্দেহ না করার উপযুক্ত। হাদিছটী হজরত এবরাহিমের সন্দেহ না করা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে।

উক্ত আয়তে আল্লাহতায়ালার নিকট আবদার ও সোহাগ করিয়া দুনইয়াতে মৃত জীবিত করার আকাঙ্খা করা হইয়াছে, এই হেতু উহাকে সমধিক আশাজনক আয়ত বলা হইয়াছে, কিম্বা এই আয়তে বুঝা যায় যে, বিনা তত্ত্বানুসন্ধান ও সূক্ষ্ম সমালোচনা ইমান আনিলে উহা যথেষ্ট হইবে, এই হেতু এই আয়তটী সমধিক আশাপ্রদ বলা হইয়াছে।

যে ব্যক্তি ইমানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহার পক্ষে যখন সন্দেহ করা সুদূরপরাহত, তখন নবুয়ত ও খোল্লাৎ পদপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে?

নবিগণ এমামগণের একমতে মহা গোনাহ ও নীচতামুলক ক্ষুদ্র গোনাহ সমূহ হইতে পাক হইয়া থাকেন।

যদি তুমি তাঁহার প্রার্থনা ও আয়তের সমস্ত শব্দের প্রতি গবেষণা কর, তবে উহাতে সন্দেহের লেশ পাইবে না।

আয়তে জীবিত করার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, ইহা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসাকারী জীবিত করার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন, যেরূপ এমাম বোখারি বলিয়াছেন, كيف كان بدء الوحي অহির সূত্রপাত কিরূপে হইয়াছিল?

এমাম কোরতবি বলিয়াছেন, পয়গম্বরগণের পক্ষে এইরূপ সন্দেহ করা জায়েজ নহে, কেননা ইহা কোফর। পরকালে মনুষ্য-দিগের পুনর্জীবিত হওয়ার প্রতি সমস্ত নবী ইমান আনিয়া থাকেন। আল্লাহতায়ালা সংবাদ দিয়াছেন যে, নবিগণ ও অলি-গণের প্রতি শয়তানের কোন প্রকার আধিপত্য থাকিবে না। ان عبادي ليس لك عليهم سلطان এই আয়ত উহার প্রমাণ। الا عبادك منهم المخلصين এই আয়তে শয়তান উপরোক্ত কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। আর যখন তাঁহাদের উপর শয়তানের কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব চলিবে না, তখন সে কিরূপে তাঁহাদিগকে

সন্দেহে নিক্ষেপ করিবে? তিনি মৃতদিগের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি; চামড়া, শীরা, ধমনি ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে কিরূপে সংগৃহীত হইবে, ইহা স্বচক্ষে দর্শন করার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি 'এলমোল-একিন' علم اليقين হইতে 'আয়নোল-একিন' عين اليقين পদে উন্নত হওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তফছিরে-এবনো-কছিরের ২।১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, আল্লাহ-তায়ালা হজরত এবরাহিম (আঃ)কে বলিয়াছিলেন, হে ইবরাহিম, তুমি চারিটী পক্ষী সংগ্রহ কর। ইহাতে তিনি চারিটী পক্ষী সংগ্রহ করিলেন। এই চারিটী পক্ষী কি কি ছিল, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, মোজাহেদ ও একরামা বলিয়াছেন, উহা কবুতর, মোরগ ময়ূর ও কাক ছিল। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) কাক স্থলে পানি কউড়ি (বা পানি হাঁস) বলিয়াছেন। এমাম রাজি কবুতর স্থলে শকুন পক্ষীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

তৎপরে খোদাতায়ালা উক্ত পক্ষিগুলিকে জবহ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে বলিলেন, ইহাতে তিনি উক্ত পক্ষী চতুষ্টয়কে জবহ করিয়া খণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন, উহাদের পরগুলি ছিড়িয়া ফেলিলেন, অতি ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড করিয়া পরস্পরে মিশ্রিত করিলেন, তৎপরে তৎসমুদয়কে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া চারিটী কিম্বা সাতটী পাহাড়ে ছড়াইয়া দিলেন, কিন্তু উক্ত হজরত উহাদের মস্তকগুলি নিজের হস্তে রাখিয়া দিলেন। তৎপরে আল্লাহতায়ালা উক্ত পক্ষিদিগকে ডাকিতে তাঁহার প্রতি আদেশ করিলেন, তিনি আল্লাহতায়ালার হুকুম অনুসারে উহাদিগকে ডাকিলেন, তৎপরে তিনি দেখিতে লাগিলেন যে, পরগুলি পরগুলির দিকে, রক্তগুলি রক্তগুলির দিকে ও মাংসগুলি মাংসগুলির দিকে উড়িয়া যাইতেছে, প্রত্যেক পক্ষীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পরে মিলিত হইয়া যাইতেছে,

এমন কি প্রত্যেক পক্ষী পৃথক পৃথক ভাবে দণ্ডায়মান হইল এবং ধাবিত অবস্থায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, প্রত্যেক পক্ষী নিজের মস্তক গ্রহণ করিতে আসিতে লাগিল, যখন তিনি একের মস্তক অন্যের সহিত সংযোগ করিতে চেষ্টা করিতেন, দেহ উহা গ্রহণ করিত না, আর যখন তিনি কোন দেহের সহিত উহার মস্তক সংযোগ করার চেষ্টা করিতেন, উহা খোদার শক্তিতে মিশ্রিত ও সংযোজিত হইয়া যাইত, এই হেতু খোদা বলিয়াছেন, তিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।"

তফছিরে-দোর্রোল-মনছুরের ১।৩৫ পৃষ্ঠায় হাছান বাছারির রেওয়াএতে আছে ;—

"তৎপরে আল্লাহ হজরত এবরাহিম (আঃ)এর নিকট এই অহি প্রেরণ করিলেন, হে এবরাহিম, তুমি আমার নিকট মৃতদিগকে জীবিত করার অবস্থা জানিতে প্রার্থনা করিয়াছিলে, কিন্তু আমি জমি সৃষ্টি করিয়াছি, আর উহার মধ্যে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বায়ু স্থাপন করিয়াছি। যখন কেয়ামত উপস্থিত হইবে, একজন ফেরেশতা ছুরে ফুৎকার করিবেন, সেই সময় ভূগর্ভস্থিত যাবতীয় নিহত ও মৃত ব্যক্তিরা সংগৃহীত হইবে, যেরূপ চারিটী পাহাড় হইতে চারিটী পক্ষী সংগৃহীত হইল।"

এমাম রাজি তফছিরে-কবিরের ২।৩৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—
"আল্লাহতায়ালা হজরত এবরাহিম (আঃ)কে উক্ত চারিটী পক্ষী জবাহ করিতে বলিয়াছিলেন, ইহাতে ইশারা করা হইয়াছে যে, মনুষ্যদের মধ্যে চারিটী রীতি আছে, তাহারা যতক্ষণ উক্ত স্বভাবগুলি ত্যাগ না করিবে, ততক্ষণ তাহাদের অন্তরে আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইবে না। ময়ুর সম্মান, সৌন্দর্য্য ও গরিমা পছন্দ করে, শকুনি অধিক পরিমাণ ভক্ষণ করিতে ভালবাসে, মোরগ কাম রিপু চরিতার্থ করিতে অতি লালায়িত হইয়া থাকে, কাক জীবিকা সঞ্চয় করিতে অতিরিক্ত লোভ করিয়া থাকে।

উক্ত পক্ষী চতুষ্টয়ের স্বভাবগুলি মনুষ্যদের মধ্যে নিহিত আছে, তৎসমুদয় দূরীভূত না করিলে, তাহারা খোদা-প্রেমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।"

এক্ষণে আসুন, صرهن শব্দের অর্থ কি, তাহার সমালোচনা করা যাউক।

صر 'ছোর' শব্দ صار يصور বাবে-নাছারার আমরের (আজ্ঞা-সূচক) ক্রিয়া।

ইহার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম 'উহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল', ইহা হজরত এবনে-আব্বাছ, আবু মালেক, একরামা, মোজাহেদ, কাতাদা, জোহাক, ছোদি ও রবি কর্ত্তৃক খত হইয়াছে।

দ্বিতীয়—উহাদিগকে সম্মিলিত কর, ইহা আতা কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয়—উহাদিগকে দৃঢ়রূপে ধর কিম্বা বন্ধন কর, ইহা হজরত এবনো-আব্বাছ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ—উহাদিগকে সংগ্রহ কর, ইহা এবনো-জয়েদ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

এবনো-জরির তাবারি বলিয়াছেন, صر শব্দ صار يصور বাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ কাটিয়া টুকরা টুকরা কর। ইহা নিম্নোক্ত কবিদের কবিতা হইতে সপ্রমাণ হয়।

কবি তওবা বেনেল-হেমইয়ার বলিয়াছেন ;—

فلما جذبت الحبل اطت يسوعه
باطراف عيدان شديد اسورها
فادنت لى الاسباب حتى بلغتها
بنهضى وقد كان ارتقاى يصورها

কবি মোয়াল্লা বেনে হাম্মাদ বলিয়াছেন ;—

وجاءت جلعة دحشى صغايا
يصور عنقها احوى زنيم

কবি খানছা বলিয়াছেন ;—

لظلت الشم منها وهي تنصار

উপরোক্ত প্রাচীন কবিদের কবিতায় صر শব্দ কাটিয়া টুকরা টুকরা করা ও খণ্ড খণ্ড করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই হেতু ছাহাবা ও তাবেয়িগণ উহার উক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহারা এই দাবি করিয়াছেন যে, উক্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ কাটিয়া টুকরা টুকরা করা নহে, তাহারা ভ্রান্তিমূলক দাবি করিয়াছেন। এবনো-জরির, এমাম রাজি ও আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, যদি উক্ত শব্দের অর্থ 'তুমি উহাদিগকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড কর' গ্রহণ করা হয়, তবে আয়তের তরতিব অগ্র পশ্চাৎ হইয়াছে বুঝিতে হইবে, আসল তরতিব এইরূপ হইবে,—

فخذ اليك اربعة من الطير فصرهن "তুমি নিজের নিকট চারিটী পক্ষী আনয়ন কর, তৎপরে উহাদিগকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড কর।"

আর যদি উহার অর্থ 'উহাদিগকে সম্মিলিত কর, ঝুকাইয়া লও' গ্রহণ করা হয়, তবে উহার পরে و قطعهن শব্দ উহ্য (محذوف) আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে, আসল শব্দ এইরূপ হইবে ;—

فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك و قطعهن ثم اجعل
على كل جبل منهن جزء *

"তবে তুমি চারিটী পক্ষী ধরিয়া আন, তৎপরে উহাদিগকে নিজের নিকট সম্মিলিত কর এবং ঝুকাইয়া দাও এবং উহাদিগকে কাটিয়া টুকরা টুকরা কর, তৎপরে এক এক অংশ (টুকরা) প্রত্যেক পাহাড়ের উপর স্থাপন কর।

তফছির-কারকেরা এইরূপ করিয়াছেন কেন, ইহার কারণ এই যে, যে صر শব্দের অর্থ 'তুমি কাটিয়া টুকরা টুকরা কর' হয়, উহার পরে আরবী নিয়ম অনুসারে اليك শব্দ ব্যবহৃত হয় না। আর যে صر শব্দের অর্থ 'তুমি সম্মিলিত কর, ঝুকাইয়া লও' হয়, উহার পরে اليك শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু 'পক্ষীদের এক এক টুকরা' বলিলে, উহাদিগকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করা জরুরী বুঝা হয়, এই কারণে তাঁহারা বলিয়াছেন, হয় اليك শব্দের সম্বন্ধ خذ শব্দের সহিত মানিয়া লইতে হইবে, না হয় তথায় قطعهن উহাদিগকে কাটিয়া টুকরা টুকরা কর' উহ্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

কাদিয়ানি মিষ্টার মোহম্মদ আলি ছাহেব খোদাতায়ালাকে এরূপ অক্ষম ধারণা করিয়া লইয়াছেন যে. তিনি হজরত এবরাহিম (আঃ)এর প্রার্থনা মতে মৃত পক্ষিদিগকে জীবিত করিতে পারেন না, তফছিরকারকগণের কথা মান্য করিয়া লইলে, পাছে তাঁহার বাতীল মতের স্তম্ভটী সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এই হেতু তিনি প্রাচীন তফছিরকারকগণের ভুল ধরিতে বসিয়াছেন।

এমাম রাজি ও তাবারি বলিয়াছেন, কোন লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে, কোর-আনের কোন কোন স্থলে শব্দ উহ্য থাকে, যথা— ان اضرب بعصاك البحر فانفلق তুমি সমুদ্রে নিজের যষ্টি দ্বারা আঘাত কর, ইহাতে সমুদ্র ফাটিয়া গেল (কয়েক ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল)।

এস্থলে فانفلق শব্দের পূর্ব্বে فضرب 'তৎপরে তিনি আঘাত করিলেন,' এই শব্দ উহ্য রহিয়াছে।

কাজি বয়জবি উল্লিখিত আয়তে ثم جزئهن শব্দ উহ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এমাম জালালদ্দিন ছাইউতি তফছিরে-এৎকানের ২।৫৪—৬৪ পৃষ্ঠায় কোর-আনের বহু দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন—যে সমুদয় স্থলে একটী বা একাধিক শব্দ উহ্য রহিয়াছে, যদি ইহা স্বীকার করা না হয়, তবে তৎসমুদয় স্থলে অর্থ বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব তফছিরে-ফওজোল-কবিরে এইরূপ অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এমাম ছাইউতি উক্ত তফছিরে-এৎকানের ২।১৩।১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কোর-আনে এরূপ কতিপয় আয়ত আছে—যে সমুদয় স্থলে শব্দের অগ্র-পশ্চাৎ স্বীকার না করিলে, অর্থ বুঝা যায় না। মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব ফওজোল-কবিরে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

মিষ্টার মোহম্মদ আলী ছাহেব লিখিয়াছেন—صرنا به الحكم এই প্রবচনের অর্থ এইরূপ হয়, আমরা ইহা দ্বারা হুকুম সুমীমাংসিত করিলাম, কিন্তু কোন তফছিরকারক এস্থলে এইরূপ অর্থ লেখেন নাই, বা এস্থলে এরূপ অর্থ কিছুতেই খাপ খায় না। যদি কেহ বলেন, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, পক্ষিদিগের এক এক টুকরা পর্ব্বতের উপর স্থাপন কর; টুকরা টুকরা বলিলে, উহাদের টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা জরুরি বুঝা যায়, ইহার উত্তরে মিষ্টার মোহম্মদ আলি ছাহেব বলিতেছেন, কোর-আনের ছুরা হেজরে আছে— لكل باب منهم جزء مقسوم "(দোজখের প্রত্যেক দরওয়াজার জন্য মনুষ্যদের বিভাগ করা এক এক অংশ আছে।"

এস্থলে কতকগুলি লোককে এক একটী অংশ বলা হইয়াছে, এইরূপ চারিটী পক্ষীর এক এক অংশ বলিলে, উহাদের এক একটী পক্ষী বুঝা যায়। আমরা মিষ্টার সাহেবের এই অযৌক্তিক কথা শুনিয়া অবাক্ না হইয়া থাকিতে পারি না।

মনুষ্যদের নানা শ্রেণী আছে—য়িহুদী, খৃষ্টান, পারসিক, পৌত্তলিক, মুছলমান, ইমানদার, কাফের, চোর, ডাকাত ব্যভিচারি, মদ্যপায়ী ইত্যাদি। এই হিসাবে ইহা বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে যে, মনুষ্যদিগের এক এক অংশ দোজখের এক এক দ্বার দিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিবে, কিন্তু চারিটী পক্ষীর এক একটীর সম্বন্ধে ইহা বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না যে, উহাদের এক এক টুকরা পর্ব্বতে স্থাপন কর, বরং এইরূপ বলা সঙ্গত হইবে যে, উহাদের এক একটী এক এক পর্ব্বতে স্থাপন কর ইহাতে মিষ্টার সাহেবের যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হইতেছে

মিষ্টার সাহেব আয়তের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন,—হজরত এবরাহিম (আঃ) আল্লাহতায়ালার আদেশে চারিটী পক্ষী প্রতিপালন করিয়া বশীভূত করেন, তৎপরে উহাদিগকে পর্ব্বতের উপর রাখিয়া আহ্বান করায় উহারা তাঁহার নিকট উড়িয়া আসিয়াছিল, ইহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যে পক্ষী সকল মনুষ্য হইতে দূরে পলায়ন করে, যখন উহারা প্রতিপালন করায় তাঁহার এরূপ বশীভূত হইয়া পড়ে যে, আহ্বান করা মাত্র উড়িয়া চলিয়া আসে, তখন সৃষ্টিকর্ত্তা মালিক আল্লাহতায়ালার আধিপত্য ইহা অপেক্ষা অধিকতর হইবে না কেন? প্রকৃত পক্ষে এস্থলে মৃত পক্ষিদিগকে জীবিত করা হয় নাই, যদি তফছিরকারকগণের কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তবে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, হজরত এবরাহিম (আঃ) খোদার মৃত জীবিত করার শক্তির উপর সন্দিহান হইয়াছিলেন।

আমরা বলি, আয়তের স্পষ্ট মর্ম্মের সহিত মিষ্টার সাহেবের গৃহীত মর্ম্মের কোন মিল হয় না, ইহাকে কোর-আনের মর্ম্মের 'তহরিফ' (পরিবর্ত্তন) বলা হইয়া থাকে, দ্বিতীয় তফছিরকারক গণের মত স্বীকার করিলে, হজরত এবরাহিম (আঃ)এর খোদার

শক্তির উপর সন্দিহান হওয়ার আবশ্যক হয় না, ইহা ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি।

সার সৈয়দ আহমদ সাহেব এই ঘটনাটী স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এইরূপ দাবি একেবারে হাস্যজনক, ইহা মিষ্টার সাহেবের মত অপেক্ষা আরও বাতীল, ইহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

৩৬ রুকু, ৬ আয়ত।

(٢٦١) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ

مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ

عَلِيْمٌ ○ (٢٦٢) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًي لا لَهُمْ اَجْرُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

(٢٦٣) قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا

اَذًي ط وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ○ (٢٦٤) يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى لا كَالَّذِيْ

يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ

صَلْدًا ط لَا يَقْدِرُونَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ط وَاللّٰهُ لَا

يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ (٢٦٥) وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ

أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ

أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ج فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ط وَاللّٰهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ (٢٦٦) أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ

لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهٰرُ لا لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ لا وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ

وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ صلے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ

فَاحْتَرَقَتْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيٰتِ لَعَلَّكُمْ

تَتَفَكَّرُونَ ۞

(২৬১) যাহারা আল্লাহতায়ালার পথে নিজেদের অর্থরাশি ব্যয় করে, তাহাদের দৃষ্টান্ত এইরূপ যথা—একটী বীজ সাতটী শীষ উৎপন্ন করিয়াছে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্য আছে এবং আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা করেন, দ্বিগুণ করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ অধিক প্রদাতা সমধিক অভিজ্ঞ।

(২৬২) যাহারা আল্লাহতায়ালার পথে অর্থরাশি ব্যয় করে, তৎপরে তাহারা যাহা ব্যয় করিয়াছে, উহার পরে দান করার কথা প্রকাশ না করে এবং কষ্ট না দেয়, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের সুফল (বিনিময়) আছে এবং তাহাদের পক্ষে কোন আশঙ্কা নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবেন না।

(২৬৩) উত্তম বাক্য ও ক্ষমা করা উক্ত দান অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট—যাহার পরে যন্ত্রণা দেওয়া হইয়া থাকে, আর আল্লাহ অভাব রহিত মহা সহিষ্ণু।

(২৬৪) হে ইমানদারেরা, তোমরা দান করার কথা প্রকাশ করিয়া এবং কষ্ট দিয়া উক্ত ব্যক্তির ন্যায় নিজেদের ছদকাগুলি বাতীল করিও না, যে লোকদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে এবং আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না; অনন্তর উক্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ঐ পরিষ্কৃত বড় প্রস্তরের ন্যায়—যাহার উপর মৃত্তিকা থাকে, তৎপরে উহার উপর মূষল ধারার বৃষ্টিপাত হয়, পরে এই বৃষ্টি উহাকে পরিষ্কৃত করিয়া ছাড়ে, তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহার কোন অংশের (সুফল লাভে) সমর্থ হইবে না এবং আল্লাহ ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

(২৬৫) আর যাহারা আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ এবং নিজেদের আত্মাকে অভ্যস্ত করা (দৃঢ় করা) উদ্দেশ্যে নিজেদের অর্থরাশি ব্যয় করে, তাহাদের দৃষ্টান্ত একটী উদ্যানের ন্যায়—যাহা

উচ্চ স্থানে (স্থাপিত) আছে, যাহার উপর মুষলধারার বৃষ্টিপাত হইয়াছে, ইহাতে উহা নিজের ফল-শস্য দ্বিগুণ উৎপন্ন করিয়াছে। আর যদি উহার উপর মুষল ধারার বৃষ্টিপাত না হয়, তবে শিশির (যথেষ্ট) হইবে এবং তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ উহার পরিদর্শনকারী।

(২৬৬) তোমাদের মধ্যে কেহ কি পছন্দ করে যে, তাহার জন্য খর্জ্জুর ও আঙ্গুর সমূহের একটী উদ্যান হয়—যাহার নিম্নে ঝরণা সকল প্রবাহিত হয়, তাহার জন্য উহাতে প্রত্যেক প্রকারের ফল থাকে, অপিচ সে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছে ও তাহার কতকগুলি দুর্ব্বল সন্তান থাকে, তৎপরে অগ্নি সংযুক্ত ঘূর্ণীবায়ু উহাতে উপস্থিত হয় এবং (উহা) দগ্ধ করিয়া ফেলে? এইরূপ আল্লাহতায়ালা তোমাদের জন্য নিদর্শন সকল বর্ণনা করেন—যেন তোমরা গবেষণা কর।

টীকা ;—

(২৬১) এস্থলে খোদার পথে দানকারিদের একটি দৃষ্টান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে। উহা এই,—একটী বীজ বপন করায় একটী কাণ্ড হয়, উহাতে সাতটী শাখা উৎপন্ন হয়, প্রত্যেক শাখাতে এক একটী শীষ হয়, প্রত্যেক শীষে এক একশত শষ্য উৎপন্ন হয়, মূলকথা যেরূপ একটী বীজ বপন করিলে, উহা দ্বারা সাত শত শষ্য উৎপন্ন হইতে পারে, সেইরূপ খোদার পথে একটী টাকা দান করিলে, সাত শত টাকার ফল লাভ হইবে।

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহা খাস জেহাদে দান করা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, জেহাদ ব্যতীত অন্যান্য স্থলে দান করাতে এক টাকাতে দশ টাকার ফল লাভ হইতে পারে।

অন্য দল বলিয়াছেন, সমস্ত প্রকার দান সম্বন্ধে ইহা কথিত হইয়াছে। হেজরত, নিজের জেহাদ, অন্য কর্ত্তৃক জেহাদ, বিবিধ

প্রকার ছদকা ও সমস্ত প্রকার হিতকর কার্য্যে ব্যয় ও ওয়াজেব, নফল দান করাকে খোদার পথে দান করা বলা হইবে।

এই আয়তের উদ্দেশ্য এই যে, যদি কেহ বুঝিতে পারে যে, একটী বীজে সাত শত শষ্য উৎপন্ন হইবে, তবে সে যথাসাধ্য তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করিতে থাকে, সেইরূপ যে ইমানদার জানিতে পারে যে, একটী টাকা দান করাতে সাত শত টাকার ফল প্রাপ্ত হইবে, সে কখনও উক্ত কার্য্য ত্যাগ করিতে রাজি হইবে না।

তৎপরে খোদা বলিতেছেন, খোদা যাহার জন্য ইচ্ছা করেন, তদপেক্ষা বহুগুণ ছওয়াব প্রদান করিতে পারেন।

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, যে পরহেজগার ব্যক্তি অধিকতর শুদ্ধ সঙ্কল্পের (এখলাছের) সহিত, কিম্বা সমধিক কষ্ট পরিশ্রম সহকারে, অথবা অতি উৎকৃষ্ট স্থানে দান করে, খোদা তাহার পক্ষে সাত শত অপেক্ষা আরও বহুগুণ বেশী ছওয়াব দান করিবেন।

এবনো-মাজা ও এবনো-আবি হাতেম হজরত আলি, আবুদ্দারদা, আবু হোরায়রা, এমরান-বেনে হোছাএন, আবু ওমামা, এবনো-ওমার ও জাবের কর্ত্তৃক বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গৃহে থাকিয়া জেহাদে কিছু টাকা কড়ি পাঠায়, সে ব্যক্তি প্রত্যেক দেরমে সাত শত দেরমের ছওয়াব পাইবে। আর যে ব্যক্তি নিজে জেহাদে যোগদান পূর্ব্বক আল্লাহ-তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশ্যে টাকা কড়ি ব্যয় করে, সে ব্যক্তি কেয়ামতে প্রত্যেক দেরমের পরিবর্ত্তে ৭ লক্ষ দেরমের ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে হজরত (ছাঃ) এই আয়ত পাঠ করিলেন।

মোয়াজ বেনে জাবাল বলিয়াছেন, যে ধর্ম্ম-যোদ্ধারা খোদার পথে দান করে, আল্লাহতায়ালা তাহাদের জন্য এরূপ রহমতের ভাণ্ডার গোপন করিয়া রাখিয়াছেন—যাহা মনুষ্যদিগের জ্ঞানের

অগোচর। তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহ এত বড় শক্তিশালী দাতা যে, তিনি বহুগুণ ছওয়াব প্রদান করিলেও তাহার দান-ভাণ্ডারে সঙ্কীর্ণতা আসিতে পারে না এবং তিনি দানকারীর উদ্দেশ্য ও অন্যান্য সমস্ত অবস্থা সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ।—কঃ, ২।৩৪৬, ও রূ, মাঃ, ১।৪৮৩।৪৮৪।

এবনো-আবি হাতেম এবনো-আব্বাছের ছনদে উল্লেখ করিয়াছেন, হজ্জের জন্য অর্থ ব্যয় করা জেহাদের তুল্য ফলপ্রদ, এক টাকাতে সাতশত টাকার ফল লাভ হয়। আহমদ ও তেবরাণি নবি (ছাঃ) হইতে এইরূপ একটী হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন। —দোরের্‌ল-মনছুর, ১।৩৩৭।

(২৬২) এই আয়তটী হজরত ওছমান ও হজরত আবদুর রহমান বেনে আওফের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল। হজরত আবদুর রহমান (রাঃ) হজরত নবি (আঃ)এর নিকট চারি সহস্র দেরম দান স্বরূপ আনয়ন করিয়া বলিয়াছিলেন, আমার নিকট আট সহস্র দেরম ছিল, আমি তন্মধ্য হইতে চারি শত দেরম নিজের জন্য ও নিজের পরিজনের জন্য রাখিলাম, অবশিষ্ট চারি সহস্র নিজের খোদাকে কর্জ্জ দিলাম। ইহাতে হজরত নবি (ছাঃ) বলিলেন, তুমি যাহা রাখিলে এবং যাহা দান করিলে, উভয়ে খোদা বরকত দিন।

হজরত ওছমান (রাঃ) বলিলেন, তবুক যুদ্ধে যাহার উট নাই, আমি তাহার উট সরবরাহ করিয়া দিব, তৎপরে তিনি মুসলমান-দিগকে এক সহস্র উট উহাদের পালান ও কম্বল সহ দান করিলেন, আরও এক সহস্র দীনার দান করিলেন। ইহা কবিরে আছে।

রুহোল-মায়ানিতে আছে যে, তিনি রুমা নামক কূপ ক্রয় করিয়া মুছলমানদিগের জন্য অকৃষ্ক করিয়া দিয়াছিলেন।

আবু ছইদ খুদ্‌রি বলিয়াছেন, আমি নবি (ছাঃ)কে দেখিলাম যে, তিনি দুই হাত উঠাইয়া দোয়া করিয়াছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি ওছমান বেনে আ'ফ্‌ফ্যানের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হও, তিনি ফজর পর্য্যন্ত দুই হাত উঠাইয়া দোয়া করিতে লাগিলেন, সেই সময় উক্ত আয়ত নাজেল হয়।

এই আয়তে যে আরবি من 'মান্ন' শব্দ আছে, উহার অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

'মান্ন' শব্দের প্রথম অর্থ অনুগ্রহ করা, এই অর্থে বলা হইয়া থাকে— قد من الله على فلان

"নিশ্চয় আল্লাহ অমুকের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন।" কোর-আন শরিফে এই অর্থে বলা হইয়াছে,— لقد من الله على المؤمنين اذا بعث فيهم رسولا "নিশ্চয় আল্লাহ ইমানদারগণের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন, যেহেতু তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন রাছুল প্রেরণ করিয়াছেন। এই অর্থে হাদিছ শরিফে আছে ;—

ما من الناس احدا من علينا فى صحبتة و لا فى ذات يدة من ابن ابى قحافة ॥

"হজরত বলিয়াছেন, লোকদের মধ্যে কেহই আমার পক্ষে আবু কোহাফার পুত্র (আবুবকর) অপেক্ষা সহকারিতা ও অর্থের দ্বারা সমধিক অনুগ্রহকারী (উপকারক) নাই।"

এই অর্থেই খোদার নাম منان 'মান্নান' অর্থাৎ অনুগ্রহকারী, সম্পদ প্রদানকারী হইয়াছে। 'মান্ন' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ কাটিয়া ফেলা, কম করা ও ক্ষতিসাধন করা।

এই অর্থে কোর-আনের এই আয়ত وان لك لاجرا غير ممنون কথিত হইয়াছে। এই আয়তে যে من 'মান্ন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার অর্থ—দান গৃহিতাদের নিকট দান করার কথা প্রকাশ করা, ইহাতে দানের ছওয়াব নষ্ট হইয়া যায়।

একেত দরিদ্র নিজেদের অভাব মোচনের জন্য দান গ্রহণ করিতে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া থাকে, আরও যদি দাতা তাহার সাক্ষাতে বলে, তোমাকে এই এই দান করিয়াছি, তবে তাহার হৃদয় অধিক হইতে অধিকতর ব্যথিত হয়, ইহাতে উপকার করার পরে যেন অপকার করা হয়। দাতার পক্ষে এইরূপ ধারণা করা ওয়াজেব যে, খোদা এই টাকা কড়ি আমাকে দান করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে দাম করার ক্ষমতা প্রদান করিয়া মহা অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং ভয় করা উচিত যে, এই দানের সহিত পাছে এরূপ কোন কার্য্য সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে—যাহাতে উহা খোদার দরবারে নামঞ্জুর হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি এইরূপ ধারণা করে, সে ব্যক্তি দান করিয়া দান-গৃহিতার নিকট নিজের উপকার করার কথা উল্লেখ করতঃ তাহার হৃদয়ে ব্যাথা দিতে কখনও রাজি হইবে না।

এই আয়তে যে যন্ত্রনা দেওয়ার কথা আছে, উহার অর্থ এই যে, দাতা কোন দরিদ্রকে তিরষ্কার করা উদ্দেশ্যে বলে যে তুমি সর্ব্বদা আমার নিকট আসিয়া থাক, কিম্বা বলে, খোদা তোমাকে আমার নিকট হইতে তফাৎ করুন, কিম্বা দান করার জন্য তাহার উপর অত্যাচার বা গৌরব প্রকাশ করে। উক্ত আয়তে ইহা বুঝা যায় যে, যদি কেহ দান করিয়া দান-গৃহিতার নিকট নিজের উপকার করার কথা উল্লেখ করিয়া তাহাকে লাঞ্ছিত করে, কিম্বা দান করার পরে দরিদ্রের যন্ত্রনাদায়ক কোন কথা বলে, তবে উক্ত দানের ছওয়াব হইবে না।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, কতক তফছিরকারক বলিয়াছেন, ২৬১ নম্বর আয়তে নিজে জেহাদে যোগদান করিয়া অর্থ ব্যয় করার ছওয়াবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, আর এই আয়তে অন্যকে দান করার ছওয়াবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে যে, সে ব্যক্তি কেয়ামতে শাস্তির ভয় পাইবে না এবং মহা আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ার কালে

দুঃখিত হইবে না, কিন্তু ইহার শর্ত্ত এই যে, সে ব্যক্তি দরিদ্রকে লাঞ্ছিত করা উদ্দেশ্যে নিজের উপকারের কথা তাহার নিকট উল্লেখ না করে এবং তাহার অন্তরে আঘাত লাগে, এরূপ কোন কথা না বলে।

কাফ্যাল বলিয়াছেন, নিজে জেহাদে যোগদান করতঃ দান করিলে, ছওয়াব লাভের জন্য উপরোক্ত শর্ত্ত দুইটী পালন করা জরুরি, মনে ভাবুন, যদি সে যুদ্ধে যোগদান করতঃ বলে যে, আমি যদি ইহাতে যোগদান না করিতাম, তবে ইহা সম্পন্ন হইত না, কিম্বা অন্যকে কষ্ট দেওয়া মানসে বলে, এই ব্যক্তি দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য, ইহার দ্বারা জেহাদের কোন উপকার হইবে না। ইহাতে অর্থ ব্যয়ের ফল নষ্ট হইয়া যাইবে।—তঃ কঃ, ২।৩৪৭।৩৪৮ ও রুঃ, মাঃ, ১।৪৮২।৪৮৫।

তেবরাণি বর্ণনা করিয়াছেন, একজন লোক হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইল, ছাহাবাগণ তাহার কার্য্যকুশলতা ও নিপুণতা দর্শনে বলিলেন, যদি ইহা আল্লাহতায়ালার পথে সম্পাদিত হইত, তবে ভাল হইত। তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, যদি এই ব্যক্তি শিশু সন্তানদিগের জীবিকা অন্বেষণ করিতে ধাবিত হইয়া থাকে, তবে খোদার পথে বাহির হইয়াছে। আর যদি বৃদ্ধ পিতামাতার জীবিকা অন্বেষণে বাহির হইয়া থাকে, তবে খোদার পথে বাহির হইয়াছে। আর যদি নিজের জীবন রক্ষা কল্পে জীবিকা অন্বেষণে বাহির হইয়া থাকে, তবে আল্লাহতায়ালার পথে বাহির হইয়াছে।

আবদুর রাজ্জাক ও বয়হকির রেওয়াএতে ইহা আছে;— যদি সে নিজের পরিজনের জীবিকা অন্বেষণে বাহির হইয়া থাকে, তবে খোদার পথে বাহির হইয়াছে।

আহমদ ও বয়হকি রেওয়াএত করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জেহাদে দান করিবে, তাহার সাত শতগুণ ছওয়াব হইবে। আর যে ব্যক্তি নিজের কিম্বা নিজের পরিজনের জীবন রক্ষা কল্পে অর্থ ব্যয় করে, সে এক টাকায় দশ টাকার ফল প্রাপ্ত হইবে।—দোঃ, ১।৩৩৭।

(২৬৩) উৎকৃষ্ট কথার অর্থ—'ইয়ার হা মোকাল্লাহ' (খোদা তোমার উপর রহমত করুন), 'ইয়ার জোকোকাল্লাহ' (খোদা তোমাকে জীবিকা প্রদান করুন)। কিম্বা ইহার পরে 'ইনশায়াল্লাহ' তোমাকে দান করিব, এইরূপ কোন উৎকৃষ্ট কথা বলিয়া ভিক্ষুককে ফেরত দেওয়া। ক্ষমা করার অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

এমাম রাজি উহার কয়েক প্রকার অর্থ লিখিয়াছেন, প্রথম এই যে, যদি দরিদ্র ভিক্ষুক কিছু না পায়, তবে হয়ত কটুকথা বলিয়া ফেলে, এই হেতু আল্লাহ লোককে তাহার এই দোষ মার্জ্জনা করিতে আদেশ করিতেছেন।

দ্বিতীয় এই যে, উৎকৃষ্ট কথা বলিয়া ভিক্ষুককে ফিরাইয়া দিলে, খোদা তাহার গোনাহ মাফ করেন।

তৃতীয় উহার অর্থ, ভিক্ষুকের অবস্থা গোপন করা এবং তাহার গুপ্ত দোষ প্রকাশ করিয়া লাঞ্ছিত না করা।

আল্লাহ এই আয়তে বলিতেছেন, দান করিয়া দান-গৃহিতাকে কষ্ট দিলে, উক্ত দানের ফল নষ্ট হইয়া যায়, বরং এইরূপ দান অপেক্ষা মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া এবং দোষ-ত্রুটী মাফ করা ও গোপন করা উত্তম, ইহাতে ছওয়াবের আশা আছে। এস্থলে 'গনি' শব্দের কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে,—

প্রথম এই যে, আল্লাহতায়ালা লোকদিগের দান খয়রাতের মুখাপেক্ষী নহেন, লোকেরা দান খয়রাত করিলে, তাহারাই পরকালে উহার সুফল ভোগ করিবে, কাজেই খোদা তাহাদের হিতকল্পে তাহাদিগকে দান খয়রাত করিতে আদেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দান করিয়া দান-গৃহিতাকে যন্ত্রনা দেওয়া হইলে, কিম্বা তাহাকে লাঞ্ছিত করা উদ্দেশ্যে তাহার নিকট নিজের দানের কথা প্রকাশ করিলে, খোদাতায়ালা উক্ত প্রকার দান কবুল করেন না।

তৃতীয় অর্থ এই যে, যদি কোন দাতা এই ভাবে কার্য্য করে, তবে দান-গৃহিতা তাহার নিকট পুনরায় ভিক্ষা না চাহিয়া অন্যের নিকট গমন করিবে, কারণ খোদা তাহাকে অন্য স্থান হইতে জীবিকা প্রদান করিবেন।

এস্থলে حلیم (সহিষ্ণু) শব্দের অর্থ এই যে, যে দাতা দান করিয়া উহা প্রকাশ করে এবং দানগৃহিতাকে কষ্ট দেয়, খোদা-তায়ালা তাহাকে হঠাৎ শাস্তি প্রদান করেন না। এই আয়তে দান করিয়া প্রকাশ করা ও যন্ত্রনা দেওয়ার শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে।—কঃ, ২।৩৪৮।৩৪৯ ও রু, মাঃ, ১।৪৮৪।৪৮৫।

ছহিহ মোছলেমে আছে ;—"হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিবস তিন ব্যক্তির সহিত কথা বলিবেন না, তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং তাহাদিগকে পাক করিবেন না এবং তাহারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিগ্রস্ত হইবে। প্রথম যে ব্যক্তি দান করিয়া নিজের কৃত উপকারের কথা প্রকাশ করে। দ্বিতীয় যে ব্যক্তি তহবন্দকে পদদ্বয়ের গাঁইটের নীচে নামাইবে। তৃতীয় যে ব্যক্তি মিথ্যা হলফ দ্বারা নিজের জিনিষ পত্র অধিক বিক্রীত হওয়ার সুযোগ করিয়া লয়।"

এবনো-মারদাওয়ায়হে, আহমদ ও এবনো-মাজা রেওয়াএত করিয়াছেন ;—"হজরত বলিয়াছেন, নিম্নোক্ত কয়েক ব্যক্তি (শাস্তি গ্রহণ করার পূর্ব্বে) বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রথম যে ব্যক্তি পিতামাতাকে ক দিয়া থাকে। দ্বিতীয় যে ব্যক্তি দান করিয়া নিজের উপকার করার কথা প্রকাশ করে। তৃতীয় যে

ব্যক্তি সর্ব্বদা মদ পান করে চতুর্থ যে ব্যক্তি অদৃষ্টলিপির কথা অস্বীকার করে।*

(২৬৪) খোদাতায়ালা এই আয়তে দান করিয়া উহা প্রকাশ করিলে, কিম্বা যন্ত্রনা প্রদান করিলে, উহা বাতীল হওয়ার দুইটী দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ-তায়ালার সন্তোষ লাভ ও ছওয়াব প্রাপ্তি উদ্দেশ্যে দান খয়রাত না করে, বরং লোকের নিকট প্রশংসা ও সুযশ লাভ করার এবং দাতা নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার আশায় দান করে, ইহা সত্বেও সে আল্লাহ ও কেয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, কাজেই সে ছওয়াবের আশা ও শাস্তির ভয় করে না। এইরূপ মোনাফেক্ রিয়াকারের দান যেরূপ বাতীল হইয়া যায়, সেইরূপ দান করিয়া প্রকাশ করিলে বা যন্ত্রনা প্রদান করিলে, উহার ছওয়াব বাতীল হইয়া যায়।

দ্বিতীয় এই যে, যেরূপ এক খণ্ড বড় পরিস্কৃত প্রস্তরের উপর ধূলি ও মৃত্তিকা থাকে, তৎপরে উহার উপর মুষল ধারায় বৃষ্টিপাত হইলে, তদুপরিস্থ যাবতীয় ধূলি ও মৃত্তিকা দূরীভূত করিয়া ফেলে এবং প্রস্তর খণ্ড পরিস্কৃত হইয়া যায়, সেইরূপ রিয়াকার মোনাফেক দান খয়রাত করিলে, কেয়ামতে তাহার উক্ত কার্য্যগুলি বাতীল ও বিনষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবে, উহার কোন সুফল লাভ করিতে সক্ষম হইবে না, এইরূপ দান খয়রাত করিয়া উহা প্রকাশ করিলে এবং দান-গৃহিতাকে যন্ত্রনা দিলে, উহার ছওয়াব বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

কাতাদা, রবি ও ছোদি বলিয়াছেন, দান প্রকাশকারী ও দান-কার্য্যে যন্ত্রনাদায়ক ব্যক্তির দানকে মোনাফেক রিয়াকারের দানের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে, আর মোনাফেক রেয়াকারের দানকে উপরোক্ত প্রকার প্রস্তরের সহিত তুলনা হইয়াছে।

এবনো-জায়েদ বলিয়াছেন, দান প্রকাশকারী এবং দানকার্য্যে যন্ত্রনাদায়ক ব্যক্তির দানকে মোনাফেক রিয়াকারের দান ও উপরোক্ত প্রস্তর উভয় বিষয়ের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

জোহাক বলিয়াছেন, প্রথম ব্যক্তির দানকে কাফের রিয়াকারের দানের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে এবং উভয়ের দানকে উপরোক্ত প্রস্তরের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

মূলকথা, যেরূপ উপরোক্ত প্রস্তরে বীজ নিক্ষেপ করিলে, লোকে প্রকাশ্য ভাবে উহাতে ফল শস্য উৎপন্ন হওয়ার ধারণা করে, কিন্তু মূষল ধারায় বৃষ্টিপাত হইলে, তদুপরিস্থ মৃত্তিকার সহিত বীজ ভাসিয়া চলিয়া যায়, উহাতে কোন ফল শস্য উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ উল্লিখিত দুই প্রকারের দান খয়রাতকে লোকে সৎকার্য্য ও উহাতে সুফল প্রাপ্তির ধারণা করে, কিন্তু কেয়ামতে তৎসমস্ত প্রস্তর উপরিস্থ ধূলিবৎ বিনষ্ট হইয়া গেলে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে যে, উক্ত কার্য্যগুলি আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল না।

ছহিহ মোছলেমে আছে ;—নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও অর্থের দিকে লক্ষ্য করেন না, বরং তোমাদের অন্তর ও কার্য্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

আরও উক্ত কেতাবে আছে ;— "হজরত বলিয়াছেন, দুনইয়াতে লোকে একে অন্যের শরিক হইয়া থাকে এবং ইহার উপর রাজি হইয়া থাকে, উদ্দেশ্যে এই যে, প্রত্যেকের উক্ত কার্য্যে অধিকার ও অংশ লাভ হইবে, পক্ষান্তরে খোদাতায়ালা এবাদত কার্য্যে অন্য কোন লোককে শরিক করিতে রাজি নহেন। যে ব্যক্তি কোন এবাদত করিয়া উহাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে শরিক করে, তিনি তাহাকে উক্ত শেরক কার্য্যের সহিত ত্যাগ করেন।"

আহমদ রেওয়াএত করিয়াছেন,—"হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস আল্লাহ লোকদিগকে একত্রিত করিলে, একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিয়া বলিবে, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার কোন এবাদতে অন্যকে শরিক করিয়াছে, সে যেন ইহার ছওয়াব আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট হইতে চেষ্টা করে, কেননা আল্লাহ শরিক শেরকাতের মুখাপেক্ষী নহেন।"

ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে ;—"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি লোকদিগকে শুনাইবার ও দেখাইবার উদ্দেশ্যে কোন এবাদত করে, খোদাতায়ালা কেয়ামতে লোকদিগকে শুনাইয়া ও দেখাইয়া উহার শাস্তি প্রদান করিবেন এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন।"

আহমদ ও বয়হকি রেওয়াএত করিয়াছেন ;—

"হজরত বলিয়াছেন, আমি আমার উম্মতের উপর (গুপ্ত) শেরক ও গুপ্ত কামনার ভয় করিয়া থাকি। ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আপনার উম্মত আপনার পরে কি শেরক করিবে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহারা সূর্য্য, চন্দ্র, প্রস্তর ও প্রতিমা পূজা করিবে না, কিন্তু তাহারা লোকদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে সৎকার্য্য করিবে।"

এবনো-মাজা রেওয়াএত করিয়াছেন, আবু ছইদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা কানা দাজ্জালের কথার সমালোচনা করিতে-ছিলাম, এমতাবস্থায় (হজরত) নবি (ছাঃ) আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে আমার নিকট দাজ্জাল অপেক্ষা সমধিক ভয়ঙ্কর বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিব না? আমরা বলিলাম, হাঁ, ইয়া রাছুলাল্লাহ। হজরত বলিলেন, উহা গুপ্ত শেরক, উহা এই যে, এক ব্যক্তি নামাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হইয়া লোকের সাক্ষাতে উহা লম্বা করিয়া পড়ে।"

তেরমেজি রেওয়াএত করিয়াছেন ;—

"হজরত বলিয়াছেন, শেষ জামানায় এরূপ কতকগুলি লোক বহির্গত হইবে—যাহারা দীনের কার্য্যের দ্বারা দুনইয়া অন্বেষণ করিবে, লোকদের আকর্ষণ করা উদ্দেশ্যে কোমলতা (নম্রতা) প্রকাশ কল্পে দুম্বার চামড়া (কম্বল) পরিধান করিবে, তাহাদের রসনা চিনি অপেক্ষা সমধিক মিষ্ট ও তাহাদের অন্তর গো-বাঘ অপেক্ষা সমধিক কঠিন। আল্লাহ্ বলিয়াছেন, তাহারা কি আমার ঢিল দেওয়ার জন্য প্রতারিত হইতেছে এবং আমার বিরুদ্ধাচরণে দুঃসাহসের পরিচয় দিতেছে ?"

আরও তেরমেজি উল্লেখ করিয়াছেন ;—"হজরত বলিয়াছেন, প্রত্যেক কার্য্যের বাড়াবাড়ি আছে, প্রত্যেক বাড়াবাড়ির পরে শিথিলতা আছে, যদি কোন এবাদতকারী মধ্যম ধরণের কার্য্য করে এবং বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি না করে, তবে তাহার সফল মনোরথ হওয়ার আশা করি। আর যদি (উহাতে এত বাড়াবাড়ি করে যে,) লোকে তাহার দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করে, তবে (তাহার সফল মনোরথ হওয়ার) বিশ্বাস করিও না।"

ছহিহ মোছলেমে আছে ;—"হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস একজন শহীদ, একজন আলেম ও একজন দাতাকে উপস্থিত করিয়া আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা আমার সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিলে ? শহীদ বলিবে, আমি তোমার পথে শহীদ হইয়াছি, আলেম বলিবে, আমি এলম শিক্ষা করিয়া অন্যকে শিক্ষা দিয়াছি এবং দাতা বলিবে, আমি তোমার প্রত্যেক পছন্দনীয় বিষয়ে দান করিয়াছি। আল্লাহ বলিবেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলিয়াছ, লোকে তোমাদিগকে শহীদ, আলেম, কারী ও দাতা বলিবে, এই হেতু তোমরা তৎসমস্ত কার্য্য করিয়াছিলে। তৎপরে তাঁহার হুকুমে উক্ত তিন ব্যক্তিকে অধোমস্তকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।"

তেরমেজি ও এবনো-মাজা রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে এলম শিক্ষা করে যে, তদ্দারা বিদ্বান সম্প্রদায়ের উপর গৌরব লাভ করিবে, কিম্বা নির্ব্বোধ লোকদের সহিত বিরোধ করিবে, অথবা লোকদিগকে নিজের অনুরক্ত করিয়া লইবে, আল্লাহ তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিবেন।

আহমদ, আবুদাউদ ও এবনো-মাজা রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, যদি কেহ পার্থিব অর্থ সঞ্চয় করা উদ্দেশ্যে দীনি-এলম শিক্ষা করে, তবে সে বেহেশতের ঘ্রাণ পাইবে না।

তেরমেজি ও এবনো-মাজা রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, যে কারি ও আবেদ লোক দেখাইবার উদ্দেশ্যে এবাদত ও কোর-আন পাঠ করে, তাহারা জোব্বোল-হোজন নামক দোজখের একটী নালীতে নিক্ষিপ্ত হইবে।—কঃ, ২।৩৪৯।৩৫২, এবঃ, তাঃ, ২।৪১।৪২।

(২৬৫) খোদা এই স্থলে নির্দ্দোষভাবে দান করার নিয়ম ও উহার দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিতেছেন ;—যাহারা আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং নিজেদের আত্মাকে এই কার্য্যে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্যে অর্থরাশি দান করে, তাহাদের দান ফলদায়ক হইবে। এই অর্থ কবির, রুহোল-মায়ানি ও ফৎহোল-বায়ানে লিখিত আছে।

এবনো-জরির ও এবনো-কছিরে تثبيتا من انفسهم এই অংশের এইরূপ অর্থ লিখিত আছে, যাহারা আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুত ছওয়াবের (সুফলের) প্রতি অন্তরের সহিত দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া খোদার পথে দান করে, তাহাদের দান ফলদায়ক হইবে।

ইহা শা'বি, কাতাদা, আবু ছালেহ ও এবনো-জয়েদের মত, এবনো-জরির এই মত মনোনীত স্থির করিয়াছেন

এই আয়তে যে ربوة শব্দ আছে, উহার অর্থ অধিকাংশ বিদ্বানের মতে উচ্চভূমি যাহার উপর দিয়া নদী-নালার পানি প্রবাহিত হইতে পারেনা, এইরূপ জমিতে নদী নালার স্রোত প্রবাহিত হয় না এবং উহার উপর খোলা-বাতাস প্রবাহিত হইতে থাকে, এই জন্য উক্ত জমিতে অধিক পরিমাণ ফল শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা মোজাহেদ, কাতাদা, জোহাক, ছোদি, রবি ও হজরত এবনো-আব্বাছের মত।

হাছান বাছারি বলিয়াছেন, উহার অথ সমতল ভূমি যাহা পানি অপেক্ষা উচ্চতর হয়।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, ইহা উচ্চ ভূমি নহে, নিম্ন ভূমি নহে, বরং মধ্যম ধরণের উর্ব্বরা ভূমি হইবে। আরবি শব্দের অর্থ শিশির, ইহা এবনো-আব্বাছ ও ছোদির মত। কাতাদা, জোহাক ও রবি বলিয়াছেন উহার অর্থ স্বল্প বৃষ্টি।

আরবি শব্দের অর্থ দ্বিগুন, কেহ কেহ উহার অর্থ চারিগুণ লিখিয়াছেন।

খোদাতায়ালা নির্দ্দোষ দান খয়রাতের একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছেন ;—যদি উচ্চ ভূমিতে কোন উদ্যান থাকে এবং উহার উপর মূষল ধারায় বৃষ্টিপাত হয়, তবে উহাতে দ্বিগুণ, অথবা চারি-গুণ ফল শস্য উৎপন্ন হয়, আর যদি উহাতে স্বল্প বৃষ্টিপাত হয় (বা শিশির পতিত হয়) তবে তদপেক্ষা কম ফল শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু একেবারে উহা নিস্ফল অবস্থায় থাকে না। সেইরূপ যাহারা শুদ্ধ সঙ্কল্পে আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে অন্তরের বিশ্বাসসহ খোদার পথে অর্থদান করে, তাহারা বেশী অর্থদান করিলে, বেশী ফল পাইবে, আর অল্প অর্থদান করিলে, অল্প ফল লাভ করিবে, কিন্তু একেবারে ব্যর্থ মনোরথ হইবে না।

আল্লামা-মাহমুদ আলুছি তফছিরে-রুহোল-মায়ানিতে লিখিয়াছেন ;—বিশুদ্ধ দান খয়রাতে আল্লাহতায়ালার নিকট বিফল হইবে না, অবশ্য দানকারীর শুদ্ধ সঙ্কল্পের পরিমাণে, ছওয়াবের কম বেশী হইবে, এইরূপ যে স্থলে বেশী কষ্ট সহ্য করিতে হয়, সেই স্থলে ছওয়াবের পরিমাণ বেশী হইবে। যে অর্থ সম্পদের উপর মনের অধিক প্রীতি প্রণয় থাকে, উহা দান করিলে অধিক পরিমাণ ছওয়াব লাভ হইবে। অধিক অভাবগ্রস্ত বা পরহেজগারকে দান করিলে, অধিক পরিমাণ ছওয়াব লাভ হইবে। আর যদি উপরোক্ত ভাবে না হয়, তবে অপেক্ষাকৃত ছওয়াব কম হইলেও একেবারে উহা হইতে বঞ্চিত হইবে না। তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—কোন্ ব্যক্তি লোকদের নিকট সম্মান লাভ করা উদ্দেশ্যে দান করে এবং কোন্ ব্যক্তি বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের সহিত (খাঁটী নিয়তে) দান করে, আল্লাহ তাহা অজ্ঞাত আছেন।

(২৬৬) খোদাতায়ালা এই আয়তে একটী দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, দৃষ্টান্তটী এই এক ব্যক্তি বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হইয়াছে, সে জীবিকা সঞ্চয় করিতে একেবারে অক্ষম, তাহার কয়েকটী শিশু সন্তান থাকে, ইহারা জীবিকা সঞ্চয় করিতে অক্ষম, উক্ত পিতা ইহাদের প্রতিপালন করিতে অক্ষম, তাহার একমাত্র সম্বল একটী খোর্ম্মা ও আঙ্গুরের উদ্যান থাকে, উহাতে বিবিধ প্রকারের ফল শস্য থাকে এবং উহার নীচে প্রস্রবণ সকল প্রবাহিত হয়। যদি এইরূপ অবস্থায় অগ্নিসংযুক্ত ঘূর্ণীয় বায়ু তাহার উল্লিখিত উদ্যানটী দগ্ধীভূত করিয়া ফেলে, তবে তাহার যেরূপ দুঃখ, ক্ষোভ, অনুশোচনা, পরিতাপ, বিপদ ও যন্ত্রনা অনুভূত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি দান করিয়া উহা প্রকাশ করে এবং দান গ্রহিতাকে যন্ত্রনা প্রদান করে, সেই ব্যক্তি কেয়ামতের দিবস মহা বিপন্ন অবস্থায় থাকিয়া দানের সুফল প্রাপ্তির আশান্বিত হইয়াও যখন

নিজের দানগুলি বাতীল হইতে দেখিবে, তখন নিতান্ত দুঃখ, ক্ষোভ, অনুশোচনা, পরিতাপ, লাঞ্ছনা ভোগ করিবে। এমাম রাজি ও তাবারি এই মত মনোনীত স্থির করিয়াছেন।

আরদ-বেনে-হোমাএদ বর্ণনা করিয়াছেন ;—হজরত ওমার (রাঃ) ছাহাবাগণকে এই আয়তের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহাতে (হজরত) এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছিলেন, আল্লাহ-তায়ালা এই আয়তে উক্ত ব্যক্তির উপমা দিয়াছেন, যে ব্যক্তি আজীবন সৎলোকদিগের ন্যায় সৎকার্য্যে লিপ্ত থাকে, তৎপরে যখন সে বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়, তাহার মৃত্যু সন্নিকট হয় এবং তাহার অস্থি কোমল হইয়া যায়, তখন সে অসৎ ব্যক্তিদের ন্যায় অহিত কার্য্য কলাপে লিপ্ত হইয়া পড়ে, এমন কি তাহার পূর্ব্ব সৎকার্য্য গুলি বিনষ্ট হইয়া যায়। হজরত ওমার (রাঃ) তাহার এই মর্ম্ম পছন্দ করিয়াছিলেন।

ছহিহ বোখারি, মোস্তাদরেক ও তফছিরে এবনো-জরিরে এই-রূপ রেওয়াএত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তফছিরে-এবনো-কছির ও রুহোল-মায়ানিতে এই মত মনোনীত স্থির করা হইয়াছে।

৩৭শ রুকু, ৭ আয়ত।

(২৬৭) يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا

فِيهِ ط وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ○ (٢٦٨) اَلشَّيْطٰنُ

يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً

مِنْهُ وَ فَضْلًا ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○ (٢٦٩) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ

مَنْ يَشَاءُ ج وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا

كَثِيرًا ط وَ مَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ○ (٢٧٠) وَ مَا

أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ ط

وَ مَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ○ (٢٧١) إِنْ تُبْدُوا

الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ج وَ إِنْ تُخْفُوهَا وَ تُؤْتُوهَا

الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ط وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّاٰتِكُمْ ط

وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○ (٢٧٢) لَيْسَ عَلَيْكَ

هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ط وَ مَا تُنْفِقُوا

مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ط وَ مَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ط

وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ○

(۲۷۳) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ

أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيمٰهُمْ ج لَا يَسْئَلُونَ

النَّاسَ إِلْحَافًا ط وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ

بِهٖ عَلِيمٌ ۵

(২৬৭) হে ইমানদারগণ, তোমরা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছ এবং আমি তোমাদের জন্য যাহা ভূমি হইতে উৎপাদন করিয়াছি, তাহার উৎকৃষ্ট অংশ ব্যয় কর এবং উহার মন্দ অংশ ব্যয় করার ইচ্ছা করিও না, অপিচ তোমরা উহাতে চক্ষু মুদ্রিত করা ব্যতীত উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবং তোমরা জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অভাব-রহিত, প্রশংসার উপযুক্ত।

(২৬৮) শয়তান তোমাদিগকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় এবং তোমাদিগকে কলুষিত রীতির আদেশ প্রদান করে, আর আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার ক্ষমা ও বিনিময় প্রদানের অঙ্গীকার করেন, আর আল্লাহ মহা ক্ষমতাশালী মহা জ্ঞাতা।

(২৬৯) তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, 'হেকমত' প্রদান করেন, আর যে ব্যক্তি হেকমত প্রদত্ত হয়, সে ব্যক্তি মহা কল্যাণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং জ্ঞানিগণ ব্যতীত উপদেশ গ্রহণ করে না।

(২৭০) এবং তোমরা যাহা কিছু ব্যয় করিয়া থাক, কিম্বা যাহা কিছু মনসা করিয়া থাক, নিশ্চয় আল্লাহ উহা জানিয়া থাকেন, এবং অত্যাচারিগণের জন্য কেহ সাহায্যকারী হইবে না।

(২৭১) আর যদি তোমরা ছদকাগুলি প্রকাশ করিয়া থাক, তবে উহা উৎকৃষ্ট কথা, আর যদি উহা গোপন কর এবং দরিদ্র-দিগকে প্রদান কর তবে উহা তোমাদের জন্য উত্তম এবং আল্লাহ তোমাদিগের কতক গোনাহ ক্ষমা করিবেন এবং তোমরা যাহা কর, আল্লাহ তাহা অবগত আছেন।

(২৭২) তোমার উপর তাহাদের সৎপথে আনয়ন করার দায়িত্ব নাই, কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন, সৎপথে আনয়ন করেন এবং তোমরা যে অর্থ ব্যয় করিতেছ, উহা তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য, আর আল্লাহতায়ালার সন্তোষলাভ উদ্দেশ্য ব্যতীত তোমরা ব্যয় করিয়া থাক না। আর তোমরা যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাক, তোমাদিগকে উহার প্রতিফল পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে, অপিচ তোমাদের উপর অত্যাচার করা হইবে না।

(২৭৩) (দান খয়রাত আসল প্রাপ্য) উক্ত দরিদ্রদিগের জন্য যাহারা খোদার পথে অবরুদ্ধ রহিয়াছে, জমিনে গমনাগমন করিতে অক্ষম, যাচ্ঞা না করার জন্য অনবগত ব্যক্তি তাহাদিগকে ধনী বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে, তুমি তাহাদিগকে তাহাদের প্রকাশ্য লক্ষণ দ্বারা চিনিতে পারিবে, তাহারা ধর-পাকড় করিয়া লোকদিগের নিকট যাচ্ঞা করেন। এবং তোমরা যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাক, নিশ্চয় আল্লাহ তৎসম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ।

টীকা ;—

(২৬৭) এ আয়ত নাজেল হওয়ার কারণ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

এমাম এবনো-জরির ও এবনো-কছির বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত বারা বেনে আ'জেব বলিয়াছেন, খোর্ম্মা ফল কাটিবার সময় আনছারেরা নিজেদের উদ্যান হইতে অপরিপক্ক খেজুরের শিষ বাহির করিয়া মছজিদে নাবাবির উভয় স্তম্ভের মধ্যস্থিত রজ্জুতে টাঙ্গাইয়া রাখিতেন। হেজরতকারী দরিদ্র ছাহাবাগণ উহা ভক্ষণ করিতেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি মন্দ খোর্ম্মা লইয়া উক্ত খোর্ম্মার শিষগুলির মধ্যে স্থাপন করিয়াছিল এবং ইহা জায়েজ ধারণা করিয়াছিল, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। এবনো-জরির হজরত আলি (রাঃ)এর রেওয়াএতে বর্ণনা করিয়াছেন, এই আয়তটী ফরজ জাকাত সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, এক ব্যক্তি খোর্ম্মা পাড়িয়া উৎকৃষ্ট অংশ একদিকে পৃথক করিয়া রাখিত, যখন জাকাত আদায়কারী উপস্থিত হইত, তখন সে উহার মন্দ অংশ হইতে জাকাত প্রদান করিত, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

কাতাদা ও মোজাহেদ উপরোক্ত প্রকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

হাছান বাছারি বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি নিজের অর্থের খোটা (মেকী) অংশ দ্বারা জাকাত প্রদান করিত, সেই সময় উপরোক্ত আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা এই আয়তে যে দান করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহার অর্থ কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে. হাছান বলিয়াছেন, ইহাতে ফরজ জাকাত আদায় করার হুকুম করা হইয়াছে। একদল বলিয়াছেন, ইহাতে নফল খয়রাত

করার কথা বলা হইয়াছে। একদল বলেন, উভয় প্রকার দান করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

এই আয়তে যে স্বোপার্জ্জিত অর্থ সম্পত্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাতে স্বর্ণ, রৌপ্য, বাণিজ্য সামগ্রী ও চতুষ্পদে জাকাত ফরজ হওয়া প্রমাণিত

জমিনে উৎপন্ন জিনিষের অর্থ ফল, শস্য এবং ভূমিজাত যে কোন বস্তুতে জাকাত ফরজ হইয়া থাকে। ফৎহোল-বায়ান ও আবু ছউদে লিখিত আছে যে, খণিজ দ্রব্যগুলি ও গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার উহার অন্তর্গত। আয়তের প্রথমাংশের অর্থ এই যে, তোমরা স্বোপার্জ্জিত অর্থ সম্পত্তি এবং জমিনে উৎপন্ন দ্রব্যাদি হইতে উৎকৃষ্ট অংশ দান কর এবং তৎসমুদয়ের মন্দ অংশ দান করিও না। এবনো-আবি হাতেম, আবদুল্লাহ বেনে মোগাফ্যাল হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, মুছলমানের অর্জ্জিত বিষয় হারাম হইতে পারে না, কিন্তু সে যেন মন্দ খোর্ম্মা ও মেকী টাকা দান না করে। এস্থলে ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه "অপিচ তোমরা উহাতে চক্ষু মুদ্রিত করা ব্যতীত উহা গ্রহণ কর না।" এই অংশের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

কেহ বলিয়াছেন, যদি কোন দেনাদার মন্দ বস্তু দ্বারা মহাজনের ঋণ পরিশোধ করে, তবে তিনি উহা গ্রহণ করিলেও ধারণা করেন যে, সে তাহার প্রাপ্যের ক্ষতিসাধন করিয়াছে।

এস্থলে আয়তের এই অংশের অর্থ এইরূপ হইবে,—তোমরা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে যে মন্দ বস্তু গ্রহণ করিলে, প্রাপ্যাংশের ক্ষতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা কর, সেইরূপ মন্দ বস্তু জাকাত খয়রাত উপলক্ষে দান করিও না। ইহা হজরত বারাবেনে-আজেবের মত।

কেহ কেহ ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, যদি কোন ঋণী ঋণ-দাতার প্রাপ্যাংশ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর দ্রব্য তাহার নিকট উপস্থিত করে, তবে সে যতক্ষণ না উহার ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লয়, ততক্ষণ উহা উৎকৃষ্ট দ্রব্যের বিনিময়ে গ্রহণ করিবে না। আয়তের ব্যাখ্যা এই যে, খোদার পথে উৎকৃষ্ট দ্রব্য দান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা না করিয়া তোমরা নিজেরা যে মন্দ বস্তু বিনা ক্ষতিপূরণে গ্রহণ করিতে নারাজ, তাহা কিরূপে আমার পথে দান করিতে রাজি হইতেছ? ইহা এবনো-আব্বাছ, রাবি প্রভৃতির মত।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, যদি কেহ তোমাদের নিকট মন্দ বস্তু উপঢৌকন স্বরূপ আনয়ন করে, তবে তোমরা লজ্জার খাতিরে উহা গ্রহণ করিয়া থাক। আয়তের অর্থ—তোমরা যে মন্দ বস্তু লজ্জার খাতিরে উপঢৌকন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাক, উহা কিরূপে খোদার পথে দান করিবে? ইহা বারাবেনে আজাবের মত।

কেহ কেহ এই আয়তের অর্থে বলেন, তোমরা যে মন্দ বস্তু গ্রহণ করিতে অসন্তুষ্ট, তাহা খোদার পথে কিরূপে দান করিতে চাহিতেছ? কোন কোন বিদ্বান আয়তের অর্থে বলিয়াছেন ;— তোমরা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ও জমি হইতে উৎপন্ন ফল শস্যাদি হইতে হালাল অংশ ব্যয় কর এবং তন্মধ্য হইতে কোন হারাম বস্তু দান করিও না।

এবনো-কছির এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"(হজরত) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মধ্যে তোমাদের স্বভাব চরিত্রগুলি বণ্টন করিয়াছেন, যেরূপ তোমাদের মধ্যে তোমাদের জীবিকাগুলি বণ্টন করিয়াছেন;

নিশ্চয় আল্লাহ নিজের প্রিয় ও অপ্রিয় উভয় ব্যক্তিকে ছুনইয়া প্রদান করেন এবং নিজের প্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্যকে 'দীন' প্রদান করেন না। আল্লাহ যে ব্যক্তিকে দীন প্রদান করিয়াছেন, নিশ্চয় তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যে খোদার আয়ত্বাধীনে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, কোন ব্যক্তি মুছলমান হইতে পারে না—যতক্ষণ না তাহার অন্তর ও রসনা মুছলমান হয়। কোন ব্যক্তি ইমানদার হইতে পারে না—যতক্ষণ না তাহার প্রতিবেশীরা তাহার অনিষ্ট সমূহ হইতে নির্ভীক হয়। ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া নবিয়াল্লাহ, অনিষ্টগুলি কি কি? হজরত বলিলেন, তাহার বিশ্বাসঘাতকতা ও তাহার অত্যাচার। কোন ব্যক্তি হারাম অর্থ উপার্জ্জন করতঃ ব্যয় করিলে, উহাতে বরকত দেওয়া হয় না, উহা দান করিলে, উহা গৃহীত হয় না, উহা নিজের পশ্চাতে ত্যাগ করিয়া গেলে, উহা দোজখের পাথেয় হয়। নিশ্চয় আল্লাহ হারাম অর্থ ব্যয়ে গোনাহ বিলোপ করেন না, কিন্তু হালাল অর্থ ব্যয়ে গোনাহ বিলোপ করিয়া দেন, নিশ্চয় হারাম হারামকে বিলোপ করিতে পারে না।

এবনো-জরির বলিয়াছেন, এই শেষ অর্থ এবনো-জায়েদ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইলেও প্রথম অর্থ ছাহাবাগণ ও অন্যান্য তফছির-কারকগণের একবাক্যে গৃহীত মত, কাজেই এই মত ছহিহ নহে। এবনো-কছির প্রথম মতটী ছহিহ বলিয়াছেন।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, ছাহাবাগণ এই আয়তের নাজেল হওয়ার যে কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে প্রথম অর্থ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিলে, হারাম বস্তু অসন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করা জায়েজ হওয়া সাব্যস্ত হয়, অথচ সন্তুষ্ট চিত্তে হউক, আর অসন্তুষ্ট চিত্তে হউক, কোন অবস্থাতেই হারাম গ্রহণ করা জায়েজ হইতে পারে না।

তফছিরে কবির ও নায়ছাপুরীতে আছে, জাকাতের সামগ্রী সমস্তই উৎকৃষ্ট হইলে, উৎকৃষ্ট বস্তু দান করা ওয়াজেব হইবে। আর উহার সমস্ত অংশ মন্দ হইলে, উক্ত মন্দ বস্তু দান করা জায়েজ হইবে। আর উহা মধ্যম ধরণের হইলে. কিম্বা উভয় প্রকার মিশ্রিত থাকিলে, মধ্যম ধরণের বস্তু দান করিতে হইবে।

যদি এই আয়তে ফরজ জাকাত দেওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়া থাকে, তবে উপরোক্ত প্রকার ব্যবস্থা হইবে, আর যদি উহাতে নফল খয়রাত কিম্বা উভয় প্রকার দানের কথা উল্লিখিত হইয়া থাকে, তবে বলি, যদি কেহ সম্রাটের নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্যে তাঁহার সমক্ষে কোন উপঢৌকন উপস্থিত করে, তবে তাহার আয়ত্বাধীনে যে সমস্ত বস্তু থাকে, তৎসমুদয়ের শ্রেষ্ঠতম ও উৎকৃষ্টতম বস্তু উপঢৌকন স্বরূপ পেশ করা উচিত, সেইরূপ আল্লাহ লোকদিগকে বলিতেছেন, তোমরা আমার নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্যে যে দান করিতে ইচ্ছা কর, তাহাও শ্রেষ্ঠতম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়া উচিত।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহ অভাব রহিত, তিনি দরিদ্রতা ও অভাব অনাটন দোষ হইতে নিষ্কলঙ্ক, তিনি কাহারও দান খয়রাতের মুখাপেক্ষী নহেন, বরং মনুষ্যেরা ছওয়াব লাভের জন্য দান করিতে বাধ্য, কাজেই তোমাদের উৎকৃষ্ট বস্তু দান করা কর্ত্তব্য।

আল্লাহ নিজের নেয়া'মত রাশি বিতরণের জন্য প্রশংসার যোগ্য, আর ইহাও অর্থ হইতে পারে, তিনি তাহাদের উৎকৃষ্ট বস্তু দানের জন্য তাহাদের প্রশংসা করিয়া থাকেন।—এঃ তাঃ, ৩।৫০-৫৪, এঃ, কঃ, ১।১৬৪—১৬৬, কঃ, ২।৩৫৬।৩৫৭, নায়ঃ, ৩।৫৮, রুঃ, মাঃ, ১।৪৮৮।৪৮৯, ফঃ, ১।৩৫৬।৩৫৭।

তফছিরে-ফৎহোল-বায়ানে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই আয়তে বুঝা যায় যে, জীবিকা অর্জ্জনের কোন পন্থা অবলম্বন করা মোবাহ। ছহিহ বোখারির একটী হাদিছে আছে, হজরত বলিয়াছেন, কেহ নিজের হস্তের উপার্জ্জিত জীবিকা ভক্ষণ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী ভক্ষণ করেন নাই।

লেখক বলেন, মেশকাতের একটী হাদিছে আছে,—হালাল জীবিকা সঞ্চয় করা ফরজ, কিন্তু ইহা নামাজ, রোজা ইত্যাদি ফরজ অপেক্ষা দরজায় কম।

আরও হজরত বলিয়াছেন, একটী সময় উপস্থিত হইবে—যখন লোকে হালাল জীবিকা সঞ্চয় করিতেছে, কিম্বা হারাম জীবিকা সঞ্চয় করিতেছে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিধা বোধ করিবে না।

আরও একটী হাদিছে আছে,—হে লোক সকল, নিশ্চয় আল্লাহ পাক, তিনি পাক বস্তু ব্যতীত গ্রহণ করেন না। নিশ্চয় তিনি রাছুলগণকে যাহা হুকুম করিয়াছেন, ইমানদারদিগকে তাহাই হুকুম করিয়াছেন। আল্লাহ বলিয়াছেন,—"হে রাছুলগণ, তোমরা পাক বস্তুগুলি ভক্ষণ কর এবং সৎকার্য্য কর, নিশ্চয় তোমরা যাহা করিতেছ, তিনি তৎসম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ।"

আরও আল্লাহ বলিয়াছেন;—"হে ইমানদারগণ, আমি তোমাদিগকে যাহা জীবিকা প্রদান করিয়াছি, তোমরা তন্মধ্য হইতে পাক বস্তুগুলি ভক্ষণ কর।"

তৎপরে হজরত এক ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন—যে রুক্ষকেশ ও ধূলি মিশ্রিত অবস্থায় বহু দিবস বিদেশ যাপন করে, সে ব্যক্তি নিজের হস্তদ্বয়কে আছমানের দিকে উত্তোলন করতঃ হে প্রতিপালক, হে প্রতিপালক বলিয়া দোয়া করিতে থাকে, কিন্তু তাহার খাদ্য হারাম, তাহার পানীয় হারাম ও তাহার পরিচ্ছদ হারাম এবং সে হারাম ভক্ষণে প্রতিপালিত হইয়াছে, এইরূপ লোকের দোয়া কিরূপে গৃহীত হইবে?

তফছিরে-এবনো-কছিরের ১।৩৫৩।৩৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

"ছা'দ বেনে অক্কাছ বলিয়াছেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আপনি আল্লাহ-তায়ালার নিকট দোয়া করুন—যেন তিনি আমাকে বাক্‌সিদ্ধ (মকবুলে-বারগাহ) করেন। তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, হে ছা'দ, তোমার খাদ্য যেন হালাল হয়, তাহা হইলে তোমার দোয়া কবুল হইবে। যে খোদার আয়ত্বাধীনে মোহাম্মদের প্রাণ রহিয়াছে, তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি কেহ এক মুষ্টি হারাম খাদ্য উদরসাৎ করে, তবে তাহার ৪০ দিবসের এবাদত কবুল হইবে না। যে কোন ব্যক্তির মাংস হারাম খাদ্যে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, দোজখের অগ্নি তাহার পক্ষে উপযুক্ত।

তফছিরে-আজিজির ১৯৪ পৃষ্ঠায় মছনদে-ফেরদাওছে দয়লমি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে ;—

اول من حاك آدم "প্রথমেই (হজরত) আদম (আঃ) বস্ত্রবয়ন করিয়াছিলেন।"

হাকেম ও এবনো-আছাকের হজরত এবনো-আব্বাছ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন,— كان آدم حراثا "(হজরত) আদম (আঃ) কৃষিকার্য্য করিতেন।"

হজরত নুহ (আঃ) সূত্রধর, হজরত ইদরিছ (আঃ) দরজি, হজরত হুদ ও ছালেহ (আঃ) ব্যবসায়ী ছিলেন। হজরত এবরাহিম (আঃ) কৃষিকার্য্য করিতেন। হজরত শোয়াএব (আঃ) চতুষ্পদ জন্তু প্রতিপালন করিতেন এবং দুগ্ধ, শাবক ও লোম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। হজরত লুত (আঃ) কৃষিকার্য্য করিতেন। হজরত মুছা (আঃ) কিছু দিবস ছাগল চরাইতেন। হজরত দাউদ (আঃ) জেরা প্রস্তুতকারী (কৰ্ম্মকার) ছিলেন। হজরত ছোলায়মান (আঃ) বৃক্ষপত্র দ্বারা 'জাম্বিল', চেটা ও পাখা প্রস্তুত করিয়া উহা বিক্রয় পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। হজরত

ইছা (আঃ) কোন পেশা অবলম্বন না করিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতেন।

হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) শেষ বয়সে যুদ্ধ-উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

লেখক বলেন, হজরত নবি (ছাঃ) বাল্যকালে ছাগল চরাইয়াছিলেন, তাঁহার নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে আবহুল মোত্তালেব ও আবুতালেবের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হইলেও তুইবার বাণিজ্য করা উপলক্ষে শামদেশে গিয়াছিলেন। ছহিহ হাদিছে ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, হজরত তুই পর্ব্বতের মধ্যস্থিত প্রান্তর পূর্ণ ছাগল তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় একজন লোক তাঁহার নিকট তৎসমুদয় চাহিলে, তিনি সমস্তই দান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার নবুয়ত প্রাপ্তির পরের কথা।

কোন কোন কেতাবে হজরতের একজন য়িহুদীর নিকট চাকুরি করার কথা আছে

হজরত ইউছফ (আঃ) মিসরের রাজার কোষাধ্যক্ষ থাকার চাকুরি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রেয়াজোছ-ছালেহিনের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় আছে, হজরত এছমাইল (আঃ) বন্য পশু শীকার করিতেন। ইহা ছহিহ বোখারির হাদিছ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে

হজরত ছোলায়মান (আঃ) মৎস্য ব্যবসায়িদিগের চাকুরি করিয়াছিলেন, তিনি মৎস্য বহন করিয়া লইয়া তাহাদের কার্য্যে সহকারিতা করিয়াছিলেন এবং নিজে মৎস্য বিক্রয় করিয়াছিলেন, ইহা তফছিরে-মায়ালেমের ৬।৪৮ পৃষ্ঠায় ও তফছিরে-আবুছউদের ৭।৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

তফছিরে-কবিরের ১।৩৮৪ পৃষ্ঠায় ও রুহোল-বায়ানের ১।১০৬ পৃষ্ঠায় আছে, বনি-ইছরাইলদিগের এক সম্প্রদায় আয়লা নামক

স্থানে অবস্থিতি করিত, তাহারা সমুদ্রের মৎস্য ধরিয়া কতক বিক্রয় করিত, কতক লবণ দিয়া রাখিত, তাহারা এই ব্যবসায়ে ধনাঢ্য হইয়া গিয়াছিল।

রুহোল-মায়ানির ১।২৫৪ পৃষ্ঠায় ও এবনো-কছিরের ১।১৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

صادوها علانية و باعوها بالاسواق

"তাহারা প্রকাশ্য ভাবে মৎস্য শীকার করিয়া উহা বাজার সমূহে বিক্রয় করিত।"

তফছিরে-রুহোল-বায়ানের ১।৩২০।৬০৮।৬০৯ পৃষ্ঠায়, তফছিরে-কবিরেব ২।৪৭৯ পৃষ্ঠায় ও তফছিরে-রুহোল-মায়ানির ১।৫৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হজরত ইছা (আঃ)এর বারজন 'হাওয়ারি'র মধ্যে কতক মৎস্য ব্যবসায়ী, কতক বাদশাহ, কতক রজক ও কতক রংকর ছিলেন।

তফছিরে-রুহোল-বায়ানের ১।৬১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত শমউন হাওয়ারিদিগের প্রধান ছিলেন।

তফছিরে-কবিরের ২।৪৭৭ পৃষ্ঠায় ও রুহোল-মায়ানির ১।৫৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যখন বনি-ইছরাইলগণ হজরত ইছা (আঃ)এর অবাধ্যতা করিল, তখন তিনি মৎস্য-ব্যবসায়ী শমউন, ইয়াকুব ও ইউহানার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, এখন তোমরা মৎস্য শীকার করিতেছ, যদি তোমরা আমার অনুসরণ কর, তবে তোমরা চিরস্থায়ী জীবনের জন্য মনুষ্য শীকার করিতে পারিবে, ইহাতে তাঁহারা হজরতের মো'জেজা দর্শনে তাঁহার উপর ইমান আনিলেন।

কোর-আন শরিফের ছুরা ইয়াছিনে এই শমউন হাওয়ারি'র কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

কোর-আন শরিফে আছে ;— احل لكم صيد البحر

উদ্দেশ্যে দান করে, কিম্বা ছদকা করিয়া উহা দানগৃহিতা বা অন্য লোকের নিকট বর্ণনা করে, খোদা তাহার ছদকা কবুল করেন না। লোকদিগের সমক্ষে প্রকাশ্য সভায় ছদকা করিলে, উক্ত উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, যদি কেহ গোপনে দান করে, তবে উক্ত দোষ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইয়া থাকে।

একদল লোক দান গোপন করিতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং যাহাতে দানগৃহিতাও না জানিতে পারে, ইহার জন্য সাধ্য সাধনা করিতেন, কেহ উহা অন্ধ দরিদ্রের হস্তে নিক্ষেপ করিতেন। কেহ দরিদ্রের পথে এবং তাহার বসিবার স্থানে উহা নিক্ষেপ করিতেন যেন গৃহিতা উহা দেখিতে না পারে। কেহ নিদ্রিত দরিদ্রদিগের বস্ত্রে উহা বাঁধিয়া দিতেন। কেহ অন্য লোকের দ্বারা উহা দরিদ্রের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। এই সমস্তের উদ্দেশ্য রিয়াকারি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা।

(২) যখন কেহ নিজের ছদকা গোপন করে, লোক-সমাজে খ্যাতি, প্রশংসা ও সম্মান লাভ হইবে না, ইহা নফছের উপর কঠিন হইয়া থাকে, কাজেই ইহাতে ছওয়াব অধিকতর হইবে।

(৩) হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, দরিদ্র ব্যক্তি অন্য দরিদ্রকে গোপনে যে দান করে, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আরও হজরত বলিয়াছেন, একজন লোক গোপনে কোন সৎকার্য্য করে, আল্লাহ উহা গোপনীয় এবাদতের মধ্যে লিখাইয়া রাখেন, তৎপরে যদি সে ব্যক্তি উহা প্রকাশ করে, তবে উহা স্থানান্তরিত করিয়া প্রকাশ্য এবাদতের মধ্যে লিখাইয়া রাখেন। আর যদি উহা জন-সমাজে প্রসিদ্ধ করিয়া বেড়ায়, তবে উহা স্থানান্তরিত করিয়া রিয়ামূলক এবাদতের মধ্যে লিখাইয়া রাখেন।

হজরত বলিয়াছেন, গোপনীয় ছদকা খোদাতায়ালার কোপকে নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়।

—১৭

(৪) প্রকাশ্য ছদকা কয়েক কারণে গৃহিতার ক্ষতিকারক হয়; প্রথম এই যে, ছদকা প্রকাশ্য ভাবে দিলে, দরিদ্রের সম্ভ্রম হ্রাস ও তাহার দরিদ্রতা প্রকাশ করা হয়, অনেক সময় দরিদ্র ইহাতে রাজি থাকে না।

দ্বিতীয়, যে দরিদ্র যাচ্ঞা করা হইতে বিরত থাকে, খোদা-তায়ালা তাহার প্রশংসা করিয়াছেন, প্রকাশ্য ভাবে দান করিলে, দরিদ্রের এই প্রশংসনীয় ভাবটী তিরোহিত হওয়ার সংবাদ লোকদিগের গোচরীভূত হইয়া পড়ে।

তৃতীয়, প্রকাশ্য দানে লোকে এই ধারণায় দরিদ্রের প্রতি দোষারোপ করে যে, সে দান গ্রহণের অনুপযুক্ত হইয়াও দান করিয়া থাকে, ইহাতে সে দুর্ণামের পাত্র হয় এবং লোকে নিন্দাবাদের জন্য গোনাহগার হয়

চতুর্থ, প্রকাশ্য ভাবে ছদকা দিলে, গৃহিতাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করা হয়, আর মুছলমানকে অপমানিত করা জায়েজ নহে।

পঞ্চম, ছদকা—উপঢৌকন (তোহফা) স্বরূপ হইয়া থাকে। আর হাদিছে আছে, যদি কেহ কোন লোককে উপহার স্বরূপ কিছু প্রদান করে, আর তথায় একদল লোক থাকে, তবে তাহারাও উক্ত উপহারের অংশীদার হইবে, কিন্তু দরিদ্র ছদকা প্রাপ্ত হইয়া অনেক ক্ষেত্রে উপস্থিত অংশীদারদিগকে উহার অংশ প্রদান করে না, কাজেই প্রকাশ্য দানে দরিদ্র এইরূপ অনুচিত কার্য্যে সংলিপ্ত হইয়া পড়ে। উপরোক্ত কারণগুলিতে বুঝা যায় যে, গোপনীয় দান উত্তম।

প্রকাশ্য ভাবে ছদকা করা জায়েজ হইবে, কেননা যদি একজন প্রকাশ্য ভাবে ছদকা করে, আর ইহা দেখিয়া অন্যান্য লোকেরা দরিদ্রদিগকে দান করিতে উৎসাহিত হয়, ইহাতে

দরিদ্রদিগের সমধিক উপকার হয়. এই হেতু এই প্রকাশ্য দান উত্তম হইবে।

হজরত এবনো-ওমার (রাঃ) হজরতের এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন,—গোপনীয় দান প্রকাশ্য দান অপেক্ষা উত্তম। আর যে ব্যক্তি প্রকাশ্য দান করিলে, অন্যান্য লোকেরা তাহার অনুকরণ করিবে, তাহার প্রকাশ্য দান উত্তম হইবে।

হাকিম তেরমেজি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি লোকদিগের চক্ষুর অন্তরালে কোন সৎকার্য্য করে, তাহার নফ্ছ উহা লোকদিগকে দেখাইয়া করার কামনা করে, আর সে ব্যক্তি উক্ত কামনা তিরোহিত করার চেষ্টা করে, এস্থলে সে শয়তানের সহিত সংগ্রাম করিল, কাজেই এই গোপনীয় এবাদত প্রকাশ্য এবাদত অপেক্ষা ৭০ গুণ অধিক ফলদায়ক হইবে।

আর একদল খোদার বান্দা আছেন—তাঁহারা নিজেদের নফছকে বিশুদ্ধ করিয়াছেন, আল্লাহ তাঁহাদের উপর বিবিধ প্রকার অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তরে মা'রেফাতের জ্যোতিগুলি বেশী পরিমাণ পতিত হইয়াছে, নফছের কুমন্ত্রণাগুলি তিরোহিত হইয়াছে, কামনা-বাসনা বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের অন্তর খোদার মাহাত্ম্যের সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে। তাঁহারা যখন কোন এবাদত প্রকাশ্য ভাবে করেন, (উহা বিশুদ্ধ) ভাবে সম্পাদন করার) সাধ্য-সাধনা প্রয়োজন হয় না, কেননা তাঁহাদের নফছের কামনা ও সংগ্রাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা কোন কার্য্য প্রকাশ্য ভাবে করিলে, অন্যেরা ইহার অনুকরণ করিবে, এই ধারণা করিয়া থাকেন। কোন বান্দা কামেল হইলে, অন্যকে কামেল করার চেষ্টা করেন।

হাছান বাছারি বলিয়াছেন, এই আয়তে ফরজ ও নফল উভয় প্রকার দান করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আরও তিনি

বলিয়াছেন, প্রকাশ্য ভাবে জাকাত দিলে, তাহার অর্থের পরিমাণ প্রকাশ করা হইবে, ইহা অনেক সময় ক্ষতির কারণ হইয়া পড়ে, অত্যাচারিরা তাহার অর্থে লোভ করিতে পারে কিম্বা তাহার হিংসুকের সংখ্যা অধিক হইতে পারে, এই হেতু নিজের অর্থ গোপন করা উত্তম, কাজেই জাকাত গোপনে দেওয়া উত্তম হইবে।

দ্বিতীয় এই আয়তটী (হজরত) নবি (ছাঃ)এর জামানায় নাজেল হইয়াছিল, ছাহাবাগণ জাকাত ত্যাগ করার দোষে দোষান্বিত ছিলেন না, কাজেই তাঁহাদের পক্ষে গোপনে জাকাত দেওয়া উত্তম ছিল, যেহেতু উহা 'রিয়াকারি' হইতে সমধিক শূন্য হইয়া থাকে। আর বর্ত্তমান কালে জাকাত না দেওয়ার আশঙ্কা আছে, কাজেই উক্ত অপবাদ খণ্ডন উদ্দেশ্য হইলে, প্রকাশ্য ভাবে জাকাত দেওয়া উত্তম হইবে। এই পর্য্যন্ত তফছিরে-কবিরের সংক্ষিপ্ত সার।

তফছিরে-এবনো-কছিরে আছে ;—

এই আয়তে বুঝা যায় যে, প্রকাশ্য দান অপেক্ষা গোপনীয় দান শ্রেষ্ঠতর, কেননা ইহা রিয়াকারি হইতে অধিকতর শূন্য হইয়া থাকে, কিন্তু যদি প্রকাশ্য দানে লোকদিগের অনুকরণ করার ন্যায় সদুদ্দেশ্য নিহিত থাকে, তবে ইহা এই হিসাবে উত্তম হইবে।

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস যখন আল্লাহতায়ালার (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য ছায়া হইবে না, সেই সময় আল্লাহতায়ালা সাত ব্যক্তিকে ছায়া প্রদান করিবেন ;—

(১) যে যুবক আল্লাহতায়ালার এবাদত কার্য্যে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

(২) যে দুই ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে—তাহারা উক্ত প্রীতির উপর সমবেত হয় এবং উহার উপর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

(৩) এক ব্যক্তি—যাহার অন্তর মছজিদের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে—যখন উহা হইতে বাহির হইয়া যায়—যতক্ষণ (না) উহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

(৪) এক ব্যক্তি—যাহাকে একজন মর্য্যাদাধারিণী সুন্দরী স্ত্রীলোক ডাকিয়াছিল, ইহাতে সে বলিয়াছিল, নিশ্চয় আমি সমস্ত জগদ্বাসীর প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

(৫) এক ব্যক্তি ছদকা প্রদান করিয়াছিল, উহা ডাহিন হস্তে এরূপ ভাবে গোপন করিয়াছিল যে, তাহার বামহস্ত উহা জানিতে না পারে।

(৬) এক ব্যক্তি নির্জ্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, ইহাতে তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রুবর্ষণ করে।

(৭) সুবিচারক বাদশাহ (কিম্বা সমাজপতি)।

এই হাদিছটী ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে।

হজরত বলিয়াছেন, যে সময় আল্লাহতায়ালা জমি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, উহা কম্পিত হইতেছিল, ইহাতে আল্লাহতায়ালা পর্ব্বতমালা সৃষ্টি করিয়া উহার উপর স্থাপন করিলে, উহা স্থির হইয়া গেল। ফেরেশতাগণ পর্ব্বত মালার সৃষ্টি দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার সৃষ্টির মধ্যে পর্ব্বতমালা অপেক্ষা কঠিনতর কোন বস্তু আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, লৌহ। ফেরেশতাগণ বলিলেন, হে প্রতিপালক, লৌহ অপেক্ষা কঠিনতর কোন বস্তু আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, অগ্নি। ফেরেশতাগণ বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, অগ্নি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন বস্তু আছে কি? তিনি বলিলেন,

হাঁ, পানি। ফেরেশতাগণ বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, পানি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন বস্তু আছে কি? খোদা বলিলেন, হাঁ, বায়ু। ফেরেশতাগণ বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, বায়ু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন বস্তু আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, আদম-সন্তান যে ছদ্‌কা ডাহিন হস্তে দান করে, কিন্তু তাহার বামহস্ত জানিতে না পারে।

এই আয়তটী ফরজ ও নফল প্রত্যেক প্রকার ছদকা গোপনে দেওয়া উত্তম হওয়া সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে, কিন্তু হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, গোপনীয় নফল ছদকা প্রকাশ্য নফল ছদকা অপেক্ষা ৭০ গুণ অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে প্রকাশ্য ফরজ জাকাত অপ্রকাশ্য জাকাত অপেক্ষা ২৫ গুণ অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

কহোল-মায়ানি ও কবিরে আছে, এই আয়তে আছে যে, গোপনে ছদকা করিলে, কতক গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়, ইহাতে সমস্ত গোনাহ মাফ হয় না।

ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রকাশ্য দান অপেক্ষা গোপনীয় দান সমধিক ফলপ্রদ।—রুঃ, মাঃ, ১।৪৭৩, এঃ, ২।১৬৮।১৬৯ ও কঃ, ২।৩৬২।৩৬৩।

এবনো-জরির ও আবদ বেনে হোমাএদের রেওয়াএতে আছে,—"কাতাদা বলিয়াছেন, প্রকাশ্য হউক, আর অপ্রকাশ্য হউক, প্রত্যেক প্রকার ছদকা নিয়ত বিশুদ্ধ (খাঁটি) থাকিলে, আল্লাহ-তায়ালার দরবারে মকবুল (গৃহিত) হইবে। অবশ্য গোপনীয় ছদকা সমধিক উত্তম (ফলপ্রদ) হইবে। নিশ্চয় ছদকা গোনাহ নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়, যেরূপ পানি অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়।"

এবনোল-মোঞ্জের ও এবনো-আবি হাতেমের রেওয়াএতে আছে,—"হজরত বলিয়াছেন, দুইটী ছদকা অধিকতর ফলপ্রদ; প্রথম দরিদ্র ব্যক্তি সাধ্য-সাধনা করিয়া যাহা কিছু দান করে। দ্বিতীয় সংগোপনে যাহা কিছু দান করা হয়।"

তেবরাণির রেওয়াএতে আছে,—"সৎকার্য্য সকল বিপদরাশি হইতে রক্ষা করে, আত্মীয়দিগের সহিত মিলন (সদ্ব্যবহার করা) আয়ুতে বরকত প্রদান করে।"

আহমদের রেওয়াএতে আছে;—"ছালেম বেনে আবিজা'দ বলিয়াছেন, (হজরত) ছালেহ (আঃ)এর উম্মতের (সম্প্রদায়ের) মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল যে, তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, ইয় নবিয়াল্লাহ, আপনি উক্ত অত্যাচারির উপর বদদোয়া (অভিশাপ প্রদান) করুন। তিনি বলিলেন, তোমরা চলিয়া যাও, নিশ্চয় সে মহা বিপদগ্রস্ত হইবে। সে প্রত্যহ কাষ্ঠ আহরণ করিত, সেই দিবস উহা আহরণ করিতে বাহির হইল, তাহার সঙ্গে দুইখানা রুটী ছিল, সে উহার একখানা ভক্ষণ করিল এবং দ্বিতীয় খানা দান করিল, তৎপরে সে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া উহা লইয়া নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তখন তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, সে ব্যক্তি কাষ্ঠ সহ নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, তাহার উপর কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই। ইহাতে (হজরত) ছালেহ (আঃ) তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি অদ্য কি কার্য্য করিয়াছ? সে বলিল, আমি দুইখানা রুটী সহ বাহির হইয়াছিলাম, উহার একখানা ভক্ষণ করিয়াছিলাম এবং দ্বিতীয় খানা দান করিয়াছিলাম। (হজরত) ছালেহ (আঃ) বলিলেন, তুমি নিজের কাষ্ঠের বোঝা খুলিয়া ফেল। সে উহা খুলিয়া ফেলিল, উহার মধ্যে শাখার তুল্য একটী কালসর্প কাষ্ঠের শাখা কামড়াইয়া

রহিয়াছে। তদ্দর্শনে হজরত ছালেহ (আঃ) বলিলেন, এই ছদকার জন্য তাহা হইতে উক্ত বিপদ দূরীভূত করা হইয়াছে।"

বয়হকি ও তেবরাণির রেওয়াএতে আছে;—

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা বিপদ আসিবার পূর্ব্বে ছদকা প্রদান কর, কেননা বিপদ উহা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না।"

আহমদের রেওয়াএতে আছে, ছালেম বলিয়াছেন, একটী স্ত্রীলোক একজন পুত্র সহ বাহির হইয়াছিল, হঠাৎ একটী নেকড়ে ব্যাঘ্র উক্ত পুত্রটী ধরিয়া লইয়া গেল, স্ত্রীলোকটী উহার পশ্চাতে ধাবিত হইল, তাহার সঙ্গে একখানা রুটী ছিল, একজন ভিক্ষুক তাহার নিকট যাচ্ঞা করিল, সে তাহাকে উক্ত রুটী প্রদান করিল। তখন নেকড়ে ব্যাঘ্রটী তাহার পুত্রকে ফেরত দিয়া গেল।

এবনো-খোজায়মা ও হাকেমের রেওয়াএতে আছে;—

"(হজরত) ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতে সৎকার্য্যগুলি গৌরব করিতে থাকিবে, তখন ছদকা বলিবে, আমি তোমাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

তেবরাণি ও বয়হকির রেওয়াএতে আছে;—

"হজরত বলিয়াছেন, ছদকা ছদকাকারীর পক্ষে গোরের তাপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিবে এবং ইমানদার ব্যক্তি কেয়ামতের দিবস তাহার ছদকার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে।"

তেবরাণির রেওয়াএতে আছে;—

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুফল লাভ ও খোদার সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশ্যে দান করিবে, উহা দোজখের অগ্নি হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিবে।"

তেরমেজির রেওয়াএতে আছে;—"ছদকা খোদার কোপ নির্ব্বাপিত করে এবং মন্দ মৃত্যু হইতে নিষ্কৃত প্রদান করে।"

তেরমেজির রেওয়াএতে আছে;—"ছদকা বিপদের ৭০টী দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়।"

তেবরাণি ও হাকেমের রেওয়াএতে আছে ;—

"আল্লাহতায়ালা এক নলা (লোকমা) পরিমাণ রুটী, একমুষ্টি পরিমাণ খোর্ম্মা কিম্বা তত্তুল্য দরিদ্রের হিতজনক কোন বস্তু দান করাতে তিনটী লোককে বেহেশতে দাখিল করিবেন,—

(১) যে গৃহের মালিক দান করিতে আদেশ করিয়াছে। (২) যে স্ত্রী উহা প্রস্তুত করিয়াছে। (৩) যে সেবক উহা দরিদ্রকে দিয়াছে।"

এবনো-আবি শায়বার রেওয়াএতে আছে ;—

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা জান কি যে, কোন্ ব্যক্তি বীরপুরুষ, নিঃসন্তান ও দরিদ্র? ছাহাবাগণ বলিলেন, যে ব্যক্তি মল্লযুদ্ধ করিতে পারে, তাহাকে বীরপুরুষ, যাহার সন্তান হয় নাই, তাহাকে নিঃসন্তান এবং যাহার অর্থ সম্পদ নাই, তাহাকে দরিদ্র বলে।

হজরত বলিলেন, যে ব্যক্তি ক্রোধের সময় সম্বরণ করিতে পারে, তাহাকে মহা বীরপুরুষ বলে। যাহার সন্তান সন্ততি আছে, কিন্তু শৈশবাবস্থায় তাহাদের একটীও মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় নাই, সেই ব্যক্তি নিঃসন্তান।

যে ব্যক্তির অর্থ সম্পত্তি আছে, কিন্তু উহার কিছু দান করিয়া যায় নাই, তাহাকে দরিদ্র বলে।"

বাজ্জাজ ও তেবরাণির রেওয়াএতে আছে ;—"তোমরা খোর্ম্মার একাংশ দ্বারা হইলেও দোজখের অগ্নি হইতে নিজেকে রক্ষা কর।"

তেবরাণির রেওয়াএতে আছে ;—

"প্রত্যেক মনুষ্যের ৩৬০টী গ্রন্থি আছে, প্রত্যেক দিবস প্রত্যেক গ্রন্থির উপর এক একটী ছদকা ওয়াজেব। মনুষ্যের সহিত কথা বলা একটী ছদকা, নিজের ভাইকে কোন বিষয়ে সাহায্য করা একটী ছদকা, পানি পান করান একটী ছদকা, পথ হইতে কণ্টক

দুর করা একটী ছদকা, হাস্য মুখে কোন মুছলমানের সহিত সাক্ষাৎ করা একটী ছদকা, নিজের ডোল হইতে অন্যের ডোলে পানিয়া ঢালিয়া দেওয়া একটী ছদকা, পথ-ভ্রান্তকে পথের সন্ধান বলিয়া দেওয়া একটী ছদকা।"

আহমদ ও বয়হকির রেওয়াএতে আছে,—

"তকবির পড়া একটী ছদকা, ছোবহানাল্লাহ পড়া একটী ছদকা, আলহামদো লিল্লাহ পড়া একটী ছদকা, লাএলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া একটী ছদকা, আছতাগ্‌ফেরোল্লাহ পড়া একটী ছদকা, কোন লোককে সৎকার্য্য করিতে আদেশ দেওয়া একটী ছদকা, মন্দ কার্য্য করিতে নিষেধ করা একটী ছদকা, অন্ধকে পথ দেখাইয়া দেওয়া একটী ছদকা, বধির ও বোবাকে কোন বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া একটী ছদকা, বিপন্ন সাহায্যপ্রার্থীর বিপদ উদ্ধার ও সাহায্য করা একটী ছদকা, দুর্ব্বলকে কোন বাহনের উপর আরোহন করাইয়া দেওয়া একটী ছদকা, নামাজের জন্য প্রত্যেক পদ নিক্ষেপ একটি ছদকা। স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা একটি ছদকা। একজন ছাহাবা বলিলেন, নিজের কামরিপু চরিতার্থ করায় ছদকার নেকী হইবে কেন? হজরত বলিলেন, তদ্দারা নিজেকে ও স্ত্রীকে হারাম হইতে বিরত রাখা হয়, এই জন্য ছদকার নেকি হইবে। যদি ইহাতে সন্তান হয়, তবে তাহার নেকীর ফল প্রাপ্ত হইবে, আর যদি মরিয়া যায়, তবে ইহাতে ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে।

ছহিহ মোছলেমে আছে;—

প্রত্যেক প্রভাতে মনুষ্যের প্রত্যেক গ্রন্থির উপর এক একটি ছদকা ওয়াজেব হইয়া থাকে, দুই রাকয়াত চাস্তের নামাজ পড়িলে, সমস্ত ওয়াজেব আদায় হইয়া যাইবে।

এবনো-আবিশায়বার রেওয়াএতে আছে;-

"কোন ছদকা কখন অর্থ সম্পদ কম করে নাই, কাজেই তোমরা ছদকা প্রদান কর

আরও তাহার রেওয়াএতে আছে ;—

"হজরত আয়েশা (রাঃ)কে একটি ভর্জ্জিত ছাগল উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছিল, তিনি উহার স্কন্ধদেশ ব্যতীত সমস্তই বিতরণ করিয়া দিলেন, ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, উহার স্কন্ধদেশ ব্যতীত সমস্তই তোমার জন্য থাকিল।"

২৭১। এই আয়তটী নাজেল হওয়ার কারণ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

(১) হজরত আছমা (রাঃ)র মাতা নোফায়লা বিবি এবং তাঁহার দাদি মোশরেকা ছিল, এমতাবস্থায় তাহারা উক্ত আছমার (রাঃ) নিকট আগমন পূর্ব্বক কিছু দান যাচ্‌ঞা করিল, ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি যতক্ষণ হজরত নবি (ছাঃ)এর নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা না করি, ততক্ষণ আপনাদিগকে কিছু দান করিতে পারিব না, কেননা আপনারা মুছলমান নহেন। তৎপরে তিনি হজরত নবী (ছাঃ)এর নিকট এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, এই আয়ত নাজেল হয়, তখন হজরত তাহাদিগকে দান করিতে আদেশ দিলেন।

(২) কোরায়জা ও নোজাএর বংশধরদ্বয় আনছারি কতক লোকের আত্মীয় হইত, উক্ত আনছারিগণ তাহাদিগকে দান করিতেন না এবং বলিতেন, যতক্ষণ তোমরা মুছলমান না হও, ততক্ষণ তোমাদিগকে দান করিব না, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

(৩) ছাহাবাগণ নবি (ছাঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমরা খ্রীষ্টান ও য়িহুদী দরিদ্রদিগকে দান করিব কিনা? সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

(৪) নবী (ছাঃ) মোশরেকদিগকে দান করিতেন না, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। আয়তের অর্থ এই যে, হে মোহম্মদ, য়িহুদী, খৃষ্টান ও মেশরেক প্রভৃতি অমুছলমানদিগকে সত্যপথে লইয়া যাওয়া তোমার ক্ষমতাধীন নহে, ইহা আল্লাহ-তায়ালার আয়ত্তাধীন, কাজেই এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে দান না করা উচিত নহে।

দ্বিতীয়, হজরত লোকদিগের ইছলাম গ্রহণের জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, এই হেতু আল্লাহ তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, আল্লাহ তাঁহাকে সুসংবাদদাতা, ভীতিপ্রদর্শক, আল্লাহতায়ালার পথের দিকে আহ্বানকারী, জ্যোতিঃ প্রদানকারী প্রদীপ ও দলীল বর্ণনাকারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু লোকদিগের সত্যপথ প্রাপ্তি তাঁহার আয়ত্তাধীন নহে, কাজেই তাহারা সত্যপথ প্রাপ্ত হউক, আর নাই হউক, তাহাদিগকে সাহায্য, দান ও উপকার করিতে কুণ্ঠিত হইও না।

তৃতীয়, তাহাদিগকে দান না করিয়া ইমান গ্রহণে বাধ্য করা হইলে, তাহাদের এই ইমান তত ফলপ্রদ ও মূল্যবান হইবে না, বরং অন্তরের আগ্রহ সহ স্বেচ্ছায় ইমান আনাই বাঞ্ছনীয়।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তোমরা যে কোন প্রকার দান কর, উহার ফল তোমরাই প্রাপ্ত হইবে, কাজেই লোকদিগের কাফেরি তোমাদের ক্ষতিকর হইবে না।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তোমরা আত্মীয় মোশরেকদিগকে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশ্যে দান করিয়া থাক, আল্লাহ তোমাদের অন্তরের এই সঙ্কল্পের সংবাদ জানেন, কাজেই তোমরা আত্মীয়তার হক বজায় করার ও বিপন্ন ব্যক্তির অভাব মোচন করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে দান কর, তাহাদের সত্যপথ প্রাপ্তির দায়িত্ব তোমাদের উপর নাই।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তোমরা যে কোন বস্তু দান করিয়া থাক, পরকালে উহার সুফল (ছওয়াব) সম্পূর্ণ ভাবে প্রাপ্ত হইবে, তোমাদের এইরূপ সৎকার্য্যের সুফল হ্রাস করা হইবে না।

তফছিরে এবনো-কছিরে আছে ;—

দাতা আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে যাহা কিছু দান করে, গৃহিতা সৎলোক হউক, আর অসৎ হউক, যোগ্য হউক, আর অযোগ্য হউক, নিজের সৎ সঙ্কল্পের জন্য সুফল প্রাপ্ত হইবে। ইহা আতা খোরাছানি বলিয়াছেন।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে ;—

হজরত বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, আমি অদ্য রাত্রে একটী ছদকা করিব, তৎপরে সে ছদকা সহ বাহির হইয়া একটী ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকের হস্তে প্রদান করিল। প্রভাতে লোকে সমালোচনা করিতে লাগিল যে, সে একজন ব্যভিচারিণীকে দান করিয়াছে। ইহাতে সে খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিল, আমি অদ্য রাত্রে দ্বিতীয় একটী ছদকা প্রদান করিব, তৎপরে সে উহা একজন ধনীর হস্তে প্রদান করিল। লোকে প্রভাতে স[মা]লোচনা করিতে লাগিল যে, সে ধনীকে দান করিয়াছে। তৎশ্রবণে সে খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিল, আমি অদ্য রাত্রে তৃতীয় একটি ছদকা প্রদান করিব, তৎপরে সে বাহির হইয়া উহা একটি চোরের হস্তে প্রদান করিল। লোকে প্রভাতে সমালোচনা করিতে লাগিল যে, সে একজন চোরকে দান করিয়াছে। তৎশ্রবণে সে খোদার কৃতজ্ঞতা (শোকর) প্রকাশ করিল। তৎপরে একজন ফেরেশতা স্বপ্নযোগে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, তোমার ছদকা অকবুল হইয়াছে। সম্ভবতঃ ব্যভিচারিণী উক্ত ছদকা প্রাপ্ত হইয়া ব্যভিচার হইতে বিরত

থাকিবে, আর ধনী তোমার দানের অনুকরণ করিয়া দান করিতে ব্রতী হইবে এবং চোর উহা প্রাপ্ত হইয়া চুরি হইতে বিরত থাকিবে।

এই ছহিহ হাদিছটী আতা খোরাছানির মতের সমর্থন করে।

সমস্ত বিদ্বান একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ফরজ জাকাত কাফেরকে দিলে, নাজায়েজ হইবে। এমাম আজম (রঃ) বলিয়াছেন, ফেৎরা বা অন্যান্য ওয়াজেব ছদকা দারোল-ইছলামের বশীভূত কফেরদিগকে দান করা জায়েজ হইবে, কোর-আন শরিফের ছুরা দহরের আয়ত এই মতের সমর্থন করে, কিন্তু তাঁহার শিষ্য এমাম আবু হউছফ (রঃ) বলেন যে, উহা জায়েজ হইবে না, ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে।

২৭২। এই আয়তটি দরিদ্র হেজরতকারিদিগের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, তাঁহারা প্রায় চারিশত ছিলেন, তাঁহাদের বাসগৃহ ও আত্মীয় স্বজন মদিনা শরিফে ছিল না, তাঁহারা অবিরত মছজিদে অবস্থিতি করিতেন, কোর-আন শিক্ষা করিতেন, রোজা রাখিতেন, এবং প্রত্যেক জেহাদে যোগদান করিতেন, তাঁহারা আছহাবোছ-ছোফ্যাহ (বারান্দাবাসী) নামে অভিহিত হইতেন। যেহেতু তাঁহারা মছজেদের বারান্দায় অবস্থিতি করিতেন, এই হেতু উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, এক দিবস (হজরত) রাছুলুল্লাহ্ দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত বারাণ্ডাবাসিদিগের দরিদ্রতা ও দৈন্য দশা দর্শন করিলেন, ইহাতে তাঁহাদের অন্তর আনন্দিত হইল। হজরত বলিলেন, হে বারাণ্ডাবাসিগণ, তোমাদের সুসংবাদ হউক, তোমরা যে অবস্থায় আছ, আমার উম্মতের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি উক্ত অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তি আমার সহচর হইবে।

এই আয়তের অর্থ যে, তোমরা উক্ত হেজরতকারী দরিদ্রদিগকে দান কর, যাহারা নিম্নোক্ত গুণাবলী দ্বারা গুনান্বিত হয়েন। (১) এই যে, তাহারা খোদার পথে অবরুদ্ধ থাকেন, খোদার পথে অবরুদ্ধ থাকার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম এই যে, তাঁহারা নিজেদিগকে জেহাদ করা উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিল, কোর-আন শরিফের ব্যবহারে খোদার পথ বলিলে, জেহাদ অর্থ হইয়া থাকে, জেহাদ সেই সময় ওয়াজেব ছিল, যাহারা নিজেদিগকে জেহাদের জন্য নিয়োজিত রাখে, এইরূপ কতকগুলি লোকের হজরতের সমভিব্যাহারে থাকার আবশ্যক হইত, যেন আবশ্যক হওয়া মাত্রই তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে

আল্লাহতায়ালা এস্থলে প্রকাশ করিয়াছেন যে, এইরূপ গুণ-সম্পন্ন দরিদ্রদিগকে ছদকা প্রদান করিলে, কতকগুলি কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। প্রথম এ যে, তাঁহাদের দরিদ্র বিমোচন করা হইবে। দ্বিতীয় এই যে, তাঁহারা যে কার্য্যে নিজেদিগকে নিয়োজিত করিয়াছেন, উক্ত কার্য্যে তাঁহাদের অন্তরকে সুদৃঢ় করা হইবে। তৃতীয় এই যে, ধর্ম্মযোদ্ধাদিগকে শক্তিশালী করিলে, ইসলামকে শক্তিশালী করা হইবে।

চতুর্থ অতিশয় অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা নিজেদের অভাব অনাটনের অবস্থা প্রকাশ করিতেন না।

(২) কাতাদা ও এবনো-জয়েদ বলিয়াছেন, মদিনা শরিফের চারি পার্শ্বে কাফের শত্রুরা সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থায় ছিল, যখন তাহারা হেজরতকারিদিগকে দর্শন করিত, তাহাদিগকে হত্যা করিত, উক্ত দরিদ্র হেজরতকারিগণ তাহাদের ভয়ে জীবিকা সংগ্রহের জন্য ব্যবসায় বাণিজ্য হেতু বিদেশ যাত্রা হইতে বিরত থাকিয়া মদিনা শরিফে অবরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

(৩) ছইদ বেনেল-মোছাইয়েব ও কেছায়ি বলিয়াছেন, এই সম্প্রদায় (হজরত) নবি (ছাঃ)এর সঙ্গে থাকিয়া আহত ও চলৎশক্তি রহিত হইয়া গিয়াছিলেন, এই হেতু মছজেদ নাবাবিতে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন।

(৪) হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, এই হেজরত-কারিদল দরিদ্রতা নিবন্ধন জেহাদে যোগদান করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, এই হেতু তাঁহারা যেন অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন, আল্লাহতায়ালা এই জন্য তাঁহাদিগকে ক্ষমার উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

(৫) এই সম্প্রদায় আল্লাহতায়ালার জেকর, এবাদত ও বন্দিগিতে নিমগ্ন ছিলেন, তাঁহারা উক্ত কার্য্যে এত অধিক নিমগ্ন ছিলেন যে, অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য হইতে বিরত হইয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহাদের দ্বিতীয় গুণ এই যে, তাঁহারা যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত থাকা হেতু, অথবা শত্রুদের আশঙ্কায় বা ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার জন্য কিম্বা দরিদ্রতা নিবন্ধন জীবিকা সঞ্চয় কল্পে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে বিদেশ যাত্রা কিম্বা জমিতে পর্য্যটন হইতে অক্ষম ছিলেন। কাজেই এইরূপ লোকদিগের আবশ্যকীয় কার্য্যাবলী সম্পাদন করণার্থে সহায়তাকারী থাকার বিশেষ আবশ্যক।

তাঁহাদের তৃতীয় গুণ এই যে, তাঁহারা যাচ্ঞা করা হইতে একেবারে বিরত থাকিতেন, এই হেতু যে ব্যক্তি তাঁহাদের অবস্থা অজ্ঞাত ছিল, সে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ধনী বলিয়া ধারণা করিত।

চতুর্থ গুণ এই যে, তোমরা তাহাদের স্পষ্ট লক্ষণ দ্বারা তাঁহাদের দরিদ্রতা ও বিপন্ন হওয়ার অবস্থা বুঝিতে পারিবে। মোজাহেদ বলিয়াছেন, তাঁহাদের বিনয় ও নম্রতা দ্বারা তাঁহাদের অবস্থা বুঝিতে পারিবে।

রবি ও ছোদি বলিয়াছেন, তাঁহাদের ক্লেশ ও দৈন্যতা দ্বারা তাঁহাদের অবস্থা বুঝিতে পারিবে।

জোহাক বলিয়াছেন, তাঁহাদের চেহারার জরদ রঙ হওয়া দ্বারা তাহাদের অবস্থা বুঝিতে পারিবে।

এবনো-জায়েদ বলিয়াছেন, তাঁহাদের ছিন্ন বস্ত্র দর্শনে তাঁহাদের অবস্থা বুঝিতে পারিবে

আবুনইম উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) যে সময় লোকদিগকে লইয়া নামাজ পড়িতেন, তখন কতকগুলি লোক অতিরিক্ত ক্ষুধার জন্য নামাজে দণ্ডায়মান হওয়া কালে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া যাইতেন, এমন কি অরণ্যবাসিগণ তাঁহাদিগকে উন্মাদ বলিয়া অভিহিত করিত, তাঁহারাই 'আহলোছ-ছোফ্যাহ' (বারাণ্ডাবাসিগণ)

আরও আবু-নইম (হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, উক্ত বারাণ্ডাবাসিদিগের মধ্যে ৭০ জন এরূপ ছিলেন—যাহাদের কাহারও চাদর ছিল না।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, এস্থলে যে লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার অর্থ বাহ্য লক্ষণ না লইয়া আত্মিক লক্ষণ হওয়াই শ্রেয়ঃ, আল্লাহতায়ালার অলিগণের এরূপ আত্মিক প্রভাব আছে যে, যে কেহ তাঁহাদিগকে দর্শন করে, তাহার হৃদয় তাঁহাদের আতঙ্কে আতঙ্কিত ও প্রভায় প্রভান্বিত হয়। ইহাই উক্ত লক্ষণের অর্থ

পঞ্চম গুণ এই যে, অন্যান্য ভিক্ষুকেরা যেরূপ কঠোরতার সহিত যাচ্ঞা করিয়া থাকে কিম্বা এরূপ নাছোড় ভাবে যাচঞা করে যে, দান গ্রহন না করিয়া ক্ষান্ত হয় না, তাঁহারা এইরূপ কুৎসিত ব্যবহার করেন না, বরং তাঁহারা কোন প্রকারে যাচঞা করেন না।

আয়তের ইহা অর্থ নহে যে, তাঁহারা কোমলতার সহিত যাচ্ঞা করিয়া থাকেন, বরং হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, তাঁহারা আদৌ যাচ্ঞা করেন না, ফার্রা, জাজ্জাজ ও অধিকাংশ 'মায়ানি' তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান এই মত ধারণ করিয়াছেন।

এমাম রাজি লিখিয়াছেন যে, ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, তাঁহারা ব্যাকুলতা ও কোমলতার সহিত যাচ্ঞা করেন না।

এবনো-জরির ও এবনোল-মোঞ্জের হজরতের এই হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"নিশ্চয় আল্লাহ সহিষ্ণু, লজ্জাশীল ধর্ম্মভীরু ধনী ব্যক্তিকে ভালবাসেন এবং কটুভাষী, লজ্জাহীন ও নাছোড় ভিক্ষুককে ঘৃণা করেন।"

এবনো-মোঞ্জের হজরত এবনো-আব্বাছ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"যে ব্যক্তি কাহার মুখাপেক্ষী হয় না, খোদা তাহাকে অভাব-রহিত করিয়া দেন, আর যে ব্যক্তি কঠোরতার সহিত যাচ্ঞা করে, সে অধিক পরিমাণ অগ্নি সংগ্রহ করিতেছে।"

এবনো-আবি শায়রা আবদুল্লাহ বেনে আমর কর্ত্তৃক উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"যে ব্যক্তির নিকট কোন ভিক্ষুক আল্লাহতায়ালার নাম লইয়া যাচ্ঞা করে, ইহাতে সে তাহাকে দান করে, সে ৭০ গুণ ফল প্রাপ্ত হইবে।"

বোখারি, মোছলেম ও নাছায়ি এই হাদিছটী রেওয়াএত করিয়াছেন ;—

"এক ব্যক্তি সর্ব্বদা ভিক্ষা করিতে থাকে, এমন কি যখন সে পরকালে খোদার দরবারে উপস্থিত হইবে, তখন তাহার চেহারাতে মাংস থাকিবে না।"

বয়হকি এই হাদিছটী রেওয়াএত করিয়াছেন ;—

"যে ব্যক্তি নিজের ক্ষুধা নিবারণ করিতে অক্ষম হয়, কিম্বা নিজের পরিজনের জীবিকা সংগ্রহে অসমর্থ হয়, তদ্ব্যতীত যে কেহ লোকের নিকট ভিক্ষা করে, তাহার মুখমণ্ডলে মাংস থাকিবে না এবং খোদা তাহার উপর এরূপ ভাবে দৈন্যতার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেন যে, সে উহা ধারণায় আনিতে পারিবে না।"

আহমদ, বাজ্জাজ ও তেবরাণি এই হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"ধনী ব্যক্তির ভিক্ষা কেয়ামতে তাহার মুখমণ্ডলে কলঙ্কের চিহ্ন স্বরূপ হইবে এবং তাহার পক্ষে অগ্নি হইবে ; যে ব্যক্তি অল্প ভিক্ষা করিয়াছে, তাহার জন্য অল্প অগ্নি হইবে, আর যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণ ভিক্ষা করিয়াছে, তাহার পক্ষে অধিক পরিমাণ অগ্নি হইবে।"

নাছায়ি এই হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"এক ব্যক্তি নবি (ছাঃ)এর নিকট যাচ্ঞা করিয়া কিছু গ্রহণ করিল, যখন সে দ্বারের চৌকাঠের উপর পদদ্বয় স্থাপন করিল, হজরত বলিলেন, যদি তোমরা অবগত হইতে যে, যাচ্ঞা করার দোষ কি. তবে কেহ কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিতে গমন করিত না।"

আহমদ. তেরমেজি ও এবনো-মাজা এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন ;—

হজরত বলিয়াছেন. আমি তিনটি বিষয়ের উপর শপথ করিতেছি এবং হাদিছ বর্ণনা করিতেছি, তোমরা উহা স্মরণ রাখ—প্রথম এই যে, কাহারও অর্থ ছদকা প্রদানে হ্রাস প্রাপ্ত হয় না।

দ্বিতীয়, যে কেহ কোন বিষয়ে উৎপীড়িত হইয়াও উহার উপর ধৈর্য্য ধারণ করে, খোদাতায়ালা তজ্জন্য তাহার সম্মান বৃদ্ধি করেন।

তৃতীয়, যে কেহ ভিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটন করে, খোদা তাহার উপর দৈন্যতার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেন।

হাদিছটী এই—শুনইয়া চারি জনের জন্য—(১) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ অর্থ এবং এলম প্রদান করিয়াছেন, সে ব্যক্তি উহা প্রাপ্ত হইয়া খোদার ভয় করিয়া থাকে, আত্মীয়তার হক বজায় করিয়া থাকে এবং আল্লাহতায়ালার হক (জাকাত ইত্যাদি) প্রদান করিয়া থাকে, ইহা শ্রেষ্ঠতম দরজা।

(২) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ এলম প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে অর্থ প্রদান করেন নাই, সেই ব্যক্তি শুদ্ধ-সঙ্কল্প, বলিয়া থাকে, যদি আমার অর্থ থাকিত, তবে আমি অমুকের সৎকার্য্যের ন্যায় কার্য্য করিতাম, সেই ব্যক্তি সঙ্কল্প (নিয়ত) অনুসারে ফল প্রাপ্ত হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির ফল তুল্য হইবে।

(৩) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ অর্থ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে এলম প্রদান করেন নাই, সে ব্যক্তি এল্‌ম অভাবে অর্থের অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, আল্লাহতায়ালার ভয় করিয়া থাকে না, আত্মীয়তার হক বজায় করে না এবং তদ্দ্বারা আল্লাহ-তায়ালার হক প্রদান করিয়া থাকে না, ইহা সমধিক মন্দ দরজা।

(৪) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ অর্থ এবং এলম প্রদান করেন নাই, সে ব্যক্তি বলিয়া থাকে, যদি আমার অর্থ থাকিত, তবে অমুকের (তৃতীয় ব্যক্তির) ন্যায় কার্য্য করিতাম, তাহার সঙ্কল্প অনুসারে সে ফলপ্রাপ্ত হইবে, এই উভয় ব্যক্তির সমান গোনাহ হইবে।

এবনো-আবি শায়বা, মোছলেম ও এবনো-মাজা এই হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"যে ব্যক্তি অর্থ বৃদ্ধি মানসে লোকের নিকট ভিক্ষা করে, সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যাচ্ঞা করিতেছে, এক্ষণে সে ইচ্ছা হয় উহা কম করুক, আর ইচ্ছা হয় বেশী করুক।"

আহমদ ও আবুদাউদের বর্ণনা ;—

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বস্তু যাচ্ঞা করে, আর তাহার নিকট অভাব মোচন পরিমাণ জিনিষ থাকে, সে দোজখের অগ্নিকণা অধিক পরিমাণ সংগ্রহ করিতেছে। ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলে খোদা, অভাব মোচন পরিমাণ জিনিষ কি ? হজরত বলিলেন, এক সন্ধ্যার খাদ্য।

এবনো-আবি শায়বার বর্ণনা ;—

"একজন ভিক্ষুক (ছাহাবা প্রবর হজরত) আবুজারে'র নিকট যাচ্ঞা করিয়াছিল, ইহাতে তিনি তাহাকে কিছু প্রদান করিয়াছিলেন। কোন লোকে তাঁহাকে বলিয়াছিল, আপনি উক্ত ধনবান ভিক্ষুককে দান করিতেছেন ? তৎশ্রবণে তিনি বলিয়াছিলেন, এই ব্যক্তি ভিক্ষুক, আর ভিক্ষুকের হক আছে। অবশ্য সে যখন কেয়ামতে দর্শন করিবে যে, উহা তাহার হস্তে অগ্নিকণা হইয়াছে, তখন পরিতাপ করিবে।"

আহমদ, আবুদাউদ, নাছায়ি ও এবনো-মাজার বর্ণনা ;—

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, সে কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিবে না, আমি তাহাকে বেহেশতে লইয়া যাওয়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হইব।

মোছলেম, তেরমেজি, নাছায়ি ও আহমদের বর্ণনা ;—

"সাত আট জন ছাহাবা নবি (ছাঃ) এর নিকট এই শর্ত্তে বয়য়ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কাহারও নিকট কোন বস্তু যাচ্ঞা করিবেন না, হজরত আবুবকর ও হজরত আবুজার' এই দলভুক্ত ছিলেন যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ উটের উপর আরোহণ করিয়া

যাইতেন, এমতাবস্থায় তাঁহার হস্তের চাবুক পড়িয়া যাইত, তবে তিনি নামিয়া আসিয়া উহা উঠাইয়া লইতেন, কাহাকেও উহা তুলিয়া দিতে অনুরোধ করিতেন না, বরং কেহ স্বেচ্ছায় উহা তুলিয়া দিতে গেলেও তিনি উহা গ্রহণ করিতেন না।"

মোছলেম, আবুদাউদ ও নাছায়ির বর্ণনা ;—

"(হজরত) কবিছা বলিয়াছেন, আমি ঋণগ্রস্ত হইয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া যাচ্ঞা করিলাম, ইহাতে হজরত বলিলেন, হে কবিছা, তিন ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও পক্ষে ভিক্ষা করা হালাল হইবে না।

(১) যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার পক্ষে ভিক্ষা করা হালাল, এমন কি উহা পরিশোধ করিলে, উহা হইতে বিরত হইবে

(২) যে ব্যক্তির অর্থ সম্পদ দৈব দুর্বিবপাক হেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তি জীবন রক্ষা পরিমাণ ভিক্ষা করিলে, হালাল হইবে।

(৩) যে ব্যক্তি দৈন্যতাগ্রস্ত হইয়াছে, আর তাহার শ্রেণীর তিনজন জ্ঞানী লোক সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে দৈন্য দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে তাহার পক্ষে জীবন রক্ষা পরিমাণ ভিক্ষা করা হালাল, তদ্ব্যতীত ভিক্ষা করা হারাম।"

তেবরাণির বর্ণনা ;—

(হজরত) জিবরাইল (আঃ) নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, হে মোহম্মদ, তুমি যত দিবস হয় জীবিত থাক, কিন্তু নিশ্চয় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তুমি যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার, কিন্তু প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। তুমি যাহার সহিত ইচ্ছা কর প্রীতিপ্রণয় স্থাপন কর, কিন্তু নিশ্চয় তুমি তাহাকে ত্যাগ করিবে। আর তুমি জানিয়া রাখ, ইমানদারের মাহাত্ম্য রাত্রি জাগরণ এবং তাহার গৌরব কাহার মুখাপেক্ষী না হওয়া।

এবনো-হাব্বানের বর্ণনা ;—

"হজরত বলিয়াছিলেন, হে আবুজর, তুমি কি অর্থের আধিক্যকে ধনী হওয়া ও অর্থের অনাটনকে দরিদ্রতা বলিয়া ধারণা কর? তিনি বলিলেন, হাঁ, হজরত বলিলেন, অন্তরের নিস্পৃহতা প্রকৃত ধনাঢ্যতা এবং উহার স্পৃহাশীলতা প্রকৃত দরিদ্রতা।"

তেরমেজি ও হাকেমের বর্ণনা ;—

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইছলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, আর তাহার জীবিকা অভাব মোচন পরিমাণ থাকে এবং সে উহাতে তুষ্টিলাভ করে, তাহাকে সুসংবাদ প্রদান করি।"

বয়হকির বর্ণনা ;—

"হজরত বলিয়াছেন, অল্পে তুষ্টিলাভ করা চিরস্থায়ী ধনভাণ্ডার।"

আহমদ, আবুদাউদ ও তেরমেজির বর্ণনা ;—

"একজন আনছারী হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া যাচ্ঞা করিল। হজরত বলিলেন, তোমার গৃহে কিছু আছে কি? সে ব্যক্তি বলিল, একখানা কম্বল আছে—যাহার কতকাংশ আমি পরিধান করিয়া থাকি এবং কতকংশ বিছাইয়া থাকি, আর একটী পানীয় পাত্র আছে। হজরত বলিলেন, উভয় বস্তু আমার নিকট আনয়ন কর। সে উভয় বস্তু আনয়ন করিল, হজরত স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন, এই বস্তুদ্বয় কোন্ ব্যক্তি ক্রয় করিবে? এক ব্যক্তি বলিল, আমি উহা এক দেরম দ্বারা গ্রহণ করিব। হজরত দুই তিন বার বলিলেন, কে এক দেরম অপেক্ষা সমধিক প্রদান করিবে? অন্য এক ব্যক্তি বলিল, আমি দুই দেরম দ্বারা উহা গ্রহণ করিব। হজরত উভয় বস্তু তাহাকে প্রদান করতঃ দুইটী দেরম গ্রহণ করিলেন এবং আনসারী ব্যক্তিকে উহা প্রদান করতঃ বলিলেন, তুমি একটী দ্বারা খাদ্য সামগ্রী ক্রয়

করতঃ নিজের পরিজনকে সমর্পন কর। দ্বিতীয়টী দ্বারা একখানা কুঠার ক্রয় করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। সে উহা আনয়ন করিলে, হজরত স্বহস্তে উহার বাঁট লাগাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তুমি কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বিক্রয় কর এবং ১৫ দিবস পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। সে হজরতের আদেশ পালন করিল, সে ১০৲ টাকা সঞ্চয় করতঃ কতক দ্বারা বস্ত্র এবং কতক দ্বারা খাদ্য ক্রয় করিল। হজরতের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, কেয়ামতের দিবস ভিক্ষার জন্য তোমার মুখমণ্ডলে চিহ্ন থাকিবে, তাহা অপেক্ষা এই কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ।"

বোখারি ও এবনো-মাজার বর্ণনা ;—

হজরত বলিয়াছেন, কেহ রজ্জু লইয়া কাষ্ঠের বোঝা বন্ধন করিয়া নিজের পৃষ্ঠদেশে স্থাপন পূর্ব্বক বিক্রয় করতঃ নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারে, ইহা লোকের নিকট ভিক্ষা করা অপেক্ষা উত্তম, যেহেতু তাহারা দান করিতে পারে, না হয় রিক্তহস্তে ফিরাইয়া দিতেও পারে।

এবনো-জরিরের বর্ণনা ;—

"আবুছইদ বলিয়াছেন, একবার আমি দারিদ্রের কবলে পতিত হইয়াছিলাম, ইহাতে কেহ আমাকে বলিল, যদি তুমি নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া যাচ্ঞা করিতে, তবে ভাল হইত। আমি হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করা মাত্র প্রথমেই তিনি এই কথা বলিলেন, যে ব্যক্তি যাচ্ঞা রহিত হওয়ার চেষ্টা করে, খোদা তাহাকে যাচ্ঞা রহিত করেন, আর যে ব্যক্তি নিস্পৃহ হওয়ার চেষ্টা করে, খোদা তাহাকে নিস্পৃহ করিয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি আমার নিকট যাচ্ঞা করে, আমি যাহা পাই, তাহা তাহাকে প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হই না। হজরত আবুছইদ বলেন, আমি মনে মনে ভাবিলাম, যদি আমি যাচ্ঞা রহিত থাকার চেষ্টা

করি, তবে খোদা আমাকে সেই অবস্থায় রাখিবেন। তৎপরে আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং ইহার পরে কোন আবশ্যকীয় বিষয়ের জন্য হজরতের নিকট যাচ্ঞা করি নাই। তৎপরে দুনইয়ার সম্পদ আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।"

বোখারি, মোছলেম, নাছায়ি ও মালেকের বর্ণনা ;—

"নবি (ছাঃ) হজরত ওমার (রাঃ)কে কোন বস্তু দান করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, হজরত! আপনি আমা অপেক্ষা সমধিক অভাবগ্রস্তকে ইহা দান করুন। হজরত বলিলেন, যদি তুমি স্পৃহাশীল ও যাচ্ঞাকারী না হও, এমতাবস্থায় কোন অর্থ তোমার নিকট উপস্থিত হইলে, তুমি উহা গ্রহণ পূর্ব্বক হয় সমস্তই সঞ্চিত রাখ, আর না হয় উহা দান কর।"

অন্য রেওয়াএতে আছে, হজরত ওমার (রাঃ) বলিয়াছিলেন, হুজুর, আপনি কি আমাদিগকে বলেন নাই যে, কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ না করা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে শ্রেয়ঃ। হজরত বলিলেন, ইহা যাচ্ঞা করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা, কিন্তু অযাচিত ভাবে যে অর্থ আসে, উহা খোদার প্রেরিত জীবিকা বুঝিতে হইবে। ইহাতে হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন, যে খোদার আয়ত্বাধীনে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার শপথ, আমি কাহারও নিকট কোন বস্তু যাচ্ঞা করিব না এবং অযাচিত ভাবে যাহা কিছু আমার নিকট আসে, আমি উহা গ্রহণ করিব।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যদিও ইমানদার ও দারোল-ইছলামের আশ্রিত কাফেরকে দান করিলে ছওয়াব লাভ হয়, তথাচ উল্লিখিত গুণসম্পন্ন দরিদ্রদিগকে দান করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ, তোমরা এই সম্প্রদায়কে যাহা কিছু প্রদান করিবে, খোদা তৎসম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ।—কঃ, ২।৩৬৬।৩৬৮। দোঃ, ১।৩৫৮—৩৬২ ও এঃ, তঃ, ৩।৬১।

৩৮শ রুকু, ৮ আয়ত।

(٢٧٤) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ

سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ (٢٧٥) اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا

لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ

مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

الرِّبٰوا م وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ط فَمَنْ جَآءَهٗ

مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ط وَ اَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ ط

وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۞

(٢٧٦) يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط وَ اللّٰهُ

لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ○ (٢٧٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ

لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يحزنون ○ (٢٧٨) يا يها الذين امنوا اتقوا الله وذروا

ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين ○ (٢٧٩) فان

لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله ج

وان تبتم فلكم رؤس اموالكم ج لا تظلمون ولا

تظلمون ○ (٢٨٠) وان كان ذوعسرة فنظرة الى

ميسرة ط وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون ○

(٢٨١) واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله قف ثم توفى

كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ع

২৭৪। যাহারা রাত্রে এবং দিবাভাগে, গোপনে এবং প্রকাশ্য ভাবে নিজেদের অর্থরাশি ব্যয় করিয়া থাকে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট বিনিময় আছে এবং তাহাদের উপর কোন আতঙ্ক আসিবে না এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।

২৭৫। যাহারা সুদ ভক্ষণ করে, তাহারা যে ব্যক্তিকে শয়তান স্পর্শ করিয়া উন্মাদ করিয়া ফেলে, সে যেরূপ দণ্ডায়মান হয়, তাহার দণ্ডায়মান হওয়ার তুল্য ব্যতীত দণ্ডায়মান হইবে না, ইহা এই হেতু যে, নিশ্চয় তাহারা বলিয়াছে, ক্রয় বিক্রয় সুদের তুল্য ব্যতীত নহে এবং আল্লাহ ক্রয় বিক্রয় হালাল করিয়াছেন ও সুদ হারাম করিয়াছেন, অনন্তর যে ব্যক্তির নিকট । ার

প্রতিপালকের পক্ষ হইতে উপদেশ উপস্থিত হইয়াছে, তৎপরে (উহা হইতে) বিরত হইয়াছে, তাহার পক্ষে যাহা অতীত হইয়াছে, তাহা হালাল এবং তাহার হুকুম আল্লাহতায়ালার দিকে ন্যস্ত হইয়াছে, আর যে ব্যক্তি (উক্ত কথার দিকে) প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, তাহারাই দোজখের অধিবাসী—তাহারা উহাতে চিরস্থায়ী হইবে।

২৭৬। আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং ছদকাগুলি বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং প্রত্যেক কাফেরি কার্য্যে অভ্যস্ত ও সতত গোনাহ কার্য্যে সংলিপ্ত ব্যক্তিকে ভালবাসেন না।

২৭৭। নিশ্চয় যাহারা ইমান আনিয়াছেন ও সৎকার্য্য সকল করিয়াছেন ও নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং জাকাত প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের বিনিময় রহিয়াছে ও তাহাদের উপর কোন আতঙ্ক উপস্থিত হইবে না এবং তাহারা দুঃখিত হইবেন না।

২৭৮। হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যদি তোমরা বিশ্বাসকারী হও, তবে সুদ হইতে যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা ত্যাগ কর।

২৭৯। অনন্তর যদি তোমরা না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁহার রাছুলের পক্ষ হইতে যুদ্ধ হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আর যদি তোমরা (উহা হইতে) প্রত্যাবর্ত্তন কর, তবে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন সমূহ, তোমরা (ঋণগ্রস্তদিগের উপর) অত্যাচার করিবে না এবং তোমরা (তাহাদের কর্ত্তৃক) অত্যাচারিত হইবে না।

২৮০। আর যদি দরিদ্র ব্যক্তি (তোমাদের নিকট ঋণী) হয়, তবে স্বচ্ছলতর সময় পর্য্যন্ত অবকাশ দেওয়া (তোমাদের

পক্ষে ওয়াজেব), আর তোমাদের ছদকা প্রদান করা তোমাদের পক্ষে সমধিক ফলপ্রদ—যদি তোমরা অবগত থাক।

২৮১। এবং তোমরা উক্ত দিবসের ভয়—যে দিবসে তোমরা আল্লাহতায়ালার (বিচারের নিষ্পত্তির) দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, তৎপরে প্রত্যেক প্রাণী—যাহা অনুষ্ঠান করিয়াছে উহার (প্রতিফল) পূর্ণভাবে প্রদত্ত হইবে এবং তাহারা অত্যাচারিত হইবে না।

টীকা ;—

২৭৪। এই আয়তটী কোন্ সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। (১) আবদুর রাজ্জাক ও এবনোল-মোঞ্জের হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই আয়তটী হজরত আলি (কাঃ)র সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, যেহেতু তাঁহার চারিটী দেরম ছিল, তিনি তন্মধ্য হইতে রাত্রে এক দেরম, দিবসে এক দেরম, অপ্রকাশ্যে এক দেরম ও গোপনে এক দেরম দান করিয়াছিলেন।

(২) এবনোল-মোঞ্জের এবনোল-মোছাইয়েব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়তটী হজরত ওছমান ও হজরত আবদুর রহমান বেনে আওফ এই ছাহাবাদ্বয়ের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, যে সময় তাঁহারা তবুক যুদ্ধে যুদ্ধ-সম্ভার ও অর্থরাশি দান করিয়াছিলেন।

(৩) কাশ্শাফ প্রণেতা বলিয়াছেন, এই আয়তটী আবুবকর (রা.)র সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, যেহেতু তিনি ৪০ সহস্র 'দীনার'—১০ সহস্র রাত্রে, ১০ সহস্র দিবাভাগে, ১০ সহস্র অপ্রকাশ্যে ও ১০ সহস্র গোপনে দান করিয়াছিলেন, এমাম ছোইউতি এ মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

(৪) আবদ বেনে-হোমাএদ, এবনো-আবি হাতেম ও ওয়াহেদী হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যাহারা জেহাদ করা উদ্দেশ্যে ঘোটক প্রতিপালন করিতেন, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়তটী নাজেল হইয়াছিল, ইহা আবু-ওমামা, আবুদ্দারদা, মকহুল, আওজায়ি ও রাবাহ বেনে-এজিদের মত।

(৫) এমাম রাজি লিখিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বের আয়ত নাজেল হইলে, আবদুর রহমান বেনে আওফ বারাণ্ডাবাসী দরিদ্র হেজরত-কারিদিগের নিকট কয়েকটী দীনার প্রেরণ করিয়াছিলেন। হজরত আলি (রাঃ) রাত্রে এক পালি খোর্ম্মা তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, আল্লাহতায়ালার নিকট তাঁহার এই ছদকা সমধিক প্রীতিজনক হইয়াছিল। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

(৬) আরও উক্ত এমাম লিখিয়াছেন, যাহারা সকল সময় ও সকল অবস্থায় দান করিতেন, লোকদিগকে সৎকার্য্যের জন্য উৎসাহিত করেন, যখনই কোন অভাবগ্রস্তের অভাব অনাটন হয়, তাহারা অবিলম্বে তৎক্ষণাৎ তাহার অভাব মোচনে চেষ্টাবান হয়েন, তাঁহারা উহা কোন সময় ও অবস্থার সহিত নির্দ্ধারিত করেন না, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। এই ব্যাপক অর্থই সমধিক উৎকৃষ্ট। মূলকথা, এই আয়তে দানশীলের মহা পুরস্কারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

২৭৫। এই আয়তের কয়েক প্রকার ব্যাখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম এই যে, যেরূপ এক ব্যক্তি জেনের স্পর্শ করায় উন্মাদ হইয়া যায়, সেইরূপ সুদখোরেরা কেয়ামতের দিবস উন্মাদ অবস্থায় সমুত্থিত হইবে, ইহা সুদখোরদিগের বিশিষ্ট চিহ্ন, হাশর-প্রান্তরবাসিগণ উক্ত লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে, ইহারা দুনইয়াতে সুদ ভক্ষণ করিত।

দ্বিতীয় এই যে, এবনো-মোনাব্বাহ বলিয়াছেন, যখন লোকে গোর হইতে সমুত্থিত হইবে, দ্রুতগতিতে হাশর-প্রান্তর-বাসি-দিগের দিকে ধাবিত হইবে, কিন্তু সুদখোরগণ দণ্ডায়মান হইয়া ভূ-পতিত হইবে, যেরূপ জেনগ্রস্ত উন্মাদ ব্যক্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় ভূ-পতিত হইয়া যায়, কেননা তাহারা দুনইয়াতে সুদ ভক্ষণ করিয়াছিল, কেয়ামতের দিবস খোদাতায়ালা উক্ত সুদের অর্থ (সর্পাকারে) তাহাদের উদরে প্রবেশ করাইয়া দিবেন, ইহাতে তাহাদের উদর ভারি করিয়া দিবেন, এই হেতু তাহারা সমুত্থিত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়া যাইবে, দ্রুত গমন করার ইচ্ছা করিবে, কিন্তু সক্ষম হইবে না।

মে'রাজের নিম্নোক্ত হাদিছ দ্বারা এই মত সমর্থিত হইয়াছে, (হজরত) জিবরাইল (আঃ) জনাব নবি (ছাঃ)কে এরূপ একদল লোকের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন, যাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি বৃহৎ গৃহের ন্যায় হইয়াছিল, তাহাদের একজন দণ্ডায়মান হইলে, উদরের ভারে ঝুকিয়া ভূতলশায়ী হইয়া যাইতেছিল। হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, হে জিবরাইল, ইহারা কাহারা? তিনি বলিলেন, ইহারা সুদখোর ছিল, জেনগ্রস্ত ব্যক্তিদের ন্যায় ইহাদের অবস্থা হইয়াছে

এবনো-আবি হাতেম রেওয়াএত করিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি মে'রাজের রাত্রে এক সম্প্রদায়ের নিকট নীত হইলাম—তাহাদের উদর গৃহগুলির ন্যায়, উহাতে সর্প সকল রহিয়াছে, উহার বহির্দেশ হইতে তৎসমুদয় পরিলক্ষিত হইতেছিল। আমি বলিলাম, ইহারা কাহারা? তিনি বলিলেন, ইহারা সুদখোর।

এমাম রাজি তৃতীয় এক প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, শয়তানের স্পর্শ করার অর্থ শয়তানের মনুষ্যকে তোল-ফিরান,

কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার ও খোদা ব্যতীত অন্য বিষয়ে সংলিপ্ত হওয়ার দিকে আহ্বান করা, যে ব্যক্তি এইরূপ হয়, সে ব্যক্তি দুনইয়ার কার্য্যে বিব্রত হইয়া থাকে, একবার শয়তান তাহাকে নফছ ও কুকামনার দিকে আকর্ষণ করে, দ্বিতীয়বার ফেরেশতা তাহাকে দীন ও পরহেজগারির দিকে আকর্ষণ করে, কাজেই এই স্থলে মতির অস্থিরতা ও কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহাই শয়তানের দ্বারা উন্মাদ হওয়ার অর্থ। সুদখোর নিশ্চয় দুনইয়ার প্রেমে অতিরিক্ত বিমুগ্ধ হইয়া থাকে এবং উহাতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যখন সে উক্ত প্রেমে বিমুগ্ধ থাকা অবস্থায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, উক্ত প্রেম তাহার ও আল্লাহ-তায়ালার মধ্যে অন্তরাল স্বরূপ হইবে। অর্থ রাশির প্রেমের জন্য দুনইয়াতে তাহার যে বিব্রতা ছিল, তাহাই পরকালের বিব্রতা সৃষ্টি করিবে, এবং তাহাকে লাঞ্ছনাসূচক অন্তরালে নিক্ষেপ করিবে। ইহাই আমার নিকট সমধিক উৎকৃষ্ট মত।

আল্লামা আলুছী তফছিরে-রুহোল-মায়ানিতে লিখিয়াছেন, ইহা এবনো-আতিয়ার মত, কিন্তু ইহা প্রাচীন বিদ্বানগণের মতের ও নবি (ছাঃ)এর হাদিছের বিপরীত মত, আর বিনা সঙ্গত কারণে এইরূপ মত গ্রহণ করা উচিত নহে।

আল্লাহ বলেন, সুদখোরদিগের এইরূপ অবস্থা হইবে, ইহার কারণ এই যে, তাহারা সুদকে ক্রয় বিক্রয়ের তুল্য হালাল জানিত, অথচ খোদাতায়ালা ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি খোদার পক্ষ হইতে সুদ হারাম হওয়ার উপদেশ নাজেল হওয়ার কথা অবগত হওয়া মাত্র উহা হইতে বিরত থাকে, কোর-আনের এই হুকুম নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে সে যে সুদ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা তাহার নিকট হইতে ফেরৎ লওয়া হইবে না,

ইহা এমাম মোহম্মদ বাকের ও ছইদ বেনে জোবাএর হইতে উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ এই অংশের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, কোর-আনে সুদের হারাম হওয়ার আদেশ নাজেল হওয়ার সংবাদ অবগত হইয়া যে ব্যক্তি উহা হালাল হওয়ার মত ও ভক্ষণ করা ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি এই হুকুম নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে যে সুদ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে দুনইয়া এবং আখেরাতে কোন প্রকার শাস্তি গ্রহণ কবিবে না। ইহা তফছিরে-রুহোল মায়ানিতে লিখিত আছে

এমাম রাজি বলিয়াছেন, এই শেষ মর্ম্ম জাজ্জাজ কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা দুর্ব্বল মত, কেননা এই আয়ত নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে সুদ গ্রহণ হারাম কিম্বা গোনাহ ছিল না, কাজেই উহাব গোনাহ মা'ফ হওয়া এবং শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যুক্তি-বিরুদ্ধ মত। প্রথম মতটী গ্রহণীয়, উহা ছুদি কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি উহার অর্থে বলিয়াছেন, উহা ফেরৎ দিতে হইবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত সুদেব টাকা এখনও আদায় করিয়া লয় নাই, উহা তাহার পক্ষে গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না, সে কেবল মূলধন প্রাপ্ত হইবে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

যে ব্যক্তি সুদ হারাম হওয়ার আয়ত নাজেল হওয়ার পরে উহা হইতে বিরত থাকে, তাহার ব্যাপার আল্লাহতায়ালার উপর নির্ভর করে—অর্থাৎ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে সুদ হইতে বিরত থাকার ক্ষমতা প্রদান করিবেন, নচেৎ না। এইরূপ অর্থ তফছির এবনো-জরির, রুহোল-মায়ানি ও দোর্রোল-মনছুরে ছইদ বেনে-জোবাএর কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

এমাম রাজি এই অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুদ হালাল হওয়ার মত ত্যাগ করে, কিন্তু উহা হারাম জানা

সত্ত্বেও ভক্ষণ করিতে থাকে, তাহার ব্যাপার আল্লাহতায়ালার উপর নির্ভর করে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে শাস্তি প্রদান করিবেন, আর যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে মা'ফ করিয়া দিতে পারেন।

মাওলানা আশরাফ আলি ছাহেব বায়ানোল-কোর-আনে ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ;—

"যে ব্যক্তি সুদের হালাল হওয়ার মত ও উহা ভক্ষণ করা ত্যাগ করিয়াছে, স্পষ্ট শরিয়তের নিকট তাহার তওবা গ্রহণীয় হইবে এবং তাহার গৃহীত সুদ তাহার আয়ত্বাধীন হইবে, কিন্তু তাঁহার আভ্যন্তরিক ব্যাপার—অর্থাৎ সে অন্তরের সহিত উহা ত্যাগ করিয়াছে, কিম্বা কপট ভাবে তওবা করিয়াছে, তাহা আল্লাহ-তায়ালার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, যদি বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা করিয়া থাকে, তবে আল্লাহতায়ালার নিকট উহা ফলোদায়ক হইবে, আর যদি ইহার বিপরীত হয়, তবে উহা কার্য্যকরী হইবে না।"

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

"যদি সে ব্যক্তি পুনরায় সুদ হালাল হওয়ার মত ধারণ করে, তবে সে কাফের হওয়ার জন্য চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে।"

পাঠক, মনে রাখিবেন, কোর-আনে সুদের হারাম হওয়ার আয়ত নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে সুদ ভক্ষণ করিলে, তাহার এই ব্যবস্থা, কিন্তু এক্ষণে কেহ সুদ গ্রহণ করিয়া তওবা করিলে, তাহার পূর্ব্বকার সুদের অর্থ হালাল হইবে না।

এমাম রাজি ও আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, এই আয়তে সুদ ভক্ষণ করার কথা উল্লিখিত হইলেও উহার দ্বারা যে কোন প্রকার উপস্বত্ব ভোগ করা হউক হারাম হইবে। সুদের অর্থ দ্বারা সম্পত্তি ক্রয় করা, উহা কর্জ্জ দিয়া লাভবান হওয়া, গচ্ছিত রাখা, অট্টালিকা প্রস্তুত করা, পুষ্করিণী খনন করা ইত্যাদি হারাম

হইবে, কিন্তু প্রধানতঃ উহা দ্বারা খাদ্য-সামগ্রী ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করা উদ্দেশ্য হয়, এই হেতু সুদ ভক্ষণ করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

আরবি 'রেবা' শব্দের অর্থ বেশী হওয়া। শরিয়তে টাকাকড়ি বা কোন জিনিষ কর্জ্জ দিয়া প্রদত্ত জিনিষ অপেক্ষা অধিক গ্রহণ করাকে সুদ বলা হইয়া থাকে। সুদ দুই প্রকার,—প্রথম ধার কর্জ্জ সংক্রান্ত সুদ, দ্বিতীয় নগদ ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত সুদ। অজ্ঞ আরবদিগের মধ্যে ধার কর্জ্জ সংক্রান্ত সুদ এই ভাবে প্রচলিত ছিল যে, তাহারা মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সুদ নির্দ্ধারণ করতঃ টাকা প্রদান করিত, কিন্তু মূলধন স্থায়ী থাকিত, ঋণ পরিশোধের নির্দ্দিষ্ট তারিখ উপস্থিত হইলে, ঋণী ব্যক্তির নিকট হইতে মূলধন পরিশোধ করিয়া লওয়ার চেষ্টা করিত, যদি ঋণী ব্যক্তি উহা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইত, তবে মহাজনগণ সময় বৃদ্ধি করিয়া দিত এবং ঋণী বলিত, এই অবকাশের বিনিময়ে এত টাকা তোমাকে বেশী দিব।

নগদ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সুদ এই যে, এক সের গমের পরিবর্ত্তে দুই সের গম দেওয়া হইত।

প্রায় সমস্ত মোজতাহেদ উভয় প্রকার সুদ হারাম সাব্যস্ত করিয়াছেন, প্রথম প্রকার সুদ কোর-আনের আয়ত দ্বারা এবং দ্বিতীয় প্রকার সুদ ছহিহ হাদিছ দ্বারা হারাম সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

হজরত নবি (ছাঃ) হাদিছ শরিফে কেবল ছয়টী জিনিষের সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন; যথা তিনি বলেন, স্বর্ণের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ, রৌপ্যের পরিবর্ত্তে রৌপ্য, গমের পরিবর্ত্তে গম, যবের পরিবর্ত্তে যব, খোর্ম্মার পরিবর্ত্তে খোর্ম্মা ও লবণের পরিবর্ত্তে লবণ তুল্য পরিমাণে হাতে হাতে ক্রয়-বিক্রয় করিবে।

কেয়াছ অমান্ত-কারিগণ উক্ত ছয় বস্তু ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের সুদ হালাল বলিয়াছেন, কিন্তু প্রায় সমস্ত ফকিহ উক্ত ছয়টী বিষয়ের উপর কেয়াছ করিয়া অন্যান্য বিষয়গুলির সুদ হারাম সাব্যস্ত করিয়াছেন।

এমাম শাফে'য় বলিয়াছেন, কোন খাদ্য-সামগ্রীর মধ্য হইতে যে জিনিষ তত্তুল্য জিনিষের পরিবর্ত্তে বিক্রয় করিবে, তুল্য পরিমাণ গ্রহণ করিবে. অধিক পরিমাণ গ্রহণ করিলে সুদ হইবে, যদি গমের পরিবর্ত্তে গম বিক্রয় করে, তবে সেই পরিমাণ গ্রহণ করিবে, বেশী গ্রহন করিলে সুদ হইবে, কিন্তু যদি গমের পরিবর্ত্তে যব বিক্রয় করে, তবে তুল্য পরিমাণ গ্রহণ করা জরুরি নহে। আর স্বর্ণ স্বর্ণের পরিবর্ত্তে, রৌপ্য রৌপ্যের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিলে, তুল্য পরিমাণ গ্রহণ করিবে, কিন্তু অধিক পরিমাণ গ্রহণ করিলে সুদ হইবে।

স্বর্ণের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ, রৌপ্যের পরিবর্ত্তে রৌপ্য কিম্বা স্বর্ণের পরিবর্ত্তে রৌপ্য ধারে বিক্রয় করিলে, সুদ হইবে।

এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন ;—

ওজনে কিম্বা পরিমাণে যাহা বিক্রয় করা হয়, উহার কোন একটী সেই জিনিষের পরিবর্ত্তে বিক্রয় করিলে, তুল্য পরিমাণ হওয়া চাই, বেশী হইলে সুদ হইবে, আর যদি এক প্রকার জিনিষকে অন্য প্রকার জিনিষের সহিত বিক্রয় করিতে চাহে, তবে কম বেশী জায়েজ হইবে, কিন্তু ধারে বিক্রয় করা জায়েজ হইবে না।

বিদ্বান্‌গণ সুদ হারাম হওয়ার কয়েকটী কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, প্রথম—এক টাকার পরিবর্ত্তে দুই টাকা লইলে, একটী টাকা বিনা কোন বিনিময়ে গ্রহণ করা হইবে, মনুষ্যের টাকা তাহার নিজের প্রয়োজন জন্য ব্যয়িত হইবে, ইহার মহা গৌরব আছে। হজরত বলিয়াছেন, যেরূপ মনুষ্যের রক্তের সম্মান আছে,

সেইরূপ তাহার অর্থের সম্মান আছে। এই সূত্রে বিনা বিনিময়ে কাহারও অর্থ গ্রহণ করা হারাম হইবে

যদি কেহ বলেন, যদি মহাজনের নিকট উক্ত টাকাগুলি থাকিত এবং সে উহা দ্বারা ব্যবসায় করিত, তবে তদ্দ্বারা লাভবান হইতে পারিত। আর যখন ঋণী ব্যক্তির নিকট উক্ত টাকাগুলি কিছুকাল থাকিল এবং সে উহা দ্বারা লাভবান হইয়াছে, কাজেই অতিরিক্ত টাকাটি এই লভ্যাংশের বিনিময়ে মহাজনকে দেওয়া যুক্তি-বিরুদ্ধ হইবে কে ,

তদুত্তরে আমি বলি, উক্ত টাকা দ্বারা লাভবান হওয়া সন্দেহ-বিষয়, হইতেও পারে, না হইতেও পারে, কিন্তু টাকাটী অতিরিক্ত ভাবে গ্রহণ করা নিশ্চিত বিষয়, সন্দেহ-মূলক বিষয়ের জন্য নিশ্চিত ক্ষতি কর ক্ষতিশূন্য নহে।

দ্বিতীয় এই যে, ইহাতে লোকে ব্যবসায়-বাণিজ্য, যৌথ কারবার, শিল্প ও বিবিধ পেশা হইতে বিমুখ হইয়া পড়ে, কেননা যে ব্যক্তি বিনা কষ্টে সুদের টাকা উপার্জ্জন করে, সে উপরোক্ত কষ্ট-সাধ্য কার্য্যে মনোযোগী হইবে কেন? আর উপরোক্ত বিষয়-গুলি দ্বারা মানবজাতি উপকৃত এবং দুনইয়ার শান্তি, শৃঙ্খলা ও কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে, কাজেই সুদের প্রচলন হইলে, মানব-জাতি ও জগতের অশেষ অপকার সাধিত হইবে, এই হেতু উহা হারাম করা হইয়াছে।

তৃতীয় কর্জ্জ দিয়া লোকদিগের উপকার ও সহানুভূতি করা মানবের কর্ত্তব্য এবং যদি অর্থশালী দরিদ্র বিপন্ন হইত, তবে সে যেরূপ লোকের সহানুভূতি ও উপকারের আশা করিত সেই অনুপাতে দরিদ্রদিগের অবস্থা বুঝিতে হইবে। ইহাতে ভ্রাতৃত্বের হক বজায় হইয়া থাকে, প্রত্যেক মুছলমান আদম-সন্তান, এক নবীর উম্মত এবং এক স্থানের অধিবাসী, এই ভ্রাতৃত্ব-খাতিরে সুদ লওয়া অনুচিত, এই কারণে উহা হারাম করা হইয়াছে।

চতুর্থ খোদাতায়ালার বিধান এই যে, যে ব্যক্তি দয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিদের উপর দয়া অনুগ্রহ করে, খোদা তাহার উপর দয়া অনুগ্রহ করেন, দরিদ্রদিগের নিকট হইতে বিনা বিনিময়ে টাকা গ্রহণ করা নির্দ্দয় ব্যবহার ব্যতীত আর কিছু নহে, কাজেই পরকালে খোদার দয়া অনুগ্রহের প্রত্যাশীকে এইরূপ নির্দ্দয়মূলক সুদকে হারাম জানা কর্ত্তব্য।

পঞ্চম, সুদখোরেরা সুদের টাকা কর্জ্জ দিয়া দরিদ্র, অনাথা ও পিতৃহীনদিগের বিষয়-সম্পত্তি সমূলে গ্রাস করার কুসঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে, এই হেতু তাহাদের অন্তর কালিমাময় ও কঠিন হইয়া যায়, আর হৃদয়ের কাঠিন্য খোদা-দর্শন লাভের অন্তরায় স্বরূপ হইয়া থাকে, খোদার ভয় একেবারে তাহার অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়া যায় এবং সর্ব্ববিধ গোনাহ কার্য্যে লিপ্ত হওয়া তাহার স্বভাব হইয়া পড়ে, ইহার প্রমাণ এই যে, তরিকত-পন্থিগণ সমস্ত শরীর ও অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা খোদার জেকর অনুভব করিতে থাকে, হঠাৎ সুদের কিছু ভক্ষণ করিলে, জেকর বন্ধ হইয়া যায়, যদি ইহাতে অন্তর কালিমাময় ও কলুষিত না হইত, তবে এইরূপ হইবে কেন?

কোর-আন শরিফের উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, শয়তানের স্পর্শ করায় মনুষ্য উন্মাদ হইয়া যায়, মো'তাজেলা জাব্বায়ি ও শাফেয়ি কাফ্‌ফাল বলিয়াছেন যে, শয়তানের এইরূপ স্পর্শ ও উন্মাদ করার কাহিনী একেবারে বাতীল, আর ইহা আরবদিগের ধারণা অনুসারে কথিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে এইরূপ বিষয়ের কোন মূল নাই।

এমাম রাজি তাহাদের এইরূপ বাতীল দাবির কথা উল্লেখ করিয়া কোন প্রতিবাদ করেন নাই, ইহাই বিস্ময়কর বিষয়।

তাহাদের প্রমাণ এই আয়ত ;—

وَمَا كَانَ لِىْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ

(শয়তানের উক্তি), "তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য নাই।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, শয়তান মনুষ্যকে হত্যা করিতে, কষ্ট দিতে ও উন্মাদ করিতে সক্ষম হইতে পারে না।

দ্বিতীয়—শয়তান বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম বস্তু হইয়া কিরূপে শক্তিশালী ও কঠিন বস্তুর ন্যায় মনুষ্যকে উন্মাদ ও হত্যা করিবে।

তৃতীয়—যদি শয়তান ইহা করিতে সক্ষম হইত, তবে ইমানদারদিগের মহা শত্রু হইয়া কেন তাহাদিগকে হত্যা, উন্মাদ ও হতজ্ঞান করে না তাহাদের অর্থ অপহরণ করে না, তাহাদের অবস্থা শৃঙ্খলতা শূন্য করে না।

আল্লামা আলুছি বলেন, হাদিছ শরিফে আছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই শয়তান তাহাকে স্পর্শ করিয়া থাকে, ইহাতে সে ক্রন্দন করিয়া থাকে। কোন রেওয়াএতে আছে, শয়তান তাহার উরুদেশে আঘাত করিয়া থাকে।

আরও হাদিছে আছে ;—

তোমরা শিশুদিগকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাহিরে ত্যাগ করিও না, কেননা উহা শয়তানদিগের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করার সময়। হজরত নবি (ছাঃ)এর জামানায় একটী লোককে জেনেরা উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল, তৎপরে তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া যায়, সেই ব্যক্তি তাহাদের কাহিনী প্রকাশ করে। আহকামোল জেন কেতাবে এইরূপ বহু ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে।

ছুন্নত-অল জামায়াতের মত এই যে এই আয়ত এবং অন্যান্য হাদিছে যে জেনদিগের কাহিনী আছে, উহা প্রকৃত ঘটনা, উহার কুটার্থ গ্রহণ করা মো'তাজেলী ইত্যাদি বেদয়াতি সম্প্রদায়ের রীতি, ইহাও শয়তানের কুমন্ত্রনা।

তাহারা যে আয়তটী পেশ করিয়াছেন, উহার মর্ম্ম এই যে, শয়তানেরা মনুষ্যদিগকে তাহাদের অনুসরণ করার জন্য বল প্রয়োগ করিতে পারে না, তাহারা মনুষ্যদিগকে কষ্ট দিতে পারে কিনা এবং হত্যা করিতে পারে কিনা, ইহা উক্ত আয়তে নাই। যে ব্যক্তি নবি (ছাঃ)এর হাদিছ সমূহ অনুসন্ধান করিয়াছে, সে ব্যক্তি বহু হাদিছ এইরূপ পাইবে—যাহাতে শয়তান কর্ত্তৃক এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হওয়ার অকাট্য জ্ঞান লাভ করিবে। জ্বেন শত্রুদের বর্ষা নিক্ষেপে মহামারীর সৃষ্টি হওয়ার হাদিছ এই কথার জ্বলন্ত প্রমাণ।

কোর-আন শরিফের উক্ত আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জ্বেনদিগের স্পর্শ করায় মনুষ্য হতজ্ঞান ও উন্মাদ হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে ইহা বুঝা যায় না যে, প্রত্যেক স্থলে জ্বেনের স্পর্শ করায় মানুষ উন্মাদ ও হতজ্ঞ ন হইবে, বরং স্থল বিশেষে জ্বেনের স্পর্শ করায় উহা সংঘটিত হয় এবং কোন কোন স্থলে পীড়ার জন্য ঐরূপ হইয়া থাকে, আর কোন স্থলে উভয়ের ক্রিয়ার জন্য ঐরূপ হইয়া থাকে।

২৭৬। এই আয়তে আল্লাহ বলিতেছেন, খোদা সুদকে হ্রাস করিয়া দেন এবং ছদকাকে বৃদ্ধি করিয়া দেন, ইহা দুনইয়াতে হইতে পারে এবং পরকালেও হইতে পারে।

দুনইয়াতে সুদের টাকা কয়েক প্রকারে হ্রাস হইতে পারে—প্রথম এই যে, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন যদিও সুদের টাকা অধিক হইতে অধিকতর হয়, তথাচ পরিণামে উহা হ্রস প্রাপ্ত হয় এবং বরকত নষ্ট হইয়া যায়।

আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনা ;—

মোয়া'ম্মার বলিয়াছেন, সুদখোরের উপর ৪০ বৎসর অতীত না হইতেই উহার হারাম অর্থ হ্রাস প্রাপ্ত হইবে।

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, সকল ক্ষেত্রে এইরূপ না হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় এই যে, যখন দরিদ্রেরা দেখিতে থাকে যে, সুদখোরেরা সুদ ভাবে নিজেদের অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, তখন তাহাদের উপর অভিসম্পাত প্রদান করিয়া থাকে, তাহাদের সহিত বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিয়া থাকে এবং তাহাদের উপর বদদোয়া করিয়া থাকে, ইহাতে তাহার অর্থের বরকত নষ্ট হইয়া থাকে এবং উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তৃতীয় এই যে, যখন লোকদিগের মধ্যে ইহা প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে যে, একজন সুদখোর সুদভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতেছে, তখন প্রত্যেক অত্যাচারী, দস্যু ও অর্থলোলুপের লোলুপ-দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হয় এবং তাহারা বলিয়া থাকে যে, ইহা প্রকৃত পক্ষে তাহার অর্থ নহে, কাজেই তাহারা উহা তাহার নিকট হইতে আত্মসাৎ করিয়া থাকে, এই হেতু তাহার অর্থ নষ্ট হইয়া যায়।

পরকালে সুদের অর্থ ক্ষতিতে পরিণত হওয়ার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম এই যে, হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা কেয়ামতে সুদখোরের ছদকা, জেহাদ, হজ্জ ও আত্মীয়দিগের প্রতিদান কিছুই কবুল করিবেন না।

দ্বিতীয় এই যে, মৃত্যুর পরে সুদখোরের সঙ্গে পার্থিব ধন-সম্পত্তি থাকিবে না, কিন্তু উহার প্রতিফল ও শাস্তি তাহার সহিত স্থায়ী থাকিবে, ইহা মহা ক্ষতি।

তৃতীয় এই যে, হাদিছে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ধনবান লোকেরা দরিদ্রদিগের ৫ শত বৎসর পরে বেহেশতে প্রবেশ করিবে, ইহা যে ধনবানেরা হালাল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহাদের ব্যবস্থা, আর যাহারা অকাট্য হারাম অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ কিরূপ হইবে, তাহাই অনুধাবন করা উচিত।

ছদকার অর্থের বৃদ্ধি দুইয়াতে কয়েক কারণে হইয়া থাকে, প্রথম এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার জন্য হয়, আল্লাহ তাহার জন্য হইয়া যান, যখন কোন মনুষ্য দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত হইয়াও আল্লাহতায়ালার বান্দাগণের উপকার করিতে থাকে, তখন আল্লাহ তাহাকে দুনইয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় ত্যাগ করেন না। হাদিছ শরিফে আছে, একজন ফেরেশতা প্রত্যেক দিবস উচ্চশব্দে বলেন, হে খোদা, তুমি প্রত্যেক দানকারীর দানের বিনিময় প্রদান কর।

দ্বিতীয় এই যে, প্রত্যেক দিবস দাতার সম্ভ্রম ও সুখ্যাতি বৃদ্ধি হইতে থাকে, লোকদিগের অন্তরের ভক্তি তাহার উপর বর্দ্ধিত হইতে থাকে ও লোকেরা তাহা কর্ত্তৃক সমধিক তৃপ্তি লাভ করিতে থাকে, ইহা টাকাকড়ি অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট।

তৃতীয় এই যে, দরিদ্রগণ তাহার জন্য নেক দোয়া করিয়া থাকে, ইহাতে তাহার অর্থ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

চতুর্থ এই যে, যখন ইহা প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে যে, অমুক ব্যক্তি দরিদ্র ও দুর্ব্বলদিগের অভাব মোচন করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সহিত বিরোধ করা হইতে হস্ত সঙ্কোচ করিয়া থাকে এবং প্রত্যেক অত্যাচারী ও অর্থ-লোলুপ ব্যক্তি প্রায় অধিকাংশ স্থলে তাহার অর্থ আত্মসাৎ করা সঙ্গত মনে করে না, ইহাই দুনইয়ায় ছদকার টাকা বৃদ্ধি হওয়ার অর্থ। পরকালে ছদকার টাকাকড়ি বৃদ্ধি হওয়ার মর্ম্ম নিম্নোক্ত হাদিছে বিবৃত হইয়াছে।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে উল্লিখিত হইয়াছে, হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাক ভাবে উপার্জ্জিত একটী খোর্ম্মা ছদকা স্বরূপ প্রদান করেন, খোদা তাহার ছদকা কবুল করিয়া লন এবং উহা বর্দ্ধিত করিয়া পাহাড় তুল্য করিয়া দেন।

এবনো-জরির একটী হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন, এক মুষ্টি জিনিস দান করিলে, খোদা কেয়ামতে উহা বর্দ্ধিত করিয়া 'ওহোদ' পর্ব্বতের তুল্য কিম্বা তদপেক্ষা বৃহৎ করিয়া দিবেন।

তৎপরে খোদা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুদকে হালাল জানিয়া কাফের হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি উহা হারাম জানিয়াও ভক্ষণ করিয়া থাকে, আল্লাহ তাহাদিগকে ভালবাসেন না। ইহা এমাম রাজির বর্ণনা।

এবনো-কছির ইহার অর্থে লিখিয়াছেন ;—

সুদখোর, খোদা তাহার জন্য যে হালাল জীবিকা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকে না এবং খোদা তাহার জন্য যে মোবাহ পেশা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন সে তাহা যথেষ্ট মনে করে না, বরং সে বাতীল ভাবে বিবিধ প্রকার হারাম পেশা দ্বারা লোকদিগের অর্থরাশি আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে, ইহাতে সে খোদার নেয়া'মতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল এবং অত্যাচারী গোনাহগার নামে অভিহিত হইল, কাজেই সে যেরূপ অন্তরে অকৃতজ্ঞতা করিল, সেইরূপ কার্য্য ও কথায় গোনাহগার হইল, খোদা এইরূপ অকৃতজ্ঞ গোনাহগারকে ভালবাসেন না।

আল্লামা-আলুছি রুহোল-মায়া'নিতে ইহার অর্থে লিখিয়াছেন— সুদ হালালকারী কাফেরী কার্য্যে চিরন্তন অভ্যস্ত হইয়াছে এবং সুদ ভক্ষণে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, খোদা এইরূপ লোককে ভালবাসেন না।

তেবরাণি ও বয়হকির বর্ণনা ;—

হজরত বলিয়াছেন, সুদের একটী টাকা গ্রহণ করা ৩৬ বার ব্যভিচার করা অপেক্ষা সমধিক কঠিন, যাহার মাংস হারাম ভক্ষণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, দোজখের অগ্নি উহার জন্য উপযুক্ত।

এমাম বোখারির বর্ণনা ;—

হজরত নবী (ছাঃ) একটী রক্তময় নদীর নিকট নীত হইয়াছিলেন, উহার মধ্যস্থলে একটী লোক দণ্ডায়মান হইয়াছিল, উহার কুলে একটী লোক (ফেরেশতা) ছিল, তাঁহার সম্মুখে কতকগুলি প্রস্তর ছিল, নদীর মধ্যস্ত লোকটী নদী হইতে উপরে উঠিবার সঙ্কল্প করিলে, তীরে দণ্ডায়মান লোকটী তাহার মুখে প্রস্তর নিক্ষেপ করতঃ তাহাকে ফিরাইয়া দিতেছিল। এইরূপ যে কোন বারে সে নদী হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, দ্বিতীয় লোকটী (ফেরেশতা) প্রস্তর মারিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিতেছিল। হজরত জিবরাইল, (আঃ) বলিয়াছিলেন, এই লোকটী সুদখোর।

২৭৭। যে ইমানদারেরা খোদার আদেশের অনুসরণ করিয়া থাকে, খোদার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং লোকদিগের উপকার করে, এই আয়তে তাহাদের প্রশংসা করা হইয়াছে।

২৭৮। এই আয়ত কাহার সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, মক্কা অধিবাসিগণ সুদ গ্রহণ করিতেন, তাহারা মক্কা অধিকৃত হওয়ার দিবসে ইছলাম গ্রহণ করিলে, আল্লাহতায়ালা এই আয়ত নাজেল করিয়া আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাহারা মূলধন ব্যতীত অতিরিক্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ইহা জোহাকের মত।

এবনো-জোরাএজ বলিয়াছেন, মছউদ, আবদ-ইয়ালিল, হবিব ও রবিয়া ইহারা বনু-আমর সম্প্রদায়ের চারি ভাই ছিল, ইহারা মোগিরার পুত্রগণকে কর্জ্জ প্রদান করিয়াছিল। নবি (ছাঃ) তায়েফে পদার্পণ করিলে, উক্ত চারি ভাই ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিল এবং নিজেদের সুদ মগিরার পুত্রগণের নিকট তাগাদা করিতে লাগিল সেই সময় এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

ছুদি বলিয়াছেন, হজরত আব্বাছ ও মগিরার এক পুত্র অজ্ঞযুগে লোকদিগের সহিত সুদের কারবার করিতে শরিক ছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

আয়তের অর্থ এই যে, হে ইমানদারেরা, যদি তোমরা নিজেদের আত্মাগুলিকে খোদার শাস্তি হইতে রক্ষা কর এবং যদি তোমরা ইমানের আহকাম অনুসারে কার্য্যকারী হও, তবে লোকদিগের নিকট তোমাদের যে সুদ বাকি আছে, তাহা ত্যাগ কর। ইহা এমাম রাজির ব্যাখ্যা।

আল্লামা অলুছি ইহার অর্থে লিখিয়াছেন ;—হে উক্ত ব্যক্তিগণ যাহারা প্রকাশ্যে ইমান আনিয়াছ, তোমরা আল্লাহতায়ালার শাস্তি হইতে নিজেদিগকে রক্ষা কর এবং যদি হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ইমান আনিয়া থাক, তবে লোকদিগের নিকট তোমাদের যে সুদ বাকি আছে, তাহা ত্যাগ কর।

২৭৯। আল্লাহ বলেন, যদি তোমরা সুদ ত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও রাছুলের যুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস কর। এবনো-জরির প্রভৃতি হজরত এবনো-আব্বাছ কর্ত্তৃক রেওয়াএত করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুদের উপর স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকে, মুছলমানদিগের খলিফার উপর তাহাকে তওবা করিতে বলা ওয়াজেব, যদি সে তওবা না করে, তবে তাহার প্রাণ হত্যা করিবে।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, খলিফা উক্ত সুদের টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন এবং তাহাকে শাস্তি দিবেন ও বন্দী করিবেন। আর যদি সুদখোর শক্তিশালী হয়, তবে বিদ্রোহিদিগের ন্যায় তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন। হজরত আবুবকর (রাঃ) জাকাত অনাদায়কারিদের সহিত জেহাদ করিয়াছিলেন। এইরূপ যদি কোন সম্প্রদায় আজান কিম্বা মৃতদিগের দফন ত্যাগ করে, তবে খলিফা তাহাদের সহিত জেহাদ করিবেন। কেহ কেহ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, যদি তোমরা সুদ হালাল হওয়ার মত ত্যাগ না কর, তবে খোদার ও তাঁহার রাছুলের জেহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।

আবুইয়ালি হজরত এবনো-আব্বাছ হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, এই আয়ত নাজেল হইলে, ছকিফ সম্প্রদায় বলিলেন, আল্লাহ ও রাছুলের সহিত জেহাদ করার শক্তি আমাদের নাই।

এবনো-জরির, আবদ বেনে হোমাএদ ও এবনো-আবি হাতেম হজরত এবনো-আব্বাছ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন ;— কেয়ামতের দিবস সুদখোরকে বলা হইবে, তুমি খোদার সহিত জেহাদ করিতে নিজের অস্ত্র গ্রহণ কর।

এই আয়তে সুদখোরের সম্বন্ধে মহা শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে।

কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, এই স্থলে প্রকৃত জেহাদ করার কথা উল্লিখিত হয় নাই, বরং কঠিন ভীতি প্রদর্শনের জন্য ইহা কথিত হইয়াছে, কিন্তু প্রথম মতই অধিক সংখ্যক টীকাকার কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

যদি তোমরা সুদ ভক্ষণ অথবা উহা হালাল ধারণা হইতে তওবা কর, তবে ঋণীর নিকট হইতে মূলধন অপেক্ষা অতিরিক্ত গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার উপর অত্যাচার করিও না এবং তোমরাও মূলধন অপেক্ষা কম গ্রহণ করার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইবে না—যাহাতে তোমরা অত্যাচারিত হও।

মোছলেমের বর্ণনা ;—

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) সুদ-গৃহিতা, সুদ-প্রদাতা, উহার সাক্ষীদ্বয় ও লেখকের উপর অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছেন।

বয়হকির বর্ণনা ;—

হজরত মুছা (আঃ) বলিয়াছিলেন, হে প্রতিপালক, কোন্ ব্যক্তি কেয়ামতে হজিরাতোল-কোদছে' অবস্থিতি করিবে এবং তোমার আরশের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে ? খোদা বলিয়াছিলেন, যাহাদের চক্ষুগুলি পরস্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া

ব্যভিচার করে না, অর্থের দ্বারা সুদ গ্রহণ করে না এবং বিচার ব্যবস্থা প্রদান করতঃ উৎকোচ গ্রহণ করে না, তাহাদের জন্য সুসংবাদ হউক।

হাকেমের বর্ণনা ;—

হজরত বলিয়াছেন, যে কোন গ্রামে সুদ ও ব্যভিচার প্রকাশিত হইবে, তথায় খোদার আজাব নাজেল হইবে।

আবুদাউদ ও এবনো-মাজার বর্ণনা ;—

হজরত বলিয়াছেন, লোকদিগের উপর এক জামানা উপস্থিত হইবে যে, সেই সময় সকলেই সুদখোর হইবে, যদি কেহ সুদ-গৃহিতা না হয়, উহার ধূলি তাহার শরীরে লাগিবে—অর্থাৎ সুদখোরের দাওত ভক্ষণ করিবে।

২৮০। এই আয়ত নাজেল হওয়ার কারণ এই যে, ইহার পুর্ব্বের আয়ত নাজেল হইলে, ছকিফ সম্প্রদায়ের চারি ভাই বলিলেন, খোদা ও রাছুলের সহিত যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নাই, তাহারা মূলধন গ্রহণ করিতে রাজি হইয়া মগিরার পুত্রগণের নিকট উহা তাগাদা করিতে লাগিলেন, ইহাতে মগিরার পুত্রগণ অভাবগ্রস্ত হওয়ার আপত্তি উথাপন করিলেন এবং বলিলেন, আমাদিগকে শস্য পরিপক্ক হওয়া কাল পর্য্যন্ত অবকাশ দিন। তাহারা অবকাশ দিতে অস্বীকার করিল, সেই সময় এই আয়ত হইয়াছিল। এই আয়তে অভাবগ্রস্তদিগকে তাহাদের অভাব দূরীভূত হওয়া কাল অবধি অবকাশ দেওয়া ওয়াজেব হওয়া প্রমাণিত হয়, কিন্তু তফছিরকারকগণ ইহাতে মতভেদ করিয়াছেন যে, কর্জ্জ সংক্রান্ত দেনাতে অবকাশ দেওয়া ওয়াজেব, অথবা প্রত্যেক প্রকার দেনাতে অবকাশ দেওয়া ওয়াজেব।

হজরত এবনো-আব্বাছ, শোরাএহ্, জোহাক, ছোদী ও এবরাহিম বলিয়াছেন যে, ইহা কর্জ্জ-সংক্রান্ত দেনার জন্য বিশিষ্ট

হুকুম, গচ্ছিত সংক্রান্ত দেনা কিম্বা অন্যান্য দেনার পক্ষে এই ব্যবস্থা নহে।

কাজি শোরাএহ একজন লোককে বন্দী করিতে আদেশ করেন, ইহাতে সে দরিদ্র হওয়ার আপত্তি উত্থাপন করে, কাজি সাহেব বলিয়াছিলেন, কর্জ্জ সংক্রান্ত দেনার সম্বন্ধে অবকাশ দেওয়ার কথা আছে, কোর-আন শরিফে গচ্ছিত বস্তুগুলকে মালিককে ফেরৎ দিতে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, তথায় অবকাশ দেওয়ার কথা বলা হয় নাই।

মোজাহেদ, হাছান, জোহাক বলিয়াছেন, এই আয়ত হইতে প্রত্যেক প্রকার দেনাতে অবকাশ দেওয়া ওয়াজেব হওয়া প্রমাণিত হইবে। হজরত এবনো-আব্বাছের দ্বিতীয় রেওয়াএত এই মতের সমর্থন করে।

কাজি প্রথম মতটী যুক্তিযুক্ত বলিয়াছেন, তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, এই আয়তের হুকুমের প্রতি কেয়াছ করিয়া অন্যান্য দেনাতেও অবকাশ দেওয়া ওয়াজেব হইবে, ইহাই এমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফিয়ি প্রভৃতি অধিকাংশ ফকিহ বিদ্বানের মত। এবনো-জরির এই মত সমর্থন করিয়াছেন। এক্ষণে কোন্ ব্যক্তিকে দরিদ্র অভাবগ্রস্ত স্থির করা হইবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

যদি কোন দেনাদারের নিকট টাকাকড়ি কিম্বা এরূপ কোন বস্তু না থাকে যে, উহা বিক্রয় করিলেও উহার মূল্য দ্বারা দেনা পরিশোধ হইতে পারে, তবে তাহাকে প্রকৃত অভাবগ্রস্ত বলা যাইবে, তাহাকে ঋণের জন্য বন্দী করা জায়েজ হইবে না। যদি কাহারও বাটীর জমি কিম্বা কাপড় থাকে এবং উহা বিক্রয় করিলে, উহার মূল্য দ্বারা দেনা পরিশোধ করা সম্ভব হয়, তবে তাহাকে অভাবগ্রস্ত বলা হইবে না।

যাহার নিজের ও পরিজনের এক দিবসের খোরাক, নামাজের বস্ত্র, শীত ও গ্রীষ্ম নিবারণের বস্ত্র থাকে এবং অন্য কিছু না থাকে, তাহাকে অভাবগ্রস্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

যদি কোন দেনাদার বলবান হয়, তবে দেনা পরিশোধ উদ্দেশ্যে নিজেকে মহাজনের কিম্বা অন্যের নিকট চাকুরিতে নিয়োজিত করা ওয়াজেব হইবে কিনা, ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে, একদল বলেন, ওয়াজেব হইবে, অন্য দল বলেন, ওয়াজেব হইবে না।

এইরূপ যদি কেহ ঋণগ্রস্তের দেনা পরিশোধ করিয়া দিতে রাজি হয়, তবে তাহার নিকট হইতে টাকা লইয়া দেনা পরিশোধ করা ওয়াজেব হইবে কিনা, ইহাতেও মতভেদ হইয়াছে। একদল বলিয়াছেন, উহা কবুল করা ওয়াজেব হইবে, অন্য দল বলেন, না।

যদি কাহারও বাণিজ্য-দ্রব্য থাকে, কিন্তু উহার বাজারি মূল্য কম হইয়া গিয়া থাকে, আর তাহার অন্য কোন বস্তু না থাকে, তবে ক্ষতি সহ উহা বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করা জরুরি।

যদি মহাজন নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারে যে, দেনাদার অভাব-গ্রস্ত, তবে তাহার নিকট দেনার টাকা তাকাদা করা এবং তাহাকে তজ্জন্য বন্দী করা হারাম। আর যদি তাহার অভাবগ্রস্ত হওয়াতে সন্দেহ হয়, তবে তাহার অভাব স্পষ্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত বন্দী করা জায়েজ হইবে।

যদি দেনাদার অভাবগ্রস্ত হওয়ার দাবি করে, আর মহাজন অস্বীকার করে, এক্ষেত্রে কোন বস্তু খরিদ করার জন্য কিম্বা কর্জ্জ লওয়ার জন্য দেনাদার হইয়া থাকিলে, দেনাদারকে দুইজন সত্যপরায়ণ সাক্ষী উপস্থিত করিতে হইবে যে, তাহার উক্ত বস্তু কিম্বা টাকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আর যদি কোন বস্তু নষ্ট হওয়ার দণ্ড, স্ত্রীলোকের মোহর কিম্বা জামিন হওয়ার দেনা হয়, তবে দেনাদারের কথা গ্রহণীয় হইবে, মহাজনকে ইহার বিপরীত প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে। ইহা এমাম রাজির বর্ণনা।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যদি তোমরা দরিদ্র দেনাদারকে তাহার দেনা টাকার সম্পূর্ণ কিম্বা আংশিক ছদকা করিয়া দাও, তবে দুনইয়াতে তোমাদের মহা সুখ্যাতি প্রচারিত হইবে এবং পরকালে মহা সুফল লাভ হইবে। যদি তোমরা জান যে, অবকাশ দেওয়া অপেক্ষা ছদকা দেওয়া সমধিক সুফলজনক, কিম্বা যদি তোমরা অবগত থাক যে, খোদা যাহা তোমাদিগকে আদেশ প্রদান করেন, তাহা তোমাদের জন্য সমধিক উপযুক্ত, তবে দেনাদারের দেনা সম্পূর্ণ কিম্বা আংশিক মাফ করিয়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করিবে না।

এবনো-আবি হাতেমের বর্ণনা ;—

ছইদ বেনে জোবাএর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দরিদ্র দেনাদারের দেনার টাকা ছদকা স্বরূপ মা'ফ করিয়া দেয়, সে ব্যক্তি মহা ছওয়াবের অধিকারী হইবে। আর যদি উহা ছদকা না করে, তবে গোনাহগার হইবে না। আর যে ব্যক্তি দরিদ্র দেনাদারকে বন্দী করে, সে গোনাহগার হইবে। আর যে দেনাদার দেনা পরিশোধ পরিমাণ টাকা সত্বেও দেনা পরিশোধ না করে, সে ব্যক্তি অত্যাচারী বলিয়া লিখিত হইবে।

মোছলেম, আহমদ ও এবনো-মাজার বর্ণনা ;—

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র দেনাদারকে অবকাশ দেয়, কিম্বা উহার কিছু মাফ করিয়া দেয়, খোদা তাহাকে নিজের আরশের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করিবেন—যে দিবস তাঁহার আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকিবে না।

আহমদের বর্ণনা ;—হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে, তাহার দোয়া মকবুল (গৃহীত) হইবে এবং বিপদ দূরীভূত হইবে, যেন অভাবগ্রস্তের বিপদ দূরীভূত করিয়া দেয়।

আহমদ, এবনো-মাজা ও হাকেমের বর্ণনা ;—

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র দেনাদারকে অবকাশ দেয়, সে ব্যক্তি প্রত্যেক দিবস তাহার প্রদত্ত টাকার পরিমাণ ছদকার ফল প্রাপ্ত হইবে, আর দেনা পরিশোধের নির্দ্ধারিত তারিখের পর হইতে উক্ত প্রদত্ত টাকার দ্বিগুণ ফল প্রাপ্ত হইবে।

আবুনইম ও বয়হকির বর্ণনা ;—

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, খোদা তাহাকে কেয়ামতের দিবস দোজখের তাপ হইতে উদ্ধার করতঃ আরশের ছায়ায় স্থান দান করেন, সে যেন ইমানদারদিগের সহিত নির্দ্দয় ব্যবহার না করে, বরং তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করে।

তেবরাণির বর্ণনা ;—

হজরত বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি দরিদ্র দেনাদারকে অবকাশ দিয়াছিল, কিম্বা তাহার প্রদত্ত টাকা ছদকা করিয়া দিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, আমার প্রদত্ত টাকা খোদার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে ছদকা স্বরূপ প্রদান করিলাম, তৎপরে ঋণপত্র (খত্ত) খানা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, এই ব্যক্তি কেয়ামতে প্রথমেই আরশের ছায়ায় স্থান প্রাপ্ত হইবে।

মোছলেম ও তেরমেজির বর্ণনা ;—

হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামতে প্রাচীন উম্মতের মধ্যে একটী ধনী লোকের হিসাব গ্রহণ করা হইবে, তাহার অন্য কোন নেকী ছিল না, কেবল সে ব্যক্তি লোকদিগের সহিত কারবার করিত,

নিজের দাসদিগকে আদেশ করিত যে, তাহারা যেন অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে মা'ফ করিয়া দেয়। আল্লাহতায়ালা বলিবেন, আমি উক্ত ব্যক্তিকে মা'ফ করিয়া দিলাম।—দোঃ, ১।৩৬৮-৩৭০, এঃ তঃ, জঃ, ৩।৬৭-৭০, কঃ, ২।৩৭৮-৩৮০, রুঃ, মাঃ, ১।৫০০, এঃ কঃ, ২।১৮১-১৮৩।

২৮১। হজরত এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, এই আয়তটী কোর-আন শরিফের শেষ আয়ত, হজরত জিবরাইল (আঃ) বলিয়াছিলেন, হে মোহাম্মদ, এই আয়তটী ছুরা বাকারার ২৮০ আয়ত স্থলে স্থাপন কর, হজরত নবি (ছাঃ) ইহার পরে ৮১ দিবস জীবিত ছিলেন, কেহ বলেন, ২১ দিবস, কেহ বলেন, ৭ দিবস এবং কেহ বলেন, ৩ ঘণ্টা জীবিত ছিলেন। ইহা এমাম রাজির বর্ণনা।

এবনো-জরির ও এবনো-কছির ছইদ বেনে জোবাএর হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হজরত (ছাঃ) এই আয়ত নাজেল হওয়ার পরে ৯ দিবস জীবিত ছিলেন। দোরেরাল-মনছুরে হজরত এবনো-আব্বাছ হইতে ৮১ দিবসের কথা এবং ছইদ বেনে জোবাএর হইতে ৯ দিবসের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

আয়তের অর্থ এই ;—হে ধনাঢ্য লোকেরা, সহকারী ও লোকজন-বলে বলীয়ান লোকেরা, তোমরা উক্ত কেয়ামতের কিম্বা মৃত্যুর দিবসের ভয় কর—যে দিবসে তোমরা আল্লাহতায়ালার হুকুম, বিচার নিষ্পত্তি ও সুফল প্রতিফলের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, তৎপরে প্রত্যেক প্রাণী—যাহা অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহার পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবে, সে যে সৎকার্য্য করিয়াছে, তাহার পূর্ণ ফল প্রদান করা হইবে, উহার ফল কম করা হইবে না, সে যে গোনাহ করিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক শাস্তি প্রদত্ত হইবে না।—দোঃ, ১।৩৭০, রুঃ মাঃ, ১।৫০০।৫০১, এঃ কঃ, ২।১৮৪, কঃ, ২।৩৮০।৩৮১।

৩৯শ রুকু, ২ আয়ত।

(۲۸۲) يا يها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى
اجل مسمى فاكتبوه و ليكتب بينكم كاتب بالعدل ص
ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب ج
و ليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه و لا
يبخس منه شيا ط فان كان الذي عليه الحق سفيها
او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه
بالعدل ط و استشهدوا شهيدين من رجالكم ج فان لم
يكونا رجلين فرجل وامراتن ممن ترضون من الشهداء
ان تضل احدىهما فتذكر احدىهما الاخرى ط ولا ياب
الشهداء اذا ما دعوا ط ولا تسئموا ان تكتبوه صغيرا
او كبيرا الى اجله ط ذلكم اقسط عند الله و اقوم
للشهادة وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة

حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوهَا ط وَ اَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ص وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيدٌ ط وَ اِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهٗ فُسُوقٌ بِكُمْ ط وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ط وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥ (٢٨٣) وَ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ط فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ط وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ط وَ مَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ع

(২৮২) হে ইমানদারেরা, যখন তোমরা কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ধারের ব্যবসায় করিতে থাক, তখন উহা লিপিবদ্ধ কর এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে একজন লেখক যেন ন্যায়ভাবে লিপিবদ্ধ করে এবং কোন লেখক যেরূপ আল্লাহ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, সেইরূপ যেন লিপিবদ্ধ করিয়া দিতে অস্বীকার না করে, অতএব তাহার লিপিবদ্ধ করা উচিত। এবং যাহা'র উপর অন্যের স্বত্ব (ঋণ) প্রতিপন্ন হইয়াছে, সে যেন লেখককে লিখিত বিষয় বলিয়া দেয় এবং যেন তাহার প্রতিপালক খোদাকে ভয় করে এবং উহা হইতে কিছু হ্রাস না করে। তৎপরে যাহার উপর স্বত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, সে যদি নির্ব্বোধ কিম্বা দুর্ব্বল হয় অথবা লেখককে লিখিত বিষয় বলিয়া দিতে সক্ষম না হয়, তবে যেন

তাহার অভিভাবক লেখককে লিখিত বিষয় স্যায়ভাবে বলিয়া দেয় এবং তোমাদের পুরুষদিগের মধ্যে দুইজন সাক্ষী চেষ্টা কর, কিন্তু যদি উভয় সাক্ষী পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুইটী স্ত্রীলোক এরূপ সাক্ষিগণের মধ্যে হইবে—যাহাদিগকে তোমরা পছন্দ করিয়া থাক, (এইরূপ বিধানের উদ্দেশ্য এই যে,) যদি উভয়ের একজন ভুলিয়া যায়, তবে তাহাদের একে অন্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আর যখন সাক্ষিগণ আহূত হয়, তখন যেন তাহারা অস্বীকার না করে এবং তোমরা নির্দ্দিষ্ট কালের দেনা অল্প হউক, কিম্বা বেশী হউক লিপিবদ্ধ করিতে মনঃক্ষুণ্ণ হইও না, ইহা আল্লাহতায়ালার নিকট সমধিক সুবিচার এবং সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে সমধিক দৃঢ় নিয়ম (কিম্বা সহায়তাকারী) এবং তোমাদের সন্দেহ না করার সমধিক নিকট পন্থা, কিন্তু যে সময় তোমরা নগদ ক্রয় বিক্রয়ে পরস্পরে আদান প্রদান করিয়া থাক, তখন উহা না লিখিলেও তোমাদের কোন দোষ হইবে না এবং যখন তোমরা ক্রয়-বিক্রয় কর, তখন সাক্ষী রাখিও এবং যেন কোন লেখক ও সাক্ষীকে কষ্ট দেওয়া না হয়, আর যদি তোমরা (এইরূপ) কর, তবে নিশ্চয় উক্ত কার্য্য তোমাদের পক্ষে গোনাহ-জনক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহ তোমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে অভিজ্ঞ।

২৮৩। আর যদি তোমরা বিদেশে থাক এবং লেখক প্রাপ্ত না হও, তবে বন্দকের উপযুক্ত বস্তুগুলি (মহাজনের) অধিকারভুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। আর যদি তোমাদের কেহ অন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে যাহাকে গচ্ছিত প্রদান করা হইয়াছে, সে যেন নিজের গচ্ছিত (দেনা) প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং নিজের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না, আর যে ব্যক্তি উহা গোপন করে, নিশ্চয় তাহার

অন্তর গোনাহগার হইবে, আর তোমরা যে কার্য্য করিয়া থাক, আল্লাহ তৎসম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ।

টীকা :—

এমাম এবনো-কছির এমাম আহমদের রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন, এই আয়তটী নাজেল হইলে, হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় (হজরত) আদম (ছাঃ) প্রথমেই অস্বীকার করিয়াছিলেন, যখন আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত তাঁহার যে বংশধরগণ সৃজিত হইবেন, তাহাদিগকে বাহির করিয়া তাঁহার সমক্ষে পেশ করিলেন, ইহাতে তিনি তাহাদের মধ্যে একজনকে অতি সুন্দর আকৃতিধারী দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, ইনি কে? আল্লাহ বলিলেন, ইনি তোমার পুত্র দাউদ। (হজরত) আদম (আঃ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তাহার বয়স কত হইবে? আল্লাহ বলিলেন, ৬০ বৎসর হইবে। (হজরত) আদম (আঃ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি তাহার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করিয়া দাও। আল্লাহ বলিলেন, ইহা হইতে পারে না, কিন্তু তোমার আয়ুষ্কালের কিয়দংশ লইয়া তাহার পরমায়ু বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারি। আদমের আয়ুষ্কাল সহস্র বৎসর ছিল, তখন আল্লাহ দাউদের পরমায়ু আরও ৪০ বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং এতৎ সম্বন্ধে একখানা স্মরণ-পত্র লিপিবদ্ধ করিলেন ও ইহার উপর ফেরেশতাগণকে সাক্ষী স্থির করিলেন।

তৎপরে যখন হজরত আদম (আঃ)এর মৃত্যুকাল সন্নিকট হইল এবং ফেরেশতাগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি বলিলেন, এখনও আমার আয়ুষ্কাল শেষ হইতে ৪০ বৎসর অবশিষ্ট রহিয়াছে, ইহাতে ফেরেশতাগণ বলিলেন, নিশ্চয় তুমি উহা তোমার পুত্র দাউদকে প্রদান করিয়াছ। (হজরত) আদম (আঃ)

বলিলেন, আমি এরূপ করি নাই। তখন আল্লাহ উক্ত স্মরণ-লিপিকে প্রকাশ করিলেন এবং ফেরেশতাগণকে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত করিলেন। তৎপরে (হজরত) দাউদ (আঃ)এর আয়ুষ্কাল শত বৎসর ও (হজরত) আদম (আঃ)এর আয়ুষ্কাল সহস্র বৎসর পূর্ণ করিয়া দিলেন।

এই আয়ত কোন্ সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, ইহাতে তিন প্রকার মত পরিলক্ষিত হয়, হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, ইহা দাদন সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে, যখন হজরত নবি (ছাঃ) মদিনা শরিফে আগমন করিয়াছিলেন, তখন মদিনা-বাসিগণ দুই তিন বৎসর মিয়াদে খোর্ম্মার দাদন দিতেন, ইহাতে হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি দাদন দিতে ইচ্ছা করে, সে যেন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে, নির্দ্দিষ্ট ওজনে ও নির্দ্ধারিত তারিখে দাদন দেয়।

দ্বিতীয় একদল বলেন, কর্জ্জ দেওয়া সম্বন্ধে এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল, কিন্তু ইহা দুর্ব্বল মত, কেননা এই আয়তে যে দেনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহাতে সময় নির্দ্দিষ্ট করার শর্ত্ত করা হইয়াছে। আর কর্জ্জের টাকার পরিশোধ করার কাল নির্দ্ধারিত করা সম্ভব হয় না।

তৃতীয়—অধিকাংশ টীকাকারের মত এই যে, ক্রয় বিক্রয় চারি প্রকার হইয়া থাকে, প্রথম এই যে, নগদ ক্রয় বিক্রয় করা হয়, ইহা এই আয়তে মোদাইয়ানার লক্ষ্যস্থল হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিক্রীত বস্তু নগদ না হইয়া ধার হয় এবং মূল্য ধার হয়, এইরূপ ক্রয় বিক্রয় বাতীল, কাজেই এই আয়তের হুকুমের অন্তর্গত হইতে পারে না।

তৃতীয় কোন বস্তু ধারে বিক্রয় করা। চতুর্থ অগ্রিম মূল্য লইয়া কোন বস্তু বিক্রয় করা, এই দুই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় এই

আয়তের অন্তর্গত হইবে। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে দাদন প্রদাতাকে দাদনের বস্তু প্রদান করার তারিখ নির্দ্দিষ্ট করা জরুরি, সেই ধারে কোন বস্তু বিক্রয় করিলে, মূল্য পরিশোধের তারিখ নির্দ্ধারিত করা জরুরি, কিন্তু যদি কেহ দাদনে বলে যে, শস্য কর্ত্তনের দিবসে উহা পরিশোধ করিব, তবে ইহাতে কোন দিবস নির্দ্ধারিত হওয়া বুঝায় না, কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে দাদন জায়েজ হইবে না।

ফেকহের কেতাবে দাদনের জায়েজ হওয়ার শর্ত্তগুলি বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে, দাদন দিতে গেলে তৎসমস্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন ;— ملعون من ضار مؤمنا او مكربه

"যে ব্যক্তি কোন ইমানদারের ক্ষতি করে কিম্বা তাহার সহিত প্রবঞ্চনা করে, সে অভিসম্পাতগ্রস্ত হইবে।"

এই হাদিছে বুঝিতে পারা যায় যে, দাদন প্রদাতা এইরূপ ভাবে বস্তুর মূল্য স্থির করিবে না—যাহাতে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এইরূপ ধারে কোন বস্তু বিক্রয় করিলে, এরূপ মূল্যে বিক্রয় করিবে—যাহাতে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

দোরেোল-মোখতারে আছে ;—

شراء الشئ اليسير بثمن غال لحاجة القرض يجوز ويكره ❋

"কর্জ্জ দেওয়ার আবশ্যকতায় অল্প বস্তুকে অধিকতর মূল্যে ক্রয় করা জায়েজ হইবে, কিন্তু মকরুহ (তহরিমি) হইবে।"

তৎপরে লিখিত আছে ;—

و اقبح من ذلك السلم حتى ان بعض القرى قد خربت بهذا الخصوص ❋

"তদপেক্ষা দাদন সমধিক মন্দ, কেননা কতক পল্লী এই দাদনে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে।"

এই আয়তে দাদনপত্র অথবা ঋণপত্র লিখিবার অথবা দুইজন সাক্ষী স্থির করার কথা বলা হইয়াছে, উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে উভয় পক্ষের উপকার হইবে, কেননা যখন দাদন প্রদাতা বুঝিতে পারে যে, তাহার প্রদত্ত টাকা ও দাদনের বস্তুর পরিশোধের তারিখ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং ইহার সাক্ষীও স্থিরীকৃত তখন চুক্তি অপেক্ষা অধিকতর বস্তুর দাবী করিতে এবং নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে তাগাদা করিতে সাহসী হইবে না, আর দেনাদার যখন চুক্তিপত্র লিখিত হওয়ার ও নিয়মিত সাক্ষী প্রমাণ থাকার কথা বুঝিতে পারে, তখন প্রদত্ত টাকার কথা অস্বীকার করিতে সাহসী হইবে না এবং নির্দ্দিষ্ট তারিখে দাদনের বস্তু প্রদান করিতে তৎপূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিতে সাধ্যসাধনা করিবে, এই উপকার হেতু খোদাতায়ালা এই হুকুম করিয়াছেন, কিন্তু চুক্তিপত্র লিখিয়া লওয়া ও দুইজন সাক্ষী স্থির করা কি, ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে। একদল বিদ্বান উহা ওয়াজেব বলিয়াছেন, ইহা আতা, এবনো-জোরাএজ নখয়ির ও এবনো-জরিরের মত।

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, উহা ওয়াজেব ছিল, তৎপরে উহা মনছুখ হইয়া গিয়াছে, ইহা হাছান, শা'বি ও হাকামের মত।

অধিকাংশ ফকিহ মোজতাহেদের মত এই যে, উহা মোস্তাহাব, তাঁহাদের দলীল এই যে, সমস্ত মুছলমান-দেশে অধিকাংশ মুছলমান ধারে ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকেন, কিন্তু উহার জন্য ঋণপত্র লিপিবদ্ধ করেন না এবং দুইজন সাক্ষী স্থির করেন না, ইহাতে বুঝা যায় যে, উভয় বিষয় ওয়াজেব না হওয়ার প্রতি এজমা হইয়াছে।

দ্বিতীয় উভয় বিষয় ওয়াজেব হইলে, মুছলমানদিগের উপর মহা কষ্টকর ভার অর্পণ করা হইবে, আর (হজরত) নবি (ছাঃ)

বলিয়াছেন, আমি সহজ সাধ্য হানিফিয়া ধর্ম্মের সহিত প্রেরিত হইয়াছি। ইহা এমাম রাজির বর্ণনা।

এবনো-কছির বলিয়াছেন, মানুষের স্বত্ব সুদৃঢ় করা ও স্মরণ রাখা উদ্দেশ্যে লিখিবার আদেশ করা হইয়াছে। যদি কেহ বলেন, ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে;—
"হজরত বলিয়াছেন, আমরা উম্মি সম্প্রদায়, লিখিতে ও হিসাব করিতে জানি না।"

পক্ষান্তরে কোর-আনের উক্ত আয়তে লিখিতে আদেশ করা হইয়াছে, এতদুভয়ের মধ্যে কিরূপে সমতা স্থাপন করা হইবে? তদুত্তরে বলি, ধর্ম্ম লিপিবদ্ধ করার আবশ্যকতা ছিল না, কেননা আল্লাহতায়ালা লোকদিগের পক্ষে কোর-আন কণ্ঠস্থ করা সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। হজরতের হাদিছগুলি কণ্ঠস্থ ছিল। আর আল্লাহতায়ালা এস্থলে মনুষ্যদিগের কতক কারবার সম্বন্ধে লিখিতে আদেশ করিয়াছেন, ইহা ওয়াজেব নহে, বরং উপদেশ মূলক আদেশ।

আবুছইদ, শা'বী, রবি, হাছান, এবনো-জোরাএজ, এবনো-জয়েদ প্রভৃতি বলিয়াছেন, উহা ওয়াজেব ছিল, তৎপরে ওয়াজেব হওয়ার হুকুম নিম্নোক্ত আয়ত দ্বারা মনছুখ হইয়াছে, আয়তটী এই ;—
যদি তোমাদের একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যে ব্যক্তি গচ্ছিত রাখিয়াছে, সে যেন নিজের গচ্ছিত (দেনা) পরিশোধ করে।"

আরও ছহিহ বোখারিতে কয়েক স্থানে নিম্নোক্ত হাদিছটী উল্লিখিত হইয়াছে ;—

হজরত বলিয়াছেন, বনি-ইছরাইল সম্প্রদায়ের একজন লোকের সমালোচনা করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি উক্ত সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, সে তাহাকে সহস্র টাকা কর্জ্জ দিবে। ইহাতে সে ব্যক্তি বলিয়াছিল, তুমি আমার নিকট

সাক্ষিগণকে আনয়ন কর, যেন আমি তাহাদিগকে সাক্ষী রাখিতে পারি। ইহাতে প্রথম ব্যক্তি বলিল, আল্লাহতায়ালা যথেষ্ট সাক্ষী। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, তাহা হইলে তুমি আমার নিকট জামিন আনয়ন কর। প্রথম ব্যক্তি বলিল, আল্লাহতায়ালা যথেষ্ট জামিন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, তুমি সত্য বলিয়াছ। তখন সে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট মিয়াদে সহস্র টাকা প্রদান করিল। তৎপরে প্রথম ব্যক্তি সমুদ্রের পথে বাহির হইল, নিজের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া একখানা নৌকা চেষ্টা করিল—যেন উহার উপর আরোহণ করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট মিয়াদে উক্ত মহাজনের নিকট উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু সে নৌকা প্রাপ্ত না হইয়া একখানা কাষ্ঠ লইয়া উহা ছিদ্র করিল এবং উহার মধ্যে সহস্র দীনার এবং তাহার মহাজনের নামে লিখিত পত্র স্থাপন করিয়া উহার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিল। তৎপরে সে উক্ত কাষ্ঠ লইয়া সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইয়া বলিল, হে খোদা, তুমি জান, নিশ্চয় আমি অমুকের নিকট হইতে সহস্র দীনার কর্জ্জ লইয়াছি, সে ব্যক্তি আমার নিকট জামিন চাহিয়াছিল, আমি বলিয়াছিলাম, আল্লাহতায়ালা যথেষ্ট জামিন। ইহাতে সে রাজি হইয়াছিল। তৎপরে সে আমার নিকট সাক্ষী চাহিয়াছিল, আমি বলিয়াছিলাম, আল্লাহ যথেষ্ট সাক্ষী, ইহাতে সে রাজি হইয়াছিল। আমি তাহার টাকাগুলি তাহার নিকট প্রেরণ করার জন্য নৌকা পাওয়ার জন্য সাধ্য-সাধনা করিলাম, কিন্তু ইহাতে সক্ষম হই নাই। নিশ্চয় আমি উক্ত দীনারগুলি তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিলাম, তৎপরে সে তৎসমস্ত সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল, এমন কি উহা উহার মধ্যে ডুবিয়া গেল। তৎপরে সে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং এমতাবস্থায় নিজের সহরে পৌঁছিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। যে ব্যক্তি তাহাকে দিয়াছিল সে ব্যক্তি বাহির হইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

যদি কোন নৌকা তাহার অর্থ লইয়া পৌঁছিয়া থাকে, হঠাৎ একখানা কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইল—যাহার মধ্যে তাহার অর্থগুলি ছিল। সে ব্যক্তি উহা নিজের পরিজনের (জ্বালান) কাষ্ঠরূপে গ্রহণ করিল। যখন সে কাষ্ঠখানা ফাড়িয়া ফেলিল, উক্ত টাকা ও পত্র প্রাপ্ত হইল। তৎপরে দেনাদার মহাজনের নিকট উপস্থিত হইলে, সে বলিল, তুমি যে টাকাগুলি কাষ্ঠের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলে, তাহা আল্লাহ আমার নিকট তোমার পক্ষ হইতে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

ইহা প্রাচীন শরিয়ত, ইহাতে ঋণপত্র লেখার ও সাক্ষী স্থির করার ব্যবস্থা নাই, হজরত ইহা উল্লেখ করিয়া এনকার (প্রতিবাদ) করেন নাই, কাজেই ইহা আমাদের শরিয়তের গ্রহণীয় ব্যবস্থা হইবে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তোমাদের পরস্পরের এই চুক্তিপত্রখানা একজন লেখক যেন ন্যায়সঙ্গত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া দেয়, ন্যায়সঙ্গত ভাবে লেখার অর্থ এই যে, ঋণের টাকা সম্বন্ধে কম বেশী না করে এবং এরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করে—যাহা আবশ্যক হইলে, প্রামাণ্য হইতে পারে।

দ্বিতীয় এই যে, যদি লেখক ফকিহ হয়, তবে তাহার পক্ষে এরূপ ভাবে লেখা জরুরি যে, একের পক্ষে বিশিষ্টভাবে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন না করা হয়, বরং এরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক যে, একে যেন অন্যের স্বত্ব নষ্ট না করিতে পারে, এতৎ সম্বন্ধে প্রত্যেক পক্ষ নির্ভীক থাকিতে পারে।

তৃতীয় এই যে, কোন ফকিহ বলিয়াছেন, উহা এরূপ ভাবে লিখিবে, যেন বিদ্বানগণের নিকট সর্ব্ববাদিসম্মত মত হয় এবং যেন কোন মুছলমান কাজি কোন মোজতাহেদের মজহাব মতে উহা বাতীল প্রতিপন্ন করার সুযোগ প্রাপ্ত না হয়।

চতুর্থ এই যে, লেখক যেন অস্পষ্ট শব্দগুলি ব্যবহার না করে, যাহার মর্ম্ম লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে গেলে, লেখকের ফকিহ ও মোজতাহেদগণের মজহাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। আরও এইরূপ সাহিত্যিক হওয়া উচিত যে, দ্ব্যর্থবাচক শব্দ ব্যবহার না করে। ইহা এমাম রাজির বর্ণনা।

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, কতক বিদ্বান এই আয়তটী প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি দলীল লিপিবদ্ধ করিবে, সে ব্যক্তির সেই সম্বন্ধে তত্ত্ববিদ, ধর্ম্মভীরু ও বিশ্বাসভাজন হওয়া আবশ্যক, আর যে ব্যক্তি এইরূপ গুণসম্পন্ন না হয়, ইছলাম-জগতের খলিফা কিম্বা তাঁহার নায়েব (প্রতিনিধি) অশান্তি নিবারণ ও অধিক বিরোধ দূরীকরণ উদ্দেশ্যে তাহাকে দলীল দস্তাবেজ লিখিতে নিষেধ করিয়া দিবেন।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, লেখক যেন ঋণপত্র লিখিয়া দিতে অস্বীকার না করে, যেহেতু আল্লাহ তাহাকে লিখিবার নিয়ম শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন এবং শরিয়তের আহকাম জ্ঞানলাভে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, এই হেতু উক্ত নেয়া'মতের (সম্পদের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কল্পে নিজের মুছলমান ভ্রাতার কার্য্য উদ্ধার করিয়া দিতে ঋণপত্র লিখিয়া দেওয়া উৎকৃষ্ট নিয়ম, এই আদেশটী উপদেশ-মূলক, ইহাতে ঋণপত্র লিখিয়া দেওয়া ওয়াজেব প্রতিপন্ন না হইলেও মোস্তাহাব হইবে।

দ্বিতীয়, এমাম শা'বির মত এই যে, লেখকের পক্ষে ঋণপত্র লিখিয়া দেওয়া ফরজে-কেফায়া, যদি একজন ব্যতীত লেখক না পাওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি উহা লিখিয়া দেওয়া ওয়াজেব হইবে, আর যদি কতকগুলি লেখক পাওয়া যায়, তবে কোন একজন লিখিয়া দিলে, সকলেই দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ

করিবে, আর কেহই লিখিয়া না দিলে, সকলেই গোনাহগার হইবে।

তৃতীয় মত এই যে, লেখকের প্রতি চুক্তিপত্র লিখিয়া দেওয়া ওয়াজেব ছিল, কিন্তু তৎপরে লিখিত ولا يضار كاتب ولا شهيد "এবং কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না।" এই আয়তাংশ হইতে উহার ওয়াজেব হওয়া মনছুখ হইয়া গিয়াছে।

চতুর্থ মত এই যে, যদি কোন লেখক লিখিতে চাহে, তবে আল্লাহতায়ালা তাহাকে যেরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে লিখিয়া দেওয়া, উহার কোন শর্ত্ত নষ্ট না করা, উহাতে এরূপ অতিরিক্ত কথা যোগ না করা—যাহাতে কোন পক্ষের উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যায়—ন্যায়সঙ্গত ভাবে লেখা ওয়াজেব। ইহা এমাম রাজির বর্ণনা।

তৎপরে খোদা বলিতেছেন ;—

লেখকের কর্ত্তব্য এই যে, আল্লাহতায়ালা যেরূপ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, সে যেন সেইরূপ লিপিবদ্ধ করে, ইহা প্রথম কথাকে দৃঢ় করা উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

দেনাদার ব্যক্তি কি লিখিতে হইবে, তাহা লেখককে বলিয়া দিবে, ইহাতে সে কত টাকা পাইয়াছে, কোন্ বস্তু দিবে, কি পরিমাণ বস্তু দিবে, কোন্ প্রকারের, কোন্ গুণের বস্তু দিবে, তাহার স্বীকারোক্তি হইয়া যাইবে।

আর যেন সে খোদাকে ভয় করে এবং যে পরিমাণ টাকা লইয়াছে, তাহার কিছুই কম করিয়া না লিখাইয়া দেয়।

আর যদি দেনাদার 'ছফিহ' কিম্বা 'জইফ হয় অথবা লিখাইয়া দিতে অক্ষম হয়, তবে তাহার কার্য্য পরিচালক যে কেহ হউক না কেন, ন্যায়সঙ্গত ভাবে উহা লিখাইয়া দিবে।

এস্থলে 'ছফিহ' শব্দের অর্থ এবনো-জয়েদের মতে নির্ব্বোধ, মোজাহেদের মতে লিখাইবার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, এমাম শাফিয়ির মতে অপব্যয়কারী ও ছোদীর মতে নাবালেগ।

জইফ শব্দের অর্থ বালক, হতবুদ্ধি, উন্মাদ কিম্বা অতিবৃদ্ধ।

লিখাইয়া দিতে অক্ষম হওয়ার অর্থ যে ব্যক্তি বোবা, অতিশয় তোৎলা, ভাষা-অনভিজ্ঞ, বন্দী, অনুপস্থিত কিম্বা যে ব্যক্তি এই কারবারের হিতাহিত কিছুই জানে না। এই কয়েক শ্রেণীর লোকদের লিখাইয়া দেওয়া কিম্বা স্বীকার করা শরিয়তে ছহিহ নহে, কাজেই তাহার প্রতিনিধি পরিচালক যে কেহ হয়, সেই উহা লিখাইয়া দিলে যথেষ্ট হইবে, কিন্তু যেন সে কোন পক্ষের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি না করে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

তোমরা এই ব্যাপারে দুইজন সাক্ষী চেষ্টা কর কিম্বা দুইজন লোককে সাক্ষী নিয়োজিত কর, উক্ত সাক্ষীদ্বয় তোমাদের সম্প্রদায়ের দুইজন পুরুষ লোক হয়, ইহার তিন প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম এই যে, উক্ত পুরুষদ্বয় মুছলমান হইবে, কাফের হইলে জায়েজ হইবে না।

দ্বিতীয় এই যে, আজাদ (স্বাধীন) হইবে, দাস হইলে জায়েজ হইবে না। তৃতীয় এই যে, ধর্ম্মভীরুতার জন্য যাহাদিগকে সাক্ষী নির্ব্বাচন করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাক। ইহা এমাম রাজির বর্ণনা।

এবনো-জরির মোজাহেদ হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, 'তোমাদের শ্রেণীর পুরুষগণ হইতে' বুঝা যায় যে, কাফের হইবে না এবং মুছলমান আজাদ হইবে।

কাজি শোরাএহ, এবনো-ছিরিন, আবুছওর, ওছমান বাত্তি, আহমদ বেনে হাম্বল ও এছহাক বলিয়াছেন, গোলামের সাক্ষ্য মঞ্জুর হইবে ; পক্ষান্তরে এমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি ও অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন যে, উহা গৃহীত হইবে না।

—১৮

এমাম রাজি অধিকাংশ বিদ্বানের মতের সমর্থন করে এই প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন যে, এই আয়তে খোদা বলিয়াছেন,—"যখন সাক্ষিগণকে আহ্বান করা হয়, তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে।"

এই আয়তে বুঝা যায় যে, সাক্ষীকে সাক্ষ্য দেওয়া স্থলে উপস্থিত হওয়া ওয়াজেব, আর সাক্ষী গোলাম হইলে, তাহার প্রভুর বিনা অনুমতি সাক্ষ্য দেওয়া স্থলে উপস্থিত হওয়া হারাম, কাজেই গোলাম সাক্ষী হইতে পারে না, ইহা উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

যদি দুইজন পুরুষ সাক্ষী না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক সাক্ষী হইলে যথেষ্ট হইবে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, দেনা সম্বন্ধে চারিটী স্ত্রীলোকের অথবা একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না।

এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, একটী পুরুষ লোকের স্থলে দুইটী স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য কোন্ কোন্ স্থানে গৃহীত হইবে? এমাম শাফেয়ি বলেন, টাকাকড়ির ব্যাপার ব্যতীত অন্য কোন স্থলে তাহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না। এমাম মালেক বলিয়াছেন, উকালাত এবং অছিয়েতে তাহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে, কিন্তু 'হদ্দ' ও 'কেছাছে' তাহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। এমাম আবু হানিফা বলিয়াছেন, হদ্দ ও কেছাছ ব্যতীত সমস্ত বিষয়ে তাহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে।

সমস্ত বিদ্বান বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকদের গোপনীয় বিষয়গুলিতে তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে, স্ত্রীলোকের ঋতু, গর্ভ, সন্তান প্রসব, কৌমার্য্য ইত্যাদি সম্বন্ধে একটী স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া শব্দ করিয়াছিল কিনা, ইহাতে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এমাম

আজম (রঃ) বলিয়াছেন, একটী স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যে তাহার জানাজা পড়া জায়েজ হইবে, কিন্তু তাহাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্থির করা হইবে না, তাঁহার দুই শিষ্য বলেন, ইহাতেও তাহাকে উত্তরাধিকারী স্থির করা হইবে।

একটী স্ত্রীলোকের কথায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় রমজানের চন্দ্র উদয় হওয়া স্বীকৃত হইবে, কিন্তু শওয়ালের চন্দ্র উদয় হওয়া দুইটা পুরুষ লোক কিম্বা একটী পুরুষ ও দুইটী স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য ব্যতীত প্রতিপন্ন হইবে না। বয়হকি ও হাকেম হজরত এবনো-আব্বাছ হইতে নাবালেগের সাক্ষ্য গৃহীত না হওয়ার কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

এরূপ সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে—যাহাদিগকে তোমরা পছন্দ করিয়া থাক। ইহাতে বুঝা যায় যে, যাহারা ধার্ম্মিক (দীনদার পরহেজগার) হইবে. তাহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে, ফাছেকের (দুষ্কর্ম্মশীলের) সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না।

এমাম রাজি লিখিয়াছেন, এই আয়তে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত নহে।

ফকিহগণ বলিয়াছেন, সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার জন্য দশটী শর্ত্ত আছে,—স্বাধীন, বালেগ, মুছলমান, ধর্ম্মভীরু হওয়া, যে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবে, তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞ হওয়া, সাক্ষ্যদাতার সাক্ষ্য প্রদানে নিজের কোন লাভ না করা, নিজের ক্ষতি নিবারণ উদ্দেশ্য না হওয়া, অতিশয় ভ্রমকারী না হওয়া, মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত না হওয়া এবং যাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে হইবে, তাহার শত্রু না হওয়া।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

একটী পুরুষের স্থলে দুইটী স্ত্রীলোককে নির্দ্ধারণ করার কারণ

এই যে, যদি তাহাদের একজন কোন কথা ভুলিয়া যায়, তবে দ্বিতীয় জন তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে।

স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতিতে সমধিক আর্দ্রত্ব (রতুবত) বর্ত্তমান থাকে, এই হেতু তাহাদের স্মৃতিশক্তি সাধারণতঃ কম হইয়া থাকে, অনেক ক্ষেত্রে তাহারা ঘটনাগুলি ভুলিয়া যায়। ইহা এমাম রাজি ও আল্লামা আলুছির বর্ণনা।

এবনো-কছির বলিয়াছেন, যে হেতু স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কম হইয়া থাকে, এই হেতু দুইটী স্ত্রীলোককে পুরুষের স্থলে স্থাপন করা হইয়াছে।

ছহিহ মোছলেমে হজরতের এই হাদিছটী উল্লিখিত হইয়াছে, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, হে স্ত্রীলোকেরা, তোমরা ছদকা প্রদান কর এবং অধিক পরিমাণ এস্তেগফার কর—কেননা আমি তোমাদিগকে দোজখবাসিদিগের অধিকাংশ দর্শন করিয়াছি। তৎশ্রবণে একটী স্ত্রীলোক বলিল, ইয়া হজরত, আমাদের কি দোষ যে, আমরা দোজখবাসিদিগের অধিক পরিমাণ হইব? হজরত বলিলেন, তোমরা অধিক পরিমাণ অভিসম্পাত প্রদান করিয়া থাক এবং স্বামীদিগের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক। আমি তোমাদের অপেক্ষা বুদ্ধিতে অল্পতর ও ধর্ম্মে সমধিক অনিপুণ এবং অধিকতর বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধিলোপকারী কাহাকেও দর্শন করি নাই।

সেই স্ত্রীলোকটী বলিল, ইয়া হুজুর, বুদ্ধি ও ধর্ম্মের অল্পতা কিরূপ? হজরত বলিলেন, দুইটী স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একটী পুরুষ লোকের সাক্ষের তুল্য, ইহা তোমাদের বুদ্ধির অল্পতার পরিচায়ক। তোমরা ঋতুকালে নামাজ ও রোজা ত্যাগ করিয়া থাক, ইহা তোমাদের ধর্ম্মের অনিপুণতার চিহ্ন।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

যখন সাক্ষীগণকে আহ্বান করা হয়, তখন যেন তাহারা সাক্ষ্য-প্রদান করিতে অস্বীকার না করে, এই অংশের ব্যাখ্যায় চারি প্রকার মত উল্লিখিত হইয়াছে

প্রথম এই যে, যখন সাক্ষিদিগকে সাক্ষ্য প্রদান করিতে আহ্বান করা হয়, তখন উহা অস্বীকার করা নিষিদ্ধ, এই সাক্ষ্য প্রদান করা কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। যদি একজন সাক্ষী থাকে, তবে তাহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজেব, বহু সাক্ষী থাকিলে, উহা ফরজে-কেফায়া হইবে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, কোন বিষয়ের সাক্ষী হওয়া ওয়াজেব হইবে না, কিন্তু যদি কেহ সাক্ষী হয়, তবে উক্ত সাক্ষ্য প্রদান করা আবশ্যক মতে ওয়াজেব হইবে, ইহা মোজাহেদ, আবু-মাজলাজ, আমের, আতা, এবরাহিম, ছোদী, ছইদ বেনে জোবাএর প্রভৃতির মত। এমাম রাজি এই মতটী সমধিক ছহিহ ও এবনো-জরির ইহা সমধিক উৎকৃষ্ট মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় কেহ কোন বিষয়ের সাক্ষী হইতে কাহাকে আহ্বান করিলে, প্রত্যেক অবস্থায় সাক্ষী হওয়া ওয়াজেব, ইহা অস্বীকার করা নিষিদ্ধ, ইহা রবিবেনে আনাছ, কাতাদা ও কাফ্‌ফালের মনোনীত মত

তৃতীয় যদি অন্য কেহ না থাকে, তবে তাহার পক্ষে সাক্ষী হওয়া ওয়াজেব।

চতুর্থ সাক্ষী হওয়া এবং সাক্ষ্য দিতে কাজির নিকট উপস্থিত হওয়া উভয় বিষয় ওয়াজেব, ইহার কোন একটী অস্বীকার করিলে গোনাহগার হইবে, ইহা হজরত এবনো-আব্বাছ ও হাছান বাছারির মত।

রবি বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি বহু লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া কোন ঘটনার সাক্ষী হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু

কেহই তাহার অনুসরণ করিল না, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

এমাম রাজি প্রথম মতটী যুক্তিযুক্ত হওয়ার কয়েকটী প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন।

এবনো-কছির লিখিয়াছেন, ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে এই হাদিছটী উল্লিখিত হইয়াছে, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে মন্দ সাক্ষীদিগের সংবাদ প্রদান করিব না? যাহারা সাক্ষী হইতে আহ্বান করার পূর্ব্বে সাক্ষী হইয়া থাকে। অন্য রেওয়াএতে আছে, তৎপরে একদল লোকের আবির্ভাব হইবে—তাহাদিগকে সাক্ষী হইতে আহ্বান করার পূর্ব্বে তাহারা সাক্ষী হইবে।

এই হাদিছটী মিথ্যা সাক্ষীদিগের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, সমস্ত সাক্ষীদিগের সম্বন্ধে কথিত হয় নাই, কেননা ছহিহ মোছলেমের একটী হাদিছে আছে, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে উৎকৃষ্ট সাক্ষীগণের সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান করিব না? যাহারা আহ্বান করার পূর্ব্বে সাক্ষী হওয়ার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহারাই এই শ্রেণীভুক্ত।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

তোমরা নির্দ্দিষ্ট মিয়াদে গৃহীত দেনা (স্বত্ব) অল্প হউক, আর বিস্তর হউক, তৎসংক্রান্ত ঋণপত্র কিম্বা চুক্তিপত্র লিখিয়া দিতে মনঃক্ষুণ্ণ হইও না, কেননা অল্প টাকা সম্বন্ধে বেশী টাকার ন্যায় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, অনেক ক্ষেত্রে সামান্য টাকার জন্য মহা অশান্তি ও ভয়ঙ্কর বিরোধের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

এই চুক্তিপত্র লিখিয়া দেওয়া আল্লাহতায়ালার নিকট সমধিক সুবিচার, ইহা ধর্ম্মসংক্রান্ত কল্যাণ। সাক্ষ্য প্রদান কল্পে সমধিক দৃঢ়তা প্রদাতাও সহায়তাকারী, ইহা পার্থিব কল্যাণ।

তোমাদের সন্দেহ নিবারণ কল্পে সমধিক নিকট, ইহাতে নিজ চুক্তির সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিবে না, অন্য পক্ষ তাহাকে কোন বিষয়ে মিথ্যাবাদী কিম্বা ত্রুটীকারী বলিয়া পরনিন্দার গোনাহতে লিপ্ত হইবে না, কাজেই ইহা নিজের ও পরের ক্ষতি নিবারণকারী।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

অবশ্য যদি তোমরা কোন ক্রয় বিক্রয়ে নগদ আদান প্রদান কর, তবে তোমাদের পক্ষে চুক্তিপত্র না লিখিলেও কোন দোষ হইবে না, কেননা ইহাতে বিরোধ ও ভুলভ্রান্তি হইয়া থাকে না এবং ইহাতে চুক্তিপত্র লেখার আদেশ হইলে লোকদিগের উপর মহা কষ্টকর ভার অর্পণ করা হইবে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

এই নগদ আদান প্রদানের ক্রয়-বিক্রয়ে চুক্তিপত্র লেখা রহিত হইয়া গেলেও তোমরা লাকদিগকে সাক্ষী রাখিবে। এমাম রাজি বলেন, ইহা অধিকাংশ টীকাকারের মত, কিন্তু ইহা উপদেশ-মূলক আদেশ, ওয়াজেব নহে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

লেখক যেন কম-বেশী লিখিয়া কিম্বা সাবধানতা ত্যাগ করিয়া কোন পক্ষের ক্ষতি না করে, সাক্ষী যেন অনুপস্থিত থাকিয়া কিম্বা এরূপ ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া—যাহাতে কোন প্রকার উপকার সাধিত না হয়, স্বত্বধারীর কোন ক্ষতি না করে।

দ্বিতীয় এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে, যেন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়।

এবনো-জরির, রবি হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, যখন এই হুকুম নাজেল হইয়াছিল যে, "লেখক যেন লিখিতে অস্বীকার না করে।" তখন একজন লোক লেখকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, তুমি

আমার জন্য ঋণপত্র (বা চুক্তিপত্র) লিখিয়া দাও, তখন সে বলিত যে আমি কোন কার্য্যে সংলিপ্ত আছি, কিম্বা আমার কোন প্রয়োজন আছে, তুমি অন্য লোকের নিকট গমন কর। তৎশ্রবণে সে তাহাকে ধরিয়া বলিত, নিশ্চয় তুমি আমার জন্য চুক্তিপত্র লিখিয়া দিতে আদিষ্ট হইয়াছ, সে তাহাকে ত্যাগ করিত না এবং অন্য লোক পাওয়া সত্ত্বেও তাহার ক্ষতি করিত, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

আল্লামা আলুছি বলেন, আয়তের এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে, লেখককে পারিশ্রমিক না দিয়া ও সাক্ষীকে শহর হইতে আসিবার ব্যয় বহন করিতে বাধ্য করিয়া যেন ক্ষতিগ্রস্ত না করা হয়।

প্রথম মতটী হাছান, তাউছ, কাতাদা ও অধিকাংশ টীকাকারের মত, দ্বিতীয়টী এবনো-মছউদ, আতা ও মোজাহেদের মত। আভিধানিক মর্ম্মের হিসাবে প্রত্যেক অর্থটী সম্ভবপর, জাজ্জাজ প্রথম মতটী মনোনীত স্থির করিয়াছেন।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

যদি তোমরা অপকার কর, তবে খোদার আদেশ লঙ্ঘনকারী হইবে, সমস্ত আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়ে খোদার ভয় কর, খোদা তোমাদের দীন ও দুনইয়ার কল্যাণকর বিষয়গুলির সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করেন, আল্লাহ দীন ও দুনইয়ার সমস্ত কল্যাণকর বিষয়ে সমধিক অভিজ্ঞ।

(২৮৩) এই আয়তে আল্লাহ বলিতেছেন, যদি তোমরা বিদেশে থাক এবং লেখক প্রাপ্ত না হও, তবে কোন বস্তু মহাজনের নিকট বন্ধক স্বরূপ রাখিয়া তাহার অধিকারভুক্ত করিয়া দিবে।

সমস্ত ফকিহ্ বিদ্বান একবাক্যে বলিয়াছেন যে, বিদেশে হউক, আর স্বদেশে হউক, লেখক উপস্থিত থাকুক আর নাই থাকুক, কোন বস্তু বন্ধক রাখা জায়েজ।

মোজাহেদ বলিয়াছেন, বিদেশ ব্যতীত বন্ধক গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না, তাঁহার এই মত পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ছহিহ বোখারির হাদিছে আছে, হজরত নবি (ছাঃ) একজন য়িহুদীর নিকট নিজের জেরা বন্ধক রাখিয়াছিলেন।

এই আয়তে বুঝা যায় যে, বন্ধক বন্ধকগৃহীতার দখলে থাকা জরুরি। ইহাতে বুঝা যায় যে, এজমালি সম্পত্তির বন্ধক রাখা জায়েজ হইবে না।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

যদি কেহ কোন লোকের বিশ্বাসপরায়ণতার উপর নির্ভর করতঃ বিনা লিখিত চুক্তিপত্র, সাক্ষী ও বন্ধকে তাহাকে ঋণ প্রদান করে, তবে দেনাদারকে নিজের দেনা পরিশোধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যখন মহাজন তাহার বিশ্বাসপরায়ণতার উপর নির্ভর করিয়া তাহার নিকট চুক্তিপত্র, সাক্ষী ও বন্ধকের দাবি করে নাই, তখন তাহার আল্লাহকে ভয় করিয়া কার্য্য করা উচিত।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

যদি দেনাদার উপরোক্ত ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া উক্ত দেনা অস্বীকার করিয়া বসে, তবে যে কেহ উহা অবগত থাকে, সে যেন মহাজনের হক রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হয় এবং সত্যকথা গোপন না করে। যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করে, তাহার অন্তর গোনাহগার হইবে। তোমরা যে কার্য্য কর, খোদা তাহা অবগত আছেন।

—১৩

৪০শ রুকু, ৩ আয়ত।

(٢٨٤) لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ط
وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ
بِهِ اللّٰهُ ط فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ط وَ اللّٰهُ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ (٢٨٥) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ
اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِكَتِهٖ
وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف
وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ق غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ
الْمَصِيْرُ ۝ (٢٨٦) لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا
مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ع رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ع رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا

مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ

أَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

২৮৪। আছমান সমূহে এবং জমিনে যাহা কিছু আছে—তাহা আল্লাহরই (সৃষ্টি), আর তোমাদের অন্তর সমূহে যাহা কিছু আছে, যদি তোমরা উহা প্রকাশ কর কিম্বা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট উহার হিসাব লইবেন, অনন্তর তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন, শাস্তি প্রদান করিবেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে মহা শক্তিশালী।

২৮৫। রাছুল এবং ইমানদারগণ তাঁহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তাঁহার উপর যাহা নাজেল করা হইয়াছে, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন; প্রত্যেকেই আল্লাহ, তাঁহার ফেরেশতাগণ, তাঁহার কেতাব সকল ও তাঁহার রাছুল সকলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, আমরা তাঁহার রাছুলগণের মধ্যে কাহারও প্রভেদ করি না এবং তাহারা বলিয়াছেন, আমরা শ্রবণ করিয়াছি এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়াছি, হে আমাদের প্রতিপালক, (আমরা) তোমার ক্ষমা (প্রার্থনা করিতেছি) এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন স্থল।

২৮৬। আল্লাহ কোন প্রাণীর প্রতি তাহার সাধ্যের অতীত ব্যবস্থা প্রদান করেন না, সে স্বেচ্ছায় যে সৎকার্য্য করে, তাহার সুফল প্রাপ্ত হইবে এবং স্বেচ্ছায় যে কুকার্য্য করে, তাহার শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। হে আমাদের প্রতিপালক, যদি আমরা বিস্মৃত হই কিম্বা ত্রুটী করি, তবে আমাদিগকে ধৃত করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের উপর কঠোর ব্যবস্থা স্থাপন করিও না—যেরূপ আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের উপর স্থাপন করিয়াছিলে।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উপর এরূপ ভার অর্পণ করিও না—যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই; আর আমাদের গোনাহ মুছিয়া দিয়া আমাদিগকে শাস্তিমুক্ত করিও, আর আমাদের দোষ ঢাকিয়া দিয়া মার্জ্জনা করিও এবং আমাদের উপর অনুগ্রহ প্রদান করিও, তুমি আমার কার্য্যনির্ব্বাহক, অতঃপর তুমি আমাদিগকে ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়ের উপর পরাক্রান্ত করিও।

টীকা; -

২৮৪। এবনো-জরির বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, এই আয়তটী সাক্ষ্য গোপন করা সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল। দ্বিতীয় দল বলিয়াছেন, আয়তটী এই উদ্দেশ্যে নাজেল হইয়াছিল যে, খোদা নিজের বান্দাগণকে বলিতেছেন, তাহারা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন অথবা যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই, কিন্তু উহার সঙ্কল্প করিয়াছেন, খোদাতায়ালা উভয় কার্য্য ও সঙ্কল্পের হিসাব গ্রহণ করিবেন।

আয়তের সারমর্ম্ম এই যে, আল্লাহতায়ালা আছমান সমূহের, জমিনের, উভয়ের অভ্যন্তরে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ের অধিপতি, তৎসমুদয়ের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সমস্ত অবস্থা ও অতি সূক্ষ্ম ও গোপনীয় ব্যাপার অবগত আছেন; কাজেই তোমরা যে কার্য্যগুলি প্রকাশ্যভাবে করিয়া থাক, অথবা যাহা কিছু অন্তর সমূহে গোপন করিয়া থাক, তিনি তৎসমস্তের হিসাব গ্রহণ করিবেন

তৎপরে একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, এই হুকুমটী মনছুখ হইয়া গিয়াছে।

এমাম আহমদ ও মোছলেম উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে সময় এই আয়তটী হজরত

নবি (ছাঃ)এর উপর নাজেল হইয়াছিল, ছাহাবাগণের পক্ষে অতি কঠোর ব্যবস্থা বলিয়া অনুমিত হইলে, তাঁহারা হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া জানুর উপর উপবেশন করিয়া বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আমরা নামাজ, রোজা, জেহাদ, ছদকা ইত্যাদি কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইয়াছি, এই কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতে আমরা সক্ষম, কিন্তু এই আয়তে যে অন্তরের সঙ্কল্পের উপর হিসাব গ্রহণের কথা হইয়াছে, এই হুকুম পালন আমাদের সাধ্যাতীত। ইহাতে হজরত বলিলেন, যেরূপ য়িহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়দ্বয় বলিয়াছিল, আমরা শ্রবণ করিলাম এবং উহা অমান্য করিলাম, তোমরা কি এইরূপ বলিতেছ? বরং তোমরা বল, আমরা শ্রবণ পূর্ব্বক বশ্যতা স্বীকার করিলাম, হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্ত্তন। যখন ছাহাবাগণ ইহা পাঠ করিলেন এবং তাঁহাদের রসনা ইহার বশ্যতা স্বীকার করিল, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল, (আল্লাহ) প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা কিছু নাজেল করা হইয়াছে, (তাঁহার) রাছুল ও ইমানদারগণ তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেকে আল্লাহ, তাঁহার ফেরেশতাগণ, তাঁহার কেতাব সকল ও তাঁহার রাছুলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার রাছুলগণের মধ্য হইতে কাহাকেও প্রভেদ করি না, আরও বলিয়াছেন, আমরা (খোদার আদেশ) শ্রবণ করতঃ শিরোধার্য্য করিলাম, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং আমরা মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া ও পুনরুত্থিত হইয়া তোমার বিচার ও হিসাবের দিকে প্রত্যাগত হইব।

ছাহাবাগণ এই আদেশ প্রতিপালন করিতে থাকিলে, নিম্নোক্ত আয়ত নাজেল হইয়া উল্লিখিত হুকুম মনছুখ করিয়া দিয়াছে;—

আয়তটী এই ;—আল্লাহ কোন প্রাণীর উপর তাহার সাধ্যাতীত হুকুম করেন না। (শেষ অবধি) এবনো-জরির রেওয়াএত করিয়াছেন, ছইদ বেনে মারজানা বলেন, আমি হজরত এবনো-ওমারের নিকট উপবেশন করিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি উক্ত আয়ত পাঠ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, আমি খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি খোদা আমাদের অন্তরের সঙ্কল্প ও ধারণার প্রতিফল প্রদান করেন, তবে নিশ্চয় আমরা ধ্বংস প্রাপ্ত।

ছইদ বলেন, আমি হজরত এবনো-আব্বাছের নিকট উপস্থিত হইয়া হজরত এবনো-ওমারের কথা উল্লেখ করিলাম। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, খোদা তাঁহাকে মার্জ্জনা করুন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এই আয়ত নাজেল হইলে, তাঁহার ন্যায় ছাহাবাগণ চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন, খোদা পরবর্ত্তী আয়ত নাজেল করিয়া বলেন, তিনি কোন জীবের উপর উহার সাধ্যাতীত আদেশ নাজেল করেন না।

মনের দুশ্চিন্তা নিবারণ করা মুছলমানগণের সাধ্যাতীত, (কাজেই উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে না), শেষ ব্যবস্থা এই থাকিল যে, লোকের ভাল মন্দ কথা ও কার্য্যের প্রতিফল প্রদান করা হইবে। হজরত আলি, আবদুল্লাহ বেনে মছউদ, কা'বোল-আহবার, শা'বি, নাখয়ি, মোহম্মদ বেনে কা'ব, একরামা, ছইদ বেনে জোবাএর ও কাতাদা বলিয়াছেন, উক্ত হুকুম মনছুখ হইয়া গিয়াছে।

ছেহাহ-ছেত্তা গ্রন্থে আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্ত্তৃক এই হাদিছটি উল্লিখিত হইয়াছে ;—হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমার উম্মত যাহা মনে চিন্তা করে, যতক্ষণ উহা মুখে প্রকাশ না করে কিম্বা তদনুযায়ী কার্য্য না করে, ততক্ষণ আল্লাহ তাহার এই চিন্তার জন্য তাহাকে গোনাহগার বলিয়া স্থির করেন না।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে এই হাদিছে কুদছি উল্লিখিত হইয়াছে, আল্লাহ বলিয়াছেন, যখন আমার বান্দা কোন গোনাহ করার সঙ্কল্প করে, আমি বলি হে ফেরেশতাগণ, তোমরা ইহার জন্য কোন গোনাহ লিপিবদ্ধ করিও না, যদি সে উক্ত গোনাহ না করে, তবে আমি বলি, তাহার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। আর যদি সে গোনাহ করে, তবে আমি বলি, তাহার জন্য একটি গোনাহ লিখিয়া রাখ।

যদি কেহ একটী সৎকার্য্য করার ইচ্ছা করে, কিন্তু উহা না করে, তবে তাহার জন্য একটী নেকী লিখিত হয়, আর যদি সে ব্যক্তি একটী সৎকার্য্য করে, তবে তাহার জন্য দশ হইতে সাত শত নেকী লিখিত হয়।

ছহিহ মোছলেমের হাদিছে আছে ;—

একদল ছাহাবা হজরত নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমাদের অন্তরে এরূপ চিন্তাধারা উদয় হইতে থাকে, যাহা প্রকাশ করা আমাদিগকে মহা দূষিত বিষয় বলিয়া অনুমিত হয়। হজরত বলিলেন, তোমরা কি এরূপ চিন্তাধারা মহা দূষিত ধারণা কর ? তাঁহারা বলিলেন, হাঁ। হজরত বলিলেন, ইহা তোমাদের স্পষ্ট ঈমানের লক্ষণ।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) অন্য রেওয়াএতে বলিয়াছেন, এই আয়তটী মনছুখ হয় নাই, কিন্তু আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিবস লোকদিগকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, তোমরা যাহা কিছু অন্তরে গোপন রাখিয়াছিলে, আমার ফেরেশতাগণ উহা অবগত হইতে পারেন নাই, অদ্য আমি তৎসমস্ত তোমাদিগকে জ্ঞাপন করাইব, তৎপরে তিনি ইমানদারদিগের অন্তর নিহিত চিন্তাধারা তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া ক্ষমা করিয়া দিবেন, ইহাই তাঁহার হিসাব গ্রহণের অর্থ। আর কপটীরা (মোনাফেকেরা) মনে মনে

যে ইছলামের প্রতি অসত্যারোপের চিন্তা লুকায়িত রাখে, তাহা তিনি প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে দোজখে শাস্তিগ্রস্ত করিবেন। এই হেতু খোদা এই আয়তে বলিয়াছেন, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন, ক্ষমা করিয়া দিবেন, আর যাহাকে ইচ্ছা করেন, শাস্তিগ্রস্ত করিবেন।

আরও তিনি বলিয়াছেন,—

ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم

"কিন্তু তোমাদের অন্তর যাহা অর্জ্জন করিয়াছে, তিনি তোমাদিগকে তাহার শাস্তি প্রদান করিবেন।" অর্থাৎ মোনাফেক শ্রেণীর কপটতা ও সন্দেহের শাস্তি প্রদান করিবেন।

ইহা জোহাক, মোজাহেদ ও হাছান বাছারির মত, এবনো-জরির এই মত মনোনীত স্থির করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হিসাব গ্রহণ করিলে, শাস্তি প্রদান করা বুঝা যায় না, নিশ্চয় আল্লাহ কখন হিসাব গ্রহণ করিয়া ক্ষমা করিয়া দেন, আর কখন হিসাব গ্রহণ করিয়া শাস্তি প্রদান করেন।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে এই হাদিছটী উল্লিখিত হইয়াছে, ইমানদার ব্যক্তি আল্লাতায়ালার দরবারে কেয়ামতের দিবস নিজের গোনাহগুলি স্বীকার করিবে, আল্লাহ বলিবেন, তুমি এই গোনাহ করিয়াছ কি? সে বলিবে, হাঁ। তৎপরে আল্লাহ বলিবেন, নিশ্চয় আমি দুনইয়াতে তোমার উক্ত গোনাহগুলি গোপন রাখিয়াছিলাম, অদ্য কেয়ামতে তৎসমুদয় ক্ষমা করিয়া দিলাম। পক্ষান্তরে কাফের ও মোনাফেকদিগের সম্বন্ধে সকলের সাক্ষাতে ঘোষণা করা হইবে যে, ইহারাই নিজেদের প্রতিপালকের উপর অসত্যারোপ করিয়াছিল, সাবধান! অত্যাচারিদিগের উপর খোদার অভিসম্পাত হউক।

এবনো-জরির হজরত আএশা (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, ইমানদারেরা যে কোন মন্দ সঙ্কল্প করেন, খোদাতায়ালা দুনইয়াতে

নানাবিধ বিপদ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন; পীড়া, বেদনা, মানসিক দুঃখ ইত্যাদিতে উহার শাস্তি প্রদান করা হয়, কোন বস্তু হারাইয়া গেলে অন্তরে যে অনুশোচনা ও ক্ষোভ উপস্থিত হয়, ইহাতেও উক্ত দোষ মা'ফ হইয়া যায়।

এবনো-কছির এই হাদিছটী দুর্ব্বল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এমাম রাজি লিখিয়াছেন, বিদ্বানগণ এই আয়তের ব্যাখ্যায় কয়েক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন;—

প্রথম এই যে, মনুষ্যের অন্তরে যে চিন্তাধারা উদয় হয়, ইহা দুই প্রকার হইয়া থাকে, প্রথম সে সর্ব্বদা উহা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে, উহা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে থাকে, এমন কি উহা কার্য্যে পরিণত করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হয়, এইরূপ বদ্ধমূল চিন্তাধারার জন্য সে শাস্তিগ্রস্ত হইবে। দ্বিতীয় তাহার অন্তরে কুকল্পনা উদয় হয়, আর সে ব্যক্তি উহা পছন্দ না করে, উহা দূর করার ইচ্ছা করা সত্বেও দূরীভূত হয় না, এইরূপ চিন্তাধারার জন্য সে শাস্তিগ্রস্ত হইবে না। কোর-আনে ইহার প্রমাণ আছে। এক আয়তে আছে—তোমাদের অন্তর যাহা অর্জ্জন করিয়াছে, খোদা উহার জন্য তোমাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন।

অন্য আয়তে আছে "যাহারা পছন্দ করে যে, ইমানদারদিগের সম্বন্ধে কোন দুর্ণাম প্রচারিত হয়, (তাহাদের এই শাস্তি হইবে)।" ইহাই বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয়, মনুষ্যের দুশ্চিন্তা অন্তরে বদ্ধমূল হউক, আর না হউক, উহা ক্ষমার যোগ্য, এই মতটী দুর্ব্বল, কেননা অনেক ক্ষেত্রে অন্তর-নিহিত ধারণার জন্য শাস্তি প্রদান করা হইবে, কাফেরি ও বেদয়াতমূলক মত (আকিদা) অন্তরের ধারণা ব্যতীত আর কিছুই নহে, আর ইহার জন্য কঠিনতম শাস্তি প্রদান করা হইবে। নিদ্রিত ও ভ্রমকারীর কার্য্যে শাস্তি প্রদান করা হইবে

না, যেহেতু উহার সহিত অন্তরের ধারণা সংযুক্ত হয় না। ইহাতেই দ্বিতীয় মতের দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

তৃতীয় মত এই যে, ইহজগতে বিবিধ প্রকারের দুঃখ, বেদনা, পীড়া ও বিপদ দিয়া অন্তরের মন্দ কল্পনার শাস্তি প্রদান করা হইয়া থাকে। ইহা হজরত আএশার উল্লিখিত ব্যাখ্যা।

চতুর্থ মত এই যে, খোদা কেয়ামতের দিবস উক্ত কুকল্পনার কথা প্রকাশ করিয়া দিবেন, কিম্বা ইমানদারদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন, আর মোনাফেকদিগকে শাস্তিগ্রস্ত করিবেন।

পঞ্চম মত এই যে, খোদা ইহার পরে বলিয়াছেন, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, ক্ষমা করিয়া দিবেন, আর যাহাকে ইচ্ছা করেন, শাস্তিগ্রস্ত করিবেন। যে ব্যক্তি উক্ত কুধারণাকে ঘৃণা করে, খোদা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন; আর যে ব্যক্তি উহা পছন্দ করিতে থাকে, খোদা তাহাকে শাস্তি প্রদান করিবেন।

ষষ্ঠ মত এই যে, ইহাতে সাক্ষ্য গোপন করার কথা বলা হইয়াছে, এই মতটী দুর্ব্বল, কেননা যদিও এই আয়তটী উক্ত ব্যাপারের পরে নাজেল হইয়াছে, তথাচ উহার মর্ম্ম ব্যাপক হইবে।

সপ্তম মত এই যে, উহা মনছুখ হইয়াছে, এমাম রাজি এই মতটী দুর্ব্বল বলিলেও এমাম এবনো-জরির, এবনো-কছির প্রভৃতি তৎসম্বন্ধে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।—কঃ, ২।৩৯২, এঃ কঃ, ২।১৯৩—১৯৪, এঃ তঃ, ৩।৮৭—৯৩।

২৮৫। এই আয়তে আল্লাহ বলিতেছেন, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) অকাট্য প্রমাণ সমূহ ও প্রকাশ্য মো'জেজা (অলৌকিক ক্রিয়া) গুলি দ্বারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন যে, তাঁহার উপর অবতারিত কোর-আন সত্যই খোদার বাণী, ইহা বে-গোনাহ (নিষ্পাপ) ফেরেশতা কর্ত্তৃক তাঁহার উপর নাজেল করা হইয়াছে,

ইহা ভ্রান্তকারী শয়তানের কথা নহে, জাদু, গণকের কথা কিম্বা কবির রচনা নহে।

ইমানদারগণ অকাট্য প্রমাণ সমূহ দ্বারা উক্ত কোর-আন খোদার পক্ষ হইতে অবতারিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

রাছুল ও প্রত্যেক ইমানদার নিম্নোক্ত কয়েকটী বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন, প্রথম আল্লাহ অংশ বিহীন এক, অনাদি-অনন্ত, তিনি রূপ, আকৃতি, অবয়ব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কোন স্থানে বা দিকে স্থিতিশীল হওয়া, গমনাগমন ইত্যাদি জড়-জীবের গুণ'বলী হইতে পবিত্র, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, অমর, সর্ব্বশ্রোতা, সর্ব্বদর্শক, সৃষ্টিকর্ত্তা, অভাব রহিত।

দ্বিতীয় আল্লাহ ও রাছুলগণের মধ্যস্থ ফেরেশতাগণ বেগোনাহ (নিষ্পাপ), পবিত্র, খোদার ভয়ে ভীত, তাঁহার আদিষ্ট বিষয় প্রালনকারী, তাঁহার এবাদতে সতত লিপ্ত, তাঁহারা খোদার জেকরে শান্তি ও তাঁহার এবাদতে প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন, যেরূপ নিশ্বাস দ্বারা আমাদের জীবন-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ খোদার জেকর, মা'রেফাত ও এবাদতে তাঁহাদের জীবন স্থায়ী থাকে। তাঁহাদের এক এক শ্রেণী পার্থিব এক এক প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহে নিয়োজিত থাকেন।

তৃতীয় আছমানি কেতাবগুলি ফেরেশতা কর্ত্তৃক নবিগণের উপর নাজেল হইয়াছিল, ইহা খোদার অহি, ইহা শয়তান, গণক কিম্বা কবির কথা নহে, শয়তানের ইহাতে কিছু যোগ বিয়োগ করার শক্তি নাই। এই কোর-আনে কিছু পরিবর্ত্তন, হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই, হইতেও পারে না, হজরত জিবরাইল (আঃ) যে নিয়মে উহা লিপিবদ্ধ করিতে বলিয়াছিলেন, সেই নিয়মেই হজরত নবি

(ছাঃ) উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ছাহাবাগণকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

কোর-আনে মোহকাম (স্পষ্ট মর্ম্মবাচক) এবং মোতাশাবেহ (অস্পষ্ট মর্ম্মবাচক) এই দুই প্রকার আয়ত আছে, মোহকাম আয়ত দ্বারা মোতাশাবেহ আয়তের স্বরূপ নির্ণয় করা হইবে।

যদিও আমরা আছমানি কেতাবগুলির সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করিতে না পারি, তথাচ আমাদের তৎসমুদয়ের খোদার কালাম হওয়া সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে।

বর্ত্তমানে য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগের হস্তে যে তওরাত ও ইঞ্জিল দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন হইয়াছে, উক্ত কেতাবদ্বয়ের কোন্ কথাটী খোদার কালাম, আর কোন্ কথাটী জাল, তাহা সঠিক নির্ণয় করার উপায় নাই, উক্ত কেতাবদ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন হস্তলিপিতে বিপরীত বিপরীত কথা ও হ্রাসবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, এই হেতু উক্ত কেতাবদ্বয়ের পরিবর্ত্তন হওয়ার দাবি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, আরও ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, মূল তওরাত ও ইঞ্জিল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কাজেই আমাদের এই দাবি নিশ্চয় সত্য হইবে। বেদ হিন্দু মুনি ঋষিদিগের রচিত, উহাতে শেরকমূলক অনেক শিক্ষা আছে, কাজেই ইহা যে খোদার কালাম নহে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে।

নবিগণ খোদার অহি প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা শেরক ও গোনাহগুলি ধ্বংস করিতে প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহারা বেগোনাহ ছিলেন, নবিগণের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নিশ্চিতরূপে আমরা না জানিলেও, তাঁহাদের সমস্তকে নবি বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি, তাঁহাদের বিশিষ্ট কতক ব্যক্তি রাছুল নামে, তাহাদের কতক জন উলোল-আজম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

হিন্দুদের মানিত রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদির চরিত আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, তাহারা শেরক এবং গোনাহ কার্য্যের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কাজেই আমরা তাহাদিগকে নবী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, বিশেষতঃ একজনকে নবী বলিয়া দাবি করিতে গেলে, কোর-আন ও হাদিছে তাহার নবি বলিয়া উল্লিখিত হওয়া জরুরি।

তৎপরে খোদা বলিতেছেন ;—

ইমানদারেরা সমস্ত নবীকে নবি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য, যে য়িহুদীরা হজরত ইছা ও হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)কে নবী বলিয়া স্বীকার করে না, আর যে খৃষ্টানেরা হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)কে নবী বলিয়া স্বীকার করে না, তাহারা ইমানদার নহে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

ইমানদারেরা বলিয়া থাকে, আমরা খোদার অবতারিত আদেশ নিষেধকে অন্তরের কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিলাম এবং বিশ্বাস স্থাপন করিলাম যে, যে কোন শরিয়তের ব্যবস্থা ফেরেশতাগণের দ্বারা হজরত নবি (ছাঃ)এর উপর অবতারণ করা হইয়াছে, তৎসমস্ত সত্য এবং গ্রহণযোগ্য, তৎপরে তাহারা বলিয়া থাকে যে, আমরা যে কেবল বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, তাহা নহে, বরং বিশ্বাসের সহিত তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকি। ইহাতে বুঝা গেল যে, শরিয়তের প্রতি আমল করিতে গেলে, বিশ্বাস ও কার্য্য উভয় বিষয় জরুরি হইয়া থাকে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

ইমানদারেরা বলিয়া থাকে, হে খোদা, তুমি নিজের ক্ষমা-গুণ দ্বারা আমাদিগকে ক্ষমা কর, কিম্বা আমরা তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, ইমানদারেরা খোদার আদেশ-নিষেধ পালন করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতে ক্রটী হইতে পারে, এই ভয়ে তাঁহারা বলিয়া থাকেন, হে খোদা, তুমি আমাদের ক্রটী মার্জ্জনা কর।

দ্বিতীয় ইমানদারেরা এবাদত কার্য্যে ক্রম-উন্নতি লাভ করিতে থাকে, তাহারা এক পদ হইতে অন্য পদে উন্নীত হইলে, নিম্নপদকে হীন ধারণা করিয়া খোদার নিকট ক্রটী মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

হাদিছে আছে—হজরত বলিয়াছেন, আমার অন্তরে পরদা পড়িয়া থাকে, এই হেতু আমি রাত্রদিবা ৭০ বার খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকি। এই হাদিছের উপরোক্ত প্রকার অর্থ হইবে।

আল্লাহতায়ালার প্রদত্ত সম্পদগুলির সম্মুখে মনুষ্যদিগের সমস্ত এবাদত এবং তাঁহার মর্য্যাদার নিকট তাহাদের সমস্ত মা'রেফাত অতি নগণ্য, হেয়, ক্রটী ও অজ্ঞতা ব্যতীত আর কিছুই নহে, কাজেই এবাদত করিয়া তাঁহার নিকট ক্রটী স্বীকার করা জরুরি। এই অর্থেই কোর-আন শরিফে হজরত নবি (ছাঃ)কে এস্তেগফার করিতে বলা হইয়াছে।

যদিও হজরত (ছাঃ)এর এবাদতের দরজা অতি উন্নত, তবু তিনি মোকাশাফাতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পবিত্র খোদার দরবারে যাহা যোগ্য, তাহা অপেক্ষা উক্ত এবাদত ক্রটীপূর্ণ, কাজেই তিনি এস্তেগফার করিতেন। এস্থলে غفرانك শব্দ বলিয়া ইশারা করা হইয়াছে যে, খোদা ক্ষমা-গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু তওবা করিলে তিনি নিজ অনুগ্রহে সমস্ত গোনাহ মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, বরং গোনাহগুলিকে নেকীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকেন।

ছহিহ হাদিছে আছে ;—আল্লাহতায়ালার রহমত (দয়া)কে একশত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একভাগ ফেরেশতা,

জেন, মনুষ্য ও পশুদিগের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে, ইহার জন্য তাহারা পরস্পরে দয়া অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, খোদা উহার ৯৯ ভাগ রহমত কেয়ামতের দিবসের জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছেন।

এমাম রাজি বলেন, আমি ধারণা করি যে غفرانك শব্দের অর্থ উক্ত মহা ক্ষমা। যেন বান্দা বলিতেছে যে, আমি স্বীকার করি যে, আমার গোনাহ অতি মহান, কিন্তু তোমার ক্ষমা তদপেক্ষা সমধিক মহান।

আর ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, যদি আমাদের ন্যায় গোনাহগারেরা গোনাহ না করিত, তবে তোমার ক্ষমা গুণের চিহ্ন প্রকাশিত হইত না, কাজেই আমরা সেই ক্ষমা গুণের বিকশিত হওয়ার আকাঙ্খা করিতেছি।

তৎপরে ربنا (হে আমাদের প্রতিপালক), ইহার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে—(১) হে খোদা, যে সময় আমি তোমার একত্ববাদ (তওহিদ) প্রচার না করিতাম, সেই সময় তুমি আমাকে প্রতিপালন করিতে, আর যে সময় আমি তোমার 'তওহিদ' প্রচারে নিজের জীবনকে অতিবাহিত করিতেছি, সেই সময় তুমি যে আমার প্রতিপালন করিবে না, ইহা তোমার দয়া অনুগ্রহের পক্ষে কি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে?

(২) হে খোদা, যখন আমি অস্তিত্বশূন্য ছিলাম, তখন তুমি আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলে যদি তুমি আমাকে সেই সময় প্রতিপালন না করিতে, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম না, কেননা তোমার প্রতিপালন ব্যতীত আমি অস্তিত্বহীন অবস্থায় থাকিতাম, ইহা ক্ষতির কারণ হইত না।

আর বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যদি তুমি আমাকে প্রতিপালন না কর, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইব, কাজেই তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমাকে প্রতিপালনহীন অবস্থায় ত্যাগ করিও না।

(৩) তুমি আমাকে অতীত কালে প্রতিপালন করিয়াছিলে, কাজেই উহা তোমার ভবিষ্যৎ কালীন প্রতিপালনের অবলম্বন স্বরূপ স্থির করিয়া লও।

(৪) তুমি অতীত কালে আমার প্রতিপালন করিয়াছিলে, কিন্তু অনুগ্রহের প্রথমাংশ অপেক্ষা উহা ম করা সমধিক শ্রেয়ঃ, কাজেই দয়াগুণে উহা সমাপন কর।

তৎপরে বলিতেছেন—"তোমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন স্থল।" ইমানদারেরা যেরূপ খোদার সৃষ্টিকরণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহার পুনর্জ্জীবিত করার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন।

যখন বান্দা বিশ্বাস করে যে, লোকদিগকে পুনর্জ্জীবিত হইয়া খোদার দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে এবং সেই সময় খোদার আদেশ ব্যতীত অন্য কাহারও আদেশ থাকিবে না ও খোদার আদেশ ব্যতীত কেহই কাহারও সুপারিশ করিতে পারিবে না, তখন সে অতি বিশুদ্ধ ভাবে সৎকার্য্যাবলী সম্পাদন করিবে এবং অসৎ কার্য্যাবলী ত্যাগ করিতে সম্পূর্ণরূপে চেষ্টাবান হইবে।—কঃ, ২।৩৯৯।

২৮৬। لايكلف শব্দ تكليف ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, تكليف 'তকলিফ' শব্দের অর্থ কষ্টকর বিষয়ের আদেশ করা।

وسع শব্দের অর্থ সাধ্য ও শক্তি কিম্বা সহজ।

আয়তের অর্থ এই যে, আল্লাহ কোন জীবের উপর তাহার সাধ্যাতীত কোন কষ্টকর বিষয়ের আদেশ প্রদান করেন না, কিম্বা এইরূপ অর্থ হইবে—যাহা কোন জীবের পক্ষে সহজ, তাহা ব্যতীত আল্লাহ তাহার উপর কোন কষ্টকর বিষয়ের আদেশ প্রদান করেন না। এই কথাগুলি রাছুল ও ইমানদারগণের উক্তি হইতে পারে, কিম্বা খোদার হুকুম হইতে পারে।

প্রথম সূত্রে উহার এইরূপ অর্থ হইবে,—আমরা খোদার আদেশ শ্রবণ করিলাম এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলাম, যেহেতু তিনি আমাদের উপর আমাদের সাধ্যাতীত কোন কষ্টকর বিষয়ের আদেশ করিবেন না। যেরূপ তিনি দয়াপরবশ হইয়া আমাদের উপর সহজসাধ্য কার্য্যের আদেশ করিবেন, সেইরূপ আমাদিগকে বান্দা হিসাবে তাঁহার আদেশ শ্রবণ ও পালন করা কর্ত্তব্য।

আর যদি উহা খোদার হুকুম হয়, তবে এইরূপ অর্থ হইবে ;—যখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন, আমরা তোমার কথা শ্রবণ করিলাম এবং তোমার নুগত ~~ করিলাম এবং নিজেদের জ্ঞান গোচরে কৃত গোনাহগুলি মার্জ্জনার জন্য বলিয়াছিলেন যে, হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, সেই সময় আল্লাহতায়ালা এই সহজ ব্যবস্থা প্রকাশ করিলেন যে. যদি তোমরা ভ্রম বশতঃ অথবা অমনোযোগিতা হেতু কোন ত্রুটী কর, তবে ভীত হইও না, কেননা আল্লাহ কোন জীবের প্রতি সাধ্যাতীত বিষয়ের আদেশ প্রদান করেন না। এমাম রাজি বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা কোন জীবের উপর তাহার সাধ্যাতীত হুকুম করিতে পারেন কিনা, ইহাতে বিদ্বা। : ণর মতভেদ হইয়াছে।

কাজি বয়জবি ও আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, এই আয়তে বুঝা যায় যে. খোদা সাধ্যাতীত বিষয়ের হুকুম করেন না কিন্তু খোদাতায়ালার এইরূপ বিষয়ের হুকুম করা অসম্ভব হওয়া এই আয়তে বুঝা যায় না।—কঃ, ২।৪০০, বঃ, ১।২৭৩ ও রুঃ মাঃ, ১।৫১২।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

প্রত্যেক জীব যে কোন সৎকার্য্য করে, সে উহার সুফল প্রাপ্ত হইবে, আর যে কোন অসৎ কার্য্য করে, সে উহার শাস্তি প্রাপ্ত হইবে

এমাম রাজি বলিয়াছেন, ওয়াহেদী বলিয়াছেন, আরবি كسب 'কাছাব' ও اكتساب 'একতেছাব' অভিধানে একই অর্থবাচক, এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। ইহার প্রমাণে তিনি কবি জুরুম্মার উক্তি ও কোর-আনের কয়েকটী আয়ত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কেহ কেহ এতদুভয়ের মধ্যে সামান্য প্রভেদ থাকার কথা স্বীকার করিয়াছেন, (১) এই যে, যাহা নিজের জন্য কিম্বা পরের জন্য উপার্জ্জন করা হয়, উভয় বিষয়কে كسب 'কাছাব' বলা হয়। আর যাহা কেবল নিজের জন্য উপার্জ্জন করা হয়, উহাকে اكتساب 'একতেছাব' বলা হয়। কাশ্শাফ প্রণেতা বলিয়াছেন, সৎকার্য্য করাকে 'কাছাব' এবং অসৎ কার্য্য করাকে 'একতেছাব' বলা হয়। জাব্বায়ি বলিয়াছেন, সৎকার্য্য করিয়া যদি উহা নষ্ট না করিয়া ফেলে, তবে উহার ছওয়াব (বিনিময়) প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ গোনাহ করিয়া যদি তওবা না করিয়া থাকে, তবে উহার শাস্তি প্রাপ্ত হইবে।

অধিকাংশ আকায়েদ-তত্ত্ববিদ বিদ্বান বলিয়াছেন, এই আয়তে প্রমাণিত হয় যে, খোদাতায়ালা পিতৃগণের গোনাহ কার্য্যের জন্য তাহাদের শিশু সন্তানদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন না, কেননা ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেকে নিজের কৃত গোনাহ কার্য্যের শাস্তি প্রাপ্ত হইবে, আর শিশু সন্তানেরা কোন গোনাহ কার্য্য করে নাই, কাজেই তাহারা পিতৃগণের দুষ্কর্ম্মের জন্য কেন শাস্তিগ্রস্ত হইবে?

কোর-আন শরিফের অন্য স্থানে আছে ;—

لاتزر وازرة وزر اخرى "একজন বহনকারী অন্যের গোনাহ বহন করিবে না।"

তৎপরে আল্লাহ ইমানদারগণের দোয়ার কথা উল্লেখ করিতেছেন ;—

এই স্থলে আরবি نسيان 'নেছইয়ান' ও خطا 'খাতা' শব্দের অর্থ

কি, তাহাতে মতভেদ হইয়াছে। প্রথম 'নেছইয়ান' শব্দের অর্থ ত্যাগ করা ও 'খাতা' শব্দের অর্থ গোনাহ করা।

এসূত্রে আয়তের এইরূপ অর্থ হইবে ;—

ربنا لاتعاقبنا على ترك الواجبات و فعل المنهيات

"হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদিগকে ওয়াজেবগুলি (করণীয় বিষয়গুলি) ত্যাগ করার এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলির অনুষ্ঠান করার জন্য শাস্তিগ্রস্ত করিও না।" ইহা রুহোল-মায়ানির বিবরণ।

এবনো-জরির ইহার অর্থে লিখিয়াছেন ;—

لاتؤاخذنا ان نسينا شيأ فرضت علينا عمله فلم نعمله او اخطأنا في فعل شئ نهيتنا عن فعله ففعلناه على غير قصد منا الى معصيتك و لكن على جهالة منابه و خطا ❁

"তুমি যাহার অনুষ্ঠান করা আমাদের উপর ফরজ করিয়া দিয়াছ, যদি আমরা বিস্মৃত হইয়া উহা করি, কিম্বা তুমি যে কার্য্য করিতে আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছ, তোমার অবাধ্যতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্যে নহে, বরং অজ্ঞাতসারে ও ভ্রমবশতঃ উহা করি, তবে তুমি আমাদিগকে শাস্তি প্রদান করিও না।"

এবনো-কছির উহার অর্থে লিখিয়াছেন ;—

بان تركنا فرضا على جهة النسيان او فعلنا حراما كذلك او اخطأنا الى الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي ❁ .

"যদি আমরা বিস্মৃত অবস্থায় কোন ফরজ ত্যাগ করি, কিম্বা ঐরূপ অবস্থায় কোন হারাম কার্য্য করি, অথবা শরিয়ত-সঙ্গত

ব্যবস্থা নাজানা বশতঃ কোন কার্য্য যথাযথ ভাবে করিতে ভ্রম করি, তবে তুমি আমাদিগকে শাস্তিগ্রস্ত করিও না।”

এবনো-জরির বলিয়াছেন, বিস্মৃত হওয়া দুই প্রকার হইতে পারে—প্রথম এই যে, নিজের ক্রটী বশতঃ উহা বিস্মৃত হওয়া। দ্বিতীয় এই যে, অক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা হেতু বিস্মৃত হওয়া।

যদি কেহ কোর-আন স্মরণ করিয়া লওয়ার পরে উহা বারম্বার পাঠ করা ত্যাগ করে, এই হেতু উহা বিস্মৃত হইয়া যায়, তবে ইহা গোনাহ ও তিরস্কারের উপযুক্ত হইবে।

আর যদি সে ব্যক্তি বারম্বার পাঠ করা সত্ত্বেও স্মৃতিশক্তির দোষে বিস্মৃত হইয়া যায়, তবে ইহা গোনাহ হইবে না।

এইরূপ ‘খাতা’ দুই প্রকার হইতে পারে,—প্রথম এই যে, কেহ স্বেচ্ছায় জ্ঞাতসারে কোন নিষিদ্ধ বিষয় করে, ইহা গোনাহ; দ্বিতীয় কোন নিষিদ্ধ বিষয় সিদ্ধ ধারণায় বা অজ্ঞাতসারে করে, যেরূপ কেহ রমজানের ছোবহে-ছাদেকের সময় রাত্রি ধারণায় পানাহার করে, এই ভ্রমে গোনাহ হইবে না। উপরোক্ত আয়তে যে ভ্রান্তি ও বিস্মৃতিতে গোনাহ হয়, এইরূপ ভ্রান্তি ও বিস্মৃতির গোনাহর শাস্তি হইতে মুক্তি প্রার্থনা করা হইতেছে, কিন্তু যে ভ্রান্তি ও বিস্মৃতিতে কোন গোনাহ নাই, উহাতে ক্ষমা চাওয়ার কোন কারণ নাই, ইহা এবনো-জরিরের মত।

হাদিছ শরিফে আছে;—খোদা আমার উম্মত হইতে ভ্রম, বিস্মৃতি ও বলপ্রয়োগ-সম্ভূত বিষয়ের দোষ লোপ করিয়া দিয়াছেন।

ইহা যে ভ্রান্তি ও বিস্মৃতিতে গোনাহ হয় না, তৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে।

কাজি বয়জবি ও আল্লামা আলুছি লিখিয়াছেন, ক্রটী ও অমনোযোগীতা বশতঃ যে গোনাহ করা হয়, উহা হইতে

প্রার্থনা করা হইয়াছে, কিম্বা ভ্রম ও বিস্মৃতি বশতঃ যে গোনাহ কার্য্য করা হয়, উহাতে শাস্তি হওয়া বিবেকের নিকট অসম্ভব নহে, কেননা গোনাহগুলি বিষের তুল্য, উহা ভ্রমবশতঃ পান করিলেও প্রাণ নাশের কারণ হইতে পারে, এইরূপ গোনাহ-কার্য্যের অনুষ্ঠান অজ্ঞাতসারে ও ভ্রমবশতঃ হইলেও শাস্তির কারণ হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু খোদাতায়ালা দয়া-অনুগ্রহ বশতঃ উহা ক্ষমা করার অঙ্গীকার করিয়াছেন, কাজেই উক্ত অনুগ্রহ সর্ব্বদা স্মরণ করণার্থে মনুষ্যের ঐ প্রকার দোয়া জায়েজ হইবে।

এমাম রাজি লিখিয়াছেন,—

ইমানদারগণ অতিরিক্ত খোদা-ভীরু ছিলেন, কাজেই তাঁহারা ভ্রমবশতঃ কিম্বা বিস্মৃতি অবস্থায় কোন গোনাহ কার্য্য করিলেও বলিয়া থাকেন যে, হে খোদা, যদিও এইরূপ কার্য্যে শাস্তি হওয়া অসম্ভব নহে, তথাচ তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর।—রূঃ, মাঃ, ১।৫১২, এঃজঃ, ৩।৯৫।৯৬, কঃ, ২।৪০২।৪০৩, বঃ, ১।২৭৩ ও এঃকঃ, ২।১৯৭।৯৮।

তৎপরে তাহাদের দ্বিতীয় দোয়ার কথা উল্লেখ করা হইতেছে, এই স্থলে যে اصر শব্দ আছে, ইহার অর্থ কি হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। ইহার আভিধানিক অর্থ ভারি বোঝা এবং কষ্ট, তৎপরে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ উহার অর্থ এরূপ গোনাহ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার তওবা করার সুযোগ না হয়।

প্রথম অর্থের হিসাবে উহার এইরূপ মর্ম্ম হইবে—হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের উপর এরূপ কঠোর ও কষ্টকর ব্যবস্থা-গুলির বিধান করিও না—যাহা প্রাচীন উম্মতের উপর বিধান করিয়াছিলে। তফছিরকারকগণ বলিয়াছেন, "আল্লাহতায়ালা য়িহুদিদিগের উপর ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করিয়াছিলেন, অর্থ-রাশির এক-চতুর্থাংশ জাকাত প্রদানের (বাৎসরিক দানের)

আদেশ করিয়াছিলেন, বস্ত্রে কোন নাপাকি (অপবিত্র বস্তু) লাগিলে, উক্ত স্থান কাটিয়া ফেলার আদেশ ছিল, কোন বিষয় ভুলিয়া গেলে, পৃথিবীতে উহার শাস্তি প্রদান করা হইত, কোন গোনাহ করিলে, কতক হালাল বস্তু হারাম করা হইত, তালুতের সম্প্রদায়ের উপর নদীর পানি পান করা হারাম করা হইয়াছিল, তাহাদের উপর দুনইয়াতে শাস্তি নাজেল করা হইত, এমন কি তাহাদিগকে বানর শূকরে পরিণত করা হইয়াছিল। তাহাদের তওবা প্রাণহত্যা ছিল। তওরাতের পঞ্চম পুস্তকে এইরূপ অনেক কঠোর ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে।

এই হেতু ইমানদারগণ খোদার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন তাহাদিগকে এইরূপ কঠোর বিধি ব্যবস্থা হইতে রক্ষা করেন। খোদা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

কোর-আনের এই আয়তে ;—

و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم

উক্ত কষ্টকর বিধানগুলি রহিত করার ও তাঁহাদের উক্ত প্রার্থনা মঞ্জুর করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

কোর-আনের অন্যত্র আছে ;—

و ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم

"তুমি তাহাদের মধ্যে থাকিতে খোদা তাহাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করিবেন না।"

আর এক স্থানে আছে ;—

و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون

"তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবেন, এমতাবস্থায় খোদা তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন না।"

হজরত বলিয়াছেন ;—রূপ পরিবর্ত্তন, ভূ-গর্ভে ধ্বংস ও সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হইতে খোদা আমার উম্মতকে রক্ষা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অর্থের হিসাবে উহার এইরূপ মর্ম্ম হইবে ;—হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি প্রাচীন উম্মতগণকে যেরূপ কঠোর অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়াছিলে, কিন্তু তাহারা উক্ত অঙ্গীকার পালনে অক্ষম হইয়া আশু শাস্তিতে ধৃত হইয়াছিল, তুমি আমাদিগকে ঐরূপ কঠিন অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিও না, নচেৎ আমরা উহা প্রতিপালনে অক্ষম হইয়া শাস্তিগ্রস্ত হইব।

এবনো-জরির শেষোক্ত অর্থ হজরত এবনো-আব্বাছ ও কয়েক জন বিদ্বান হইতে প্রকাশ করিয়া সমর্থন করিয়াছেন।

আরও তিনি রবি ও মালেক হইতে প্রথমোক্ত অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন এবং এমাম রাজি এই মতটী সমধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়াছেন ;—

এবনো-জরির, এবনো-জয়েদ কর্ত্তৃক উহার মর্ম্ম এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, "হে প্রতিপালক, তুমি আমাদিগকে এইরূপ গোনাহ হইতে রক্ষা কর—যাহার কোন প্রকার তওবা ও কাফ্‌ফারা না থাকে।"—এঃ জঃ, ৩।৯৮।৯৭, কঃ, ২।৪০৪, রুঃ মাঃ, ১।৫১৩, দোঃ, ১।৩৭৭ ও বঃ ১।২৭৪।

তৎপরে তাঁহাদের তৃতীয় দোয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ;—

এবনো-কছির এই অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন;—"হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের উপর বিপদরাশি নিক্ষেপ করিও না—যাহা সম্বরণ করা আমাদের সাধ্যাতীত।"

বয়জবি লিখিয়াছেন,—তুমি আমাদের উপর এরূপ বিপদ ও শাস্তি নিক্ষেপ করিও না—যাহা সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নাই।

এমাম রাজি লিখিয়াছেন ;—বান্দার দুইটী শ্রেণী আছে, (১) বাহ্য শরিয়তের প্রতি আমল করা, (২) মোকাশাফার

পথে প্রবেশ করা। উহা আল্লাহতায়ালার মা'রেফাত, সেবা (খেদমত), এবাদত ও দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। প্রথম অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, তুমি আমাদের উপর কষ্টকর ব্যবস্থাগুলি বিধান করিও না।

দ্বিতীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, হে খোদা, তুমি নিজের গৌরবের উপযুক্ত প্রশংসা, তোমার দান ও অনুগ্রহ রাশির যোগ্য কৃতজ্ঞতা এবং তোমার পবিত্র মাহাত্ম্যের যথাযোগ্য মা'রেফাত আমাদের নিকট তলব করিও না, কেননা তৎসমস্ত আমাদের শক্তির অতীত।—বঃ, ১।২৭৪, এঃ কঃ, ২।৪৯৮ ও কঃ, ২।৪০৬।

তৎপরে তাঁহাদের চতুর্থ দোয়ার কথা উল্লেখ করা হইতেছে ;—

এমাম রাজি বলিয়াছেন, শাস্তি দুই প্রকার হইয়া থাকে—শারীরিক ও আত্মিক, এইরূপ ছওয়াব শারীরিক ও আত্মিক দুই প্রকার হইয়া থাকে।

"হে খোদা, তুমি আমাদের গোনাহগুলি ক্ষমা করিয়া দাও।" ইহাতে শারীরিক শাস্তি হইতে মুক্তি পাওয়ার দোয়া করা হইয়াছে।

"তুমি আমাদের দোষগুলি ঢাকিয়া দাও।" (যেন আমরা লোকদিগের নিকট লাঞ্ছিত না হই), ইহাতে মানসিক শাস্তি হইতে মুক্তি পাওয়ার দোয়া করা হইয়াছে।

"তুমি আমাদের উপর দয়া অনুগ্রহ কর।" ইহাতে বেহেশতের দানরাশি, সুখসম্ভোগ ইত্যাদি বাহ্যিক বিনিময় লাভের দোয়া করা হইয়াছে।

"তুমি আমাদের মালেক।" ইহাতে খোদাতায়ালার দর্শন লাভ ইত্যাদি আত্মিক বিনিময়ের দোয়া করা হইয়াছে।

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন ;—কেহ কেহ বলিয়াছেন, واعف عنا বলিয়া কার্য্য-কলাপের দোষ মার্জ্জনার দোয়া করা হইয়াছে। واغفرلنا বলিয়া বাক্যাবলীর দোষ ক্ষমার দোয়া হইয়াছে। وارحمنا বলিয়া নেকীর পাল্লা ভারি হওয়ার দোয়া করা হইয়াছে।

অন্য কেহ বলিয়াছেন, প্রথম শব্দে মৃত্যুর কঠোর যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার দোয়া করা হইয়াছে। দ্বিতীয় শব্দে গোরের অন্ধকার হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার দোয়া করা হইয়াছে। তৃতীয় শব্দে কেয়ামতের দিবসের ভয়াবহ বিপদ রাশি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার দোয়া করা হইয়াছে।

তাঁহাদের দোয়ার শেষ এই ;—

"অনন্তর তুমি আমাদিগকে অস্ত্রযুদ্ধে, তর্কযুদ্ধে এবং ইছলামের গৌরব প্রচারে ইছলাম-শত্রু কাফের সম্প্রদায়ের উপর জয়যুক্ত কর।"

এমাম রাজি বলিয়াছেন, সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্‌গণ উহার মর্ম্মে বলেন, হে খোদা, তুমি আত্মিক শক্তিকে উক্ত বাহ্যশক্তির উপর প্রবল কর—যাহা মনুষ্যকে খোদা ব্যতীত অন্যের প্রেমে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে।—কঃ, ২।৪০৬ ও রুঃ মাঃ, ১।৫১৩।

এমাম মোছলেম বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) মে'রাজের রাত্রে 'ছেদরাতোল-মোন্তাহা'র নিকট তিনটী দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—(১) পাঞ্জগানা নামাজ, (২) ছুরা বাকারার শেষ দুই আয়ত, (৩) যে উম্মত শেরক না করিয়াছে, তাহার গোনাহ মার্জ্জনা। হাকেম বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, উক্ত আয়তদ্বয় আর্শের নিম্নস্থিত ধনভাণ্ডার। ইহা হজরতের পূর্ব্বে কোন নবী প্রাপ্ত হন নাই।

তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা আছমান ও জমির সৃষ্টির দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একখানা কেতাব লিপিবদ্ধ

করাইয়াছিলেন, উহাতে ছুরা বাকারার শেষ আয়ত নাজেল করা হইয়াছিল। যে গৃহে তিন রাত্রে উহা পাঠ করা হইবে, শয়তান তথায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।—এঃ কঃ, ২।১৯৫।১৯৬।

টিপ্পনী।

(১) গোল্ডসেক সাহেব এই সুরার ২৭১ আয়তের ফুটনোটে লিখিয়াছেন;—

"এই স্থানে লিখিত আছে যে, খয়রাৎ দেওয়া গোনার কাফারা স্বরূপ; কিন্তু এই শিক্ষা নিতান্ত অযৌক্তিক এবং তৌরেৎ ও ইঞ্জিলের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। দান দ্বারা গরিব দুঃখীদের দুঃখ মোচন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে পাপ হয়, কিন্তু মনুষ্য আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনের জন্য কোন পুরস্কার আশা করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি শত শত সৎক্রিয়া করিয়াও একবার নরহত্যা করিলে যেমন ঐ সৎক্রিয়াতে তাহার সেই অপরাধ ক্ষমা হয় না, সেইরূপ মনুষ্যের নিজ সৎকার্য্য দ্বারা তাহার অসংখ্য গোনাহ কখনও ক্ষয় হইতে পারে না। খোদাবন্দ ইছা মসিহ বলিয়াছেন, সেই প্রকার আজ্ঞাপিত সমস্ত কার্য্য করিলে পর তোমরাও বলিও, আমরা অনুপযোগী দাস, যাহা করিতে বাধ্য ছিলাম, তাহাই করিলাম।"—লুক, ১৭; ১০।

আমাদের উত্তর।

সাহেব বাহাদুরের মতে দান ইত্যাদি সৎকার্য্যে পাপ ক্ষমা হওয়া অযৌক্তিক, বরং তৌরাৎ ও ইঞ্জিলের শিক্ষার বিপরীত, এবং তিনি দাবি করিয়াছেন যে, সৎকার্য্যের কোন পুরস্কার হইতে পারে না, কিন্তু আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, পাপকার্য্যের শাস্তি হইবে কিনা? যদি কোন শাস্তি না হয়, তবে দুনইয়া

হইতে ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। আর যদি শাস্তি থাকে, তবে সৎকার্য্যের পুরস্কার থাকিবে না কেন? যে ধর্ম্মে পাপের শাস্তি থাকে, কিন্তু সৎকার্য্যের পুরস্কার না থাকে, উহা কি সত্য ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে?

বেহেশত সৎকার্য্যের পুরস্কারের স্থান এবং দোজখ পাপকার্য্যের শাস্তির স্থান, ইহা অতি জলন্ত সত্য কথা, কিন্তু সাহেবের মতে তাহাদের ধর্ম্মে দোজখের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেও বেহেশতের অস্তিত্ব কি স্বীকার্য্য নহে? যদি হয়, তবে উহার আবশ্যকতা কি?

সৎকার্য্য করিলে যে পুরস্কার পাওয়া যায়, তাহার কয়েকটী প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি;—

যাত্রা পুস্তক, ১৫ অধ্যায়, ২৬ পদ;—

"তুমি যদি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে মনোযোগ কর ও তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা উচিত তাহাই কর ও তাঁহার আজ্ঞাতে কর্ণ দেও ও তাহার বিধি সকল পালন কর, তবে আমি মিস্রীয় লোকদিগকে যে সকল রোগেতে আক্রান্ত করিলাম, তাহা তোমাকে আক্রমণ করিতে দিব না; কেননা আমি সদাপ্রভু তোমার আরোগ্যকারী।"

লেবীয় পুস্তক, ১৮, ৪।৫ পদ;—

"৪, তোমরা আমারই শাসন মান্য কর ও আমার বিধি পালন কর ও তদনুযায়ী আচরণ কর, আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। ৫, অতএব তোমরা আমার বিধি ও আমার শাসন পালন করিও; তাহা পালন করিলে, মনুষ্য বাঁচে।"

উক্ত পুস্তক, ২৬, ৩—১৩ পদ;—

"৩, যদি তোমরা আমার বিধিপথে চল ও আমার আজ্ঞা সকল মান ও তাহা পালন কর, ৪, তবে আমি উপযুক্ত কালে তোমাদিগকে বৃষ্টি দান করিব; তাহাতে ভূমি আপনার উৎপাদ্য

শস্য দিবে ও ক্ষেত্রের বৃক্ষগণ আপন আপন ফলে ফলবান হইবে। ৫, এবং তোমাদের শস্য মর্দ্দনকাল দ্রাক্ষা চয়নকাল পর্য্যন্ত লাগিবে ও দ্রাক্ষা চয়নকাল বীজ বপনকাল পর্য্যন্ত লাগিবে এবং তোমরা তৃপ্ত হওন পর্য্যন্ত অন্ন ভোজন করিবা ও নির্ভয়ে নিজ দেশে বাস করিবা। ৬, এবং আমি দেশে শান্তি প্রদান করিব; তোমরা শয়ন করিলে, কেহ তোমাদিগকে ভয় দেখাইবে না এবং আমি তোমাদের দেশ হইতে হিংস্র পশুদিগকে দূর করিয়া দিব ও তোমাদের দেশে খড়্গ ভ্রমণ করিবে না। ৭, এবং তোমরা আপনাদের শত্রুগণকে তাড়াইয়া দিবা ও তাহারা তোমাদের সম্মুখে খড়্গে পতিত হইবে......১৩পদ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় বিবরণ, ৭, ১১—১৫ পদ ;—

"১১, অতএব অদ্য আমি তোমাকে যে যে আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা কহি, তাহা পালন করিতে যত্ন কর। ১২, তোমরা যদি এই সকল শাসনে মনোযোগ করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহা পালন কর, তবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে যে নিয়ম ও দয়ার বিষয়ে দিব্য করিয়াছেন, তোমার পক্ষে তাহা রক্ষা করিবেন। ১৩, এবং তোমাকে প্রেম করিবেন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া বর্দ্ধিষ্ণু করিবেন এবং যে দেশ তোমাকে দিতে তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তোমার গর্ভফল ও ভূমির ফল ও শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল ও তোমার গরুদের বৎস ও মেষীদের শাবক, এই সকলেতে আশীর্ব্বাদ করিবেন। ১৪, সকল জাতি অপেক্ষা তুমি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবা এবং তোমার পশুগণের মধ্যে কিম্বা তোমার মধ্যে কোন পুরুষ কিম্বা কোন স্ত্রী নিঃসন্তান হইবে না। ১৫, এবং সদাপ্রভু তোমা হইতে সমস্ত রোগ দূর করিবেন এবং মিস্রীয়দের যে সকল মহাব্যাধি তুমি জ্ঞাত আছ, তাহা তোমাকে দিবেন না, কিন্তু তোমার বৈরী সকলকে দিবেন।"

এইরূপ উহার ২৬ অধ্যায় ১৬—১৯ পদে আছে।

যিহোশূয়ের পুস্তক, ১, ৮ পদ ;—

"তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থা-গ্রন্থ বিচলিত না হউক, তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্নপূর্ব্বক তদনুযায়ী কর্ম্ম করণার্থে তুমি দিবারাত্র তাহা ধ্যান কর; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভ গতি হইবে ও তুমি কুশল প্রাপ্ত হইবা।"

১ম রাজাবলী, ২৯, ১৯।২০ ;—

১৯, "এবং তোমার আজ্ঞা ও প্রমাণ বাক্য ও বিধি সকল পালন করিতে ও সমস্তই অনুষ্ঠান করিতে এবং আমি যে প্রাসাদের জন্য আয়োজন করিয়াছি, তাহা নির্ম্মাণ করিতে আমার পুত্র শলোমানকে সরল অন্তঃকরণ দাও। ২০, পরে দাউদ সমস্ত সমাজকে কহিল, এখন আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর, তাহাতে সমস্ত সমাজ আপনাদের পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিল।"

য়িশায়াহ পুস্তক, ২৪।৫—৬ পদ ;—

"৫, হাঁ, ভূমণ্ডল আপন নিবাসিদের পদতলে অপবিত্র হইয়াছিল, কারণ তাহারা ব্যবস্থা সকল লঙ্ঘন করিত, বিধি অন্যথা করিত, অনন্তকাল স্থায়ী নিয়ম ব্যর্থ করিত। ৬, এই জন্য অভিশাপ দেশকে গ্রাস করিল ও তন্নিবাসিগণ দণ্ডনীয় হইল; এই কারণ দেশবাসিগণ দগ্ধপ্রায় হইল এবং অত্যল্প লোক অবশিষ্ট আছে।"

যিহিস্কেল পুস্তক, ১১, ১২ ;—

১২, "তোমরা চতুর্দ্দিকস্থিত পরজাতিদের শাসনানুরূপ কর্ম্ম করতঃ যাঁহার বিধিমত আচরণ কর নাই ও যাঁহার শাসন সকল পালন কর নাই, সেই আমি যে সদাপ্রভু তাহা জ্ঞাত হইবা।"

পুরাতন নিয়মের কেতাবগুলি হইতে প্রমাণিত হইল যে, সৎকার্য্য করা মুক্তি লাভের জন্য নিতান্ত আবশ্যক, আর উহার পুরস্কার পাওয়া যুক্তিযুক্ত।

এক্ষণে নূতন নিয়মের কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

মথি, ৪, ২ পদে যীশুর ৪০ দিবস রোজা রাখার কথা আছে।

লুক, ৫।১৬ ;—"কিন্তু তিনি (যিশু) নির্জ্জন স্থানে গিয়া প্রার্থনা করিতেন।"

মথি, ১৬, ২৭ ;—

"কেননা মনুষ্য-পুত্র আপন দূতগণের সহিত পিতার প্রতাপে আসিবেন এবং তৎকালে প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার ক্রিয়ানুযায়ী ফল দিবেন।"

উক্ত পুস্তক, ১৯, ১৬ ;—

১৬, একজন আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল, হে সদ্‌গুরো, অনন্ত-জীবন পাইবার নিমিত্ত আমার কি সৎকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ? ১৭, তিনি তাহাকে কহিলেন, আমাকে সতের বিষয় কেন জিজ্ঞাসা কর ? সৎ একমাত্র আছেন। কিন্তু তুমি যদি সেই জীবনে প্রবেশ করিতে বাঞ্ছা কর, তবে আজ্ঞা সকল পালন কর। ১৮, সে কহিল, কোন্ কোন্ আজ্ঞা ? যীশু উত্তর করিলেন, নরহত্যা করিও না, ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। ১৯, পিতামাতাকে মান্য করিও এবং তোমার প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য প্রেম করিও।"

লুক, ৮, ২১ ;—

"তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই যে ব্যক্তিরা ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া পালন করে, ইহারাই আমার মাতা এবং ভ্রাতৃগণ।"

যোহন, ১৪, ১৫।২১ ;—

১৫, যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন কর। ২১, যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা প্রাপ্ত, অথচ তাহা পালনকারী সেই আমাকে প্রেম করে, আর যে জন আমাকে প্রেম করে, সেই আমার পিতার প্রেমের পাত্র হইবে।

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, সৎকার্য্যই মুক্তির মূল এবং ইহার পুরস্কারেই লোকেরা বেহেশতের অধিকারী হইবে।

দান করিলে যে পাপ ক্ষমা হয়, ইহার প্রমাণ যে কেবল কোর-আন মজিদে আছে, তাহা নহে, বরং প্রচলিত বাইবেলেও ইহার প্রমাণ আছে ;—

মথি, ১৯ অধ্যায়, ২১ পদ ;—

২১, "যীশু তাহাকে কহিলেন, যদি সিদ্ধ হইতে বাঞ্ছা কর, তবে গিয়া আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবা।"

যাকোব, ২।২৫ ;—

"আবার রাহব নাম্নী বেশ্যাও কি সেই প্রকারে কর্ম্ম হেতু, (অর্থাৎ) দূতগণকে অতিথি করণ ও অন্য পথ দিয়া বাহিরে প্রেরণ হেতু ধার্ম্মিকাকৃতা হইল না?"

কোর-আনের উক্ত আয়তে আছে, খয়রাৎ প্রদানে কতক গোনাহ মাফ হইয়া যায়, উহাতে যে নরহত্যা মাফ হইবে, কিম্বা অসংখ্য গোনাহ মাফ হইবে, ইহা উক্ত আয়তে নাই। অবশ্য খৃষ্টানদিগের উক্ত মথি ও যাকোব পুস্তক হইতে বুঝা যায় যে, দান করিলে ব্যভিচারের গোনাহ মাফ হইয়া যায় এবং সর্ব্বস্ব দান করিলে, সমস্ত গোনাহ মাফ হওয়া ও বেহেশতের অধিকারী হওয়া অনিবার্য্য।

সাহেব বাহাদুর ইঞ্জিল লুক হইতে যে পদটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে বুঝা যায় না যে, সৎকার্য্য করিলে উহার কোন পুরস্কার নাই।

(২) তৎপরে গোল্ডসেক সাহেব লিখিয়াছেন ;—

"গোনার মাফীর জন্য যে কুর্ব্বাণী আবশ্যক, ইহা জগতের প্রায় সমুদয় জাতীয় লোক স্বীকার করে এবং তাহারা সেই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া বলিদানাদি করিয়া থাকে। কোরাণের এই আয়েৎ থাকা সত্বেও মহম্মদ এই সার্ব্বভৌমিক সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই এবং বকর ঈদ স্থাপনের সময়ে তিনি স্বয়ং দুইটী ছাগ-বৎস জবা করিয়া বলিয়াছিলেন .... কিন্তু পশু কুর্ব্বাণী দ্বারা মনুষ্যের গোনার মাফী হয় না, কারণ খোদা পাক ইঞ্জিলে বলিয়াছেন,—বস্তুতঃ বৃষের কি ছাগলের রক্ত যে গোনা হরণ করিবে, ইহা হইতে পারে না।—ইব্রীয় ১০ ; ৪।

আমাদের উত্তর।

"কোরবাণি করিলে গোনাহ মাফ হইতে পারে, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত মত, ইহার কারণ এই যে, ইহা সৎ ক্রিয়া, ইহাতে বুঝা যায় না যে, ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে গোনাহ মাফ হইতে পারে না। কোর-আন শরিফে আছে যে, সমস্ত প্রকার সৎকার্য্যে গোনাহ মাফ হইতে পারে, তওবা করিলে গোনাহ মাফ হইয়া থাকে, পয়গম্বরগণের সুপারেশে গোনাহ মাফ হইতে পারে, খোদাতায়ালা দয়া করিয়া উহা মাফ করিয়া দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করিলে শাস্তি দিয়া মাফ করিয়া দিতে পারেন। কাজেই খয়রাতে গোনাহ মাফ হওয়ার আয়ত হজরতের কোরবাণি করার প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে পারে না।"

লেবীয় পুস্তক, ৯, ৭;—

"তখন মোশি হারোণকে কহিল, তুমি বেদির নিকটে যাইয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে আপনার পাপার্থক বলি ও হোমবলি উৎসর্গ করিয়া আপনার ও লোকদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত কর।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, কোর্‌বানি দানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া তওরাতের ব্যবস্থা।

মথি, ৫—১৭; —

"আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিদের গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি এমন বোধ করিও না, আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, যদি ইঞ্জিলের এই বাক্য সত্য হয়, তবে সাহেব ইব্রীয় পুস্তকের যে কথাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা প্রকৃত ইঞ্জিলের শিক্ষা নহে, বরং জাল কথা।

(৩) তৎপরে গোল্ডসেক সাহেব লিখিয়াছেন;—

"এই জন্য খোদাতায়ালা মানবকে নিরুপায় দেখিয়া দয়া করতঃ ইসা মসিহকে এই দুনইয়াতে প্রেরণ করিলেন, যেন তিনি আপন প্রাণ দান করিয়া গোনার উপযুক্ত কুর্ব্বাণী সাধন করেন। বাস্তবিক ইছা নবী যে কুর্ব্বাণী করিয়াছেন, তাহা নাজাৎ পাইবার একমাত্র উপায়, কারণ মনুষ্য দুর্ব্বল ও পাপিষ্ঠ এবং সে কখনও নিজ শক্তির বা নেকীর গুণে নাজাৎ লাভ করিতে পারে না।"

আমাদের উত্তর।

মুছলমানদিগের মত এই যে, খোদাতায়ালা কোন সৎকার্য্য দ্বারা বান্দাগণের গোনাহ মাফ করিয়া দিতে পারেন, নবি ও অলিগণের সুপারেশে উহা মাফ করিয়া দিতে পারেন, নিজে দয়াপরবশ হইয়া উহা মাফ করিয়া দিতে পারেন কিম্বা কিছু

শাস্তি দিয়া মাফ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু খোদা মোশরেক ও কাফেরদিগকে মাফ করিবেন না।

খৃষ্টান পাদ্‌রিগণ বলেন, কোন বান্দা গোনাহ শূন্য হইতে পারে না, আল্লাহ্ বিনা শাস্তি তাহাদিগকে পরিত্রাণ দিতে পারেন না, যেহেতু গোনাহ অনন্ত কোপের কারণ হইয়া থাকে, যদি কোন মুক্তি প্রদাতা না হয়, তবে মনুষ্য সর্ব্বদা কোপগ্রস্ত ও ধ্বংসশীল অবস্থায় থাকিবে। এই জন্য তাহাদের মুক্তির জন্য একজন পবিত্র মুক্তিদাতার আবশ্যক। সমস্ত মনুষ্য গোনাহগার, কাজেই তাহাদের মধ্য হইতে কেহ মুক্তিপ্রদাতা হইতে পারে না, এই হেতু খোদা নিজের পুত্রকে তাহাদের মুক্তির জন্য প্রকাশ করিলেন, তিনি মূর্ত্তিমান হইয়া লোকদের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্তের গোনাহ নিজের উপর লইয়া গোনাহগাররূপে গণ্য হইলেন, তাহাদের গোনাহর শাস্তির জন্য নিজে ক্রুশবিদ্ধ হইলেন এবং সমস্ত লোককে গোনাহ হইতে পবিত্র করিলেন। ইহাকে তাহারা 'কাফ্‌ফারা' বলিয়া থাকেন।

তাহাদের এই মত কয়েক কারণে বাতীল,—(১) এই যে, যদি কাফ্‌ফারার মত সত্য হইত, তবে য়িহুদা নিশ্চয় মহা সুফল প্রাপ্ত হইত এবং অনন্ত মুক্তির অধিকারী হইত, কেননা সে কয়েকটী টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া যীশুকে ধরাইয়া দিয়াছিল, যদি সে ধরাইয়া না দিত, তবে যীশু লুক্কায়িত থাকিতেন, আর লোকদিগের কাফ্‌ফারা হইতে পারিতেন না, অথচ যীশুর শিষ্যগণ তাহাকে 'হাওয়ারিণ' দল হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং যীশু তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। মথি, ২৬, ২৪ পদ ও প্রেরিত পুস্তক দ্রষ্টব্য। যদি কাফ্‌ফারার মত সত্য হইত, তবে যিহুদার এ অবস্থা হইত না।

আরও যদি উক্ত মত সত্য হইত, তবে যে ব্যক্তি যীশুকে ক্রুশ-বিদ্ধ করিয়াছিল, সেও খাস বেহেশ্‌তী হইত।

(২) গোনাহগারেরা দুনইয়াতে অতিরিক্ত গোনাহ করিবে, আর পরিণামে বেহেশতে প্রবেশ করিবে, আর ইহার পরিবর্ত্তে নিষ্পাপ যীশু ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া দোজখে প্রবেশ করেন, ইহা কি ন্যায়বিচার হইতে পারে ? ইহা অত্যাচার নহে ত কি ?

(৩) যদি যীশু সন্তুষ্টচিত্তে 'কাফ্‌ফারা' মঞ্জুর করিতেন, তবে তিনি ক্রুশের উপর কি জন্য চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, হে আমার খোদা, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ ? মথি, ২৭, ৪৬ পদ দ্রষ্টব্য।

ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি নারাজ অবস্থায় ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহাতে কাফ্‌ফারার অসারতা প্রকাশিত হইল।

(৪) পাদরিদিগের মতে গোনাহগার ব্যক্তি গোনাহ কার্য্যের জন্য অনন্ত শাস্তির অধিকারী হয়, আর যখন যীশু সমস্ত লোকের গোনাহ বহন করিয়া দোজখে গেলেন, তখন তিন দিবস শাস্তি পাইয়া কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন ? ইহা যুক্তি ও বিবেক-বিরুদ্ধ মত নহে কি ?

(৫) যদি কাফ্‌ফারার মত সত্য হয়, তবে যীশুর পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের কাফেরদিগের সহিত দোজখে থাকা প্রতিপন্ন হয়, কেননা যীশুর কাফ্‌ফারা ব্যতীত কেহই মুক্তি পাইতে পারে না নাকি ! (নাউজোঃ)

(৬) যীশু সমস্ত লোকদিগের 'কাফ্‌ফারা' ছিলেন, কিম্বা বর্ত্তমান লোকদিগের 'কাফ্‌ফারা' ছিলেন ? যদি শেষোক্ত মত ঠিক হয়, তবে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালীন লোকদিগের জন্য অন্য একজন 'কাফ্‌ফারা'র আবশ্যক হইবে। আর যদি প্রথমোক্ত মত সত্য হয়, তবে ভবিষ্যৎ কালীন লোকদিগের গোনাহ প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে যীশু কিরূপে উহা বহন করিলেন ?

(৭) যখন যীশু লোকদিগের গোনাহ বহন করিয়া লইলেন, তখন তিনি গোনাহগারদিগের তুল্য হইলেন, কাজেই তাঁহার মুক্তির জন্য অন্য মুক্তিপ্রদাতার আবশ্যক, কেননা মুক্তিপ্রদাতা ব্যতীত গোনাহগারের মুক্তির কোন উপায় নাই। তৎপরে শেষ মুক্তিপ্রদাতা তাঁহার গোনাহ বহন করার জন্য গোনাহগার হওয়ায় নিজের মুক্তির জন্য অপর মুক্তিপ্রদাতার মুখাপেক্ষী হইবেন, এইরূপ পরপরে অসংখ্য মুক্তিদাতার আবশ্যক হইবে, ইহাকে تسلسل 'তাছালছোল' বলা হয়, যে বিষয়ে 'তাছালছোল' সাব্যস্ত হয়, উহা বাতীল হইয়া থাকে।

(৮) যখন খৃষ্টান হইয়া যীশুর 'কাফ্ফারা' হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে নিষ্পাপ হইয়া যায়, তখন চোর, ডাকাত ও হত্যাকারিদিগকে কি জন্য ফাঁসি ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হয়? তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণে হত্যাকারী ও ব্যভিচারিদের শাস্তি দেওয়ার কথা লিখিত আছে, খৃষ্টান-জগত এইরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যখন খোদা তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন, তখন পৃথিবীতে কি জন্য প্রতিশোধ প্রদান করা হইবে?

(৯) যখন যীশু সমস্ত গোনাহ কার্য্যের কাফ্ফারা হইলেন, তখন নেকী করার কি আবশ্যক? অথচ যীশু ৪০ দিবস রোজা রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেরিতগণ সর্ব্বদা সৎকার্য্য করিতে তৎপর থাকিতেন।

(১০) যাকোব পুস্তক, ২, ১৪।২০।২৪।২৬;—

১৪, হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমার বিশ্বাস আছে, ইহা যে বলে, তাহার যদি কর্ম্ম না থাকে, তবে তাহার কি ফল দর্শিবে? সেই বিশ্বাস কি পরিত্রাণ সাধনে সমর্থ?

২০, কিন্তু হে নিঃসার চিত্ত মনুষ্য, কর্ম্মবিহীন বিশ্বাস যে অকর্ম্মণ্য, ইহা জানিতে কি বাঞ্ছা কর?

২৪, অতএব তোমরা দেখিতেছ, কর্ম্ম হেতু মনুষ্যকে ধার্ম্মিক করা হয়, শুদ্ধ বিশ্বাস হেতু নয়।

২৬, বস্তুতঃ যেমন আত্মবিহীন দেহ মৃত, তেমনি কর্ম্মবিহীন বিশ্বাসও মৃত।

যোহন ১ম পত্র, ৫, ৩ ;—

৩, ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম তাহা এই যে, আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি, আর তাঁহার আজ্ঞা সকল দুর্ব্বহ নয়।

যদি কাফ্‌ফারার প্রতি বিশ্বাস করিলে, মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়, তবে উপরোক্ত পুস্তকগুলিতে সৎক্রিয়া করার এত তাকিদ করা হইল কেন? আর কর্ম্মবিহীন বিশ্বাসকে পরিত্রানের অযোগ্য বলিয়া কেন প্রকাশ করা হইয়াছে?

(১১) যদি যীশু 'কাফ্‌ফারা' হইতে আসিয়া থাকেন, তবে প্রথম হইতে 'কাফ্‌ফারা' হওয়ার কথা প্রচার করিলেন না কেন? প্রচলিত বাইবেলে প্রমাণিত হয় যে, তিনি লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন, যদি কাফ্‌ফারার মত সত্য হইত, তবে এরূপ হইল কেন?

(১২) এই কাফফারা দ্বারা গোনাহ বিলুপ্ত হয় নাই, বরং উহার বৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, কেননা য়িহুদিরা যীশুকে ঘৃণা করার জন্য শাস্তির উপযুক্ত হইয়াছিলেন।

(১৩) যদি 'কাফ্‌ফারা' খোদার মর্জ্জি অনুযায়ী হইত, তবে রহমতের চিহ্ন প্রকাশিত হইত, কিন্তু প্রচলিত চারিখানা ইঞ্জিল হইতে প্রমাণিত হয় যে, যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরে এরূপ কোপের চিহ্ন সকল প্রকাশিত হইয়াছিল—যাহা ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই ; পৃথিবী অন্ধকারময় হইয়াছিল, মৃতেরা গোর সমূহ হইতে বাহির হইয়া শহরে আসিয়াছিল, ভূমি কম্পিত হইয়াছিল এবং যিরুশালেমের হয়কলের পরদা উপরি অংশ হইতে নিম্ন অংশ পর্য্যন্ত ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

(১৪) পাদরিদিগের মতে যীশু খোদার অংশ, আর যে ব্যক্তি তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল, সে মনুষ্য ছিল, কাজেই এস্থলে মনুষ্যের খোদার উপর পরাক্রান্ত হওয়া প্রতিপন্ন হয়।

(১৫) যদি যীশু 'কাফ্‌ফারা' হইতেন, তবে অন্য ক্ষমা-কারিদের আবশ্যক হইত না, অথচ প্রেরিত পুস্তকে আছে যে, তাঁহার শিষ্যগণ লোকদিগের গোনাহ মাফ করিয়া দিতেন এবং যীশু তাহাদিগকে বলিযাছিলেন, তোমরা যাহাদিগকে মাফ করিয়া দিবে, তাহারা মাফ পাইবে। যদি এই কথা সত্য হয়, তবে 'কাফ্‌ফারা' সত্য হইবে কিরূপে?

(১৬) মথি ১৬, ২৭ পদে আছে যে, যীশু কেয়ামতের দিবস বিচার করিবেন এবং প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার ক্রিয়ানুযায়ী ফল দিবেন, যখন তিনি সমস্ত গোনাহ কার্য্যের 'কাফ্‌ফারা' হইয়াছেন, তখন কিসের বিচার করিবেন? দ্বিতীয় তিনি পরের গোনাহ বহন করিয়া গোনাহগার হইয়াছেন, তখন তাঁহার বিচার কাহার দ্বারা করাইবেন? যদি তিনি শত্রুকুলের বিচার করেন, তবে তিনি কাফ্‌ফারা না হইয়া আজাব হইলেন কিনা?

(১৭) মথির ১৯ অধ্যায় ১৬।১৭ পদ হইতে সপ্রমাণ করা হইয়াছে যে, আজ্ঞা পালন করিলে অনন্ত জীবনের অধিকারি হওয়া সম্ভব হয়। যদি কাফ্‌ফারার মত সত্য হইত, তবে তিনি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন কেন?

(১৮) গালাতীয় পুস্তক, ৩, ১৩ পদ,—

"যে কেহ বৃক্ষে টাঙ্গান সে শাপগ্রস্ত।" কাফ্‌ফারার মত সত্য হইলে যীশু শাপগ্রস্ত (লা'নতি) হইবেন পৌলের এই মতে তাঁহাকে অসম্মান করা হয়।

(১৯) যদি যীশু কাফ্‌ফারা হইতেন, তবে সমস্ত রাত্রি উক্ত বিপদ উদ্ধারের জন্য দোয়া করিতেন না।

(২০) যীশুর রুহ 'কাফ্‌ফারা' হইয়াছিল কিম্বা তাহার দেহ? রুহ অদৃশ্য বস্তু, কাজেই উহা ক্রুশবিদ্ধ হইতে পারে না। আর তাঁহার দেহ মানবীয় ভাবাপন্ন ছিল, আর তাহাদের মতে প্রত্যেক মনুষ্য গোনাহ্‌গার, কাজেই উহা কাফ্‌ফারা হইতে পারে না, কাজেই তাঁহার কাফ্‌ফারা হওয়া বাতীল।

(৪) সাহেব বাহাদুর ৮২ পৃষ্ঠায় 'য়ুকাফফের' শব্দের অর্থ—"তাহা কুর্ব্বাণী করে।" এবং 'নুকাফফের' শব্দের অর্থ—'আমরা কুর্ব্বাণী করি' লিখিয়াছেন, কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক অনুবাদ; প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে;—তিনি মাফ করেন, কিম্বা আমরা মাফ করি' হইবে।

(৫) তৎপরে গোল্ডসেক সাহেব অনুবাদের ৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"মনুষ্য যে নিজ কর্ম্ম দ্বারা নাজাৎ উপার্জ্জন করিতে অক্ষম, তাহা মহম্মদ সাহেব স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। মেশকাতে লিখিত আছে, (মহম্মদ) বলিলেন, কাহারও কর্ম্ম তাহাকে নজাৎ দিতে পারিবে না, তাহাতে তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লার রসুল, আপনি কি (নজাৎ পাইবেন না) না? তিনি বলিলেন, যদি খোদা আপনার মেহেরবানী দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত না করেন, তাহা হইলেও আমিও (পাইব) না। হে মুছলমান পাঠক, আপনি নজাতের জন্য কিসের উপর নির্ভর করিতেছেন? যদি বলেন, কেবল খোদার দয়ার উপর, তাহা হইলে আমাদের উত্তর এই যে, খোদা অন্যায় ভাবে আপনার দয়া বিতরণ করিতে পারেন না অর্থাৎ গোনার শাস্তি না দিয়া সেই গোনা মাফ করিতে পারেন না, যেহেতু এমন কার্য্যে তাঁহার ন্যায়-বিচার লঙ্ঘন করা হইবে, সন্দেহ নাই।"

আমাদের উত্তর।

কোর-আন শরিফে আছে ;—

ان الذين آمنوا وعملوا الصلحت كان لهم جنت الفردوس نزلا *

"নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকার্য্য সকল করিয়াছে, তাহাদের আতিথ্যরূপে ফেরদাওছ নামীয় বেহেশত রহিয়াছে।"

অন্যত্রে আছে ;—

ان الذين آمنوا و عملوا الصلحت لهم جنت تجري من تحتها الانهر *

"নিশ্চয় যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং সৎকার্য্য সকল করিয়াছে, তাহাদের জন্য বেহেশতের উদ্যান সকল রহিয়াছে— যাহাদের নিম্নদেশে পয়ঃ-প্রণালী সকল প্রবাহিত রহিয়াছে।"

কোর-আনে অসংখ্য স্থানে আছে যে, ইমান ও সৎক্রিয়া দ্বারা মুক্তি লাভ হইবে। বাইবেলেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

মথি ১৯ অধ্যায়, ১৬।১৭ পদ ;—

১৬, "একজন আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল, হে সদ্‌গুরো; অনন্তজীবন পাইবার নিমিত্তে আমার কি সৎকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ?

১৭, তিনি তাহাকে কহিলেন,………তুমি যদি সেই জীবনে প্রবেশ করিতে বাঞ্ছা কর, তবে আজ্ঞা সকল পালন কর।"

যাকোব পুস্তক, ২, ১৪ ;—

১৪, "আমার বিশ্বাস আছে, ইহা যে বলে, তাহার যদি কর্ম্ম না থাকে, তবে তাহার কি ফল দর্শিবে ? সেই বিশ্বাস কি তাহার পরিত্রাণ সাধনে সমর্থ ? ২০, হে নিঃসার চিত্ত মনুষ্য, কর্ম্মবিহীন বিশ্বাস যে অকর্ম্মণ্য, ইহা জানিতে কি বাঞ্ছা কর ? ২১, আমাদের

পিতা আব্রাহাম কর্ম্মহেতু, অর্থাৎ যজ্ঞবেদীর উপরে আপন পুত্র ইস্হাককে উৎসর্গ করণ হেতু কি ধার্ম্মিকীকৃত হইলেন না? ২২, তুমি দেখিতেছ, বিশ্বাস তাঁহার ক্রিয়ার সহকারী ছিল এবং কর্ম্ম হেতু তাঁহার বিশ্বাস সিদ্ধ হইল। ২৪, অতএব তোমরা দেখিতেছ, কর্ম্মহেতু মনুষ্যকে ধার্ম্মিক করা যায়, অন্ধবিশ্বাস হেতু নয়।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, ঈমান ও সৎকর্ম্ম মুক্তির মূল কারণ।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছে আছে ;—

اتى اعرابى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيأ و تقيم الصلوة المكتوبة و تؤدى الزكوة المفروضة و تصوم رمضان *

"একজন অরণ্যবাসী নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, আপনি আমাকে এইরূপ কার্য্যের পথ প্রদর্শন করুন যাহা—অনুষ্ঠান করিলে, আমি বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারি। হজরত বলিলেন, তুমি খোদার বন্দিগি করিবে, তাঁহার সহিত কোন বিষয়ের শরিক করিবে না এবং ফরজ নামাজ, জাকাত ও রোজা করিবে।"

হাদিছের মূল উদ্দেশ্য, তুমি সৎকার্য্য সকল করিবে, অসৎ কার্য্য সকল ত্যাগ করিবে এবং খোদার আদেশ পালন করিবে, তবে মুক্তির অধিকারী হইবে।

হজরত এইরূপ বহু হাদিছে ঈমান ও সৎকার্য্যকে মুক্তির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সাহেব বাহাদুর যে হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছেন, উহার শেষাংশ তিনি উল্লেখ করেন নাই, পূর্ণ হাদিছটী এই ;—

لن ينجي احدا منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله
قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمته فسددوا وقاربوا
واغدوا و روحوا و شيء من الدلجة و القصد القصد تبلغوا ●

"হজরত বলিয়াছেন, তোমাদের কাহারও কর্ম্ম তাহাকে কখনও মুক্তি প্রদান করিতে পারিবে না। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আপনিও (মুক্তি পাইতে পারেন) না কি তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমিও না, কিন্তু যদি খোদা আমাকে নিজ দয়া দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলেন। অতএব তোমরা নিয়মিত ভাবে কর্ম্ম করিতে থাক, বনিময়ের আশা করিতে থাক, প্রভাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রির প্রথমাংশে এবাদত করিতে থাক, মধ্যম ধরণের কর্ম্ম করিতে থাক, তবে মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।"

হাদিছের অর্থ এই যে, খোদার দানরাশি অসীম, তৎপরিবর্ত্তে মনুষ্যদিগের এবাদত অতি নগণ্য, কাজেই খোদাতায়ালা এই অসম্পূর্ণ এবাদত কবুল করিয়া যে মনুষ্যদিগকে মুক্তি প্রদান করিবেন, ইহা তাঁহার নিতান্ত দয়া। যে ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে সৎকার্য্য করিতে থাকে, উহাতে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি না করে, এবং ত্রুটী না করে এবং বিনিময়ের আশা রাখে, খোদাতায়ালা তাহার উপর দয়া করিয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান করিবেন।

ইহাতে একথা বুঝা যায় না যে, মুক্তির পক্ষে সৎকার্য্য ও ইমান জরুরি নহে, বরং একথা বুঝা যায় যে, মুক্তির পক্ষে খোদার রহমত জরুরি এবং সাধারণতঃ রহমতের পক্ষে সৎকার্য্য জরুরি। এক্ষণে সাহেব বাহাদুরের প্রশ্নের উত্তরে বলি, আমরা নাজাতের জন্য ইমান; আমল ও খোদার রহমতের উপর বিশ্বাস করি।

খ্রীষ্টানেরা বলেন, সৎকার্য্য না করিলেও এবং সহস্র সহস্র পাপ করিলেও কেবল কাফ্ফারার উপর বিশ্বাস করিলে, মুক্তি

লাভ হইবে। আর আমরা বলি, ইমান ও সৎকার্য্য উভয় একত্রিত হইলে, খোদার রহমতে মুক্তিলাভ হইবে, এই হিসাবে বিবেকসম্পন্ন লোক বলিবে, যে ব্যক্তি আজীবন খোদার আজ্ঞাবহ দাসরূপ খোদার আজ্ঞা পালন করতঃ বলে যে, খোদা, আমি তোমার উপযুক্ত বন্দিগী করিতে পারি নাই, তাহার উপর খোদার দয়া অনুগ্রহ বিতরিত হওয়া অন্যায় হইবে না, বরং যুক্তিযুক্ত হইবে। আর খ্রীষ্টানদিগের মতে যাবতীয় পাপকার্য্য করিয়া ও কোন সৎক্রিয়া না করিয়া কেবল 'কাফ্‌ফারা'র উপর বিশ্বাস করিয়া মুক্তির আশা করা ও খোদার দয়া বিতরিত হওয়ার ধারণা করা যুক্তি-বিরুদ্ধ মত, এইরূপ যুক্তি-বিরুদ্ধ দয়া করা অন্যায় ও অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সাহেবের এইরূপ দাবি যে,—"খোদা গোনার শাস্তি না দিয়া মাফ করিতে পারেন না, ইহাতে তাঁহার অন্যায় ভাবে দয়া বিতরণ করা হইবে এবং ন্যায়বিচার লঙ্ঘন করা হইবে।" ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি-বিরুদ্ধ মত।

কোর-আন শরিফে আছে ;—

ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر مادون ذالك لمن يشاء ❁

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহার সহিত অংশী স্থাপন করা মার্জ্জনা করিবেন না এবং ইহা ব্যতীত যে গোনাহ হয়—যাহার জন্য ইচ্ছা হয় মাফ করিবেন

ইহাতে বুঝা যায় যে, খোদাতায়ালা শেরক ব্যতীত অন্যান্য গোনাহ বিনা শাস্তি মাফ করিয়া দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করিলে তৎসমুদয়ের শাস্তি দিতে পারেন। যদি তিনি শাস্তি দেন, তবে ইহা তাঁহার ন্যায়বিচার হইবে, আর যদি মাফ করিয়া দেন, তবে তাঁহার দয়া অনুগ্রহ হইবে। মালিক অপরাধী দাসের দোষ মাফ করিয়া দিলে, উহা দয়া ব্যতীত অন্যায় কার্য্য নামে অভিহিত হইতে পারে না।

আরও কোর-আনে আছে ;—

يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ●

"হে আমার বান্দাগণ—যাহারা নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করিয়াছে, তোমরা খোদার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মার্জ্জনা করেন।"

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছে আছে ;—

لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه ان رحمتى سبقت غضبى ●

"যে সময় আল্লাহ সৃষ্টির সৃষ্টি করা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সময় একখানা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, উহা আল্লাহ-তায়ালার নিকট আরশের উপর রহিয়াছে, উহা এই যে, নিশ্চয় আমার দয়া আমার কোপের উপর প্রবল হইয়াছে।"

আরও উক্ত হাদিছে আছে ;—

ان لله مائة رحمة انزل منها رحمة واحدة بين الجن و الانس و البهائم و الهوام فبها يتعاطفون و بها يتراحمون و بها تعطف الوحش على ولدها و اخر الله تسعا و تسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيمة ●

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার একশত দয়া আছে, তন্মধ্যে একটী দয়া জেন, মানব, চতুষ্পদ ও হিংস্র জীবদের মধ্যে অবতারণ করিয়াছেন, এই হেতু তাহারা পরস্পরে সহানুভূতি করিয়া থাকে, দয়া করিয়া থাকে এবং বন্য পশুরা নিজেদের শাবকদের উপর অনুগ্রহ করিয়া থাকে, আর আল্লাহ ৯৯টী দয়া সঞ্চিত রাখিয়াছেন, যাহা তিনি কেয়ামতের দিবস নিজের বান্দাগণের মধ্যে বিতরণ করিবেন।"

যাকোব পুস্তক, ২।২৫ ;—

"আবার নাম্নী বেশ্যাও কি সেই প্রকারে কর্ম্মহেতু অর্থাৎ দূতগণকে অতিথি করণ ও অন্য পথ দিয়া বাহিরে প্রেরণ হেতু ধার্ম্মিকীকৃতা হইল না ?"

খোদা ছাহেব বেশ্যাকে বিনা শাস্তি মাফ করিয়া দিয়া দয়া করিয়াছিলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, বিনা শাস্তি মাফ করিয়া দিলে, অন্যায় ভাবে দয়া বিতরণ করা হয় না।

যদি বিনা শাস্তি গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া অন্যায় হয়, তবে খৃষ্টানেরা বিনা শাস্তি কেবল কাফ্ফারার উপর বিশ্বাস করিয়া কিরূপে মাফ পাইবেন ?

(৬) তৎপরে গোল্ডসেক সাহেব একটী আয়ত ও হাদিছ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "খোদার দীনে ঐ দুইজনের প্রতি মেহেরবানী যেন তোমাদিগকে আটক না করে।" এই স্থলে দেখা যায় যে, খোদা যেন বলিতেছেন, দয়ার অনুরোধে বিনা শাস্তিতে অপরাধিদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। মহম্মদ সাহেব ন্যায়বিচার করিতে এতদূর যত্নবান ছিলেন যে, তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন, যদি মহম্মদের কন্যা ফাতেমা চুরি করে, তবে তাহার হস্ত ছেদন কর।" তবে খোদা যদি এইরূপ শিক্ষা দেন, তাহা হইলে তিনিও এইরূপ করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের উত্তর।

আয়ত ও হাদিছে বিচারকদিগের পক্ষে দুনইয়াতে অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া ও পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করা ন্যায়বিচার করিতে বলা হইয়াছে, দয়া অনুগ্রহ ত্যাগ করতঃ উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে বলা হইয়াছে, নচেৎ দুনইয়ার শৃঙ্খলা ও শান্তি

নষ্ট হইবে, আইনের মর্য্যাদা নষ্ট হইবে। ইহার সহিত খোদার কার্য্যের তুলনা দেওয়া একেবারে অন্যায়। খোদা মানবকে তাঁহার এবাদত করিতে বলিয়াছেন, খোদাও কি সেইরূপ এবাদত করিবেন।

পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন হেতু আইন রচনা করা দরকার এবং প্রত্যেকের উক্ত আইনের বাধ্য থাকা দরকার, খোদাও কি সেইরূপ কোন আইনের বাধ্য? মানব জাতি জীবন রক্ষার্থে পানাহার করিতে ও নিদ্রা যাইতে বাধ্য, খোদাও কি সেইরূপ হইবেন?

মূলকথা, খোদা যাহা কিছু ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন, তাঁহার কার্য্যে কাহারও কিছু প্রতিবাদ করার নাই, তাঁহার কার্য্যের সহিত কাহারও কার্য্যের তুলনা দেওয়া অন্যায়।

তৎপরে সাহেব বাহাদুর যীশুর কাফফারা হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু পাপিরা পাপ করিবে, আর নিষ্পাপ যীশু তাহাদের পাপের শাস্তি ভোগ করিবেন, ইহা অত্যাচার নহে কি? অন্যায় দয়া নহে কি? একজন পাপীর পাপের শাস্তি অনন্তকাল হইবে, বাইবেল দ্রষ্টব্য।

আর যীশু সমস্ত খৃষ্টান জগতের পাপের শাস্তি কেবল তিন দিবস ভোগ করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন, ইহা কি ন্যায়বিচার হইতে পারে?

(৭) কোর-আন ছুরা হেজর ;—

انا انزلنا الذكر و انا له لحافظون

খোদাতায়ালা বলিতেছেন, "নিশ্চয় আমি কোর-আন অবতারণ করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমিই তাহার রক্ষক।"

ছুরা হেজদা ,—

و انه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه

"নিশ্চয় উহা (কোর আন) জবরদস্ত কেতাব ; উহাতে না অগ্র হইতে ও না পশ্চাৎ হইতে বাতীল (কথা) আসিতে পারে।"

ছুরা আনকবুত ;—

بل هو آيت بينت فى صدور الذين اوتوا العلم

"অবশ্য উক্ত কোর-আন স্পষ্ট নিদর্শন, বিজ্ঞ লোকদের (হাফেজদের) হৃদয়ে (রক্ষিত থাকিবে)।"

পাঠক! যে সময় কোর-আন শরিফ নবি করিমের উপর নাজিল হইত, তিনি উহা নিজে কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন এবং বহু ছাহাবাকে কণ্ঠস্থ করাইয়া দিতেন ; আরও কয়েকজন ছাহাবা কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ করাইতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় বহু সংখ্যক ছাহাবা কোর-আন শরিফের হাফেজ হইয়াছিলেন। হজরত নবি করিম (ছাঃ)র সময় কোর-আন বিচ্ছিন্ন ভাবে লিখিত ছিল। কিন্তু তাঁহার গত হইবার পরে হজরত আবুবকর (রাঃ) উক্ত কোর-আনকে একত্রে নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করাইবার ইচ্ছায় বহু হাফেজকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা উহা পড়িতে লাগিলেন এবং হজরত নবি করিমের (ছাঃ) সময়ের লিখিত কোর-আনকে মোকাবালা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমগ্র কোর-আন একত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। মূলকথা এই যে, হজরত নবি করিমের (ছাঃ) জীবদ্দশায় এত বহু পরিমাণ লোক কোর-আন শরিফের হাফেজ হইয়াছিলেন যে, যদি হজরত নবি করিম (ছাঃ) কোর-আন শরিফ লিখিয়া না যাইতেন, তবু ইহার কম বেশী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই বর্ত্তমান কোর-আন হজরত নবি করিমের (ছাঃ) সময়ের লিখিত কোর-আনের অবিকল নকল (অনুলিপি)। এই অনুলিপি খণ্ড হজরত আবু-বকরের (রা) নিকট, হজরত ওমারের (রাঃ) নিকট, অবশেষে হজরত নবি করিম (ছাঃ)এর সহধর্ম্মিণী হজরত হাফছা বিবির

নিকট ছিল। হজরত ওছমান বহু দেশ ইছলাম-রাজ্যে পরিণত দেখিয়া ঐ নকলখানা হজরত হাফছার নিকট হইতে আনয়ন করিয়া বহু হাফেজের সাক্ষাতে কোর-আনের সাতখণ্ড নকল করাইলেন এবং সুরিয়া, মিসর ও ইরাক ইত্যাদি অঞ্চলে পাঠাইলেন, আর মূল অনুলিপি খণ্ড হজরত হাফছার নিকটে পাঠাইলেন। তৎপর ছাহাবাদের কণ্ঠ হইতে তৎপরবর্ত্তী 'তাবিয়ী' সহস্র লোক কোর-আন শরিফ কণ্ঠস্থ করিয়া হাফেজ হইলেন। তাবিয়ীদের কণ্ঠ হইতে তৎপরবর্ত্তী 'তাবা-তাবেয়ী' সহস্রাধিক লোক উহা কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন। এইরূপ অসংখ্য লোক পুরুষ-পরম্পরায় অদ্যাবধি কণ্ঠগত বিদ্যা হইতে উহা কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছেন; অতএব নবি করিম (ছাঃ) জিবরাইল কর্ত্তৃক যে কোর-আন কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছিলেন, বর্ত্তমানকালীন সহস্রাধিক হাফেজের কণ্ঠে অবিকল সেই কোর-আন আছে। যদি রুম, শাম, বোখারা, আরব, পারস্য ও বঙ্গদেশের সহস্র হাফেজ এক স্থানে সমবেত হইয়া কোর আন আবৃত্তি করেন, তবে উহাতে একবিন্দু কম বেশী লক্ষিত হইবে না।

জগতের কোন ধর্ম্মগ্রন্থের হাফেজ নাই, সেই কারণে প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ ধর্ম্মগ্রন্থ হ্রাস বৃদ্ধি হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই, কেবল একমাত্র কোর-আন অলৌকিক ঘটনা (মো'জেজা) স্বরূপ কেয়ামত অবধি হ্রাস বৃদ্ধি হইতে রক্ষিত থাকিবে।

পাঠক! এক্ষণে বুঝিলেন, নবি করিম (ছাঃ) যে কোর-আন লেখকদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, হজরত আবুবকর (রাঃ) এবং হজরত ওসমান (রাঃ) তাহাই লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন।

পাদরি বাহাদুরেরা 'মুনশীর ভুল', 'তহরিফ কোর-আন' 'ইসলাম-দর্শন' এবং 'ইসলামে-কোর-আন' প্রভৃতি পুস্তক সমূহে লিখিয়াছেন যে, হজরত মোহম্মদের (ছাঃ) প্রতি যে কোর-আন

নাজিল হইয়াছিল, তাহা প্রচলিত কোর-আন অপেক্ষা বৃহৎ ছিল। বিশেষতঃ গোল্ডসেক সাহেব কোর-আনের অনুবাদে বহু স্থানে লিখিয়াছেন যে, কোর-আনের অমুক অমুক আয়তে গুরুতর তহরিফ হইয়াছে। পাদরি বাহাদুরেরা না বুঝিয়া এইরূপ অনর্থক বাক্য ব্যয় করিয়া থাকেন এবং আপনাদিগকে আরবী ভাষাবিজ্ঞ বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন, ফলতঃ আরবী ভাষার বড় একটা ব্যুৎপত্তি রাখেন না।

পাঠক! কোর-আন ছুরা নহলে বর্ণিত আছে;—

تبيانا لكل شيء

"কোর-আন শরিফে প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ আছে।"

আল্লামা বয়জবি এই আয়তের টীকায় লিখিয়াছেন, শরিয়তের প্রত্যেক মসলার ব্যবস্থা কোর-আনে আছে; কিন্তু কতক ব্যবস্থা স্পষ্ট ভাবে, আর কতক অস্পষ্ট ভাবে আছে। অস্পষ্ট ব্যবস্থার কতকাংশ নবি করিম (ছাঃ) প্রকাশ করিয়াছেন, উহাকে হাদিছ বলে। আর কতকাংশ বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী (এমামগণ) প্রকাশ করিয়াছেন, উহাকে কেয়াছ বলে; তাহা হইলে নবি করিমের (ছাঃ) হাদিছকে খোদার হুকুম বা কোর-আনের অস্পষ্টাংশ বুঝিতে হইবে।

নবি করিম অনেক সময় কোর-আন পাঠ করিয়া উহার ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতেন; ছাহাবাগণ উহাকে কখন ছুন্নত এবং কখন কোর-আন বলিয়া প্রকাশ করিতেন; অর্থাৎ উহা কোর-আনের অস্পষ্টাংশ।

এবনে ওমার বলিয়াছেন, "তোমরা এরূপ ধারণা করিও না যে, আমারা সম্পূর্ণ কোর-আন শিক্ষা করিয়াছি, বরং কোর-আনের অধিকাংশ উঠিয়া গিয়াছে, কেবল আমরা কোর-আনের স্পষ্টাংশ শিক্ষা করিয়াছি।" অর্থাৎ কোর-আন শরিফের প্রত্যেক আয়তে

শত শত নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে, আমরা উহা শিক্ষা করিতে পারি নাই, কেবল কোর-আনের স্পষ্ট মর্ম্ম বুঝিয়াছি।

ছহিহ মোছলেমে বর্ণিত আছে, 'হজরত এবনে মছউদ ছাহাবা একটী হাদিছ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, যে কোন লোক একজনের কেশ অন্য লোকের কেশের সহিত যোগ করিবে, খোদার লানত তাহার উপর পড়িবে। ইহা কোর-আনের হুকুম। তখন উম্মে ইয়াকুব জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিরূপে খোদার হুকুম হইবে, কোর-আনে এইরূপ কোন আয়ত নাই।

তদুত্তরে এবনে মছউদ বলিলেন, তুমি কি কোর-আন পাঠ কর নাই? কোর আনে খোদাতায়ালা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি হজরত মোহম্মদের হুকুম মান্য করিবে, সে খোদার হুকুম মান্য করিবে। তাহা হইলে নবীর হুকুমকে কোর-আন বুঝিতে হইবে।

পাঠক! উপরোক্ত কথাগুলি স্মরণ রাখিলে পাদরি বাহাদুরের অযথা দোষারোপের অবস্থা বুঝিতে আর আপনাদের সন্দেহ থাকিবে না।

পাদরি ছাহেবেরা লিখিয়াছেন, ছুরা আহজাব ছুরা বাকারের ন্যায় বড় ছিল এবং উহাতে প্রস্তরাঘাতে দণ্ড বিধানের একটী আয়ত ছিল,—যাহার অর্থ এই যে, "বিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রী জেনা (ব্যভিচার) করিলে, পাথর মারিয়া উহাদের প্রাণবধ করা হইবে।" বর্ত্তমান কোর-আনে উক্ত ছুরার পরিমাণ অতি ছোট, আরও প্রস্তরাঘাতে দণ্ড বিধানের আয়ত উক্ত ছুরায় নাই। এইরূপ ছুরা বারাতের প্রথমে বিছমিল্লাহ ছিল এবং ঐ ছুরাটী ছুরা বাকারের তুল্য বড় ছিল; আরও লাম-ইয়াকুন নামক ছুরায় সত্তর জন কোরেশী লোকের নাম ও তাঁহাদের পয়গম্বরগণের নাম ছিল; কিন্তু প্রচলিত কোর-আনে ছুরা বরাতের পরিমাণ অতি ছোট এবং শেষোক্ত ছুরায় কোরেশদের নাম নাই।

পাঠক! নবি করিম ছুরা আহজাব, বরাত ও লাম-ইয়াকুনকে যে ভাবে লেখকগণ দ্বারা লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, হজরত আবু-বকর এবং ওছমান তাহাই লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন।

তবে নবি করিম ছুরা আহজাবের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং উহার মধ্যে প্রস্তর'ঘাতে দণ্ড বিধানের ব্যবস্থাটী প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপ ছুরা বরাত মোনাফেক-দের জন্য নাজিল হইয়াছিল, নবি করিম ইহার নাজিল হইবার পর টীকা স্বরূপ অনেক কথা এবং উহাতে বিছমিল্লাহ না লিখিবার কারণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আরও ছুরা লাম-ইয়াকুন কোরেশ কাফেরদের জন্য নাজিল হইয়াছিল, নবি করিম ব্যাখ্যা স্বরূপ কতকগুলি কোরেশী লোকের নাম লইয়াছিলেন।

এক্ষেত্রে কতক ছাহাবা উক্ত ব্যাখ্যা (তফছির)কে কোর-আন বা মনছুখ আয়ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু উহা প্রকৃত পক্ষে কোর-আন নহে, যদি উক্ত ব্যাখ্যাকৃত কথাগুলি কোর-আন হইত, তবে নবি করিম লেখকগণ দ্বারা উহা কোর-আনে সন্নিবেশিত করিতেন

এক্ষণে পাদরি ছাহেবগণ যে প্রস্তর ঘাতে দণ্ড বিধানের আয়েত লইয়া চিৎকার করিয়া থাকেন, সেই আয়ত লইয়া বিচার করা হউক ছহিহ বোখারিতে আছে; হজরত আলি শোরাহা নাম্নী একটী স্ত্রীলোককে বৃহস্পতিবারে দোররা মারিয়াছিলেন এবং শুক্রবারে পাথর মারিয়াছিলেন। তখন লোকে তাঁহাকে দুই প্রকার শাস্তি দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন, কোর-আনের ব্যবস্থা অনুযায়ী দোররা মারিয়াছি এবং নবির হুকুম অনুযায়ী পাথর মরিয়াছি। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, পাথর মারার হুকুম কোর-আনে নাই।

ছহিহ মোছলেমে আছে ;—"নবি করিম ছাহাবাগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার হুকুম শ্রবণ কর, ইহা বলিয়া পাথর মারিবার হুকুম প্রকাশ করিলেন।" ইহাতে জ্বলন্ত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে যে, পাথর মারিবার হুকুম কোর-আন নহে।

এমাম হাকেম মোস্তাদ্‌রেক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"কোর-আন লেখক জায়েদ, নবি করিমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পাথর মারিবার ব্যবস্থাটি কোর-আনে লিখিব কিনা, তাহাতে নবি করিম বলিয়াছিলেন, পাথর মারিবার ব্যবস্থা কোর-আনে লিখিও না।"

এমাম নাছায়ি ছহিহ. গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ;—"হজরত ওমার নবি করিমকে পাথর মারিবার ব্যবস্থাটী লিখিবার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, পাথর মারার ব্যবস্থাটী কোর-আনে লিখিও না।"

ইহাতে আরও স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রস্তরাঘাতে দণ্ড বিধানের ব্যবস্থাটী কোর-আন নহে, আর যদি উহা কোর-আন হইত, তবে নবি করিম উহা লিখিতে নিষেধ করিতেন না।

যদি পাদরিগণ এই অকাট্য সত্য মত সমর্থন করিতে না চাহেন, তবে নিজেদের দর্পণগুলিতে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন ;—

ইঞ্জিল যোহন ২১ অঃ ২৫ পদে প্রকাশ ;—

"এতদ্ভিন্ন যীশু আরও অনেক অনেক কর্ম্ম করিয়াছেন ; সে সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে এত বড় গ্রন্থ হইয়া উঠে, বোধ হয় জগতে তাহা ধরে না।"

জি, এম, বি, ডাঙ্কান সাহেব "আমরা কিরূপে আমাদের বাইবেল পাইয়াছি" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ;—

"খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীতে প্রভু যীশুর এমন অনেক কথা ও কার্য্যের বিবরণ প্রচলিত ছিল—যাহা সুসমাচারে লিখিত নাই বলিয়া ক্রমে লোকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে।"

ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত ঈসার প্রচারিত ইঞ্জিল সম্পূর্ণ অংশ লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে প্রকৃত ইঞ্জিল এই প্রচলিত ইঞ্জিল হইতে বড় ছিল।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু পুস্তকগুলির অস্তিত্ব জগতে নাই।

১। "পরমেশ্বরের যুদ্ধ পুস্তক" (গণনা পুস্তক ২১; ১৪ পদ)

২। "যাশার নবীর কেতাব" (যিহোশুয় ১০; ১৩ পদ)

৩। "শলোমানের তিন সহস্র নীতিকথা" (১ম রাজাবলী ৪; ৩২ পদ)

৪। "শলোমানের এক সহস্র পাঁচ গীত" (১ম রাজাবলী ৪; ৩২ পদ)

৫। "শমুয়েলের রাজনীতি পুস্তক" (১ম শমুয়েল ১০; ২৫ পদ)।

৬। "শমুয়েল দর্শকের পুস্তক" ৭। "নাথন্ নবীর পুস্তক" ৮। "গাদ দর্শকের পুস্তক" (১ম বংশাবলী ২৯; ২৯ পদ)

৯। "ওহিয়া নবীর কেতাব" ১০। "যিদ্দো দর্শকের কেতাব" (২য় রাজাবলী ৯; ২৯ পদ)

১১। "যেহুর পুস্তক" (২য় বংশাবলী ২০; ৩৪ পদ)

১২। "যিশায়াহ নবীর দর্শন পুস্তক" (২য় বংশাবলী ৩২; ২৩২৪ পদ)

১৩। "যিরমিয়াহ ভাববাদীর বিলাপগীত" (২য় বংশাবলী ৩৫; ২৫ পদ)

এই পুস্তকগুলি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহা খৃষ্টানগণ স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সমস্ত পুরাতন নিয়ম লিখিত হয় নাই এবং মূল বাইবেল প্রচলিত বাইবেল অপেক্ষা বড় ছিল। এক্ষণে পাদরিদের নিকট ইহার সদুত্তরের আশা করি।

পাদরি সাহেবেরা আরও লিখিয়াছেন;—

নবি করিম যে দশজন ছাহাবার স্বর্গপ্রাপ্তির সংবাদ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বেনে মসউদ একজন। আরও নবি করিম আবদুল্লাহ বেনে মছউদ, সালেম, ওবাই বেনে কা'ব এবং মায়াজের নিকট কোর-আন শিক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। সেই আবদুল্লাহ বেনে মছউদ সুরা ফাতেহা, নাস ও ফালাককে কোর-আন বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

পাঠক! নবি করিম যে দশজন ছাহাবার সুসংবাদ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নয়জন উক্ত তিনটি ছুরাকে কোর-আন বলিতেন, আরও নবি করিম যে চারিজনের নিকট কোর-আন শিক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের তিনজন উক্ত তিনটী ছুরাকে কোর-আন বলিতেন। আরও স্বয়ং নবি করিম লেখকগণ দ্বারা উক্ত তিনটী ছুরা কোর-আনে লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, আরও নবি করিম নামাজে উক্ত ছুরা তিনটী কোর-আন ভাবে পড়িতেন। আরও সহস্রাধিক ছাহাবা উক্ত তিনটী ছুরাকে কোর-আন বলিতেন, নিজ নিজ লিখিত কোর আনে সন্নিবেশিত করিতেন এবং নামাজে উহা কোর-আন বলিয়া পড়িতেন।

আরও এবনে মছউদ ছাহাবা প্রথমতঃ ভ্রম বশতঃ উহাকে কোর-আন বলিয়া স্বীকার করিতেন না; কিন্তু শেষে আপন ভুল বুঝিতে পারিয়া এই মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি উহা নামাজে পাঠ করিতেন।

অতএব উক্ত তিনটী ছুরার কোর-আনের অংশ হইবার কোনই সন্দেহ রহিল না। যদি ঐ ছুরা কয়েকটী কোর আন না হইত, তাহা হইলে নবি করিম সহস্রাধিক হাফেজ উহা কণ্ঠস্থ করাইতেন না।

পাঠক! এক্ষণে বাইবেলের অবস্থা শ্রবণ করুন। শমরিয় পণ্ডিত মণ্ডলী কেবল তওরাতের প্রথম পাঁচ খণ্ড পুস্তক, যিহোশূয়

পুস্তক এবং বিচার পুস্তককে ধর্ম্মপুস্তক বলিতেন, অবশিষ্ট সমস্ত পুরাতন নিয়মকে জাল বলিতেন।

নূতন নিয়মের ইব্রীয় পুস্তক, ২য় পিতর, ২য় যোহন, ৩য় যোহন, যাকোব, যিহুদা ও প্রকাশিত বাক্যকে প্রোটেষ্টাণ্টগণ ইলহামি পুস্তক বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচীন খৃষ্টানগণ উক্ত পুস্তকগুলিকে জাল বলিতেন। নূতন নিয়মের তবিয়া পুস্তক, যুদিত পুস্তক, জ্ঞানের পুস্তক, ধর্ম্মোপদেশ, বারক পুস্তক, প্রথম মাকাবিয় পুস্তক, দ্বিতীয় মাকবিয় পুস্তক, এস্তের পুস্তকের ১০ অধ্যায়ের পরের অংশ এবং দানিয়েল পুস্তকের ১২ অধ্যায়ের শেষ অংশ এই নয়খণ্ড পুস্তককে রোমান ক্যাথলিকগণ বাইবেলের অংশ বলেন, কিন্তু ইহুদি ও প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানগণ উক্ত পুস্তকগুলিকে জাল বলেন। তাহা হইলে বাইবেলে অনেক জাল পুস্তক যোগ করা হইয়াছে কিনা, ইহাই খৃষ্টানদের নিকট জিজ্ঞাস্য।

আরও পাদরি সাহেবেরা বলেন ;—

বর্ত্তমান কোর-আনে সুরা ফাতেহায়—

صراط, مالک و لا الضالين , صراط الذين انعمت عليهم

আছে, কিন্তু বয়জবি প্রভৃতি তফসিরে প্রকাশ যে, অন্যান্য কেরাতে ملک, سراط انعمت عليهم صراط من غير الضالين ছিল।

প্রচলিত কোর-আনে আছে ;—

النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم و ازواجه امهاتهم

কিন্তু অন্য কেরাতে هو اب لهم و এই শব্দগুলি বেশী আছে।

এইরূপ বিভিন্ন কেরাতের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত লিখিয়া কোর-আনের হস্তলিপিগুলিকে অনৈক্য ভাব দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

পাঠক! পাদরিগণ যদি তফছিরের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন, তবে এইরূপ অযথা কথা লিখিয়া হাস্যাস্পদ হইতেন না।

তফছিরের উক্তরূপ কথাগুলির মর্ম্ম এই যে, নবি করিম কোর-আন শিক্ষা দিবার সময় কখন কোন শব্দের অর্থ অন্য শব্দে প্রকাশ করিতেন এবং কখন টীকা স্বরূপ ঐ শব্দগুলি প্রকাশ করিতেন, উহাকেই কেরাত বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, উহা কোর-আন নহে, যদি উহা কোর-আন হইত, তবে নবি করিম লেখকগণ দ্বারা লিপিবদ্ধ করাইতেন বা হাফেজগণকে কণ্ঠস্থ করাইতেন।

খৃষ্টানগণ যদি এই সত্য সরল মত মান্য না করেন, তবে নিজেদের হোলি বাইবেলের উপর দৃষ্টিপাত করুন ;—

জি, এম, বি, ডাঙ্কান সাহেব উপরোক্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন, বাইবেলের পাঁচ খণ্ড অনুলিপি অতি প্রসিদ্ধ। ১ম বাটিকান অনুলিপি, ২য় সীনয়ীয় অনুলিপি, ৩য় সিকন্দরীয় অনুলিপি, ৪র্থ ইফ্রায়িম অনুলিপি এবং ৫ম বেজার অনুলিপি।

১ম অনুলিপিতে আদি পুস্তকের প্রথম অধ্যায় হইতে ৪৬ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত, ১০৫ গীত হইতে ১০৭ গীত পর্য্যন্ত ও ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ৯ম অধ্যায়ের ১৪শ পদ হইতে নূতন নিয়মের শেষ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই অনুলিপিতে মার্ক লিখিত সুসমাচারের ১৯ অধ্যায়ের ৯ম পদ হইতে ২০ পদ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।

২য় অনুলিপিতে মার্ক লিখিত সুসমাচারের শেষ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগ (৯—২০ পদ) পাওয়া যায় না।

৩য় অনুলিপিতে মথি লিখিত সুসমাচারের প্রথম হইতে ২৬এর অধ্যায় কিয়দংশ পর্য্যন্ত এবং যোহন লিখিত সুসমাচারের দুইটী পাতা ও দ্বিতীয় করন্থীয় পত্রের তিনটী পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

৪র্থ অনুলিপির অক্ষরগুলি অস্পষ্ট ছিল।

৫ম অনুলিপিতে যোহন ৮ ; ১—১১ পদে ব্যভিচারিণী স্ত্রীর বিবরণটী বেশী আছে। লুক লিখিত সুসমাচারের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৫।৬ পদে কতকগুলি শব্দ বেশী আছে।

বাইবেলের অনুলিপিগুলি পরস্পর অনৈক্য থাকায় পাদরি বাহাদুরেরা স্বীকার করিবেন কি যে, প্রচলিত বাইবেলগুলি মূল বাইবেল হইতে পৃথক ?

আরও পাদরিগণ বলেন ;—

হজরত ওছমান অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলি আগুণে পোড়াইয়া, অথবা অন্য কোন উপায়ে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে হজরত মহম্মদের উপর যে কোর-আন না;জিল হইয়াছিল, ঠিক সেই কোর-আন খানিই যে এখনকার এই কোর-আন তাহা কে বলিতে পারে ?

উত্তর।

পাঠক। নবি করিম (ছাঃ)যে কোর-আন লেখকগণ দ্বারা লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, হজরত আবুবকর এবং ওছমান অবিকল তাহাই লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, তাহা হইলে পাণ্ডুলিপিগুলি পোড়াইয়া ফেলিলে, মূল কোর-আনের কোন ক্ষতি ঘটিতে পারে না।

নবি করিম (ছাঃ) সহস্রাধিক লোককে কোর-আন স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপিগুলি পোড়াইয়া ফেলিলে, কি হাফেজদের হৃদয় সমূহ পুড়িয়া গিয়াছিল ?

সাধারণ লোকের পাণ্ডুলিপিগুলিতে ছুরাগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে লেখা ছিল, কোন্‌টীতে দশ আয়ত, কোন্‌টীতে বিশ আয়ত, কোনটীতে বিভিন্ন ছুরার কতক আয়ত লেখা ছিল, আরও কোর-আন শরিফের ছুরাগুলি অগ্র পশ্চাৎ লেখা ছিল। হজরত ওছমান নবি করিমের সময়ে লিখিত কোর-আনের অনুলিপি ও

হাফেজদের সাহায্যে সম্পূর্ণ কোর-আন শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে লিখিয়া উপরোক্ত পাণ্ডুলিপিগুলি পোড়াইয়াছিলেন, উহাতে তিনি মূল কোর-আন কিরূপে বিকৃত করিলেন।

এক্ষণে সাহেবগণকে জিজ্ঞাসা করি, যেরূপ নবি করিমের সাক্ষাতে কোর-আন লেখা হইয়াছিল, ঐরূপ কি হজরত ইছার (আঃ) সাক্ষাতে ইঞ্জিল লেখা হইয়াছিল ? কত দিবস পরে এই ইঞ্জিল লেখা হইয়াছিল ; কোন্ কোন্ ব্যক্তি এই ইঞ্জিল লিখিয়াছিল, কোন্ ভাষায় লেখা হইয়াছিল, কোন্ ব্যক্তি উহার অনুবাদ করিয়াছিল, উহা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। তাহা হইলে হজরত ইছার (আঃ) উপর যে ইঞ্জিল নাজিল হইয়াছিল, ইহাই কি সেই ইঞ্জিল, কে বলিতে পারে ? কোর-আনের যেরূপ সহস্রাধিক হাফেজ হইয়া আসিতেছে, ইঞ্জিলের কি এইরূপ হাফেজ আছে ?

মার্স মালিক্স সাহেব লিখিয়াছেন, ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের কোন বাইবেলের হস্তলিপি নাই, খ্রীষ্টানগণ ইহার পূর্ব্বের সমস্ত হস্তলিপি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

জি, এম, বি, ডাঙ্কান সাহেব অনুমান করিয়া বলেন, অতি প্রাচীন তিন খণ্ড হস্তলিপি চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল, তাহা হইলে মূল ইঞ্জিল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

লর্ড নরসভিন তদীয় টীকার ৫২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ১৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এক সভা হইয়া আদেশ হয় যে, বাইবেল সমস্ত দগ্ধ করা হইবে।" পরন্ত ইউনিসিয়া নামক একজন খৃষ্টান বলিয়াছেন যে, তিনি ঐ পুস্তকের ঐ পৃষ্ঠায় দেখিয়াছেন যে, উক্ত লর্ড লিখিয়াছেন, "রাশিকৃত বাইবেল গ্রন্থ বারুদে ফেলিয়া দগ্ধ করা হইয়াছিল।"

সার উইলিয়ম মিউর নামক জনৈক বিখ্যাত খৃষ্টান সাহেব তদীয় "কুলিসা" নামক তওয়ারিখের ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন

যে, ৩০৩ খৃষ্টাব্দে এক কঠিন ঘোষণা এই মর্ম্মে দেওয়া হয় যে, "যদি উপাসনার দিন উপসনালয়ে বহু লোক একত্রে বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করে, তবে ঐ সকল ব্যক্তিকে এবং বাইবেল ও গির্জ্জা সমূহ ধ্বংস করা হইবে।"

পরন্তু ঐ 'কালিসা' তওয়ারিখের ১৩০ পৃষ্ঠায় ইহাও দৃষ্ট হয় যে, তৎকালীন সমস্ত বাইবেল দগ্ধ করা হইয়াছিল।

হে পাদরি সাহেবান! আমাদের কোর-আন শরিফের পাণ্ডু-লিপিগুলি নষ্ট হইয়া গেলেও হজরত নবি করিমের হৃদয় হইতে পুরুষ পরম্পরায় সহস্রাধিক হাফেজদের হৃদয়ে মূল কোর-আন রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, হজরত নবি করিমের উপর যে কোর-আন নাজিল হইয়াছিল, প্রচলিত কোর-আন সেই কোর-আন; কিন্তু বাইবেলের পুরাতন পাণ্ডুলিপি-গুলি খৃষ্টানগণ কর্ত্তৃক ধ্বংস পাইয়াছে এবং ৫ম বা ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বের একখণ্ড হস্তলিপিও নাই, তবে আপনারা কিরূপে বলিবেন যে, প্রচলিত ইঞ্জিলই প্রকৃত ইঞ্জিল।

গোল্ডসেক সাহেব "ইস্‌লামে-কোরআন" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন;—"শিয়ারা বলেন, ছুরা নুরে হজরত আলির মাহাত্ম্য-সূচক অনেক কথা ছিল, কিন্তু ওছমান উহা কোর-আন হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহা সম্ভবতঃ আলির সঙ্কলিত কোর-আনে ছিল।"

উত্তর।

ভ্রাতঃ! হজরত ওছমান যদি আলির মাহাত্ম্য সূচক কথাগুলি কোর-আন হইতে বাহির করিয়া দিতেন, তবে সহস্রাধিক হাফেজ হজরত ওছমানের উপর দোষারোপ করিতেন এবং হজরত আলিও এই ভ্রম প্রকাশ করিয়া দিতেন, কিন্তু উক্ত হাফেজগণের কণ্ঠগত

কোর-আন এবং হজরত ওছমান সঙ্কলিত কোর-আনের মধ্যে একবিন্দু কম-বেশী দেখা যায় না, তবে উপরোক্ত কথাগুলি অনর্থক বাক্য ব্যয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

এক্ষণে হজরত আলি ও প্রধান শিয়া লেখকের মতামত শ্রবণ করুন ;—

عن علی انه قال من زعم ان عندنا شيأ نقرؤه الا كتاب الله ...... فقد كذب ٭

"(এক সময় লোকে হজরত আলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ওছমান সঙ্কলিত কোর-আন অপেক্ষা কি আপনার সঙ্কলিত কোর-আনে কোন কথা বেশী আছে ? সেই সময় হজরত আলি বলিয়াছিলেন, প্রচলিত কোর-আনকে সম্পূর্ণ কোর-আন জানিতে হইবে,) যে ব্যক্তি বলিবে, আমাদের নিকট প্রচলিত কোর-আন ভিন্ন আরও বেশী আয়ত আছে, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী।"

শিয়াদের তফছির মাজমায়োল বাইয়ানে লিখিত আছে ;—

ذكر السيد المرتضى ان القرآن كان على عهد رسول الله صلعم مجموعا مولفا على ماهو الان و استدل على ذلك بان القرآن كان يدرس و يحفظ جميعه في ذلك الزمان حتى عين على جماعة من الصحابة فی حفظهم و انه كان يعرض على النبی صلعم و يتلى و ان جماعة من الصحابة ختموا القرآن على النبی صلعم عدة ختمات وكل ذلك بادنى تامل يدل على انه كان مجموعا مرتبا غير منشور و لا مبثوث و ذكر ان من خالف من الامامية و الحشوية لايعتد بخلافهم ٭

"(শিয়া মতাবলম্বী) ছৈয়' মোরতজা উল্লেখ করিয়াছেন যে, নিশ্চয় কোর-আন বর্ত্তমানে যেরূপ আছে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর জামানায় সেইরূপ সংগৃহীত ছি । ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, নিশ্চয় কোর-আনের সমস্ত অংশ সেই সময় শিক্ষা প্রদান করা হইত ও কণ্ঠস্থ করাইয়া দেওয়া হইত। এমন কি একদল ছাহাবাকে কোর-আন কণ্ঠস্থ করিতে নিয়োজিত করা হইয়াছিল এবং নবি (ছাঃ)এর নিকট উহা পেশ করা হইত এবং পাঠ করা হইত। নিশ্চয় একদল ছাহাবা নবি (ছাঃ) ... ক কয়েক খতম কোর-আন শেষ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ব্যাপারে সামান্য চিন্তা করিলে প্রতিপন্ন হয় যে, নিশ্চয় উক্ত কোর-আন নিয়মিত ভাবে সংগৃহীত ছিল, উহা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল না।

আরও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় এমামিয়া ও হাশবিয়াদিগের মধ্যে যে কেহ ইহার বিপরীত মতাবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের এই বিপরীত মত অগ্রাহ্য।"

শিয়াদের মাছায়েবোন নাওয়াছেব ;—

قال القاضي نور الله شوشتری ما نسب الی الشیعة و الامامیة بوقوع التغییر فی القرآن لیس مما قال به جمهور الامامیة ❋

(শিয়া মতাবলম্বী) কাজি নুরুল্লাহ সুস্তরি বলিয়াছেন, কোর-আনের পরিবর্ত্তন হওয়ার যে মত শিয়া ও এমামিয়াদিগের উপর আরোপিত করা হয়, ইহা অধিকাংশ এমামিয়াদিগের মত নহে।

শিয়াদের কাফি কোলায়নির টীকা ;—

قال الملا صادق فی شرح الکلیني یظهر القرآن بهذا الترتیب عند ظهور الامام الثاني عشر و یشهر به ❋

(শিয়া) মোল্লা ছাদেক কোলায়নির টীকায় বলিয়াছেন, এই কোর-আন দ্বাদশ এমামের (এমাম মেহদীর) প্রকাশিত হওয়ার সময় এই নিয়মে প্রকাশিত ও প্রসিদ্ধ হইবে।

শিয়া মোহম্মদ বেনে হাসান আপন কেতাবে লিখিয়াছেন ;—

اینکه هرکسی که تتبع اخبار و تفحص تواریخ و آثار
نموده بعلم یقینی می داند که قرآن درغایت و اعلی
درجهٔ تواتر بوده و آلاف صحابه حفظ و نقل می کردند
آنرا درعهد رسول خدا صلعم مجموع و مولف بود *

যে ব্যক্তি হাদিছ, ইতিহাস ও ছাহাবাগণের মত অনুসন্ধান করিয়াছে, সে ব্যক্তি নিশ্চিত জ্ঞানে অবগত হইবে যে, কোর-আন 'তাওয়াতোর' এর উচ্চ শিখরে উপস্থিত হইয়াছে, সহস্র ছাহাবা উক্ত কোর-আনকে কণ্ঠস্থ ও লিপিবদ্ধ করিতেন—যাহা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর জামানায় সংগৃহীত ছিল।

৩। ছুরা আলো-এমরান

ইহাতে ২০০ আয়ত আছে। ইহা মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১ম রুকু, ৯ আয়ত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

"সর্ব্বপ্রদাতা দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(١) الٓمٓ ۚ (٢) اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ

(٣) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۙ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ

وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ (٤) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ

عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۚ (٥) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى

عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۚ (٦) هُوَ الَّذِيْ

يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ

الْحَكِيمُ ۝ (٧) هُوَ الَّذِيٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ

اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ط

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ

مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ

اِلَّا اللّٰهُ م وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ لا

كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ج وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

(٨) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ

لَّدُنْكَ رَحْمَةً ج اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ (٩) رَبَّنَآ اِنَّكَ

جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ

الْمِيْعَادَ

(১) আলিফ-লাম-মিম। (২) আল্লাহ—তাঁহা ব্যতীত কোন উপাস্য নাই—তিনি চির অমর সৃষ্টির পরিচালক ও রক্ষক। (৩) তিনি তোমার উপর সত্যসহ কেতাব (কোর-আন) অবতারণ করিয়াছেন—যাহা উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কেতাব সমূহের

সত্যতা প্রমাণকারী এবং তিনি ইহার পূর্ব্বে লোকদিগের পথ-প্রদর্শক তওরাত ও ইঞ্জিল অবতারণ করিয়াছেন এবং তিনি কোরকান অবতারণ করিয়াছেন (৪) নিশ্চয় যাহারা খোদা-তায়ালার আয়ত সমূহের প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত প্রতিশোধ গ্রহণ-কারী। (৫) নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার নিকট পৃথিবীতে এবং আছমানে কোন বিষয় অপ্রকাশিত নহে। (৬) তিনিই যেরূপ ইচ্ছা করেন, জরায়ু সমূহের মধ্যে তোমাদের রূপ গঠন করেন, সেই মহাপরাক্রান্ত মহা বিজ্ঞানময় ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই। (৭) তিনিই তোমার উপর কেতাব অবতারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি আয়ত মোহকাম (স্পষ্ট মর্ম্মবাচক), এই সমস্ত কেতাবের মূল স্বরূপ এবং অন্য কতকগুলি আয়ত 'মোতাশাবেহাত' (অস্পষ্ট মর্ম্মবাচক), কিন্তু যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তাহারাই অশান্তি অন্বেষণ এবং উহার মর্ম্ম অন্বেষণ উদ্দেশ্যে উহার অস্পষ্ট অংশের অনুসরণ করিয়া থাকে এবং আল্লাহ ব্যতীত কেহই উহার মর্ম্ম অবগত নহে। আর যাহারা ধর্ম্মজ্ঞানে পারদর্শী, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, আমরা উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি এবং (উহার) প্রত্যেক প্রকার আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে (নাজেল হইয়াছে) এবং জ্ঞানবানেরা ব্যতীত কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না। (৮) হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি যখন আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছ, ইহার পরে আমাদের অন্তর সমূহ বক্র করিও না এবং তোমার নিক হইতে আমাদিগকে দয়া অনুগ্রহ প্রদান কর, নিশ্চয় তুমিই মহা দানকারী। (৯) হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় তুমি লোকাদগকে উক্ত দিবসের জন্য সংগ্রহকারী—যাহাতে কোন সন্দেহ নাই, নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

—৩

টীকা ;—

শানে-নজুল।

এমাম রাজি এই ছুরার প্রথমাংশ নাজেল হওয়ার কারণ এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;—ইহার প্রথম হইতে 'মোবাহালা'র আয়ত পর্য্যন্ত খ্রীষ্টানদিগের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল। মোহম্মদ বেনে এছহাক বলিয়াছেন, নাজরানের ৬০ জন অশ্বারোহী খৃষ্টান হজরত নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ১৪ জন শরিফ (সম্ভ্রান্ত) লোক ছিলেন, তাহাদের মধ্যে তিনজন খ্রীষ্টানদিগের অগ্রণী ছিলেন, একজন তাহাদের আমির আবদুল মছিহ নামে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাদের মন্ত্রী ছৈয়দ আয়হম নামে, তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদের পণ্ডিত, পাদরী ও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বনুবকর সম্প্রদায়ের আলকামার পুত্র আবু হারেছা। খ্রীষ্টান রাজাগণ শেষোক্ত ব্যক্তির বিদ্যা ও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ শ্রবণে তাহাকে মহা গৌরব ও সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহাকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সম্পদ দান করিয়াছিলেন। যখন তাহারা নাজরাণ হইতে রওয়ানা হইয়াছিলেন, আবু হারেছা নিজের অশ্বতরের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার পার্শ্বে তাহার ভ্রাতা কোরজ ছিল, আবুহারেছার অশ্বতর ধাবিত হইতে-ছিল, এমতাবস্থায় উহার পদস্খলিত হইয়া গেল, তদ্দর্শনে কোরজ বলিল, সেই দূরবর্ত্তী ব্যক্তি (অর্থাৎ) হজরত নবি (ছাঃ) বিনষ্ট হউক। ইহাতে আবু হারেছা বলিলেন, বরং তোমার মাতা বিনষ্ট হউক। কোরজ বলিল, হে ভ্রাতা, কেন এরূপ হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, খোদার শপথ, আমরা যে নবীর প্রত্যাশায় ছিলাম, এই মোহম্মদ (ছাঃ) তিনিই। তখন কোরজ বলিল, যখন তুমি ইহা জানিতে পারিয়াছ, তখন কিসে

তোমাকে তাঁহার প্রতি ইমান আনিতে বাধা প্রদান করিতেছে ? তিনি বলিলেন, এই রাজন্যবর্গ আমাদিগকে বহু অর্থ সম্পদ প্রদান করিয়াছেন এবং মহা সম্মানিত করিয়াছেন। এক্ষণে যদি আমি হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি ইমান আনি, তবে তাঁহারা আমাদিগের নিকট হইতে এই সমস্ত সামগ্রী কাড়িয়া লইবেন। এতৎ শ্রবণে তাহার ভ্রাতা কোরজের অন্তর প্রভাবিত হইল, এবং সে অন্তরে এই সত্য সংগোপন রাখিয়া অবশেষে ইছলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এই ঘটনা প্রকাশ করিয়া ফেলে। তৎপরে উপরোক্ত তিন ব্যক্তি তাহাদের ধর্ম্ম সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সমালোচনা করেন। একবার তাহারা বলিতে লাগিল, ইছা স্বয়ং আল্লাহ। আর একবার বলিতে লাগিল, তিনি খোদার পুত্র। আর একবার বলিতে লাগিল, তিনি তিন খোদার একাংশ। তাহারা প্রমাণ স্বরূপ ইহা পেশ করিলেন যে, হজরত ইছা (আঃ) মৃত-দিগকে জীবিত করিতেন, শ্বেতকুষ্ঠ রোগগ্রস্ত, জন্মান্ধ ও অন্যান্য পীড়িতদিগকে সুস্থ করিতেন, অদৃশ্য ঘটনাবলীর সংবাদ প্রদান করিতেন, তিনি মৃত্তিকা হইতে পক্ষীর আকৃতি নির্ম্মাণ করতঃ উহাতে ফুৎকার প্রদান করিলে, উহা জীবন্ত পক্ষী হইয়া উড়িয়া যাইত, এই সমস্ত তাঁহার খোদা হওয়ার প্রমাণ।

আর তাঁহার পরিচিত পিতা ছিল না, ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি খোদার পুত্র।

আর খোদা অনেক ক্ষেত্রে বলিয়াছেন, আমরা করিয়াছি, আমরা সৃষ্টি করিয়াছি, যদি খোদা অংশ বিহীন এক হইতেন, তবে এইরূপ বলিতেন না, ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনে মিলিয়া এক খোদা হয়, আর হজরত ইছা উহার তৃতীয়াংশ।

তৎশ্রবণে হজরত নবী (ছাঃ) বলিলেন, তোমরা ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর। তাহারা বলিলেন, আমরা ইছলাম গ্রহণ করিলাম। তখন হজরত (ছাঃ) বলিলেন, যখন তোমরা খোদার সন্তান সাব্যস্ত করিতেছ, ক্রুশের পূজা করিয়া থাক এবং শূকর ভক্ষণ করিয়া থাক, তখন কিরূপে তোমাদের ইছলাম সপ্রমাণ হইবে? তাহারা বলিলেন, তবে হজরত ইছার পিতা কে? হজরত (ছাঃ) একটু মৌনাবলম্বন করিলেন। এমতাবস্থায় খোদাতায়ালা তৎ-সম্বন্ধে ছুরা আলো-এমরাণের প্রথম আশির অধিক আয়ত নাজেল করিলেন। তৎপরে হজরত (ছাঃ) তাহাদের সহিত তর্ক করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ-তায়ালা চিরজীবন্ত অমর, আর ইছা (আঃ)এর উপর মৃত্যু আসিবে। তাহারা বলিলেন, হঁা। হজরত বলিলেন, তোমরা কি জান না যে, পুত্র পিতার সদৃশ হইয়া থাকে। তাহারা বলিলেন, হঁা। হজরত বলিলেন, আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বিষয়ের সুপরিচালক, উহার তত্ত্বাবধান, রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং উহার জীবিকা প্রদান করেন। (হজরত) ইছা (আঃ) ইহার কিছুর ক্ষমতা রাখেন কি? তাহারা বলিলেন, না। হজরত বলিলেন, তোমরা কি জান না যে, আল্লাহতায়ালার পক্ষে আছমান ও জমিনের কোন বিষয় অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না, (হজরত) ইছা (আঃ) খোদার শিক্ষা ব্যতীত তৎসমস্ত কি অবগত আছেন? তাহারা বলিলেন, না। হজরত বলিলেন, আমাদের খোদা যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন, জরায়ুর মধ্যে (হজরত) ইছার আকৃতি গঠন করিয়াছেন, ইহা তোমরা জান কি? তাহারা বলিলেন, হঁা। হজরত বলিলেন, তোমরা কি জাননা যে, আমাদের প্রতিপালক পানাহার করেন না এবং মলমূত্র হইতে পবিত্র। আর তোমরা জান যে, হজরত ইছা (আঃ)কে তাঁহার

মাতা অন্যান্য স্ত্রীলোকগণের ন্যায় গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন এবং প্রসব করিয়াছিলেন এবং তিনি অন্যান্য শিশুদের ন্যায় বর্দ্ধিত ও প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তৎপরে তিনি পানাহার করিতেন এবং মলমূত্র ত্যাগ করিতেন। তাহারা বলিলেন, হাঁ। হজরত বলিলেন, এক্ষেত্রে তোমাদের দাবি কিরূপে সত্য হইবে? তাহারা সত্য বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু হঠকারিতা বশতঃ অস্বীকার করিলেন।

তৎপরে তাহারা বলিলেন, হে মোহম্মদ, তুমি কি বল না যে, হজরত ইছা আল্লাহতায়ালার কলেমা এবং রুহ্। হজরত বলিলেন, হাঁ। তাহারা বলিলেন, ইহাই আমাদের দাবির যথেষ্ট প্রমাণ। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হয়—"যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তাহারা কোর-আনের অস্পষ্টাংশের অনুসরণ করিয়া থাকে।"

তৎপরে আল্লাহ হজরত (ছাঃ)কে তাহাদের সহিত 'মোবাহালা' করিতে আদেশ করেন। তখন হজরত তাহাদিগকে মোবাহালা করিতে আহ্বান করেন। তদুত্তরে তাহারা বলেন, হে আবুল কাছেম, তুমি আমাদিগকে এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে সময় দাও, আমরা কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব, তাহা তোমার নিকট আগমন করতঃ জানাইব। উক্ত তিন ব্যক্তি পরস্পর পরামর্শ করায় এক ব্যক্তি বলিল, হে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়, খোদার শপথ, নিশ্চয় তোমরা অবগত হইয়াছ যে, হজরত মোহম্মদ নবী ও রাছুল, তোমাদের নবীর সম্বন্ধে মীমাংসাকারী সংবাদ আনয়ন করিয়াছেন। আর ইহাও তোমরা জান যে, যে কোন সম্প্রদায় কোন নবীর সহিত মোবাহালা করিয়াছে, তাহাদের ছোট বড় সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যদি তোমরা মোবাহালা কর, তবে তোমরা সমূলে বিনষ্ট হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। আর যখন তোমরা নিজেদের

ধর্ম্মে নিশ্চল থাকা ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেছ, তখন তোমরা হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর সহিত বিরোধ না করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কর। তৎপরে তাহারা হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আবুল কাছেম, আমরা স্থির করিয়াছি যে, আপনার সহিত মোবাহালা করিব না এবং আপনাকে আপনার ধর্ম্মের উপর ত্যাগ করিব ও আমরা নিজেদের ধর্ম্মের উপর স্থায়ী থাকিব। আপনি আপনার সহচরগণের মধ্যে একজন বিচারক প্রেরণ করুন—তিনি আমাদের কতকগুলি মতভেদ ঘটিত বিষয়ে সুবিচার করিবেন, কেননা আপনারা আমাদের নিকট বিশ্বাসভাজন। হজরত (ছাঃ) ছাহাবা প্রবর আবু ওবায়দা (রাঃ)কে বিচারকরূপে তাহাদের সঙ্গে প্রেরণ করেন।

এমাম রাজি বলেন, এই রেওয়াএতে বুঝা যায় যে, ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে এবং সন্দেহ মোচন করিতে বাহাছ তর্ক করা নবিগণের পেশা। হাশবিয়া নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায়েরা যে বাহাছ তর্ক করার উপর দোষারোপ করিয়া থাকে, ইহা তাহাদের বাতীল মত। কঃ, ২।৪০৭।৭০৮।

এই ছুরার এক নাম আলো-এমরাণ, ছহিহ মোছলেমের একটী হাদিছে ছুরা বাকারা ও ছুরা আলো-এমরানের নাম الزهراوين (উজ্জল দুইটী ছুরা) রাখা হইয়াছে। ইহার الامان (শান্তি), الكنز (ধনভাণ্ডার), المجادلة, المعنية ও الستغفار নাম সকল আছে। আরবী 'আল' ال শব্দের অর্থ সন্তানগণ, এমরাণ عمران দুইজন লোকের নাম ছিল, প্রথম হজরত মরয়েম (আঃ)এর পিতা, ইহা হাছান বাছারি ও অহাবের মত। দ্বিতীয় হজরত মুছা ও হারুণ (আঃ)এর পিতা। ইহা মোকাতেলের মত। উভয় এমরানের মধ্যে ১৮০০ বৎসর ব্যবধান ছিল।

আল্লামা আ'লুছি এমরাণের প্রথম অর্থ যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।—রুঃ, মাঃ, ১।৫১৫।৫৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে আলো-এমরাণ শব্দের অর্থ এমরাণের সন্তানগণ—অর্থাৎ হজরত মরয়েম বিবি ও হজরত ইছা (আঃ)। যেহেতু এই ছুরাতে উভয় মহাত্মার বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে, এই হেতু এই ছুরাটিকে 'আলো-এমরাণ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

১। আলিফ-লাম-মিম, ইহার বিস্তারিত আলোচনা ছুরা বাকারার প্রথমে লিখিত হইয়াছে, এজন্য উহার পুনরুক্তি করিলাম না।

২। আরবি الحي 'আলহাই' শব্দের অর্থ অনন্ত, চিরজীবন্ত, অমর। আরবি القيوم 'আল-কাইউম' শব্দের অর্থ প্রত্যেক বস্তুর পরিচালক, তত্বাবধায়ক, রক্ষক ও জীবিকা প্রদাতা।

আয়তের অর্থ এই যে, যে আল্লাহ চিরজীবন্ত ও প্রত্যেক বস্তুর পরিচালক, তত্বাবধায়ক, রক্ষক ও জীবিকা প্রদাতা, তাহা ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য আর কেহ নাই, ইহাতে যে হজরত ইছা (আঃ) এক সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন এবং সমস্ত জড় ও জীবের রক্ষক, পরিচালক ও জীবিকা প্রদাতা নহেন, তাঁহার পূর্ণ খোদা বা খোদার একাংশ হওয়া বাতীল প্রতিপন্ন হইল।

৩। এই আয়তে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর উপর আছমানি কেতাব কোর-আন ও হজরত মুছা ও ইছা (আঃ)এর উপর তওরাত ও ইঞ্জিল নাজেল করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কোর-আন অল্প অল্প করিয়া বারবারে নাজেল করা হইয়াছিল, এই হেতু نزل শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, পক্ষান্তরে তওরাত কিম্বা ইঞ্জিল একেবারে নাজেল হইয়াছিল, এই হেতু انزل-শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন ;—

"কোর-আন শরিফ 'লওহো-মহফুজ' হইতে একেবারে প্রথম আছমানের 'বয়তুল-এজ্জা' নামক স্থানে নাজেল করা হইয়াছিল, এই হেতু কখন انزل শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রথম আছমান হইতে ২৩ বৎসরে ক্রমান্বয়ে হজরতের উপর নাজেল হইয়াছিল, এই হেতু কখন نزل শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

আল্লাহ বলিতেছেন, তিনি কোর-আন শরিফ সত্যের সহিত নাজেল করিয়াছেন, ইহার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে।
(১) উহার মধ্যে যে প্রাচীন লোকদিগের ইতিহাস সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহা সত্য।

(২) উহার মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি ও ভয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহা লোকদিগকে আকায়েদ ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সত্যপথগামি হইতে উৎসাহিত করে এবং বাতীল পথে ধাবিত হওয়ার বাধা প্রদান করে।

(৩) উক্ত কোর-আন মীমাংসাকারী, সন্দেহ ভঞ্জনকারী কথা, প্রলাপোক্তি বা বিদ্রূপ বাণী নহে।

(৪) উহাতে বন্দিগী, দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, নম্রতা প্রকাশ ও সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে ন্যায়বিচার করার তুল্য এরূপ সত্য মতের উল্লেখ হইয়াছে—যাহা অবলম্বন করা লোকদের পক্ষে কর্ত্তব্য।

(৫) উহাতে এরূপ নির্ভুল মত উল্লিখিত হইয়াছে—যাহা ভ্রান্তিমূলক ও বৈষম্য-ভাবার্থক নহে।

(৬) উহা এরূপ অকাট্য দলীল যে, উহাতেই সপ্রমাণ হয় যে, উহা আল্লাহতায়ালার কালাম।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

উক্ত কোর-আন প্রাচীন নবিগণের কেতাব সমূহের ও তাঁহাদের প্রচারিত খোদার বাণীগুলির সত্যতা সপ্রমাণ করে। যদি

কোর-আন আল্লাহতায়ালার কালাম না হইত, তবে অন্যান্য কেতাবগুলির সামুকুল মত প্রকাশ করিত না, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) 'উম্মি' ছিলেন, কোন বিদ্বানের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই, কাহারও নিকট পাঠাভ্যাস করেন নাই, মিথ্যা অপবাদকের পক্ষে মিথ্যা ও জাল কথা হইতে নির্ম্মল থাকা অসম্ভব, আর কোর-আনে যখন উভয় প্রকার কথার লেশ নাই, তখন উহার ঘটনাবলী যে আল্লাহতায়ালার অহি, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আবু মোছলেম বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা যে কোন নবীকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার তওহিদ (একত্ব), তাঁহার প্রতি ইমান আনা, কলঙ্কমূলক বিষয়গুলি হইতে তাঁহার পবিত্রতা প্রকাশ, ন্যায়বিচার, পরোপকার এবং প্রত্যেক কালের হিতজনক বিধি-ব্যবস্থার দিকে আহ্বান করিতে প্রেরণ করিয়াছেন, কোর-আন উল্লিখিত প্রত্যেক বিষয়ে প্রাচীন কেতাবগুলির সমর্থক ও সত্যতা প্রমাণকারী।

এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, কোর-আন প্রাচীন কেতাবগুলির অধিকাংশ বিধি-ব্যবস্থা মনছুখ করিয়া দিয়াছে, কাজেই কিরূপে কোর-আন উক্ত কেতাবগুলির সমর্থনকারী হইবে?

এমাম রাজি ইহার উত্তরে বলিয়াছেন;—প্রাচীন কেতাবগুলিতে কোর আন ও শেষ নবীর সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে এবং তৎসমুদয়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তৎসমুদয়ের বিধি-ব্যবস্থাগুলি কোর-আন নাজেল হওয়া পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং উহা নাজেল হইলে, মনছুখ হইয়া যাইবে, এই সূত্রে তৎসমুদয় কোর-আনের অনুমোদনকারী এবং কোর-আনও তৎসমস্তের অনুমোদক। উল্লিখিত আহকাম ব্যতীত আকায়েদ সংক্রান্ত আহকাম অপরিবর্ত্তনীয়, কাজেই কোর-আন তৎসমুদয়ের সমর্থক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ তওরাত ও ইঞ্জিল শব্দদ্বয়কে আরবি শব্দ ধারণায় উহার ধাতু নির্ণয়ে মতভেদ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম রাজি ও আল্লামা আলুছি বলেন, উভয় শব্দ আরবি নহে, তওরাত শব্দ এবরাণি (ইব্রীয়) ও ইঞ্জিল শব্দ ছুরইয়ানি (সুরীয়) ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

তওরাত বলিয়া এস্থলে উক্ত কেতাবের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে যাহা হজরত মুছা (আঃ)এর প্রতি নাজেল করা হইয়াছিল, সমস্ত পুরাতন নিয়ম তওরাত নহে, উহাতে জবুর ও অন্যান্য ছহিফা আছে। পুরাতন নিয়মের যাত্রা পুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ এই চারিখানা পুস্তক মূল তওরাতের বিকৃত সংস্করণ, ইহার প্রমাণ মৎপ্রণীত খ্রীষ্টান রদ নামক পুস্তকে বিস্তারিতরূপে জানিতে পারিবেন। হজরত ইছা (আঃ)এর উপর যে কেতাব নাজেল হইয়াছিল, তাহাই প্রকৃত ইঞ্জিল, বর্ত্তমান নূতন নিয়ম হজরত ইছা (আঃ)এর পরে লিখিত হইয়াছে, উহা প্রকৃত ইঞ্জিল নহে বরং সত্য মিথ্যা মিশ্রিত কয়েকখানা ইতিহাস, তৎসমস্তের মধ্যে প্রকৃত ইঞ্জিলের কতক উপদেশ ও ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু কোন্ কোন্‌টী সত্য, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

"কোর-আন নাজেল করার পূর্ব্বে তওরাত ও ইঞ্জিল লোক-দিগের সুপথ প্রদর্শন উদ্দেশ্যে নাজেল করা হইয়াছিল।"

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন যে, তিনি 'ফোরকান' নাজেল করিয়াছিলেন, ফোরকান শব্দের অর্থ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদকারী, এই ফোরকান কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কেহ কেহ উহার অর্থ জবুর কিম্বা অন্যান্য আছমানি কেতাব সমুহ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কাতাদা বলিয়াছেন, উহার অর্থ

কোর-আন, কেননা উহা হালাল ও হারামের মধ্যে প্রভেদ করিয়া দিয়াছে, য়িহুদী ও খৃষ্টানেরা যে যে বিষয়ে মতভেদ করিয়াছিল, কোর-আন তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। একবার কোর-আনের কথা উল্লেখ করিলেও উহার উচ্চ গৌরব প্রকাশ করা উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার উহার এইরূপ বিশিষ্ট গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এই ফোরকানের অর্থ হজরতের মো'জেজা (অলৌকিক কার্য্যাবলী), যেহেতু উহা সত্য ও মিথ্যা দাবিকারিদের মধ্যে প্রভেদ করিয়াছিল। এমাম রাজি ইহা মনোনীত মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। যাহারা আল্লাহতায়ালার আয়তগুলিকে অস্বীকার করে, তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে। কোন তফছিরকারক ইহা খৃষ্টানদিগের পক্ষে নাজেল হইয়াছে ধারণা করিয়া তাহাদের জন্য এই আয়তের হুকুম বিশিষ্ট হওয়ার দাবি করিয়াছেন, কিন্তু সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্ তফছিরকারকগণ বলিয়াছেন, আয়তটী খাস খৃষ্টান-দিগের উপলক্ষে নাজেল হইলেও উহার শব্দের হিসাবে ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা হইবে। কাজেই যে কেহ আল্লাহতায়ালার দলীল প্রমাণ অস্বীকার করিবে, তাহার পক্ষে এই হুকুম হইবে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

আল্লাহ এত বড় পরাক্রান্ত যে, কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে না এবং তিনি শাস্তি প্রদান করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৫।৬। এই আয়তের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে—প্রথম এই যে, এই ছুরার প্রারম্ভে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির কার্য্য পরিচালক, কিন্তু সমস্ত সৃষ্টির কার্য্য পরিচালক হইতে গেলে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত সৃষ্টির অভাব অনাটনের পূর্ণ অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক ; দ্বিতীয় সমস্ত অভাব অনাটন পূর্ণ করিতে সক্ষম

হওয়া জরুরি। প্রথম বিষয়ের জন্য সমস্ত বিষয়ের পূর্ণ অভিজ্ঞ হওয়া এবং দ্বিতীয় বিষয়ের জন্য সমস্ত সৃষ্টির উপর আধিপত্য স্থাপনে পূর্ণ সক্ষম হওয়া অনিবার্য্য। "তাঁহার পক্ষে আছমান ও জমিনের কোন বিষয় অপ্রকাশিত নহে।" এই কথায় বুঝা যাইতেছে যে, আল্লাহতায়ালা সমস্ত বিষয়ের পূর্ণ অভিজ্ঞ, তিনি যাবতীয় সৃষ্টির অভাব অনাটনের পরিমাণ ও প্রয়োজনের মাত্রা অবগত আছেন. ইহার জন্য কাহারও তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করার আবশ্যক হয় না এবং প্রার্থিগণের আধিক্য হেতু কোন ব্যাপার তাঁহার পক্ষে সংশয়-বিশিষ্ট ও জটিল হইয়া পড়ে না।

"তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, জরায়ু সমূহে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি সমস্ত সৃষ্টির উপর পূর্ণ শক্তি প্রয়োগকারী, এসূত্রে তিনি সমস্ত জড় জীবের সমুদয় অভাব ও প্রয়োজনীয় বিষয় পূর্ণ করিয়া দিতে সক্ষম। এক্ষণে খোদাতায়ালার সমস্ত সৃষ্টির কার্য্যে পরিচালক হওয়া স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইয়া গেল।"

এমাম রাজি বলেন, এই স্থলে একটী নিগূঢ়তত্ত্ব আছে, উহা এই যে, প্রথমে আল্লাহ বলিয়াছেন যে. আল্লাহতায়ালার পক্ষে আছমান ও জমিনের কোন বিষয় অপ্রকাশিত নহে, উহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা গর্ভাশয়ের অন্ধকার-রাশির মধ্যে আশ্চর্য্যজনক দেহ ও আকৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন, অস্থি, মাংস, পেশী, শীরা, ধমনী, রক্ত, নাড়িভুড়ি ইত্যাদি সংযোজিত করিয়া বিভিন্নরূপে উৎকৃষ্ট আকৃতিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মানবদেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহা তিনি একবিন্দু অস্পর্শীয় বীর্য্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা খোদার অসীম শক্তির পরিচায়ক এবং তিনি যে অন্ধকাররাশির মধ্যস্থিত বিষয়গুলির সমস্ত অবস্থা অবগত আছেন, ইহাও জলন্ত ভাবে প্রকাশিত হয়। অতএব তিনি যে জগতের সমস্ত বিষয়ের সুপরিচালক, ইহা ধ্রুব সত্য।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, ইহাতে খ্রীষ্টানদিগের মতের অসারত্তা প্রকাশ করা হইতেছে, খৃষ্টানেরা দুইটী প্রমাণ দ্বারা হজরত ইছা (আঃ)এর খোদা হওয়ার দাবি করিয়াছিলেন, প্রথম প্রমাণ এই যে, হজরত ইছা (আঃ) অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিতেন, তিনি একজনকে বলিতেন যে, তুমি অত্য গৃহে ইহা ভক্ষণ করিয়াছ এবং অন্য ব্যক্তিকে বলিতেন, তুমি নিজের গৃহে এই কার্য্য করিয়াছ।

দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, তিনি মৃতদিগকে জীবিত করিতেন, জন্মান্ধ ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগিদিগকে সুস্থ করিতেন, মৃত্তিকা দ্বারা পক্ষীর আকৃতি প্রস্তুত করিয়া উহার মধ্যে ফুৎকার করিতেন, ইহাতে খোদার আদেশে উহা জীবন্ত পক্ষী হইয়া উড়িয়া যাইত। ইহাতে তাহার সর্ব্বশক্তিমান হওয়া প্রমাণিত হয়।

খোদা খৃষ্টানদিগের উক্ত দাবির প্রতিবাদে বলিতেছেন, হজরত ইছা (আঃ) কতক অদৃশ্য বিষয় অবগত হওয়ার জন্য খোদা হইতে পারেন না, কেননা তিনি উহা আল্লাহতায়ালার অহি ও শিক্ষা দ্বারা অবগত হইতেন, তিনি সমস্ত বিষয়ের সংবাদ অবগত ছিলেন না, ইহাতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, তিনি খোদা নহেন, কেননা খোদার পক্ষে আছমান ও জমিনের কোন বিষয় অপ্রকাশিত থাকা সম্ভব নহে। ইহা জ্বলন্ত সত্য কথা যে, হজরত হজরত ইছা (আঃ) সমস্ত গুপ্ত ও অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ অবগত ছিলেন না। খৃষ্টানেরা বলেন যে, তিনি মৃত্যুর ভয়ে চাঞ্চল্য ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, যদি তিনি অদৃশ্য বিষয় অবগত হইতেন, তবে তিনি জানিতে পারিতেন যে, অমুক অমুক ব্যক্তি তাঁহাকে ধৃত করিয়া হত্যা করার চেষ্টা করিতেছে এবং তিনি তাহাদের কর্ত্তৃক যাতনা ভোগ করিবেন। তাহা হইলে অবশ্য তিনি তাহাদের উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে তথা হইতে পলায়ন করিতেন। ইহাতেই

বুঝা যায় যে, তিনি সমস্ত বিষয়ের অবস্থা অবগত ছিলেন না, কাজেই তিনি খোদা হইতে পারেন না।

আর হজরত ইছা (আঃ) যে কতক মৃতকে জীবিত করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি খোদা হইতে পারেন না, কেননা খোদা মো'জেজা স্বরূপ তাঁহাকে গৌরবান্বিত করা উদ্দেশ্যে কতক মৃতকে জীবিত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু যেহেতু হজরত ইছা (আঃ) সমস্ত অবস্থায় এইরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম ছিলেন না, এই হেতু তিনি খোদা হইতে পারেন না, আল্লাহতায়ালা একবিন্দু বীর্য্য দ্বারা জরায়ুর মধ্যে মনোরম আকৃতি গঠন করেন, আর হজরত ইছা (আঃ) ইহা করিতে সক্ষম ছিলেন না। যদি তিনি মারিয়া ফেলার শক্তি রাখিতেন, তবে খৃষ্টানি মতানুযায়ী যাহারা তাঁহাকে ধৃত করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে পারিতেন। খৃষ্টানেরা আরও বলেন যে, হজরত ইছার পিতা ছিল না, কাজেই তিনি খোদার পুত্র হইবেন, আরও কোর-আনে আছে যে, তিনি আল্লাহর রুহ ও কলেমা, ইহাতে তাঁহার খোদার পুত্র হওয়া বুঝা যায়।

খোদা প্রথম কথার প্রতিবাদে বলিতেছেন, আল্লাহ যেরূপ ইচ্ছা করেন, জরায়ু সমূহে মনুষ্যের আকৃতি গঠন করেন, কাজেই তিনি পিতার বীর্য্য দ্বারা ইহা গঠন করিতে পারেন এবং বিনা পিতা উহা গঠন করিতেও পারেন।

আর তাহাকে যে খোদার রুহ ও বাক্য বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ অন্য প্রকার হইতে পারে, শব্দের প্রকাশ্য মর্ম্ম, জ্ঞান ও বিবেকের বিপরীত হইলে, উহাকে 'মোতাশাবেহাত' এর অন্তর্ভুক্ত ধারণা করিতে হইবে, ইহা সপ্তম আয়তে বিবৃত হইয়াছে।

—কঃ, ২।৪১২—৪১৬।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন:—

"পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় খোদা ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই।"

এবনো-জরির কতকগুলি ছাহাবা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, যে সময় বীর্য্য জরায়ুতে পতিত হয়, ৪০ দিবস তথায় ঘুরিতে থাকে, তৎপর ৪০ দিবস গাঢ় রক্ত অবস্থায় থাকে, তৎপর ৪০ দিবসে মাংস-পিণ্ডরূপে থাকে, তৎপরে আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে তাহার আকৃতি গঠন করার জন্য প্রেরণ করেন. ফেরেশতা দুই অঙ্গুলীর মধ্যে একটু মৃত্তিকা লইয়া উপস্থিত হইয়া উক্ত মাংস-পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া খমির করেন, তৎপরে আল্লাহ-তায়ালার আদেশ অনুসারে তাহার আকৃতি গঠন করেন। তৎপরে তিনি বলেন, এই ব্যক্তি পুরুষ হইবে কিম্বা স্ত্রী? হতভাগ্য হইবে কিম্বা সৌভাগ্যবান? তাহার জীবিকা, আয়ু, সন্তান-সন্ততি ও বিপদ আপদের পরিমাণ কি? আল্লাহতায়ালা নির্দ্দেশ করিয়া বলেন এবং উক্ত ফেরেশতা লিখিয়া রাখেন। যখন সে ব্যক্তি মরিয়া যায়, যে স্থান হইতে উক্ত মৃত্তিকা গ্রহণ করা হয়, তথায় দফন করা হয়।

আরও এবনো-জরির 'কাতাদা' হইতে "আল্লাহ জরায়ু সমূহে যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহার আকৃতি গঠন করেন।" ইহার মর্ম্মে লিখিয়াছেন, সে পুরুষ হইবে কিম্বা স্ত্রী, লোহিত, শ্বেত কিম্বা কাল বর্ণের হইবে, পূর্ণ অবয়বধারি হইবে কিম্বা অসম্পূর্ণ অবয়বধারি হইবে।

(৭) আল্লাহ বলেন, তিনি হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর উপর যে কোর-আন নাজেল করিয়াছেন, উহার আয়ত দুই প্রকার—এক প্রকার 'মোহকামাত', এই প্রকার আয়তগুলি কোর-আনের মূল, দ্বিতীয় প্রকার 'মোতাশাবেহাত'।

কোর-আনের অন্যান্য স্থলে মোহকাম ও মোতাশাবেহ্ শব্দের অন্য প্রকার অর্থ আছে।

অন্য স্থানে আছে ;— الر كتاب الحكمت اياتہٗ

এই স্থানে কোর-আনের সমস্ত আয়তকে মোহকাম বলা হইয়াছে, এই মোহকামের অর্থ এরূপ সত্য বাক্য—যাহার শব্দগুলি শ্রুতিমধুর প্রাঞ্জল এবং অর্থগুলি ধ্রুবসত্য।

অন্য আয়তে আছে ;— كتابا متشابها

এই স্থানে সমস্ত কোর-আনকে 'মোতাশাবেহ' বলা হইয়াছে, এই স্থলে উহার অর্থ এই যে, কোর-আনের একাংশ সৌন্দর্য্যে অন্য অংশের তুল্য এবং একাংশ অপরাংশের সমর্থন করে। আলোচ্য আয়তে মোহকাম ও মোতাশাবেহ শব্দদ্বয়ের অর্থ লইয়া মতভেদ হইলেও অধিকাংশ সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্ বিদ্বানের মত এই যে, যে আয়তগুলির মর্ম্ম অতি স্পষ্ট, উক্ত মর্ম্ম অন্য প্রকার হওয়ার কিম্বা উহাতে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তৎসমুদয়কে মোহকাম বলা হয়।

আর যে আয়তগুলির অর্থ এরূপ অস্পষ্ট যে, জ্ঞান কিম্বা কোর-আন ও হাদিছ দ্বারা উহার অর্থ নির্দ্দেশ করা সম্ভব না হয়, আল্লাহতায়ালা ব্যতীত কেহ উহার অর্থ অবগত না হয়, উক্ত আয়তগুলিকে মোতাশাবেহ বলা হয়, যেরূপ কেয়ামতের দিবসের নির্দ্ধারিত সময় ও কয়েকটী ছুরার প্রথমোল্লিখিত 'মোকাত্তায়াত' অক্ষরগুলি।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, প্রত্যেক মজহাবাবলম্বী যে আয়তগুলি নিজের মতের সমর্থনকারী বলিয়া বিবেচনা করে, তৎসমস্তকে মোহকাম বলিয়া দাবি করিয়া থাকে এবং তাহার বিপক্ষদলের মতের সমর্থনকারী আয়তগুলিকে মোতাশাবেহ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

কাজেই এস্থলে এরূপ একটী নিয়ম স্থির করা আবশ্যক—যাহাতে মোতাশাবেহ আয়তগুলি নির্ণয় করিতে একটু দ্বিধা না জন্মে,

উহা এই যে, জ্ঞানানুমোদিত অকাট্য দলীলে যদি বুঝা যায় যে, শব্দের স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করিলে, অসম্ভব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, তবে উক্ত শব্দ সমন্বিত আয়তটীকে মোতাশাবেহ বলা যাইবে।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, কোর-আনে আছে ;—

و اذا اردنا ان نهلک قریة امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول ۞

এই আয়তে বুঝা যায় যে, খোদাতায়ালা অত্যাচারিদিগকে অপকর্ম্ম করিতে আদেশ করেন, কিন্তু ان الله لایامر بالفحشاء এই আয়তে প্রমাণিত হয় যে, খোদাতায়ালা অপকর্ম্মের আদেশ করেন না, এই আয়তটী মোহকাম, কাজেই প্রথমোক্ত আয়তটী মোতাশাবেহ হইবে।

কোর-আনের এই আয়তে نسوا الله فنسیهم বুঝা যায় যে, খোদাতায়ালার বিস্মৃতি ও ভুল হইতে পারে, ইহা অসম্ভব কথা। পক্ষান্তরে و لا یضل ربی و لا ینسی و ما کان ربک نسیا এই আয়ত-দ্বয়ে বুঝা যায় যে, খোদাতায়ালা উক্ত প্রকার কলঙ্কমূলক দোষ হইতে পবিত্র, এই আয়তটী মোহকাম, কাজেই প্রথমোক্ত আয়তটী মোতাশাবেহ।

কোর-আনে আছে ;—

الرحمن علی العرش استوی

এই আয়তের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, খোদাতায়ালা আরশের উপর স্থিতিশীল, কিন্তু ইহা খোদার পক্ষে অসম্ভব, কাজেই এই আয়তের প্রকাশ্য অর্থ গৃহীত নহে, ইহা মোতাশাবেহ আয়ত।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

"যাহাদের হৃদয়ে বক্রতা আছে, তাহারা মোতাশাবেহাত আয়তগুলির অনুসরণ করিয়া নিজেদের মনোক্তি মতে তৎসমুদয়ের প্রকাশ্য অর্থ কিম্বা অপ্রকাশ্য বাতীল অর্থ প্রকাশ করে, কোর-আনের একটী আয়তকে অন্য আয়তের বিপরীত বলিয়া প্রকাশ করে এবং নিজেদের বাতীল মতের সমর্থক এক প্রকার অর্থ গ্রহণ করে, উদ্দেশ্য এই যে, ইমানদারদিগের অন্তরে সন্দেহ উৎপাদন করিয়া দিয়া ও তাহাদিগকে ধোকায় নিক্ষেপ করিয়া 'দীন' হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলে। ইহা আল্লামা আলুছির বর্ণনা।

এমাম রাজি ইহার অর্থে লিখিয়াছেন, যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তাহারা উক্ত আয়তগুলির এরূপ অর্থ গ্রহণ করে—যাহার প্রমাণ ও বর্ণনা কোর-আন শরিফে নাই, উদ্দেশ্য এই যে, নিজেদের অন্তরে এইরূপ বেদয়াত ও বাতীল মত পোষণ করিয়া নিজেরা ভ্রান্ত হইয়া যায় এবং মুছলমানদিগের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি করিয়া দিয়া সংগ্রাম ও রক্তপাতের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়।

এই আয়তটী কাহাদের জন্য নাজেল হইয়াছিল, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এবনো-জরির বলিয়াছেন, রবি বলিয়াছেন, নাজরানের খৃষ্টানদিগের একদল আগন্তুক হজরত নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া তর্কস্থলে বলিয়াছিলেন, আপনি কি বলেন না যে, হজরত ইছা (আঃ) খোদার বাক্য এবং রুহ? হজরত বলিলেন, হাঁ। তখন তাহারা বলিয়াছিল, ইহাই হজরত ইছা (আঃ)এর খোদার পুত্র হওয়া সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। সেই সময় এই অংশ নাজেল হইয়াছিল,—"যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তাহারাই ফাসাদ সৃষ্টি উদ্দেশ্যে 'মোতাশাবেহাত' আয়ত সমূহের অনুসরণ করিয়া উহার মনোক্তি মত গ্রহণ করে।"

তৎপরে নাজেল হইয়াছিল ;—"নিশ্চয় ইছা আল্লাহর নিকট আদমের তুল্য।"

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহা একদল য়িহুদীদিগের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, উহার বিবরণ এই যে, আবুইয়াছের বেনে আখতাব কতকগুলি য়িহুদীর সহিত হজরত নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তখন হজরত (ছাঃ) ছুরা বাকাবার প্রথমাংশ আলেফ, লাম, মিম জালেকাল কেতাব الم ذلك الكتاب পড়িতেছিলেন, তৎপরে আবুইয়াছের নিজের ভ্রাতা হোয়াই বেনে আখতাবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)কে "আলিফ, লাম, মিম জালেকাল-কেতাব" পড়িতে শুনিয়াছি। তখন হোয়াই তাহাদের সঙ্গে হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনি কি আপনার উপর প্রেরিত কোর-আনের 'আলিফ, লাম, মিম, জালেকাল-কেতাব' পড়েন নাই ? হজরত বলিলেন, হাঁ। তৎশ্রবণে হোয়াই বলিল, আল্লাহ আপনার পূর্ব্বে নবিগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে কোন নবীর রাজত্ব কালের এবং তাঁহার উম্মতের আয়ুষ্কালের পরিমাণ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। 'আলিফ'এর সংখ্যা এক, 'লাম'এর সংখ্যা ৩০ এবং 'মিম'এর সংখ্যা ৪০, মোট ৭১ হইল। ইহা ব্যতীত আপনার নিকট অন্য কিছু আছে কি ? হজরত বলিলেন, হাঁ, আলিম, লাম, রা। সে বলিল, ইহা বেশী দীর্ঘ হইল। আপনার নিকট আরও কিছু আছে কি ? হজরত বলিলেন, হাঁ, আছে—আলিফ, লাম, মিম, রা। হোয়াই বলিল, ইহা সমধিক দীর্ঘ হইল। তৎপরে সে বলিল, আপনার বিষয় আমাদের নিকট অব্যক্ত হইয়া হইয়া পড়িল। আমরা জানি না, আপনার আয়ুষ্কাল অল্প দিবস প্রদত্ত হইয়াছে, কিম্বা দীর্ঘকাল ? তৎপরে সে ব্যক্তি য়িহুদিগণকে বলিল, তোমরা

চল। আবুইয়াছের তাহার ভ্রাতা ও অন্যান্য সঙ্গিদিগকে বলিল, তোমরা জান না, হয়ত উক্ত সমস্ত সংখ্যার সমষ্টি পরিমাণ হজরত (ছাঃ)এর রাজত্বকাল প্রদত্ত হইয়াছে।

অন্য একদল বলিয়াছেন, ইহা প্রত্যেক বেদয়াতির জন্য নাজেল হইয়াছে—যে কোর-আনের কোন আয়তের কুটার্থ লইয়া শরিয়তের বিপরীত মত ধারণ করে।

কাতাদা ও জায্যাজ বলিয়াছেন, উহা কেয়ামত অমান্যকারী কাফেরদিগের জন্য নাজেল হইয়াছিল।

কাতাদা বলিয়াছেন হরুরিয়া ও ছাবাইয়াদিগের জন্য নাজেল হইয়াছিল।

আহমদ, আবদুর রাজ্জাক ও বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ারা খারিজী সম্প্রদায়

এবনো-কছির বলিয়াছেন, যে সময় হজরত নবি (ছাঃ) হোনাএন যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি বণ্টন করিতেছিলেন, সেই সময় জোল-খোয়ায়ছারা বলিয়াছিল, আপনি ন্যায়ভাবে বণ্টন করুন। ইহাতে হজরত (ছাঃ) বলিয়াছিলেন. যদি আমি ন্যায় বিচার না করি, তবে পৃথিবীর অধিবাসীগণ আমার উপর আস্থা স্থাপন করিবে না এবং তোমরাও আমার উপর আস্থা স্থাপন করিও না। যখন সে ব্যক্তি পশ্চাদাপসরণ করিল, তখন (হজরত) ওমার (রাঃ) তাহাকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, তাহাকে নিষ্কৃতি প্রদান কর, কেননা এই ব্যক্তির বংশে এরূপ এক সম্প্রদায় বাহির হইবে যে. তোমাদের একজন তাহাদের নামাজ ও কোর-আন পাঠ দর্শনে বিমোহিত হইয়া নিজের নামাজ ও কোর-আন পাঠকে হেয় জ্ঞান করিবে। যেরূপ তীর ধনুক হইতে বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ তাহারা দীন হইতে বাহির হইয়া যাইবে। যখন

তোমরা তাহাদের সাক্ষাৎ করিবে, তখন তাহাদিগকে হত্যা করিবে। হজরত আলি (রাঃ)এর সময়ে তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে নাহারওয়ান নামক স্থানে হত্যা করিয়াছিলেন, তৎপরে তাহাদের মধ্য হইতে বহু শাখা-প্রশাখা ও মজহাবের সৃষ্টি হইয়াছিল, তৎপরে কদরিয়া, মো'তাজেলা, জহমিয়া প্রভৃতি বহু বেদয়াত মতের সৃষ্টি হইয়াছিল।

এবনো-জরির ও এমাম রাজি বলিয়াছেন, যদিও আয়তটী মোশরেকদিগের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, তথাচ প্রত্যেক বেদয়াত ও বাতীল মতাবলম্বিগণ এই হুকুমের অন্তর্গত হইবে।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, যে মোশাব্বেহা শ্রেণী الرحمن على العرش استوى এই আয়ত দ্বারা খোদার কোন স্থানে স্থিতিশীল হওয়ার মতাবলম্বন করে, তাহারাও উক্ত আয়তের হুকুমের অন্তর্গত।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

আল্লাহ ব্যতীত মোতাশাবেহ অংশের অর্থ কেহ অবগত নহে, আল্লাহ শব্দের পরে অক্‌ফ করিলে, এইরূপ অর্থ হয়। আর কেহ কেহ و الراسخون فى العلم পড়িয়া অক্‌ফ করিয়া থাকেন, এক্ষেত্রে এইরূপ অর্থ হইবে—"আল্লাহ ও ধর্ম্ম-বিদ্যায় পারদর্শীগণ ব্যতীত উক্ত 'মোতাশাবেহাত' অংশের ব্যাখ্যা অবগত নহেন।"

প্রথম মতটী হজরত এবনো-আব্বাছ, আএশা, ওরওয়া, আবুশ-শা'ছা, আবি নোহাএক, হাছান, মালেক, ওমার বেনে আবদুল আজিজ, কেছায়ি, ফার্‌রা ও আবু আলি জাব্বায়ি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, এবনো-জরির ও এমাম রাজি ইহা মনোনীত মত বলিয়া দাবি করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মতটী মোজাহেদ ও রবি কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাও হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ)র এক রেওয়াএত।

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, প্রথম মতটী হানাফিগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে, দ্বিতীয় মতটী শাফেয়িগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, প্রথম মতটী অধিকাংশ ছাহাবা, তাবেয়ি, তাবা-তাবেয়ি ও ছুন্নত-অল-জোমায়াতের মত, ইহা হজরত এবনো-আব্বাছের সমধিক ছহিহ রেওয়াএত, দ্বিতীয় মতটী অতি অল্প সংখ্যক কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, ইহা এবনোছ-ছাময়ানি প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম মতের অনুকূলে হজরত নবি (ছাঃ)এর কয়েকটী হাদিছ এবনো-কছির ও রুহোল-মায়ানি প্রণেতা উল্লেখ করিয়াছেন।

এবনো-কছির উভয় মত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, যদি تاويل 'তা'বিল' শব্দের অর্থ প্রকৃত তত্ত্ব গ্রহণ করা হয়, তবে আল্লাহ ব্যতীত কেহই মোতাশাবেহাত আয়তগুলির প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহে, স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি 'তা'বিল' শব্দের অর্থ আনুমানিক ব্যাখ্যা হয়, তবে পারদর্শী বিদ্বানগণ উহা অবগত আছেন বলিলে, কোন দোষ হইবে না।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, যখন অকাট্য দলীল দ্বারা বুঝা যায় যে, 'মোতাশাবেহাত' আয়তগুলির স্পষ্ট অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না, তখন আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, উহার কোন 'মাজাজি' (অপ্রকৃত) অর্থ গ্রহণীয় হইবে, কিন্তু 'মাজাজি' অর্থ বহু প্রকার হইতে পারে, তন্মধ্য হইতে একটী অর্থ নির্দ্দেশ করার পক্ষে কোন অকাট্য দলীল নাই, কাজেই উহা 'জান্নি' (সন্দেহযুক্ত) দলীল দ্বারা নির্ব্বাচন করিতে হইবে; কিন্তু এই মছলাটী 'কাৎয়ি' (অকাট্য) বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, কাজেই সন্দেহমূলক দলীল দ্বারা উহা স্থির করা জায়েজ হইবে না।

দ্বিতীয়, এই আয়তের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে যে, যাহারা 'মোতাশাবেহাত' আয়তের অর্থ নির্ণয় করার চেষ্টা করে, তাহারা

কলুষিত হৃদয়। যদি উহার মর্ম্ম নির্ণয় করার চেষ্টা করা সঙ্গত হইত, তবে খোদা উহার নিন্দাবাদ করিতেন না।

তৃতীয়, এস্থলে আল্লাহ বলিতেছেন, বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ উক্ত মোতাশাবেহ আয়তগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন, যদি তাঁহারা উক্ত প্রকার আয়তগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা অবগত হইতেন, তবে তাঁহাদের ইমান আনা এবম্বিধ প্রশংসার কারণ হইত না।

চতুর্থ আল্লাহ বলিতেছেন, পারদর্শী বিদ্বানগণ বলিয়া থাকেন, প্রত্যেক প্রকার আয়ত খোদার পক্ষ হইতে নাজেল হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহারা যে অংশের বিস্তারিত ব্যাখ্যা অবগত আছেন, আর যে অংশের বিস্তারিত ব্যাখ্যা অবগত নহেন, উভয় প্রকার খোদার নিকট হইতে আগত। যদি তাহারা প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা অবগত হইতেন, তবে এই কথা বলার কোন স্বার্থকতা পরিলক্ষিত হইত না।

পঞ্চম, যদি পারদর্শী বিদ্বানগণ 'মোতাশাবেহ' অংশের অর্থ জানিতেন, তবে يقولون آمنا به স্থলে هم يقولون آمنا به বলা ঠিক হইত।

ষষ্ঠ, হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন;—

"কোর-আনের তফছির চারি প্রকার—এক প্রকার না জানা কাহারও পক্ষে জায়েজ নহে।

এক প্রকার আরবেরা অবগত আছেন। এক প্রকার আলেমগণ অবগত আছেন। এক প্রকার আল্লাহ ব্যতীত কেহই অবগত নহে।"

এমাম গাজ্জালী 'এলজামোল-আওয়াম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

একজন লোক আমাকে উক্ত হাদিছ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, অনভিজ্ঞ ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য হাশবিয়াদের মতে

(খোদাতায়ালার) পার্থিব বিষয়ের ভাবাপন্ন হওয়ার সন্দেহ করিয়া থেকে, যেহেতু ইহারা কতকগুলি হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করতঃ খোদাতায়ালার ও তাঁহার গুণাবলী সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছে—যাহা হইতে তিনি পবিত্র ও নির্ম্মল এবং খোদাতায়ালার আকৃতি, হস্ত, পদ, অবতরণ করা, স্থানান্তরে গমন করা, আরশের উপর উপবেশন ও স্থিতি হওয়া ইত্যাদি অসঙ্গত মত ধারণ করিয়াছে, আরও তাহারা ধারণা করিয়াছে যে, ইহাদের মত অবিকল প্রাচীন বিদ্বানগণের মতের অনুরূপ ছিল। আরও সেই ব্যক্তি ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, আমি তাহার নিকট প্রাচীন মহাত্মাগণের মতের ব্যাখ্যা করি, সাধারণ লোকের পক্ষে এই হাদিছগুলির সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য তাহাও বর্ণনা করি, সত্য মত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করি এবং যে যে বিষয়ের সমালোচনা করা একান্ত আবশ্যক ও যে যে বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান হইতে বিরত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য, তাহার পৃথক পৃথক বিবরণ লিপিবদ্ধ করি, এজন্য তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের বাসনায় অকপট ভাবে বিনা কোন পক্ষ সমর্থনে বিনা কোন মতাবলম্বীর মতের অনুমোদনে স্পষ্ট সত্যমত প্রকাশে বদ্ধপরিকর হইতেছি। সত্যমত পোষণ করা করা এবং ন্যায় ও বিচারের পোষকতা করা উত্তম। জ্ঞানিগণের নিকট বিনা সন্দেহে ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত স্পষ্ট সত্য। তাঁহাদের প্রকৃত মত এই ;যে, উপরোক্ত প্রকার কোন হাদিছ সাধারণ লোকের কর্ণগোচর হইলে, তাহার পক্ষে তৎসম্বন্ধে সাতটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। প্রথম পার্থিব পদার্থ (জড় ও জীব) ও উহার আনুসঙ্গিক ভাব সমূহ হইতে খোদা-তায়ালাকে পবিত্র বুঝিতে হইবে। যদি কেহ পূর্ব্ববর্ণিত হাদিছ সমূহের 'ইয়াদ' يد, 'এছবা' اصبع, 'ইয়ামিন' يمين প্রভৃতি শব্দগুলি

শ্রবণ করে, তবে বুঝিবে যে, উক্ত শব্দগুলির দুই প্রকার অর্থ আছে—প্রথম মাংস, অস্থি ও স্নায়ু বিশিষ্ট হস্তাদি, দ্বিতীয় ক্ষমতা ও অধিকার প্রভৃতি; অনভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ সকলেই নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিবে যে, হজরত নবিয়ে-করিম (ছাঃ) উক্ত শব্দ রক্ত মাংস বিশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অর্থে প্রয়োগ করেন নাই, ইহা খোদাতায়ালার পক্ষে অসম্ভব এবং তিনি উহা হইতে পবিত্র। যদি তাহার মনে উদয় হয় যে, খোদাতায়ালার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহে গঠিত অবয়ব আছে, তবে সে প্রতিমা পূজক। প্রতিমা পূজা কাফেরী কার্য্য। যে ব্যক্তি খোদাতায়ালাকে জড়, জীব বা আত্মিক পদার্থ বলিয়া ধারণা করিবে, সে ব্যক্তি প্রাচীন ও পরবর্ত্তী সমস্ত এমামগণের মতে কাফের। যে ব্যক্তি খোদাকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাংস ও স্নায়ু হইতে পবিত্র ধারণা করে এবং মহিমান্বিত প্রভুকে অনাদি গুণের বিপরীত ভাব হইতে পবিত্র বলিয়া ধারণা করে, সে কখনই তাঁহাকে আকৃতিধারী এবং হস্ত, পদ ও অঙ্গুলি বিশিষ্ট বলিতে স্বীকার করিবে না।

এক্ষণে আমাদের বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য যে, উক্ত শব্দের এরূপ অর্থ হইবে—যাহা খোদাতায়ালার উপর প্রয়োগ যোগ্য এবং যাহা পার্থিব পদার্থ বা উহার গুণবিশেষ নহে। যদি সে উক্ত মর্ম্ম অবগত হইতে না পারে এবং উহার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে, তবে উহা অবগত হইতে তাহার প্রতি আদৌ আদেশ করা হয় নাই। অতএব উহার অর্থ-জ্ঞান তাহার পক্ষে আবশ্যক নহে, বরং উহার তত্ত্বানুসন্ধান না করাই একান্ত আবশ্যক।

যদি কোন ব্যক্তি [illegible] خلق [illegible] صورته এবং [illegible] [illegible] في [illegible] প্রভৃতি হাদিছের 'ছুরত' صورة শব্দ [illegible] [illegible] তাহাকে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য যে, 'ছুরত' শব্দের অর্থ [illegible] অবয়ব—যাহা [illegible] [illegible] [illegible] দ্বিতীয় অর্থ

ভাব—যাহা পার্থিব পদার্থ ও আকৃতি গঠন হইতে স্বতন্ত্র। এক্ষণে প্রত্যেক ইমানদার ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করিবে যে, উক্ত শব্দ আকৃতি, রূপ বা অবয়ব অর্থে খোদার উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, এইরূপ বিশ্বাস করিলে, ইমানদার হইতে পারিবে। তবে যদি তাহার মনে উদয় হয় যে, উহার প্রকৃত অর্থ কি হইবে, তাহা হইলে তাহাকে জানা কর্ত্তব্য যে, সে উহা জানিতে আদিষ্ট হয় নাই, বরং উহার তত্বানুসন্ধান না করিতে আদিষ্ট হইয়াছে, কেননা উহা তাহার সাধ্যাতীত, কিন্তু তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত যে, উহার প্রকৃত মর্ম্ম এইরূপ হইবে—যাহা খোদার মহিমা ও গৌরবের প্রতি প্রয়োগ করা সিদ্ধ এবং পার্থিব পদার্থ ও উহার গুণ-বিশেষ নহে।

যদি সে ব্যক্তি ينزل الله تعالى في كل ليلة الى السماء الدنيا এই হাদিছের নজুল শব্দ শ্রবণ করে, তবে তাহাকে অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক যে, নজুল শব্দের এক অর্থ এক বস্তুর উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে অবতরণ করা, কিন্তু উক্ত শব্দের অবতরণ ও স্থানান্তরে গমন করা ব্যতীত অন্য এক অর্থ আছে—যথা খোদাতায়ালা কোর-আন শরিফে বলিয়াছেন ;—

"তিনি তোমাদের জন্য আটটী চতুষ্পদ নাজেল করিয়াছেন।" কিন্তু উষ্ট্র ও গো আকাশ হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ভূমিতে অবতরণ করিয়াছে, ইহা দৃষ্টিগোচর হয় নাই, বরং উক্ত জন্তু সকল গর্ভাশয়ে সৃজিত হইয়াছে, নিশ্চয় তৎসমস্তের নাজেল করার অন্য প্রকার অর্থ আছে। এইরূপ এমাম শাফেয়ি (রঃ) বলিয়াছিলেন, "আমি মিসরে প্রবেশ করিলাম, অনন্তর তাহারা আমার কথা বুঝিতে পারিলেন না, ইহাতে আমি নজুল করিলাম, তৎপরে নজুল করিলাম, তৎপরে নজুল

এস্থলে উক্ত শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করেন নাই যে, তাহা শরীর (উচ্চ স্থান হইতে) নিম্ন স্থানে অবতরণ করিয়াছিল। অতএব ইমানদার ব্যক্তি নিশ্চয় বিশ্বাস করিবে যে, অবতরণ ও স্থানান্তরিত হওয়া অর্থে নজুল শব্দ খোদার উপর প্রযোজ্য নহে, কেননা দেহ ও অবয়ব পার্থিব (আকৃতিধারী) পদার্থ, খোদা উহা হইতে পবিত্র। ইহাতে যদি তাহার মনে হয় যে, উহার প্রকৃত অর্থ কি হইবে, তবে তাহাকে বলা যাইবে যে, যখন তুমি উষ্ট্রের নজুলের অর্থ বুঝিতে অক্ষম, তখন খোদাতায়ালার নজুলের মর্ম্ম বুঝিতে অধিকতর অক্ষম হইবে, উহা অবগত হওয়া তোমার কার্য্য নহে, অতএব তুমি স্বীয় এবাদত ও কার্য্যে সংলিপ্ত হও এবং উহার (তত্বানুসন্ধান) হইতে মৌনাবলম্বন কর। তুমি ধারণা কর যে, যদিও তুমি উহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নও, তথাচ উহার প্রকৃত অর্থ এইরূপ হইবে—যাহা খোদার মহিমা ও গৌরবের উপযুক্ত এবং আরবদিগের ভাষায় ব্যবহৃত হইতে পারে।

যদি সে ব্যক্তি কোর-আন শরিফের নিম্নোক্ত দুই আয়তের و هو القاهر فوق عباده - يخافون ربهم من فوقهم 'ফউক' শব্দ শ্রবণ করে, তবে তাহাকে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম উচ্চস্থান—যাহা পার্থিব আকৃতিধারী বিষয়ের সম্বন্ধে কথিত হইয়া থাকে ; দ্বিতীয় উচ্চপদ, এই অর্থে বলা হইয়া থাকে যে, খলিফা সুলতান অপেক্ষা উচ্চ, সুলতান মন্ত্রী অপেক্ষা উচ্চ এবং এক এলম অন্য এলম অপেক্ষা উচ্চ। প্রথমটী পার্থিব পদার্থের গুণ-বিশেষ, দ্বিতীয়টীর তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক নহে। ইমানদার ব্যক্তি নিশ্চয় বুঝিবে যে, উক্ত শব্দ উচ্চস্থান অর্থে খোদার সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় নাই এবং উহা পার্থিব আকৃতিধারী পদার্থ সমূহের বিশিষ্ট গুণ হওয়ার অর্থে খোদার প্রতি প্রযোজ্য নহে, এক্ষণে সে ব্যক্তি যদি উহার প্রকৃত অর্থ অবগত হইতে না পারে, তবে ইহাতে তাহার কোন ক্ষতি নাই।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, নিশ্চয় ইহা বিশ্বাস করিবে যে, এই শব্দগুলি এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—যাহা খোদার মহিমা ও গৌরবের উপযুক্ত এবং নিশ্চয় হজরত নবিয়ে-করিম (ছাঃ) খোদাতায়ালার যে গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সত্যবাদী; এক্ষণে তাহাকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য যে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, তিনি যাহা সংবাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও ধ্রুব সত্য; নিশ্চয় খোদা নিজেকে যেরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়াছেন ও তাঁহার রাছুল তাঁহার যেরূপ গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, যদিও তুমি উহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম হও, তথাচ খোদা ও তাঁহার রাছুল উহার যেরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহাই সত্য বুঝিবে।

তৃতীয় বিষয় এই যে, তাঁহাকে স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে, উহার প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞান লাভ করা তাহার সাধ্যাতীত এবং উহা তাহার কর্ত্তব্য নহে।

চতুর্থ—উহার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিবেন না, উহার তত্ত্বানুসন্ধানে সংলিপ্ত হইবে না, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করা বেদয়াত জানিবে, উহার তত্ত্বানুসন্ধানে নিজের ধর্ম্ম নষ্টের আশঙ্কা আছে এবং যদি উক্ত তত্ত্বানুসন্ধানে লিপ্ত হয়, তবে সে অজানিত ভাবে কাফের হইয়া যাইতেও পারে। সাধারণ লোককে ঐরূপ তত্ত্বানুসন্ধান হইতে মৌনাবলম্বন করা ওয়াজেব। যদি সাধারণ লোকেরা উহার প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রশ্ন করে, তবে তাহাদিগকে তিরস্কার ও নিষেধ করা এবং কশাঘাত করা আবশ্যক। যে কেহ হজরত ওমার (রাঃ)কে মোতাশাবেহাত আয়তগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিত, তিনি তাহাকে কশাঘাত করিতেন। হজরত নবি (ছাঃ) একদল লোককে অদৃষ্টতত্ত্বে বাদানুবাদ করিতে দর্শন করিয়া তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। উপদেষ্টাগণের পক্ষে মিম্বরের উপর

এইরূপ প্রশ্নগুলির বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করা হারাম। বরং আমি যাহা উল্লেখ করিয়াছি এবং প্রাচীন বিদ্বানেরা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু বর্ণনা না করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

খোদাতায়ালার পবিত্রতা, অনুপম ভাব, আকৃতিধারী হওয়া বা উহার ভাবাপন্ন হওয়া হইতে তাঁহার নির্ম্মলতা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিবে। এমন কি যাহা কিছু মনুষ্যের অন্তঃকরণে উদয় হইতে পারে, খোদা উহার সৃষ্টিকর্ত্তা, উহা হইতে এবং উহার ভাবাপন্ন হওয়া হইতে তিনি পবিত্র। উক্ত প্রকার হাদিছ সমূহের প্রকৃত মর্ম্ম উহা নহে, তোমরা উহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়ার বা তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করার উপযুক্ত নও, অতএব তোমরা তোমাদের ধর্ম্মকার্য্যে মনোনিবেশ কর।

পঞ্চম—উক্ত আরবী শব্দগুলি ভাষান্তর করিবে না, ফার্সী কিম্বা তুর্কিতে উহার মর্ম্ম প্রকাশ করিবে না, উক্ত শব্দ ব্যতীত (অন্য শব্দে) উহা উচ্চারণ করা সিদ্ধ হইবে না, কেননা এরূপ কতকগুলি আরবী শব্দ আছে—যাহার অনুরূপ ফার্সী শব্দ নাই, অথবা এরূপ কতকগুলি আরবি শব্দ আছে—যাহার অনুরূপ ফার্সি শব্দও আছে, কিন্তু আরবেরা যে মর্ম্ম সমূহের জন্য তৎসমুদয়ের ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত, পারস্যবাসিরা সেই মর্ম্ম সমূহের জন্য ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত নহেন। আরবীতে কতকগুলি অর্থবাচক শব্দ আছে, ফার্সীতে সেইরূপ নাই।

তিনি দৃষ্টান্ত স্থলে তিনটী শব্দ লিখিয়াছেন, প্রথম 'এস্তেওয়া' استوا শব্দ, উহার অনুরূপ ফার্সি শব্দ নাই, পারস্য ভাষায় তৎপরিবর্ত্তে যে শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রথম শব্দের অর্থ সোজা, দ্বিতীয় শব্দের অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া। প্রথম শব্দটী এরূপ বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়—যাহা বক্র হইতে পারে। দ্বিতীয় শব্দটী এরূপ

বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়—যাহার গতিশীল হওয়া সম্ভব। ফার্সি শব্দে যেরূপ অর্থ ও ভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, আরবী 'এস্তেওয়া' শব্দে তদ্রূপ প্রকাশিত হয় না। যখন এক শব্দ অর্থ ও ভাব প্রকাশে অন্য শব্দ হইতে পৃথক হইল, তখন একটী দ্বিতীয়টীর সমতুল্য হইল না, এক শব্দকে তুল্য অর্থবাচক শব্দের সহিত ঐ সময় পরিবর্ত্তন করা সিদ্ধ হইবে—যে সময় কোন প্রকারে অতি সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম ভাবেও একটী অপরটীর বিপরীত না হয়।

দ্বিতীয় আরবী اصبع 'এছবা' শব্দ, উহার ফার্সি আঙ্গুস্ত انگشت শব্দ, কিন্তু আরবেরা উক্ত শব্দটী দান, প্রদত্ত বিষয় অর্থেও ব্যবহার করিয়া থাকেন, ফার্সিতে এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় না; এক্ষেত্রে এক শব্দ অন্যের অনুরূপ নহে, বা একটী দ্বারা অপরটীর অনুবাদ করা জায়েজ নহে।

তৃতীয় আরবি عين 'আএন' শব্দ, এই শব্দটি বহু অর্থবাচক, চক্ষু, বারি, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি উহার বহু অর্থ আছে, এইরূপ আরবি وجه 'অজহ' ও جنب 'যাম্ব' শব্দদ্বয় বহু অর্থবাচক। এই অর্থগুলি আকৃতিধারী (পার্থিব) পদার্থের উপর প্রযোজ্য, উক্ত শব্দত্রয়ের আরও এবম্বিধ অর্থ আছে—যাহা পার্থিব পদার্থ হইতে সম্বন্ধ শূন্য; কিন্তু অনুবাদকারী সাধারণতঃ পার্থিব পদার্থের উপর প্রযোজ্য অর্থে অনুবাদ করিয়া থাকে, সেই হেতু উক্ত আরবী শব্দ সমুহ অন্য ভাষায় পরিবর্ত্তন করিতে নিষেধ করি।

মোছামারাহ, ২৫—৩৬ পৃষ্ঠা ;—

"আল্লাহতায়ালা কোন জড় ও জীব নহেন, বর্ণ গন্ধ বিশিষ্ট নহেন, রূপ ও আকৃতি-বিশিষ্ট নহেন, সীমা বদ্ধ নহেন, কোন বস্তুর সহিত মিলিত নহেন, কোন বস্তুর আধার নহেন, কোন বস্তুর গুণবিশেষ নহেন, কোন বস্তুর তুল্য নহেন এবং কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বা দিকে স্থিতিশীল নহেন।

কার্‌রামিয়া নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায় বলিয়া থাকে যে, খোদাতায়ালা আরশে স্থিতিশীল না হইলেও উপরের দিকে আছেন এবং মোজাচ্ছেমা ও হাশ্‌বিয়া নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায়দ্বয় বলিয়া থাকে যে, খোদা আরশের উপর স্থিতশীল আছেন। তাহারা কোর-আন শরিফের الرحمن على العرش استوى 'আর্‌রাহমানো-আলাল আরশেস্তাওয়া' এই আয়ত এবং ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের একটী হাদিছ উহার প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়া থাকে, কিন্তু সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে উহার প্রতিবাদে বলা হইয়াছে যে, আমরা উক্ত আয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি, কিন্তু ইহাও বিশ্বাস করি যে, উক্ত আয়তের استوى 'এস্তাওয়া' শব্দের স্পষ্ট মর্ম্ম—"স্থিতিশীল হইয়াছে" অনুযায়ী যেরূপ একটী পদার্থ অন্য পদার্থের উপর উপবিষ্ট, অন্য পদার্থের সহিত মিলিত বা অন্য পদার্থের সমসূত্রে থাকা বুঝা যায়, খোদাতায়ালা সেইরূপ ভাব হইতে পবিত্র, কেননা খোদার পক্ষে উক্ত ভাবগুলি যে একান্ত অসম্ভব, ইহার বহু অকাট্য প্রমাণ আছে। বরং আমরা বিশ্বাস করি যে, উক্ত আয়তের استوى 'এস্তাওয়া' শব্দের ঐরূপ মর্ম্মই খোদার উপর প্রযোজ্য হইবে—যাহা তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত এবং তিনিই উহার প্রকৃত মর্ম্ম সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ; যেরূপ প্রাচীন বিদ্বানগণ মোতাশাবেহ আয়ত সম্বন্ধে মহিমান্বিত খোদার প্রতি যে ভাবগুলি প্রযোজ্য নহে, তৎসমস্ত হইতে তাঁহাকে পবিত্র ধারণা করিয়া উহার মর্ম্মজ্ঞান সেই পবিত্রতমের উপরেই ন্যস্ত করিতেন, আমাদের পক্ষেও 'এস্তাওয়া' শব্দের মর্ম্ম বিষয়ে সেইরূপ মত অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। প্রকৃত কথা এই যে, উক্ত 'এস্তাওয়া' শব্দ বিশিষ্ট আয়তের উপর বিশ্বাস এবং তৎসঙ্গে পরম পবিত্র খোদাকে উক্ত শব্দের জড় ও জীব বিষয়ক গুণাবলী হইতে পবিত্র ধারণা করা একান্ত আবশ্যক। পরবর্ত্তী কোন কোন বিদ্বান এবং এমাম

গাজ্জালি উক্ত আয়তের 'এস্তাওয়া' শব্দের অর্থ পরাক্রান্ত হওয়া গ্রহণ পূর্ব্বক আয়তটীর এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, যথা— "সর্ব্বপ্রদাতা (খোদা) আরশের উপর পরাক্রান্ত হইয়াছেন।" ইহা উক্ত আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম হওয়া সম্ভব, কিন্তু ইহাতেও নিশ্চয়তা নাই। অতএব উল্লিখিত মর্ম্ম গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু যদি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, সাধারণ লোকেরা 'এস্তাওয়া' শব্দ হইতে মিলিত ও সমসূত্রে জড়িত হওয়া ইত্যাদি জড় ও জীবের গুণ ব্যতীত অন্য মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইবে না, তবে যাহাতে তাহাদের মতিভ্রম না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে উক্ত শব্দের অর্থ "পরাক্রান্ত হইয়াছে" গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই, যেহেতু আরবী ভাষায় উক্ত শব্দ "পরাক্রান্ত হইয়াছে" অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোর-আন ও হাদিছে খোদার সম্বন্ধে اصبع "এছবা" قدم "কদম" ও يد "ইয়াদ" প্রভৃতি শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে হস্ত পদ প্রভৃতি পার্থিব পদার্থের গুণাবলী বুঝা যায়, কিন্তু এস্থলে আমাদের কর্ত্তব্য, বিনা মর্ম্ম নির্দ্দেশে ঐ সকল শব্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, কারণ 'এছবা', 'ইয়াদ', 'কদম প্রভৃতি খোদার গুণবিশেষ, উহার অর্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নহে, বরং তৎসমুদয়ের এরূপ অর্থ সকল গ্রহণীয় হইবে—যাহা খোদার উপর প্রযোজ্য হইতে পারে। সাধারণ লোক জড় ও জীবের গুণাবলীকে খোদার উপর আরোপ না করে, এই উদ্দেশ্যে কখন কখন 'ইয়াদ' ও 'এছবা' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ ক্ষমতা ও পরাক্রম এবং 'ইয়ামিন' শব্দের অর্থ সম্মান ও গৌরব গ্রহণ করা হইয়া থাকে। উক্ত শব্দগুলির এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা জায়েজ হইতে পারে, কিন্তু এই অর্থ সমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবে না, বিশেষতঃ আমাদের মাতুরিদীয়া সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী উক্ত শব্দগুলি 'মোতাশাবেহাত' শ্রেণীভুক্ত, এইরূপ শব্দগুলির প্রকৃত অর্থবোধের আশা এই জগতে রহিত হইয়াছে।"

পাঠক, যদি আপনি মোতাশাবেহাত আয়ত ও হাদিছগুলির বিস্তারিত আলোচনা জানিতে চাহেন, তবে মৎপ্রণীত জরুরি মাছায়েল—তৃতীয় ভাগ ও আকায়েদ দর্পণ পাঠ করুন।

এস্থলে মোতাশাবেহ আয়তের অন্য প্রকার অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে, (১) যে আয়তগুলি মনছুখ হইয়াছে, তৎসমস্তকে মোতাশাবেহাত বলা হইবে। ইহা হজরত এবনো-আব্বাছের মত।

(২) যে আয়তগুলির একই প্রকার অর্থ থাকে, তৎসমস্তকে মোহকাম বলা হইবে, আর যে আয়তগুলির একাধিক প্রকার অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তৎসমস্তকে মোতাশাবেহাত বলা হইবে।

অধিকাংশ সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্‌গণের মতই সমধিক ছহিহ মত।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

পূর্ণ জ্ঞানিগণই কোর-আন নিহিত বিষয়গুলি দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিবেক বুদ্ধি দ্বারা কোর্-আন শরিফ বুঝিতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, যে শব্দগুলির প্রকাশ্য অর্থ বিবেকের অনুকূল হয়, তৎসমুদয়কে মোহকাম ধারণা করেন, পক্ষান্তরে যে শব্দগুলির প্রকাশ্য অর্থ বিবেকের বিপরীত হয়, তৎসমুদয়কে মোতাশাবেহ ধারণা করিয়া থাকেন, আরও ধারণা করিয়া থাকেন যে, প্রত্যেক প্রকার এরূপ মহিমান্বিত খোদার কালাম—যাহার বাক্যাবলীর মধ্যে বৈষম্য ভাব ও অসারতা থাকিতে পারে না এবং খোদার নিকট মোতাশাবেহ অংশের ছহিহ অর্থ আছে। যে আকায়েদ তত্ত্ববিদ বিদ্বানগণ বিবেক ও গবেষণা বলে আল্লাহতায়ালার জাত, ছেফাত, ও ক্রিয়াকলাপের জ্ঞান লাভ করেন এবং বিবেক-বুদ্ধি, আরবি অভিধান ও ব্যাকরণের অনুকূলে কোর-আনের ব্যাখ্যা করেন,

তাঁহাদের প্রশংসা করা হইয়াছে। যে তফছিরকারক উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত, তাহার উচ্চপদের কথা এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি আকায়েদ, অভিধান ও নহো বিদ্যা অবগত না হইয়া কোর-আনের ব্যাখ্যা করে, তাহার সম্বন্ধে হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজ কল্পনায় কোর-আনের ব্যাখ্যা করে, সে যেন নিজের স্থান দোজখ স্থির করিয়া লয়। ইহা এমাম রাজির বর্ণনা।

এবনো-জরির বলিয়াছেন ;—"জ্ঞানিগণই নিজেদের জ্ঞানের অতীত ধারণায় মোতাশাবেহ অংশের মর্ম্ম সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকেন।

মোহম্মদ বেনে জা'ফর ইহার অর্থে বলিয়াছেন ;—"জ্ঞানিগণ মোহকাম আয়তের মর্ম্মের অনুরূপ মোতাশাবেহ আয়তের অর্থ প্রকাশ করেন।"

লেখক বলেন, অধিকাংশ বিদ্বানের মতানুযায়ী প্রথম ব্যাখা করা হইয়াছে, এমাম শাফেয়ি প্রভৃতি অল্প সংখ্যক লোকের মতানুযায়ী দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।—এঃ জঃ, ২।১০৫—১১৫, কঃ, ২।৪১৫—৪২২, রুঃ, মাঃ, ১।৫১৯—৫০৩, ৫ঃ কঃ, ২।২০০—২০৪।

(৮) এই আয়তে নিম্নোক্ত প্রকার দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মোতাশাবেহ আয়তগুলির অর্থ অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়া তৎসমস্তের উপর ইমান আনিয়াছি, উভয় প্রকার আয়তের উপর ইমান আনিয়াছি, কিম্বা মোহকাম আয়তের অনুকূলে মোতাশাবেহ আয়তগুলির অর্থ নির্ব্বাচন করিয়াছি, ইহা তোমার সৎপথ প্রদর্শনের জন্য হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যেন আমাদের অন্তরগুলি বক্র করিও না, মোতাশাবেহ আয়তগুলির তত্ত্বানুসন্ধানে, কিম্বা তৎসমুদয়ের বাতীল অর্থ নির্ব্বাচনে আমাদের অন্তরে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিও না, তুমি

নিজের পক্ষ হইতে বিশিষ্ট অনুগ্রহ আমাদের উপর নাজেল কর, যেহেতু তুমি মহা অনুগ্রহকারী।—রুঃ মাঃ, ১।৫২৮।

এমাম রাজি বলিয়াছেন ;—

প্রথমে অন্তরকে অসৎ প্রবৃত্তি হইতে পবিত্র করা আবশ্যক, তৎপরে উহা সৎ প্রবৃত্তি দ্বারা আলোকিত করার চেষ্টা করা জরুরি, এই হেতু ইমানদারগণ প্রথমে খোদার নিকট দোয়া করেন যে, তিনি যেন তাহাদের অন্তরে বাতীল কামনা ও আকিদা নিক্ষেপ না করেন, তৎপরে তাহাদের অন্তরকে মা'রেফাতের জ্যোতিতে জ্যোতিস্মান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে এবাদতের ভূষণে ভূষিত করেন।

এই স্থলে বিশিষ্ট রহমত বলিয়া প্রথমে অন্তরে ইমান, তওহিদ ও মা'রেফাতের জ্যোতিঃ, দ্বিতীয়তঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এবাদত ও খেদমতের জ্যোতিঃ, তৃতীয়তঃ পৃথিবীতে শান্তি, স্বাস্থ্য, জীবিকা নির্ব্বাহের সদুপায়, চতুর্থ মৃত্যুকালে মৃত্যু যন্ত্রণার হ্রাস, পঞ্চম গোরে মোনকের নকিরের ছওয়াল ও অন্ধকার সহজ ও লাঘব হওয়া, ষষ্ঠ কেয়ামতের শাস্তি কম, হিসাব সহজ হওয়া, গোনাহ-গুলির ক্ষমা হওয়া ও নেকিগুলি ভারি হওয়ার দোওয়া করা হইয়াছে।—কঃ, ২।৪২৪।

(৯) হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের প্রথমোক্ত দোয়া করার মুখ্য উদ্দেশ্য—পরকালের শান্তি, কেননা আমরা জানি যে, তুমি কেয়ামতের দিবসে লোকদিগকে প্রতিফল প্রদানের নিমিত্ত সংগ্রহ করিবে, তোমার অঙ্গীকার খেলাফ এবং কথা মিথ্যা হইবে না। যে ব্যক্তির অন্তর বক্র হইবে, সে অনন্তকাল শাস্তিগ্রস্ত হইবে, আর তুমি যাহাকে হেদাএত ও রহমত প্রদান করতঃ ইমানদারদিগের অন্তর্ভুক্ত করিবে, সে অনন্তকাল গৌরবান্বিত ও সৌভাগ্যবান থাকিবে।—কঃ, ২।৪২৪।

২য় রুকু, ১১ আয়ত।

(١٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا

أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط وَأُولٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ع

(١١) كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ لا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ج كَذَّبُوا

بِاٰيٰتِنَا ج فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ ط وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

(١٢) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلٰى جَهَنَّمَ ط

وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○ (١٣) قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ

الْتَقَتَا ط فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَأُخْرٰى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ

مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ط وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ ط إِنَّ

فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ○ (١٤) زُيِّنَ لِلنَّاسِ

حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ

الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ

وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج

وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○ (١٥) قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ

مِّنْ ذٰلِكُمْ ط لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضْوَانٌ

مِّنَ اللّٰهِ ط وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ج (١٦) اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ

رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ج

(١٧) اَلصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْمُنْفِقِيْنَ

وَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ○ (١٨) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ

اِلَّا هُوَ لا وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ط لَآ اِلٰهَ

اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ج (١٩) اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ

الْاِسْلَامُ قف وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ

بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ط وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○ (٢٠) فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ
اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ط وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ط فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ج
وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ع

অনুবাদ।

(১০) নিশ্চয় যাহারা কাফের হইয়াছে, তাহাদের অর্থরাশি ও সন্তানগণ কখনই খোদার শাস্তি হইতে (নিষ্কৃতি প্রদান করিতে) কোন প্রকারে ফলপ্রদ হইবে না এবং তাহারাই দোজখের ইন্ধন হইবে।

(১১) (তাহাদের অবস্থা) ফেরয়াওনের বংশধরগণের (অনুচরগণের) এবং তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অবস্থার অনুরূপ, তাহারা আমার নিদর্শনাবলীর উপর অসত্যারোপ করিয়াছিল, তৎপরে আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের দুষ্কর্ম্মগুলির জন্য ধৃত করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ কঠিন শাস্তিপ্রদাতা।

(১২) তুমি ধর্ম্মদ্রোহিদিগকে বল, অচিরে তোমরা পরাজিত হইবে এবং দোজখের দিকে সংগৃহীত হইবে এবং (উহা) কদর্য্য অবস্থিতি স্থল।

(১৩) নিশ্চয় তোমাদের জন্য উক্ত দুই দল লোকের মধ্যে নিদর্শন আছে—যাহারা পরস্পরে সম্মুখীন হইয়াছিল—একদল লোক খোদার পথে যুদ্ধ করিতেছিল এবং দ্বিতীয় দল কাফের

ছিল—তাহারা চাক্ষুষ দৃষ্টিতে উক্ত প্রথম দলকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখিতেছিল এবং আল্লাহ নিজের সহায়তায় যাহাকে ইচ্ছা করেন সাহায্য করেন, নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানিদিগের পক্ষে উপদেশ রহিয়াছে।

(১৪) লোকদিগের জন্য কাম্য বিষয়গুলির—স্ত্রীগণের, পুত্রগণের, রাশিকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য ভাণ্ডারের, চিহ্নিত অশ্বগুলির, চতুষ্পদগুলির ও ক্ষেত্রের প্রেম পরিশোভিত করা হইয়াছে, ইহা পার্থিব জীবনের সম্পদ, আর আল্লাহ তাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্ত্তন স্থল।

(১৫) তুমি বল, আমি কি তোমাদিগকে তৎসমস্ত বিষয় হইতে উৎকৃষ্ট বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিব না? যাহারা ভয় করিয়াছে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট উদ্যান সকল আছে—যাহার নিম্নদেশে নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে, (তাহারা) তথায় চিরস্থায়ী হইবে, পবিত্রকৃতা স্ত্রীগণ ও আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ আছে, আর আল্লাহ বান্দাগণকে সমধিক দর্শনকারী।

(১৬) যাহারা বলিয়া থাকে, হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা ইমান আনিয়াছি, কাজেই তুমি আমাদের জন্য আমাদের গোনাহগুলি ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে দোজখের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।

(১৭) যাহারা ধৈর্য্যধারী ও সত্যপরায়ণ ও খোদার এবাদতে সতত রত ও দানশীল এবং অতি প্রত্যুষে ক্ষমাপ্রার্থী।

(১৮) আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং বিদ্বানগণ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন যে, উক্ত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই, অপিচ উক্ত আল্লাহ ন্যায়বিচারের উপর স্থায়ী, উক্ত মহা পরাক্রান্ত মহা বিজ্ঞানময় ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই।

(১৯) নিশ্চয় দীন আল্লাহতায়ালার নিকট ইছলাম এবং যাহারা গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পরে পরস্পরে বিদ্রোহ করা (বিদ্বেষভাব পোষণ করা) উদ্দেশ্যে মতভেদ করিয়াছে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিদর্শনাবলীর উপর অবিশ্বাস করে, নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

(২০) অনন্তর যদি তাহারা তোমার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করে, তবে তুমি বল, আমি নিজের মুখমণ্ডলকে বিশুদ্ধ আল্লাহর দিকে করিয়াছি এবং যে কেহ আমার অনুসরণ করিয়াছে (ঐরূপ করিয়াছে), এবং তুমি যাহারা গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদিগকে এবং নিরক্ষরদিগকে বল, তোমরা কি ইছলাম স্বীকার করিয়াছ? অনন্তর যদি তাহারা ইছলাম স্বীকার করে, তবে নিশ্চয় তাহারা সত্যপথ প্রাপ্ত হইয়াছে, আর যদি তাহারা বিমুখ হয়, তবে তোমার উপর কেবল পৌঁছাইয়া দেওয়ার (ভার অর্পিত হইয়াছে), আর আল্লাহ বান্দাগণকে সমধিক দর্শনকারী।

টীকা ;—

(১০) এমাম রাজি বলিয়াছেন, এই আয়তটী নাজরাণের আগন্তুকদিগের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, তাহাদের দলভুক্ত আবু হারেছা বেনে আলকামা নিজের ভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় আমি জানি যে, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) সত্যই খোদার রাছুল, কিন্তু যদি আমি উহা প্রকাশ করিতাম, তবে রুমের বাদশাহ তাহার প্রদত্ত অর্থ ও সম্মান আমা হইতে কাড়িয়া লইবেন। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল যে, যাহারা খোদার নবীর উপর অবিশ্বাস করে, তাহারা দোজখের ইন্ধন হইবে, তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি খোদার শাস্তি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

(১১) আরবি دأب শব্দের অর্থ চেষ্টা, অভ্যাস কিম্বা কার্য্য। আয়তের মর্ম্ম এই যে, যেরূপ ফেরয়াওনের অনুচরগণ হজরত মুছা (আঃ)এর উপর এবং তাঁহার দীনের উপর অসত্যারোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, সেইরূপ এই কাফেরগণ হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর উপর এবং তাঁহার দীনের উপর অসত্যারোপ করিতে চেষ্টাবান হইয়াছে, এই উভয় দলের কার্য্য একইরূপ হইয়াছে, যাহারা ফেরয়াওনের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিল, তাহারাও ঐরূপ করিয়াছিল, তাহারা আমার প্রেরিত আয়ত সমূহ কিম্বা মো'জেজাগুলির উপর অসত্যারোপ করিয়াছিল, ইহাতে আল্লাহ তাহাদের কৃত অপকর্ম্মের জন্য তাহাদিগকে শাস্তিগ্রস্ত করিয়াছিলেন, আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রদানকারী

(১২) যে সময় হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বদরের দিবস কোরাএশদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া মদিনা শরিফে আগমন পূর্ব্বক বনি-কোয়ানকা' বাজারে য়িহুদিদিগকে একত্রিত করিয়া বলিয়াছিলেন, হে য়িহুদী সম্প্রদায়, কোরাএশদিগের উপর যেরূপ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তোমাদের উপর সেইরূপ বিপদ উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে তোমরা মুছলমান হইয়া যাও। ইহাতে তাহারা বলিয়াছিল, হে মোহম্মদ, তুমি যে যুদ্ধ-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ একদল লোককে হত্যা করিয়াছ, ইহার জন্য প্রতারিত হইও না, যদি তুমি আমাদের সহিত সংগ্রাম করিতে, তবে বুঝিতে পারিতে। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। ইহা এবনো-জরির ও বয়হকি হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন।

এমাম রাজি ইহা নাজেল হওয়ার সম্বন্ধে অন্য একটী রেওয়াএত উল্লেখ করিয়াছেন, উহা এই যে, মদিনাবাসী য়িহুদীগণ বদরের যুদ্ধ দর্শন করিয়া বলিয়াছিল, খোদার শপথ, ইনি উক্ত উম্মি নবি—যাহার সুসংবাদ ও প্রশংসা (হজরত) মুছা তওরাতে প্রকাশ

করিয়াছেন, নিশ্চয় তাঁহার পতাকা নত হইবে না। তৎপরে তাহাদের একদল অপরদলকে বলিয়াছিল, তোমরা ব্যস্ততা প্রকাশ করিও না। তৎপরে ওহোদের দিবস হজরতের সহচরগণ পরাস্ত হইলে, য়িহুদিগণ বলিল, ইনি সেই উম্মি নবী নহেন, ইহাদিগকে দুরাদৃষ্ট আক্রমণ করিয়াছে, এই ধারণায় তাহারা ইছলাম গ্রহণ গ্রহণ করিল না। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। আয়তের অর্থ এই যে, হে কাফেরেরা, তোমরা অচিরে পরাজিত হইবে এবং মৃত্যু অন্তে দোজখের কদর্য্য স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। পরিণামে তাহাই ঘটিয়াছিল, ইহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।—কঃ, ২।৪২৭, এঃ জঃ, ৩।১১৮।

(১৩) এমাম রাজি এই আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ;—য়িহুদীরা হজরত (ছাঃ) কর্তৃক ইছলামের দিকে আহূত হইয়া অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল, আমরা কোরাএশদিগের তুল্য দুর্ব্বল ও যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ নহি, বরং আমরা শক্তিশালী ও যুদ্ধবিদ্যায় এরূপ পটু যে, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে না। আল্লাহ উত্তরে বলিয়াছেন, যদিও তোমরা শক্তিশালী ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, তথাচ খোদা তোমাদিগকে বিধ্বস্ত করিবেন। ইহার প্রমাণ বদরের যুদ্ধের ঘটনা, বদরের যুদ্ধকালে একদল মুছলমান ও একদল কোরাএশ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল, মুছলমানেরা সংখ্যায় ও অস্ত্রশস্ত্রে লঘিষ্ট ছিলেন, আর কাফেরেরা উভয় বিষয়ে গরিষ্ট ছিল। কোরাএশদিগের লোক সংখ্যা ৯৫০ ছিল, তাহাদের মধ্যে আবু ছুফইয়ান ও আবু-জাহল ছিল, তাহাদের সঙ্গে ১০০ ঘোটক ও ৭০০ উষ্ট্র ছিল, একশত অশ্বারোহী সৈন্য জেরা পরিধানকারী ছিল, এতদ্ভিন্ন পদাতিক সৈন্যগণ জেরাধারী ছিল। মুছলমানগণ সংখ্যায় ৩১৩ জন ছিল, প্রত্যেক চারিজনের জন্য এক একটা উষ্ট্র ছিল, তাহাদের সঙ্গে ৬টী জেরা ও দুইটী

যৌটক ছিল। মুছলমানগণ একে ত সংখ্যায়, যুদ্ধ সম্ভার ইত্যাদিতে লঘিষ্ঠ ছিলেন, দ্বিতীয় তাঁহারা যুদ্ধের ধারণায় আগমন করেন নাই এবং উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারেন নাই, তৃতীয় তাঁহারা এই কেবল প্রথম যুদ্ধে নামিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে কোরাএশগণ লোক-সংখ্যা ও যুদ্ধ-সম্ভারে গরিষ্ঠ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বকাল হইতে যুদ্ধে অভ্যস্ত ছিল। ইহা সত্ত্বেও মুছলমানগণ উক্ত কাফেরগণের উপর জয়যুক্ত হইয়াছিলেন, এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপার যে অলৌকিক কার্য্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই যুদ্ধে মোশরেকেরা মুছলমানদিগকে বাহ্য দৃষ্টিতে নিজেদের দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই সহস্রের নিকট নিকট দেখিতে পাইয়াছিল, ইহা একটী অলৌকিক ব্যাপার।

কেহ কেহ ইহার অর্থে বলেন, মোশরেকেরা মুছলমানদিগকে বাহ্য-দৃষ্টিতে ইহাদের দ্বিগুণ—অর্থাৎ ছয় শতের অধিক দেখিতে পাইয়াছিল, ইহাও একটী মো'জেজা।

এই যুদ্ধে খোদাতায়ালা ৫ সহস্র ফেরেশতা প্রেরণ করিয়া মুছলমানদিগকে সহায়তা করিয়াছিলেন, এই মর্ম্মে খোদা বলিতেছেন, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন, নিজের সহায়তা দ্বারা সহায়তা প্রদান করেন। আল্লাহ বলেন, এই ঘটনায় জ্ঞানিগণের পক্ষে উপদেশ রহিয়াছে।

(১৪) এই আয়তে যে الشهوات শব্দ আছে, উহার অর্থ المشتهيات "কাম্য বিষয়গুলি", ইহাতে যে القناطير শব্দ আছে, উহার একবচন القنطار উহার অর্থ বহু অর্থ, ইহা জোহাকের মত, আবুওবায়দা বলেন. আরবেরা অসংখ্য ওজনের উপর উক্ত শব্দ প্রয়োগ করেন। আর কতকগুলি রেওয়াএতে উহার অর্থ বার সহস্র 'আওকিয়া' এক সহস্র দীনার, বারশত 'আওকিয়া,' বারসহস্র

দেরম, কিম্বা একটী বলদের চর্ম্মের পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য বালয়া উল্লিখিত হইলেও জোহাকের মত সমধিক উৎকৃষ্ট।

المقنطرة শব্দের অর্থ বহু বিস্তৃত, দ্বিগুণ, দৃঢ়ভাবে বন্ধন করা, মুদ্রিত, একটীকে অপরের উপর স্থাপিত, ভূমির মধ্যে প্রোথিত।

المسومة শব্দের অর্থ বিচরণ ক্ষেত্রে প্রেরিত, শ্বেত রেখা দ্বারা চিহ্নিত কিম্বা সুন্দর।

এমাম রাজি এই আয়তের অর্থ নিম্নোক্ত প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন;—

আবু হারেছা খৃষ্টান নিজের ভ্রাতাকে বলিয়াছিল, আমি হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)কে সত্য নবী বলিয়া জানি, কিন্তু এই আশঙ্কায় উহা প্রকাশ করিতে পারি না যে, রুমের (খৃষ্টান) রাজা অর্থ-সম্পদ ও সম্মান তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবেন। দ্বিতীয় যে সময় হজরত নবী (ছাঃ) য়িহুদিগণকে বদরের যুদ্ধের পরে ইছলামের দিকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই সময় তাহারা নিজেদের শক্তি, অর্থ-সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই হেতু আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, লোকদিগের অন্তরে স্ত্রীগণের, পুত্রগণের, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য ভাণ্ডারের, বিচরণ ক্ষেত্রে প্রেরিত, কিম্বা শ্বেত রেখা দ্বারা চিহ্নিত, অথবা সুন্দর ঘোটকবৃন্দের, উষ্ট্র, গো, ছাগের শস্যক্ষেত্রের এইরূপ ভোগ-বিলাসের বস্তুগুলির প্রেম সুশোভিত করা হইয়াছে, ছুন্নত-অল-জামায়াতের মতে খোদা তাহাদের অন্তরে উক্ত কাম্য বিষয়গুলির প্রেম নিক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু তৎসমস্ত পার্থিব জীবনের সম্বল, আর উহা ক্ষণস্থায়ী, অচিরে উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। আল্লাহতায়ালা যাহাকে তৎসমুদয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার পক্ষে পরকালের বেহেশত প্রাপ্তির আশায় তৎসমস্ত ব্যবহার ও ব্যয় আবশ্যক, আল্লাহর নিকট বেহেশত আছে, উহা উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্ত্তন স্থল।—কঃ, ২।৪৩০—৪৩৩।

(১৫) আল্লাহ বলেন, হে মোহাম্মদ, তুমি বলিয়া দাও, আমি উক্ত পার্থিব জীবনের কাম্য বিষয়গুলি অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট বিষয়ের সংবাদ তোমাদিগকে প্রদান করিব কি? যাহারা ওয়াজেব বিষয়গুলি সম্পাদন করে এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলি ত্যাগ করে, এইরূপ ধর্ম্ম-ভীরুদিগের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট বেহেশতের উদ্যানরাজি আছে, উহার নিম্নদেশ হইতে দুগ্ধ, মধু, বিশুদ্ধ পানি ও নেশাবিহীন সুরার নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে, উক্ত ধর্ম্মভীরুগণ তথায় চিরস্থায়ী হইবেন, আর তাহাদের জন্য এরূপ স্ত্রীগণ আছে—যাহারা হায়েজ, নেফাছ ও যাবতীয় ঘৃণার্হ বিষয় হইতে, রূপ ও গুণের কলঙ্ক হইতে নির্ম্মল হইবে, অবশেষে তাহারা আল্লাহতায়ালার মা'রেফাত সাগরে ও জালালি গুণের জ্যোতিতে নিমগ্ন থাকিবেন।

আল্লাহ বান্দাগণের অবস্থা পরিদর্শন করেন, কাজেই তাহাদিগকে আখেরাতের সম্পদরাশির প্রার্থী হওয়া আবশ্যক।—কঃ, ২।৪৩৩।৪৩৪।

(১৬) খোদাতায়ালা এই আয়তে উক্ত ধর্ম্মভীরুদিগের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন,—তাহারা এই প্রার্থনা করিয়া থাকেন যে, হে আমাদের মালিক আমরা ইমান আনিয়াছি, কাজেই তুমি আমাদের গোনাহগুলি মাফ করিয়া আমাদিগকে দোজখের অগ্নি হইতে মুক্তি প্রদান কর।—কঃ, ২।৪৩৪।

১৭। এই আয়তে উপরোক্ত ধার্ম্মিকদিগের গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হইতেছে;—(১) এই যে, তাহারা সমস্ত প্রকার এবাদত কার্য্য সম্পাদন করিতে ও সমস্ত প্রকার অপকর্ম্ম ত্যাগ করিতে ধৈর্য্য ধারণ করে এবং প্রত্যেক প্রকার দুঃখ ও বিপদ-আপদে চাঞ্চল্য ভাব প্রকাশ না করে, বরং অন্তরের সহিত খোদার আদেশের প্রতি রাজি থাকে।

(২) কথায়, কার্য্যে ও সঙ্কল্পে সত্যতা প্রকাশ করে।

(৩) আল্লাহতায়ালার এবাদতে সর্ব্বদা আত্ম-নিয়োগ করে।

(৪) নিজের পরিজনের ও আত্মীয়গণের উপর ব্যয় করিতে, জেহাদ, জাকাত ইত্যাদি সৎকার্য্যে দান করিতে সিদ্ধহস্ত হয়।

(৫) শেষ রাত্রে ছোবহে-ছাদেকের পূর্ব্বে নামাজ পড়িয়া দোয়া ও এস্তেগফার করিতে মনোনিবেশ করে। শেষরাত্রে এস্তেগফার করিলে, ইমানের শক্তি বৃদ্ধি ও এবাদতের পূর্ণতা লাভ হয়।

হজরত (ছাঃ) উক্ত সময়ে ৭০ বার এস্তেগফার করিতে আদেশ করিয়াছেন।

খোদাতায়ালা শেষ রাত্রে বলেন, এই সময় যে কেহ আমার নিকট দোয়া করে, আমি কবুল করি, যে কেহ এস্তেগফার করে, আমি তাহাকে ক্ষমা করি।

এবনো-জরির বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত দাউদ (আঃ) হজরত জিবরাইল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাত্রের কোন্ অংশ শ্রেষ্ঠতম? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি তাহা জানি না, কিন্তু আরশ শেষ রাত্রে কম্পিত হইয়া থাকে।

(১৮) যে সময় হজরত নবী (ছাঃ) মদিনা শরিফে বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন শামের দুইজন বিদ্বান মদিনা শরিফে উপস্থিত হইয়া উক্ত শহরটী দর্শন করিয়া একজন অন্যকে বলিয়াছিল, শেষ জামানায় যে নবী যে শহরে বাহির হইবেন, উহার লক্ষণের সহিত এই মদিনার বিশেষ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। যখন তাহারা হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তখন লক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিয়াছিল, আপনি কি মোহম্মদ ও আহমদ? হজরত বলিলেন, হাঁ। তখন তাহারা আমরা আপনার নিকট সাক্ষ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি,

যদি আপনি ইহার সংবাদ প্রদান করিতে পারেন, তবে আমরা আপনার উপর ইমান আনিব এবং আপনাকে সত্যবাদী বলিব। হজরত বলিলেন, তোমরা উত্তমরূপে জিজ্ঞাসা কর। তাহারা বলিল, কোর-আন শরিফে বড় সাক্ষ্য কি? সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

ছইদ-বেনে-জোবাএর বলিয়াছেন, কা'বা গৃহের চারিদিকে ৩৬০টী প্রতিমা ছিল, এই আয়ত নাজেল হইলে, সমস্ত প্রতিমা কা'বা গৃহের দিকে ছেজদা করিয়াছিল। হামজা জাইয়াত বলিয়াছেন, আমি কুফা গমন কালে এক রাত্রে একটী উৎসন্ন স্থানে শয়ন করিয়াছিলাম, হঠাৎ দুইটী দৈত্য আমার নিকট উপস্থিত হইল, একটী আমাকে হত্যা করার সঙ্কল্প করিল, আমি এই আয়ত পড়িলে, সে আমাকে হত্যা করিতে সক্ষম হইল না।

আয়তের মর্ম্ম এই;—আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন যে, তাঁহা ব্যতীত উপাস্য অন্য কেহ নাই। আর তাঁহার ফেরেশতাগণ ও বিদ্বানগণ উহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, আল্লাহ কোর-আনে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন, ফেরেশতাগণ উহা নবিগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা উহা আলেমগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

এমাম রাজি বলেন, বিদ্বানগণ অকাট্য প্রমাণ দ্বারা খোদার একত্ব অবগত হইয়াছেন, ইহাতেই আকায়েদ তত্ত্ববিদ্ বিদ্বানগণের উচ্চপদ সপ্রমাণ হইতেছে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহ ন্যায়বিচারে স্থির-প্রতিজ্ঞ, ইহাই অধিকাংশ তফছির-কারকের মত। পুনরায় তাকিদের জন্য বলা হইতেছে, মহা পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় খোদা ব্যতীত উপাস্য কেহ নাই।—কঃ, ২।৪৩৬।৪৩৭, দোঃ, ২।১২, রুঃ মাঃ, ১।৫৩৯।

(১৯) নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার নিকট মনোনীত ধর্ম্ম ইছলাম এবনো-জরির কাতাদা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, ইছলামের অর্থ—এক খোদার উপাস্য হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করা এবং তাঁহার নিকট হইতে আগত বিষয়কে সত্য বলিয়া স্বীকার করা। ইহাই আল্লাহতায়ালার দীন—ইহাই তিনি নিজের শরিয়ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসহ নিজের রাছুলগণকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং নিজের অলিগণকে উহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি ইহা ব্যতীত গ্রহণ করেন না, ইহার উপর প্রতিফল প্রদান করিবেন।

মোহম্মদ বেনে জাফর বলিয়াছেন, খোদাতায়ালার একত্ববাদ ও রাছুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ইছলাম বলে।

আবুল আলিয়া বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ খোদার এবাদত করা ও সমস্ত ফরজগুলি সম্পাদন করাকে ইছলাম বলে।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, যেহেতু খোদা, ফেরেশতাগণ ও বিদ্বানগণ তোমার একত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, আর ইছলাম ধর্ম্মে সেই একত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কাজেই বর্ত্তমানে ইছলাম খোদার নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্মে কুসংস্কার প্রবেশ করিয়া উহা গ্রহণের অযোগ্য করিয়া ফেলিয়াছে। গ্রন্থধারিগণ দলীল প্রমাণ অবগত হওয়ার পরে পরস্পরে বিদ্বেষভাবের বশবর্ত্তী হইয়া মতভেদ করিয়াছেন।

রবি বলিয়াছেন, হজরত মুছা (আঃ) মৃত্যুকালে বনি-ইস্রাইল সম্প্রদায়ের ৭০ জন বিদ্বানকে ডাকিয়া তওরাত গ্রন্থকে তাহাদের উপর সমর্পণ করিয়া ইউশা বেনে নুনকে খলিফা স্থির করিয়াছিলেন। কয়েক শতাব্দীর পরে তাহাদের সন্তানগণ পার্থিব ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, রাজ্য ও সৌন্দর্য্য লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরে হত্যাকাণ্ড, অশান্তি ও মতভেদ করিয়াছিল, তৎপরে আল্লাহ তাহাদের উপর অত্যাচারিগণকে পরাক্রান্ত করিয়াছিলেন।

মোহম্মদ বেনে জা'ফর ব'লিয়াছেন, খৃষ্টানগণ খোদার একত্ব ও হজরত ইছা (আঃ)এর বান্দা ও রাছুল হওয়া অবগত হইয়াও হজরত ইছা (আঃ)এর সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল।

আল্লামা আলুছি বলেন. উভয় সম্প্রদায় বিদ্বেষ বশতঃ খোদার একত্ব, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর নবুয়ত ও ইছলাম সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল, আল্লাহ বলেন, যে কেহ আল্লাহতায়ালার কেতাবের আয়তগুলি অস্বীকার করিবে, অচিরে সে খোদার দরবারে উপস্থিত হইবে এবং আল্লাহ উক্ত কোফরের হিসাব গ্রহণ করিবেন।

(২০) আল্লাহ বলেন, ইহার পরে যদি য়িহুদী, খৃষ্টান ও অংশিবাদিগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমার সহিত বাক্-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তুমি তাহাদিগকে বল, আমি দেহ ও প্রাণ দ্বারা বিশুদ্ধ ভাবে খোদার বন্দিগি করিয়াছি, উহাতে অন্য কাহাকেও শরিক করি নাই, আমার অনুসরণকারিগণ ঐরূপ করিয়া থাকেন, তোমরা কি ঐরূপ অংশবাদিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ খোদার বন্দিগি করিয়া থাক? যদি তাহারা সতাই সত্যধর্ম্ম ইছলাম গ্রহণ করে, তবে সত্যপথ প্রাপ্ত হইবে। আর যদি উহা হইতে বিমুখ হয়, তবে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না, তোমার কার্য্য কেবল সত্য মত পৌঁছাইয়া দেওয়া। আল্লাহ মনুষ্যদিগের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া থাকেন।—রুঃ, ১।৫৪১।৫৪২, এঃ কঃ, ৩।১৩১।

৩য় রুকু, ১০ আয়ত।

(٢١) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ

بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّ يَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ (٢٢) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ

اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

(٢٣) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ

يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ

مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ (٢٤) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ

تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۪ وَّغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ

مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝ (٢٥) فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ

لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۟ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ (٢٦) قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي

الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء ط بيدك الخير ط
انك على كل شيء قدير (٢٧) تولج الليل
في النهار و تولج النهار في الليل ز
و تخرج الحي من الميت و تخرج الميت
من الحي ز و ترزق من تشاء بغير حساب ٥ ٢٨ لا
يتخذ المؤمنون الكفرين اولياء من دون المؤمنين ج
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا
منهم تقىة ط ويحذركم الله نفسه ط والى الله المصير ٥
(٢٩) قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ط
ويعلم ما في السموت وما في الارض ط والله على
كل شيء قدير ٥ (٣٠) يوم تجد كل نفس ما عملت

مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ۚ وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ

اَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيْدًا ۗ وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ ۗ

وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۝

অনুবাদ।

(২১) নিশ্চয় যাহারা আল্লাহতায়ালার আয়তগুলির প্রতি অবিশ্বাস করে ও অযথা ভ ব (কতক) নবিকে হত্যা করে এবং যাহারা লোকদিগের মধ্যে ন্যায়বিচারের আদেশ করে, তাহাদিগকে হত্যা করে, তুমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান কর।

(২২) ইহারা এইরূপ লোক যে, তাহাদের কার্য্য-কলাপ ইহজগতে এবং পরজগতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের কোন সহায়তাকারী নাই।

(২৩) তুমি কি যাহাদের গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে, এইরূপ লোকদিগের দিকে নিরীক্ষণ কর নাই? তাহারা আল্লাহ-তায়ালার কেতাবের দিকে আহুত হইতেছে—এই হেতু যে উক্ত কেতাব তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয়, তৎপরে তাহাদের একদল বিমুখ হয় এবং তাহারাই পরাঙ্মুখ শ্রেণী।

(২৪) ইহার কারণ এই যে, নিশ্চয় তাহারা বলিয়াছে, নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিবস ব্যতীত আমাদিগকে কখনই অগ্নি স্পর্শ করিবে না এবং তাহারা যাহা মিথ্যা রচনা করিত, তাহাই তাহাদিগকে তাহাদের 'দীন' সম্বন্ধে প্রতারিত করিয়াছে।

(২৫) অনন্তর যে সময় আমি তাহাদিগকে এরূপ এক দিবসে একত্রিত করিব—যাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তখন তাহাদের কি অবস্থা হইবে? এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা উপার্জন করিয়াছে, তাহার (প্রতিফল) পূর্ণরূপে প্রদত্ত হইবে এবং তাহারা অত্যাচারিত হইবে না।

(২৬) তুমি বল, হে রাজ্যাধিপতি খোদা, তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর রাজ্য প্রদান কর এবং তুমি যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা কর, রাজ্য কাড়িয়া লও ও তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর, উন্নত কর এবং তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর অবনত কর, তোমার আয়ত্বাধীনে (সমস্ত) কল্যাণ, নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশালী।

(২৭) তুমি রাত্রিকে দিবসের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া থাক এবং দিবাকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া থাক ও তুমি মৃত বস্তু হইতে জীবিতকে বাহির করিয়া থাক এবং জীবিত হইতে মৃতকে বাহির করিয়া থাক এবং তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর, অপরিমিত জীবিকা প্রদান কর।

(২৮) ইমানদারেরা যেন ইমানদারদিগকে ত্যাগ করিয়া কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে, আর যে ব্যক্তি এইরূপ করে, সে ব্যক্তি কিছুতেই আল্লাহতায়ালার বন্ধুত্বের (কিম্বা দীনের) মধ্যে নহে, কিন্তু যদি তোমরা তাহা দিক্ হইতে বিশেষ ভাবে আতঙ্কিত হও, (তবে স্বতন্ত্র কথা) ও খোদা তোমাদিগকে নিজের পাক জাত হইতে ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন এবং আল্লাহ-তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন স্থল।

(২৯) তুমি বল, যদি তোমরা তোমাদের অন্তর সমূহে যাহা কিছু আছে, তাহা গোপন কর, কিম্বা তাহা প্রকাশ কর, আল্লাহ তাহা অবগত আছেন এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর শক্তিশালী।

(৩০) যে দিবস প্রত্যেক ব্যক্তি যে সৎকার্য্য করিয়াছে এবং যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা উপস্থিত প্রাপ্ত হইবে, তখন আকাঙ্খা করিবে যে, যদি তাহার মধ্যে এবং উক্ত দিবসের মধ্যে সুদূর ব্যবধান হইত! ও আল্লাহ তোমাদিগকে নিজের পাক জাত হইতে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন এবং আল্লাহ নিজ বান্দাগণের উপর মহা দয়াশীল।

টীকা :—

(২১) এবনো-জরির ও এবনো-আবি হাতেম আবু ওবায়দা (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, আমি হজরত নবি (ছাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেয়ামতের দিবস কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাস্তিগ্রস্ত হইবে। তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি কোন নবীকে কিম্বা সৎকার্য্যে আদেশকারী ও অসৎ কার্য্যে নিষেধকারী কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, সেই ব্যক্তি সমধিক শাস্তিগ্রস্ত হইবে। তৎপরে তিনি আলোচ্য আয়তটী পাঠ করিয়া বলিলেন, হে আবু ওবায়দা, বনি-ইস্রায়েলগণ দিবসের প্রথম ভাগে এক ঘণ্টার মধ্যে ৪৩ জন নবীকে হত্যা করিয়াছিল, ইহাতে তাহাদের মধ্যে ১৭০ জন তাপস দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত হত্যাকারি-গণকে সৎকার্য্য করিতে আদেশ ও অসৎ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন, তখন তাহারা উক্ত দিবসের শেষভাগে তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়াছিল, আল্লাহ এই আয়তে তাহাদের আলোচনা করিয়াছেন।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, এই আয়তে অতীত কালের অবস্থা বর্ণিত হয় নাই, বরং ভবিষ্যৎ কালের অবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে, আর হজরতের জামানায় এইরূপ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ন কাজেই এইরূপ হুকুম কিরূপে সম্ভব হইবে?

অন্তরে বলা যাইতে পারে যে, ইহা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অবস্থা হইলেও তাহারা উক্ত কার্য্যকে সমর্থন করিত এবং তাহাদের রীতির উপর সন্তুষ্ট ছিল, এই হেতু প্রাচীনদিগের কার্য্যকে পুত্রদিগের কার্য্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় হজরতের সমসাময়িক য়িহুদীগণ হজরত ও তাহার সহচরগণকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিত, কিন্তু খোদার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল না, কাজেই ইহা তাহাদের কার্য্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। নবিগণ বলিয়া কতক নবী অর্থ গ্রহণ করা হইবে, যেহেতু উহার সংযুক্ত আলেম-লাম নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। استعارة ভাবে শাস্তির কুসংবাদকে সুসংবাদ বলা হইয়াছে, ইহা বিদ্রূপ ভাবে বলা হইয়াছে।

(২২) কাফেরগণের কার্য্য ইহজগতে নষ্ট হওয়ার অর্থ এই যে, তাহাদের প্রশংসা নিন্দাবাদে এবং সুনাম অভিসম্পাতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাণ হত্যা করা, কারারুদ্ধ করা, অর্থ লুণ্ঠন করা ও দাসরূপে পরিণত করা ইত্যাদি প্রকাশ্য লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত হইয়া থাকে।

পরজগতে কার্য্য নষ্ট হওয়ার অর্থ তাহাদের ছওয়াব শাস্তিতে পরিণত হইবে।—কঃ, ২৪৪।৪৪৫।

(২৩) এই আয়ত নাজেল হওয়া সম্বন্ধে কয়েকটী রেওয়াএত উল্লিখিত হইয়াছে, (১) হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, য়িহুদীদিগের একটী পুরুষ ও স্ত্রীলোক ব্যভিচার করিয়াছিল, তাহারা ভদ্র বংশের লোক হওয়ার জন্য য়িহুদিগণ উভয়কে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিল, অথচ তাহাদের কেতাবেই উক্ত প্রস্তরাঘাতের ব্যবস্থা লিখিত ছিল। এই কারণে তাহারা এই ব্যাপারটী হজরত নবি (ছাঃ)এর নিকট

উপস্থিত করিল, উদ্দেশ্য এই যে, তিনি উক্ত ব্যবস্থা বিধান করিতে না-ও পারেন। হজরত প্রস্তরাঘাতের ব্যবস্থা বিধান করিলেন, ইহাতে য়িহুদিরা উক্ত আদেশ অমান্য করিল। হজরত বলিলেন, তওরাতকে আমি শালিশ মান্য করি, যদি উহাতে এই ব্যবস্থা থাকে, তবে তোমাদিগকে ইহা মান্য করিয়া লইতে হইবে। তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান কে? তাহারা বলিল, আবদুল্লাহ বেনে ছুরিয়া। তৎপরে তাহারা তাহাকে তওরাত সহ উপস্থিত করিলেন। যখন তিনি প্রস্তরাঘাত করার আয়তের নিকট উপস্থিত হইলেন, উহার উপর নিজের হস্ত রাখিয়া দিলেন, তখন আবদুল্লাহ বেনে ছালাম বলিলেন, ইনি উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন, তৎপরে তিনি তাহার হস্তকে উক্ত স্থান হইতে উঠাইয়া ফেলিলে, উক্ত আয়ত প্রাপ্ত হইলেন। তখন হজরত (ছাঃ) তাহাদের উভয়ের উপর উক্ত শাস্তির আদেশ করিলে, তাহাই প্রতিপালিত হইল, ইহাতে য়িহুদীরা হজরতের উপর মহা ক্রোধান্বিত হইলেন, এই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

দ্বিতীয় রেওয়াএত এই যে, হজরত নবি (ছাঃ) য়িহুদীদিগের মাদ্রাছাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তথায় একদল য়িহুদী ছিল, তৎপরে হজরত তাহাদিগকে ইছলামের দিকে আহ্বান করেন, ইহাতে তাহারা বলে, আপনি কোন্ ধর্ম্মে আছেন। তদুত্তরে হজরত বলেন, আমি এবরাহিমের ধর্ম্মের উপর আছি। তৎশ্রবণে তাহারা বলে, নিশ্চয় এবরাহিম য়িহুদী ছিলেন। তখন হজরত বলেন, তোমরা আমার নিকট তওরাত কেতাব আনয়ন কর, তাহারা উহা আনিতে অস্বীকার করে, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

তৃতীয় রেওয়াএত এই যে, তওরাতে হজরত নবি (ছাঃ) এর প্রেরিত হওয়ার চিহ্নগুলি এবং তাঁহার নবুয়তের সত্যতার

প্রমাণগুলি উল্লিখিত ছিল, এই হেতু হজরত (ছাঃ) য়িহুদিদিগকে উক্ত তওরাতের আয়তগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে আহ্বান করিয়া-ছিলেন, কিন্তু তাহারা ইহার সমালোচনা করিতে এবং নিজেদের কেতাবকে শালিষরূপে মান্য করিতে রাজি হন নাই, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

এই রেওয়াএত অনুযায়ী স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তওরাতে হজরতের নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ নিশ্চয় ছিল, নচেৎ য়িহুদিরা উহার সমালোচনা করিতে বাধ্য হইতেন।

চতুর্থ রেওয়াএত এই যে, য়িহুদী ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের জন্ত এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল, যেহেতু তওরাত ও ইঞ্জিল উভয় কেতাবে তাঁহার নবুয়তের প্রমাণ বর্ত্তমান ছিল, তাহারা উক্ত কেতাবদ্বয়কে শালিষ মান্য করিতে আহুত হইলে, অস্বীকার করিতেন।

আলোচ্য আয়তের অর্থ এই যে, যে য়িহুদী বিদ্বানগণ তওরাতের আংশিক জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছিলেন, তাহারা উক্ত তওরাতকে মীমাংসাকারী রূপে মান্য করিয়া লইতে আহুত হইলে, তাহাদের একদল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল এবং তাহাদের অনুচর-গণ তাহাদের অনুসরণ করিয়া উহা অস্বীকার করিয়াছিল।

কেহ কেহ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, যেরূপ উক্ত নেতৃস্থানীয় বিদ্বানগণ এই স্থলে প্রমাণ শ্রবণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, সেইরূপ অন্যান্য ব্যাপারে তাহারা প্রমাণ সমূহ শ্রবণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই আয়তে আল্লাহ-তায়ালার কেতাব বলিয়া তওরাত অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহা অধিকাংশ তফছিরকারকের মত। ليحكم بينهم এর অর্থ এই যে, যেন উক্ত কেতাব তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয় —কং, ২।৪৪২ ৪৪৩।

(২৪) য়িহুদিদিগের এই বিমুখ হওয়ার কারণ এই যে, তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে কয়েক দিবস গোবৎস পূজা করিয়াছিল, সেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কয়েক দিবস মাত্র তাহারা দোজখের অগ্নির শাস্তি প্রাপ্ত হইবে, তৎপরে তাহারা মুক্তি প্রাপ্ত হইবে

আল্লাহ বলেন, তাহারা যে মিথ্যা অপবাদ করিত, তাহাই তাহাদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রতারিত করিয়াছে। মোজাহেদ বলেন, উক্ত মিথ্যা কথা এই যে, তাহারা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কয়েক দিবস ব্যতীত দোজখে শাস্তি ভোগ করিবে না।

কাতাদা বলেন, তাহারা খোদার পুত্র ও প্রিয়পাত্র, ইহাই তাহাদের মিথ্যা দাবী।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নবী ছিলেন, তাঁহারা আমাদের সুপারেশ করিবেন, ইহাও উক্ত পর্য্যায়ভুক্ত।

মূলকথা, এইরূপ মিথ্যা দাবীর জন্য তাহারা মহা মহা গোনাহ করিতে সাহসী হইত।—রুঃ, মাঃ, ১।৫৪৪।

(২৫) আল্লাহ বলেন, য়িহুদীরা অনভিজ্ঞতার কারণে উপরোক্ত প্রকার বাতীল ধারণা পোষণ করিয়া থাকে, কেয়ামতের দিবসে তাহাদের এই ধোকা ভঞ্জন হইয়া যাইবে।

কেয়ামতের দিবস যখন তাহাদিগকে হাশর প্রান্তরে সংগৃহীত করিব এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃতকর্ম্মের প্রতিফল পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবে ও তাহারা ছওয়াব ও আজাব সম্বন্ধে অত্যাচার গ্রস্ত হইবে না, বরং কৃতকর্ম্মের পরিমাণ ফল প্রাপ্ত হইবে, সেই সময় য়িহুদিদিগের কি অবস্থা হইবে?

কেয়ামতের দিবস প্রথমেই য়িহুদিদিগের পতাকা উত্তোলন করা হইবে, লোকদিগের সমক্ষে তাহাদিগকে লাঞ্ছনা করা হইবে,

তৎপরে তাহাদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।—কঃ, ২।৪৪৪, রুঃ, মাঃ, ১।৫৪৫।

(২৬।২৭) ওয়াহেদী হজরত এবনো-আব্বাছ ও আনাছ বেনে মালেক হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন যে, যে সময় হজরত নবি (ছাঃ) মক্কা শরিফ অধিকার করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি নিজের উম্মতকে পারশ্য ও রুমের রাজ্য অধিকার করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। তৎশ্রবণে মোনাফেক ও য়িহুদীগণ বলিয়াছিল, মোহম্মদ (ছাঃ)এর সহিত পারশ্য ও রুম রাজ্যের কি সম্বন্ধ! এইরূপ আশা সুদূর-পরাহত। পারশ্য ও রুম অধিবাসিগণ এত উন্নত ও শক্তিশালী যে, এইরূপ আকাঙ্খা কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব। (হজরত) মোহম্মদ (ছাঃ) যে মক্কা ও মদিনা অধিকার করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট, পারশ্য ও রুম রাজ্যের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সেই সময় এই দুইটী আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

হজরত আমর বেনে-আওফ বলিয়াছেন, আহজাব যুদ্ধের দিবস হজরত নবি (ছাঃ) গর্ত্ত খননের জন্য একটী রেখা টানিয়া দিয়া প্রত্যেক দশ ব্যক্তির জন্য ৪০ হস্ত পরিমিত স্থান বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন; আমর বলেন, আমি, ছালমান ফার্সি, হোজায়ফা, নো'মান ও অন্যান্য ছয় জন আনছার ৪০ হস্ত পরিমিত স্থানে পরিখা খনন করিতে ছিলাম, এমতাবস্থায় খোদাতায়ালা গর্ত্তের মধ্য হইতে একখানা গোলাকার বিরাট প্রস্তর বাহির করিলেন, উহাতে আমাদের কুঠার চূর্ণ হইয়া গেল এবং আমরা মহা সমস্যায় পতিত হইলাম। তখন আমরা হজরত ছালমান (রাঃ)কে এই সংবাদ সহ হজরত নবী (ছাঃ)এর নিকট প্রেরণ করিলাম। তৎশ্রবণে হজরত তথায় উপস্থিত হইয়া ছালমানের হস্ত হইতে কুঠারখানা লইয়া প্রস্তরের উপর আঘাত করায় উহা

দ্বিখণ্ড হইয়া গেল এবং উহার মধ্য হইতে বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া উক্ত স্থানকে আলোকিত করিয়া ফেলিল—যেন উহা অন্ধকার রাত্রে একটী প্রদীপের ন্যায় হইল। ইহাতে হজরত ও মুছলমানগণ আল্লাহো-আকবর ধ্বনি উচ্চারণ করিলেন। হজরত বলিলেন, ইহাতে আমার পক্ষে শামদেশের 'হিয়ারা' নামক স্থানের অট্টালিকাগুলি ও খছরু পরহেজের শহরগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়বার আঘাত করিলে, একটী জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল, উহাতে রুম রাজ্যের লোহিত বর্ণের অট্টালিকা-গুলি তাহার সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি তৃতীয়বার আঘাত করিলে, একটী জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল এবং তাঁহার পক্ষে এমণের 'ছানয়া'র অট্টালিকাগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এমতাবস্থায় হজরত জিবরাইল (আঃ) তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিলেন যে, তাঁহার উম্মতেরা উপরোক্ত রাজ্যগুলি অধিকারভুক্ত করিয়া লইবেন। তুমি উহার সুসংবাদ মুছলমানদিগকে প্রদান কর। তৎশ্রবণে মোনাফেকেরা বলিতে লাগিল, তোমরা কি তোমাদের নবীর ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ না? তিনি তোমাদিগকে অলীক প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন যে, তিনি মদিনা হইতে 'হিয়ারা' ও খছরুর শহরগুলি দেখিতেছেন এবং তৎসমস্ত তোমাদের অধিকারভুক্ত হইবে। এদিকে তোমরা এত ভীত যে, সম্মুখ-সমরে যুদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া পরিখা খনন করিতেছ, সেই সময় এই আয়ত দুইটী নাজেল হইয়াছিল।

আয়তের অর্থ এই যে, তুমি বল, হে মোহম্মদ, হে আল্লাহ তুমি শক্তির অধিপতি, লোকেরা যে কোন বিষয়ে শক্তি প্রদত্ত হয়, তোমার শক্তিতে শক্তিশালী হয়, তোমা ব্যতীত কেহ কোন কার্য্যে শক্তিশালী হইতে পারে না। ইহা এমাম রাজির বর্ণনা।

কাশ্শাফ প্রণেতা বলেন, তুমি প্রত্যেক রাজ্যের অধিপতি, প্রত্যেক রাজ্যে তোমার ক্ষমতা কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর, পার্থিব রাজ্য-ঐশ্বর্য্য প্রদান কর, যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা কর, রাজ্য ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইয়া থাক।

কেহ কেহ ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন;—তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর, নবুয়ত (আধ্যাত্মিক রাজ্য) প্রদান কর, আর যাহাকে ইচ্ছা কর, এই রাজ্য হইতে বঞ্চিত কর।

য়িহুদীরা বিশ্বাস করিত যে, নবুয়ত বনি-ইস্রায়েলদিগের মধ্যে চিরস্থায়ী হইবে, কিন্তু খোদা উক্ত বংশ হইতে নবুয়ত কাড়িয়া লইয়া আরবদিগের বংশে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)কে প্রদান করিয়াছিলেন।

হে খোদা, যাহাকে ইচ্ছা কর, সহায়তা করিয়া ও সৎকার্য্যে ক্ষমতা প্রদান করিয়া দুনইয়া ও পরজগতে উন্নত কর, আর যাহাকে ইচ্ছা কর, এক জগতে কিম্বা উভয় জগতে অবনত কর।

এই আয়তে যে يد 'ইয়াদ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উক্ত শব্দ কি, তাহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে, একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, উহা মোতাশাবেহ শব্দ, উহার অর্থ খোদার উপর ন্যস্ত করিতে হইবে, উহা আল্লাহতায়ালার একটী ছেফাত।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, উহার অর্থ শক্তি।

আল্লামা আলুছি উভয় প্রকার মত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 'ইয়াদ' ছেফাত কর্ত্তৃক যাবতীয় কল্যাণ সাধিত হয়—যে ছেফাতের অর্থ জ্ঞানের অগোচর।

অথচ তোমার অসীম ক্ষমতায় যাবতীয় কল্যাণ সাধিত হয়, তুমিই নিজের ইচ্ছা অনুসারে উহার পরিচালনা করিয়া থাক, তোমা ব্যতীত উহাতে অন্য কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই।

নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ের উপর শক্তিশালী। তুমি রাত্রিকে ছোট করিয়া উক্ত প্রকার সময়কে দিবসে যোগ করিয়া

থাক, এইরূপ দিবসকে ছোট করিয়া উক্ত পরিমাণ সময়কে রাত্রিতে যোগ করিয়া থাক, অর্থাৎ জগতের পরিচালনা তোমার কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে।

তুমি মৃত হইতে জীবিতকে বাহির কর এবং জীবিত হইতে মৃতকে বাহির কর, ইহার কয়েক প্রকার ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

(১) কাফের হইতে ইমানদারকে এবং ইমানদার হইতে কাফেরকে বাহির করিয়া থাক—যেরূপ আজর হইতে হজরত এবরাহিম (আঃ)কে এবং হজরত নুহ (আঃ) হইতে কানয়ানকে বাহির করিয়াছিলে।

(২) অপবিত্র বস্তু হইতে পবিত্র বস্তুকে এবং পবিত্র হইতে অপবিত্রকে বাহির করিয়া থাক।

(৩) তুমি বীর্য্য ও ডিম্ব হইতে জীব ও পক্ষীদিগকে এবং জীব ও পক্ষীকুল হইতে বীর্য্য ও ডিম্ব বাহির করিয়া থাক।

(৪) তুমি বীজ হইতে শীষ ও আঁটি হইতে খোর্ম্মা বৃক্ষকে বাহির করিয়া থাক কিম্বা ইহার বিপরীত ভাব করিয়া থাক।

তুমি যাহাকে ইচ্ছা হয়, বিনা হিসাব জীবিকা প্রদান কর, ইহার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে।

(১) তুমি যাহাকে যে পরিমাণ ইচ্ছা কর জীবিকা প্রদান কর, কেহ ইহার হিসাব গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা তোমার উপর কাহারও কর্ত্তৃত্ব চলে না।

(২) তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর, অপরিমিত জীবিকা প্রদান করিয়া থাক।

(৩) তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর যোগ্যতা অনুসারে নহে, বরং অনুগ্রহ করিয়া জীবিকা প্রদান করিয়া থাক।—কঃ, ২।৪৪৫—৪৪৯, রু, ১।৫৪৫-৫৫০।

(২৮) এই আয়ত নাজেল হওয়া সম্বন্ধে কয়েকটী রেওয়াএত উল্লিখিত হইয়াছে ;—

(১) একদল য়িহুদী একদল মুছলমানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, উদ্দেশ্য এই যে, তাহাদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করিয়া ফেলে। এই হেতু রেকায়া, আবদুর রহমান ও ছইদ উক্ত মুছলমানদিগকে য়িহুদিদিগের সংস্রব ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন এবং যেন তাহারা ইহাদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করিয়া না ফেলে, এজন্য সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলেন, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

(২) মোকাতেল বলিয়াছেন, হাতেব প্রভৃতি কয়েক জন ছাহাবা মক্কার কাফেরদিগের সহিত বন্ধুত্ব প্রকাশ করিতেন, এই হেতু উহা নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

(৩) আবদুল্লাহ বেনে ওবাই এবং তাহার অনুচরেরা য়িহুদী ও মোশরেকদিগেকে ভালবাসিত, তাহাদের নিকট সংবাদ পৌঁছাইয়া দিত এবং তাহারা কামনা করিত, যেন তাহারা হজরত নবী (ছাঃ) এর উপর জয়যুক্ত হ সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

(৪) একদল য়িহুদী হজরত ওবাদা বেনে ছামেতের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল, আহজাব যুদ্ধের দিবস তিনি হজরতের নিকট অনুরোধ করেন যে, আমার সঙ্গী ৫ শত য়িহুদীকে এই যুদ্ধে যোগদান করার অনুমতি দেওয়া হউক, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

আয়তের অর্থ এই যে, ইমানদারেরা যেন ইমানদারগণ ব্যতীত কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যদি কেহ এইরূপ করে, তবে সে কিছুতেই খোদার বন্ধুগণের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, কিম্বা সে খোদার দীনাবলম্বিগণের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।

কোর-আনে এই মর্ম্মের আরও কতকগুলি আয়ত আছে ;—

(১) لا تتخذوا بطانة من دونكم "তোমরা ইমানদারগণ ব্যতীত অন্যকে অন্তরঙ্গ (বন্ধু) স্থির করিও না।"

(২) لاتجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الاخر يوادون من حاد الله و رسوله *

"তুমি আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস করে, এই সম্প্রদায়কে আল্লাহ ও তাঁহার রাছুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, এইরূপ লোকের সহিত প্রীতি স্থাপন করিতে পাইবে না।"

(৩) لا تتخذوا اليهود و النصارى اولياء

"তোমরা য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না।"

(৪) يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى و عدوكم اولياء

"হে ইমানদারেরা, তোমারা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে স্থির করিও না।"

(৫) و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض

"ইমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা পরস্পরে বন্ধু হইবে।"

এমাম রাজি বলিয়াছেন, ইমানদারেরা কাফেরের বন্ধু হওয়ার তিন প্রকার অর্থ হইতে পারে ;—

(১) এই যে, ইমানদার ব্যক্তি তাহার কোফরের উপর রাজি থাকে এবং এই জন্যই তাহাকে ভালবাসে, ইহা নিষিদ্ধ, কেননা যে ব্যক্তি এইরূপ করে, সে তাহার ধর্ম্মে তাহাকে সত্য-পরায়ণ ধারণা করে, আর কাফেরি কার্য্যকে সত্য ধর্ম্ম জানা ও কাফেরির উপর সন্তুষ্ট হওয়া কাফেরি কার্য্য। কাজেই এইরূপ ব্যক্তির ইমানদার থাকা অসম্ভব।

(২) প্রকাশ্য ভাবে দুনইয়াতে তাহাদের সহিত সদ্ভাবে জীবন যাপন করা, ইহা নিষিদ্ধ নহে।

(৩) তাহাদের পক্ষ সমর্থন করা, তাহাদিগকে সহায়তা করা ও তাহাদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করা, আত্মীয়তার জন্যই হউক, আর ভালবাসার জন্যই হউক, তাহাদের ধর্ম বাতীল বলিয়া বিশ্বাস করিয়া ঐরূপ করিলে, কাফের হইবে না, কিন্তু ইহা নিষিদ্ধ, কেননা এই অর্থে বন্ধুত্ব স্থাপন করিলে, কখন তাহাদের রীতি পছন্দ করার ও দীনকে ভাল জানার মত সৃষ্টি করিয়া থাকে, ইহাতে ইছলাম-চ্যুত হইতে হয়, এই হেতু খোদা ইহার জন্য তাড়না করিয়াছেন।

বায়ানোল-কোর-আনের ২।১১।১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

কাফেরদিগের সহিত তিন প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে, (১) মোওয়ালাত موالات (প্রীতি প্রণয়), (২) মোদারাত مدارات (প্রকাশ্য সদ্ভাব), মোওয়াছাত مواسات উপকার করা। প্রীতি-প্রণয় কোন অবস্থাতে জায়েজ নহে,

لا تتخذوا اليهود و النصارى اولياء بعضهم اولياء بعض

و من يتولهم منكم فانه منهم - لا تتخذوا عدوى و عدوكم اولياء

এই আয়তদ্বয়ে উহা প্রমাণিত হয়।

প্রকাশ্য সৌজন্যতা ও সদ্ভাব, ইহা তিন অবস্থাতে জায়েজ হইবে, প্রথম ক্ষতি মোচন করা উদ্দেশ্যে, দ্বিতীয় কাফেরের হেদাএত প্রাপ্তির আশায়, তৃতীয় অতিথীর সম্মান উদ্দেশ্যে। ইহা ব্যতীত নিজের কল্যাণ কামনায়, অর্থ ও সম্মান বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে জায়েজ হইবে না, বিশেষতঃ যখন দীনি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তখন এই মিত্রতা ও মিলন সমধিক হারাম হইবে।

এই আয়তে ক্ষতি মোচন করার অবস্থাকে পৃথক ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

হেদাএত উদ্দেশ্যে সদ্ভাব প্রকাশ করা ছুরা আবাছে উল্লিখিত হইয়াছে।

অতিথীর সহিত সদ্ভাব প্রকাশ করা বনি-হুকিক সংক্রান্ত হাদিছে প্রমাণিত হইয়াছে।

নিজের অর্থ ও সম্মান বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে তাহাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করা يبتغون عندهم العزة এই আয়তে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দারোল-হরবের কাফেরদিগের উপকার করা জায়েজ নহে, অন্যান্য কাফেরদিগের উপকার করা জায়েজ হইবে, ইহা ছুরা মোমতাহেনার আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে।

বেদয়াতি ও ফাছেকদিগের ব্যবস্থা ঠিক উপরোক্ত প্রকার হইবে।

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, কাফেরদিগের সাহায্য গ্রহণ করা যায় কিনা, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। আমাদের মজহাবে ও অধিকাংশ বিদ্বানের মতে মোশরেকদিগের সহিত সংগ্রাম কালে তাহাদের সহায়তা গ্রহণ করা ও তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া জায়েজ হইবে, কিন্তু মুছলমান বিদ্রোহিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা কালে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না।

হজরত আএশা (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, হজরত নবি (ছাঃ) বদরের যুদ্ধে রওয়ানা হইলে, একজন শক্তি-শালী সাহসী মোশরেক তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু হজরত বলিলেন, তুমি প্রত্যাবর্ত্তন কর, আমি মোশরেকের সাহায্য লইব না। এই হাদিছটী মনছুখ হইয়া গিয়াছে, কেননা হজরত (ছাঃ) বনি-কোয়ানকা সম্প্রদায়ের য়িহুদিদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়াছিলেন।

আরও হাওয়াজেন যুদ্ধে ছাফওয়ান-বেনে ওমাইয়ার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, যদি কাফেরদের সহায়তার আবশ্যক হয় এবং তাহাদের উপর বিশ্বাস করা যায়, তবে তাহাদের

সহায়তা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে, নচেৎ জায়েজ হইবে না। এই মত দ্বারা উভয় প্রকার হাদিছের মধ্যে সমতা স্থাপিত হইয়া গেল। কোন সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ বিদ্বান বলিয়াছেন, যদি কেহ লাঞ্ছিত ভাবে প্রবল কাফেরের সহায়তা গ্রহণ করে, তবে ইহা নাজায়েজ হইবে। যদি কেহ প্রবল হইয়া দুর্ব্বল কাফেরের সহায়তা গ্রহণ করে, তবে ইহা জায়েজ হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। কাফেরদিগকে গোলাম, সেবক বানান শরিয়তে জায়েজ আছে। ইহা উৎকৃষ্ট মত।

কতক বিদ্বান এই আয়তের প্রমাণে বলেন, কাফেরদিগকে রাজকর্ম্মচারি ও সরকারি বিষয়ের কর্ত্তা নিয়োজিত করা জায়েজ হইবে না। এইরূপ তাহাদিগকে ছালাম ও সম্মান করা জায়েজ হইবে না।

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, যদি কেহ কাফের পুত্রের স্নেহ অন্তরে পোষণ করে, কিম্বা অনিচ্ছায় কোন কাফেরের প্রেমে মাতোয়ারা হয়, তবে ইহা ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া ক্ষমার পাত্র হইতে পারে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

কিন্তু যদি তোমরা কাফেরগণ কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে আতঙ্কিত হও, (তবে বন্ধুত্ব প্রকাশ করিতে পার)। ইহাকে আরবী ভাষায় 'তকইয়া' تقية বলা হয়।

এমাম রাজি বলিয়াছেন ;—

'তকিইয়ার কয়েক প্রকার ব্যবস্থা আছে ;—

(১) তকিইয়া ঐ সময় হইতে পারে—যখন কোন ব্যক্তি কাফেরদিগের মধ্যে অবস্থিতি করে এবং তাহাদের কর্ত্তৃক নিজের প্রাণ ও অর্থের ক্ষতির আশঙ্কা করিতে থাকে, এমতাবস্থায় রসনা দ্বারা তাহাদের সহিত বিনয় ভাব প্রকাশ করিবে, রসনা দ্বারা

শত্রুতা প্রকাশ করিবে না, বরং প্রীতি-প্রণয়ের আভায় প্রকাশিত হয়, এইরূপ কথা বলা জায়েজ হইবে, কিন্তু অন্তরে উহার বিপরীত ভাব পোষণ করা জরুরি। প্রত্যেক কথায় এরূপ ভাষা ব্যবহার করিবে—যাহার অস্পষ্ট অর্থ স্পষ্ট অর্থের বিপরীত হয়, তকইয়া অন্তরের ভাব পরিবর্তন করিতে পারে না।

(২) যদি কেহ যে স্থানে তকইয়া করা জায়েজ হইতে পারে, তথায় ইমান ও সত্য কথা প্রকাশ করে, তবে উহা জায়েজ হইবে।

হাছান বলিয়াছেন, মিথ্যুক মোছায়লামা হজরত নবি (ছাঃ)এর দুইজন ছাহাবাকে ধৃত করিয়া একজনকে বলিয়াছিল, তুমি কি হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)কে আল্লাহতায়ালার রাছুল বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান কর ? তিনি বলিলেন, হাঁ, হাঁ, হাঁ। তৎপরে মোছায়লামা বলিল, তুমি কি আমাকে আল্লাহর রাছুল বলিয়া স্বীকার কর ? তিনি বলিলেন, হাঁ। সে নিজেকে বনি-হানিফা সম্প্রদায়ের রাছুল ও হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)কে কোরাএশদিগের রাছুল বলিয়া দাবি করিত। তৎপরে সে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করে।

অবশেষে মোছায়লামা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল, তুমি কি হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)কে রাছুল বলিয়া স্বীকার কর ? তিনি বলিলেন, হাঁ। তৎপরে সে বলিল, তুমি কি আমাকে রাছুল বলিয়া স্বীকার কর ? তিনি বলিলেন, আমি বধির। সে তাহাকে হত্যা করিল। হজরত ইহা শ্রবণে বলিয়াছিলেন, এই নিহত ব্যক্তি নিজের বিশ্বাস ও সত্যতার উপর চলিয়া গিয়াছে, ইহার পক্ষে ধন্যবাদ হউক। প্রথম ব্যক্তি মোবাহ্ কার্য্য করিয়াছে, ইহার কোন দোষ নাই।

الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان কোর-আনের এই আয়তে উপরোক্ত মত সমর্থিত হয়।

(৩) বন্ধুত্ব ও শত্রুতা প্রকাশ করা সম্বন্ধে তকিইয়া জায়েজ হইবে, কখন দীন প্রকাশ করা সম্বন্ধে উহা জায়েজ হইবে, কিন্তু অন্য লোকের ক্ষতি হয়, এরূপ বিষয়ে তকিইয়া করা জায়েজ নহে।

(৪) নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য তকিইয়া জায়েজ হইবে, এইরূপ অর্থ রক্ষা করা উদ্দেশ্যে উহা জায়েজ হইতে পারে।

(৫) মোজাহেদ বলিয়াছেন, তকিইয়ার হুকুম মনছুখ হইয়াছে, কিন্তু হাছান বলেন, এই হুকুম কেয়ামত পর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে, ইহাই সমধিক উৎকৃষ্ট মত।

আল্লামা আলুছি লিখিয়াছেন;—এই আয়তে 'তকিইয়া' জায়েজ হওয়া সপ্রমাণ হয়।

বিদ্বানগণ উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, নিজের প্রাণ, সম্ভ্রম ও অর্থ শত্রুদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা। যদি কোন ইমানদার এরূপ স্থানে থাকে যে, বিপক্ষ দলের অত্যাচারের আশঙ্কায় নিজের দীন প্রকাশ করিতে না পারে, তবে তাহার পক্ষে নিজের দীন রক্ষা করিতে পারে, এইরূপ স্থানে হেজরত করা ওয়াজেব হইবে, তাহার পক্ষে তথায় থাকা, নিজের দীনকে গোপন করা এবং দুর্ব্বলতার আপত্তি উত্থাপন করা জায়েজ হইবে না, কেননা আল্লাহতায়ালার জমি বিস্তৃত। তবে হাঁ, বালক, স্ত্রীলোক, অন্ধ ও কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগের ন্যায় হেজরত ত্যাগ করার শরিয়ত-সঙ্গত আপত্তি থাকিলে, তথায় অবস্থিতি করা জায়েজ হইবে।

যদি শত্রুরা তাহার কিম্বা সন্তানদিগের অথবা পিতা মাতার প্রাণহত্যার বা খাদ্য অবরুদ্ধ করিয়া প্রাণ নষ্ট করার ভীতি প্রদর্শন করে এবং সে উক্ত ব্যাপার সংঘটিত হওয়ার প্রবল ধারণা করে, তবে শত্রুদিগের সহিত থাকিয়া প্রয়োজন মত সহযোগিতা করা জায়েজ হইবে এবং নিজের দীনের রক্ষা করে তথা হইতে পলায়ন করার ছলনা করিতে চেষ্টা করা ওয়াজেব হইবে। আর যদি

কোন স্বার্থ নষ্ট করার, সামান্য পরিমাণ প্রহার করার কিম্বা খোরাক সহ বন্দী করায় ভীতি প্রদর্শন করে, তবে তাহাদের সহযোগিতা করা জায়েজ হইবে না।

আর প্রথমোক্ত অবস্থায় সহযোগিতা করা জায়েজ হইলেও যদি নিজের ধর্ম্ম প্রকাশ করে, তবে ধর্ম্মের দৃঢ়তা বলিয়া গণ্য হইবে, যদি এজন্য নিহত হয়, তবে সে নিশ্চয় শহিদ বলিয়া গণ্য হইবে।

আর যদি বিষয়-সম্পত্তি, রাজ্য ও প্রভুত্ব লইয়া অন্য মুছলমানের সহিত বিরোধ হয় এবং মহা ক্ষতির আশঙ্কা হয়, তবে তথা হইতে হেজরত করা ওয়াজেব হইবে কিনা, ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে। কেহ উহা ওয়াজেব হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন, কেহ ওয়াজেব না হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, সত্য মত এই যে, যদি সে নিজের কিম্বা আত্মীয় স্বজনদিগের প্রাণের আশঙ্কা করে, অথবা অতিরক্ত ভাবে নিজের সম্ভ্রম হানির আশঙ্কা করে, তবে হেজরত করা ওয়াজেব হইবে, কিন্তু এই হেজরতে ছওয়াব হইবে না।

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, কাফের, পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারিদিগের যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাওয়ার ও তাহাদের দুর্ণাম হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার ও সম্ভ্রম রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাহাদের সহিত মিষ্ট ও নরম কথা ব্যবহার করা, তাহাদের সমক্ষে সহাস্য বদনে উপস্থিত হওয়া, আমোদ আহ্লাদ করা এবং তাহাদিগকে কিছু দান করা নিষিদ্ধ নহে, বরং শরিয়ত-সঙ্গত তকিইয়া হইবে, ইহা ছুন্নত হইবে, হজরতের অনেক হাদিছে ইহা জায়েজ হওয়ার প্রমাণ আছে। এস্থলে দুইটী সম্প্রদায় আছে—তাহারা ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, এক খারিজি সম্প্রদায়—তাহাদের মত এই যে, অর্থ, প্রাণ ও সম্ভ্রম নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইলেও দীন রক্ষার জন্য তকিইয়া করা জায়েজ হইবে না।

দ্বিতীয় শিয়া সম্প্রদায়—ইহাদের একদল বলিয়া থাকে, সামান্ত ভয় বা লোভের জন্ত কাফেরি প্রকাশ করা জায়েজ, বরং ওয়াজেব। তাহাদের মানিত এমামগণ ছুন্নিদিগের মজহাবের অনুকূলে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহারা তৎসমস্তকে 'তকিইয়া' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এই তকিইয়াকে তাহারা মজহাবের মূল মন্ত্র স্থির করিয়াছেন এবং তাহাদের মজহাবের সমস্ত মছলা এই ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াছে, এই মতটী তাহাদের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ, এমন কি ইহা নবিগণের 'দীন' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, প্রথম তিন খলিফার খেলাফত বাতীল করা তাহাদের মূল উদ্দেশ্যে, এই হেতু তাহারা এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন, খোদা তাহাদের এই মনস্কামনা কখনও সিদ্ধ করিবেন না।

তৎপরে আল্লামা আলুছি শিয়াদের নহজোল-বালাগাত, কোলায়নি ইত্যাদির এবারত উদ্ধৃত করিয়া শিয়াদের বাতীল মত খণ্ডন করিয়াছেন।

বায়ানোল-কোর-আনের ২।১২ পৃষ্ঠায় শিয়াদের তাকইয়ার খণ্ডন করা হইয়াছে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

খোদাতায়ালা তোমাদিগকে তাঁহার জাতের শাস্তি হইতে ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন। আবু মোছলেম ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আল্লাহ তোমাদিগকে নিজের জাতের ভয় দেখাইতেছে, তোমরা তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া শাস্তির উপযুক্ত হইও না। স্বয়ং আল্লাহ যে শাস্তি প্রদান করিবেন, তাহা সমস্ত প্রকার শাস্তি অপেক্ষা সমধিক কঠোর হইবে, একে ত তাঁহার শাস্তি অসীম, দ্বিতীয় তাঁহার শাস্তির গতিরোধ করার শক্তি কাহারও নাই।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, উহার দ্বিতীয় প্রকার অর্থ হইতে পারে ;—

ان النفس ههنا تعود الى اتخاذ الاولياء من الكفار اى ينها
هم الله عن نفس هذا الفعل *

অর্থাৎ খোদা কাফেরদিগের সহিত বন্ধুত্ব করা হইতে তোমা-দিগকে নিষেধ করিতেছে।

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, এই স্থলে খোদার উপর 'নফছ' نفس শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, খোদা যে অর্থে উক্ত শব্দ নিজের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন, কোন তুলনা না দিয়া (বিনা অর্থ প্রকাশে) উহা প্রয়োগ করা জায়েজ, ইহা ছহিহ মত। আর কেহ কেহ نفس 'নফছ' শব্দের অর্থ 'জাত' ذات বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

তৎপরে আল্লাহ বলেন, যখন তোমরা খোদার দরবারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, খোদা সেই সময়ের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন।—কঃ, ২।৪৪৯—৪৫১, রু, মাঃ, ১।৫৫১—৫৫৯।

(২৯) খোদা বলেন, তোমরা কাফেরদিগের সহিত বন্ধুত্বের ভাব লোক-সমাজে প্রকাশ কর, কিম্বা উহা তোমাদের বক্ষঃস্থিত অন্তরে উহা গোপন কর, কিম্বা 'তকিইয়া' স্থলে যেরূপ তাহাদের বন্ধুত্বের কথা মুখে প্রকাশ করিয়া থাক, উহা যেরূপ খোদা জানেন, সেইরূপ উহার বিপরীত ভাব তোমাদের অন্তরে আছে কিনা, তাহাও তিনি জানেন, ইহা ত সামান্য কথা, তিনি সমস্ত আছমান ও জমিনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত বিষয় অবগত আছেন এবং তিনি এরূপ শক্তিমান যে, প্রত্যেক বিষয়ের শাস্তি দিতে সক্ষম, কাজেই তোমরা তাহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কাফেরদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিও না।—রুঃ, মাঃ, ১।৫৫৩, কঃ, ২।৪৫১।

(৩০) এই আয়তে যে أمدا 'আমাদ' শব্দ আছে, উহার অর্থ কোন বস্তুর শেষ সীমা, কোন অনির্দ্দিষ্ট অসীম সময়কে 'আমাদ' বলা হয়। এস্থলে উহার অর্থ বিস্তৃত ব্যবধান। কেহ উহার অর্থ আয়ুকাল বলিয়াছেন, কেহ বলেন, সূর্য্য উদয়স্থল হইতে অস্তস্থল পর্য্যন্ত গমন করিতে যত সময় লাগে, উহা 'আমাদ' হইবে। কেহ বলিয়াছেন, الامد البعيد এর অর্থ সুদূর ব্যবধান, ইহাই সমধিক প্রকাশ্য মত।

আয়তের অর্থ এই যে, কেয়ামতের দিবস যখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সৎকার্য্য ও অসৎকার্য্যকে নামায়-আ'মালে (নেকি-বদির খাতায়) লিখিত কিম্বা মূর্ত্তিমান অবস্থায় দেখিতে পাইবে, তখন আকাঙ্খা করিবে যে, যদি তাহার ও উক্ত দিবসের মধ্যে বহু ব্যবধান হইত এবং উক্ত দিবস দেখিতে না হইত, তবে ভাল হইত। ইহা হইল, উক্ত ব্যক্তির অবস্থা—যে সৎকার্য্য সহ অসৎকার্য্যও করিয়াছে, অসৎ কার্য্যের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, এই ধারণায় সৎকার্য্যের কথা ভুলিয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি কেবল অসৎ-কার্য্য করিয়াছিল, তাহার ত্রাসের মাত্রা আরও অধিক হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কেবল সৎকার্য্য করিয়াছে, তাহার উপরোক্ত প্রকার আকাঙ্খা করার কোন কারণ নাই।

তৎপরে বলিতেছেন, তিনি তোমাদিগকে নিজের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিতেছেন, যেন তোমরা কোন প্রকার অসৎ কার্য্য না কর।

তৎপরে আল্লাহ বলেন, তিনি নিজের বান্দাগণের উপর মহা দয়াশীল। ইহাতে বুঝা যায় যে, বান্দাগণকে তাঁহার কোপের ভয় করা ও তাঁহার দয়ার প্রত্যাশী হওয়া জরুরী।—রুঃ, মাঃ, ১।৫৫৭।৫৫৮।

৪র্থ রুকু, ১১ আয়ত।

(٣١) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ (٣٢) قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ ج فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ٥ (٣٣) إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَ نُوحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِينَ ٥ (٣٤) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ط وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ (٣٥) إِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ج إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥ (٣٦) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثٰى ط وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ط وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ج وَ إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَ إِنِّي اُعِيذُهَا

بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ٥ (٣٧) فَتَقَبَّلَهَا

رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّ اَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا لا وَّ كَفَّلَهَا

زَكَرِيَّا ط كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ لا وَجَدَ

عِنْدَهَا رِزْقًا ج قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ط قَالَتْ هُوَ

مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥

(٣٨) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ج قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ

مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ج اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ٥

(٣٩) فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ هُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ لا

اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ

وَ سَيِّدًا وَّ حَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ٥ (٤٠) قَالَ

رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ

وَ امْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ط قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ٥

(۴۱) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً ط قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ط وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِبْكَارِ ع

অনুবাদ।

(৩১) তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন ও তোমাদের জন্য তোমাদের গোনাহগুলি ক্ষমা করিয়া দিবেন, এবং আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল মহা দয়াশীল।

(৩২) তুমি বল, তোমরা আল্লাহ ও রাছুলের আদেশ পালন কর, অনন্তর যদি তাহারা বিমুখ হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।

(৩৩) নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে ও নূহকে ও এবরাহিমের বংশধরদিগকে এবং এমরাণের বংশধরদিগকে জগদ্বাসিদিগের উপর মনোনীত করিয়াছেন।

(৩৪) তাহাদের এক অপরের সন্তান এবং আল্লাহ মহা শ্রোতা মহা জ্ঞাতা।

(৩৫) (তুমি ইহা স্মরণ কর) যে সময় এমরাণের স্ত্রী বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি যাহা আমার গর্ভে আছে—তাহা তোমার জন্য মুক্ত থাকার মানসা করিলাম, অতএব তুমি আমা হইতে সন্তোষ সহ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি মহা শ্রোতা মহা জ্ঞাতা।

(৩৬) অনন্তর যখন সে উহা প্রসব করিল, তখন বলিল, হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি উহা কন্যা প্রসব করিয়াছি, অপিচ সে যাহা প্রসব করিয়াছে, আল্লাহ তৎসম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ এবং উক্ত পুত্র এই কন্যার তুল্য নহে ও নিশ্চয় তাহাকে মরয়েম নামে অভিহিত করিলাম এবং নিশ্চয় আমি তাহাকে এবং তাহার সন্তানগণকে বিতাড়িত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে ত্যাগ করিলাম।

(৩৭) অনন্তর তাহার প্রতিপালক অতি উৎকৃষ্ট ভাবে তাহাকে মঞ্জুর করিয়া লইলেন ও অতি উত্তমরূপে তাহার প্রতি-পালন করিলেন এবং জাকারিয়াকে তাহার তত্ত্বাবধায়ক স্থির করিলেন, যে কোন সময় জাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তাহার নিকট প্রবেশ করিতেন, তখন তাহার নিকট খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইতেন, (ইহাতে) তিনি বলিতেন, হে মরয়েম, ইহা তোমার জন্য কোথা হইতে (আসিল?) (তদুত্তরে) তিনি বলিতেন, উহা আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে (আগত)। নিশ্চয় আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন, অপরিমিত জীবিকা প্রদান করেন।

(৩৮) তথায় জাকারিয়া নিজের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি নিজের নিকট হইতে আমাকে কোন পবিত্র সন্তান প্রদান কর, নিশ্চয় তুমি প্রার্থনার মহা শ্রোতা।

(৩৯) অনন্তর যখন তিনি মেহরাবের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া নামাজ পড়িতেছিলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে এহইয়ার সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন—যিনি আল্লাহতায়ালার বাক্যের সত্যতা প্রমাণকারী ও অগ্রণী ও জিতেন্দ্রিয় ও নবী, সাধুদিগের অন্তর্গত হইবেন।

(৪০) তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, যখন আমি সত্যই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, তখন এ অবস্থাতে কিরূপে আমার পুত্র হইবে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ এইরূপ গুণান্বিত, তনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন।

(৪১) তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার জন্য একটী চিহ্ন নির্দ্ধারণ কর। তিনি বলিলেন, তোমার চিহ্ন এই যে, তুমি তিন দিবস ইঙ্গিত ব্যতীত লোকদিগের সহিত কথোপকথন করিতে পারিবে না এবং তুমি অধিক পরিমাণ তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর এবং সূর্য্য গড়িয়া গেলে ও প্রভাতে তছবিহ পাঠ কর।

টীকা;—

(৩১) এই আয়ত কি জন্য নাজেল হইয়াছিল, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, হাছান ও এবনো-জোরাএজ বলিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ)এর জামানায় কয়েক সম্প্রদায় খোদার প্রেমিক হওয়ার ধারণায় বলিয়াছিল, হে মোহম্মদ, সত্যই আমরা খোদাকে ভালবাসিয়া থাকি। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

(২) জোহাক হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কোরাএশগণ মক্কা শরিফের মছজেদে প্রতিমাগুলির ছেজদা করিতেছিল। হজরত নবি (ছাঃ) তথায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছিলেন, হে কোরাএশ সম্প্রদায়, সত্যই তোমরা তোমাদের পিতা এবরাহিম ও এছমাইল (আঃ)এর ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ, তাঁহারা ইছলামাবলম্বী ছিলেন। তৎশ্রবণে কোরাএশগণ বলিলেন, আমরা আল্লাহতায়ালার প্রেমের জন্য এই প্রতিমাগুলির পূজা করিয়া থাকি, উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা যেন আমাদিগকে আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ করাইয়া দেয়। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

(৩) :আবু ছালেহ রেওয়াএত করিয়াছেন, যে সময় য়িহুদীরা বলিয়াছিল, আমরাই খোদার পুত্র ও প্রিয়পাত্র, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল এই আয়ত নাজেল হইলে, হজরত (ছাঃ) উহা য়িহুদিদিগের নিকট উপস্থিত করায় তাহারা উহা অস্বীকার করে।

(৪) মোহম্মদ বেনে জা'ফর বলিয়াছেন, নাজরানের খৃষ্টানেরা বলিয়াছিল, আমরা আল্লাহতায়ালার প্রেম ও সম্মানের জন্য হজরত ইছা (আঃ)এর সম্মান ও উপাসনা করিয়া থাকি। তাহাদের প্রতিবাদে এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

আয়তের অর্থ এই যে, যদি তোমরা আল্লাহতায়ালার সহিত প্রেম করার দাবি কর, তবে আমার আদেশ পালন কর, কেননা অলৌকিক কার্য্যাবলী সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা তোমাদের উপর আমার আদেশ পালন করা ওয়াজেব করিয়া দিয়াছেন।

তোমরা খোদাকে ভালবাস, খোদা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন, তবে তোমরা আমার আদেশ পালন কর, কেননা যদি তোমরা আমার আদেশ পালন কর, তবে আল্লাহতায়ালার আদেশ পালন করিলে, আর যে কেহ খোদার আদেশ পালন করে, খোদা তাহাকে ভালবাসেন।

আরও আমার আদেশ পালন করার অর্থ এই যে, আমি তোমাদিগকে খোদার আদেশ পালনের, তাঁহার সম্মান করার ও তাঁহা ব্যতীত অন্যের সম্মান না করার দিকে আহ্বান করিব। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসে, তাহার মনের আকর্ষণ উক্ত বিষয়ের দিকে ধাবিত হইবে, কেননা প্রেম প্রেমিককে সম্পূর্ণরূপে প্রেমাস্পদের দিকে ঝুকাইয়া দেয় এবং অন্য হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ করিয়া ফেলে।

আকায়েদ-তত্ত্ববিদ্ বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, মনুষ্যেরা আল্লাহ-তায়ালার সম্মান ও গৌরবের প্রেম করিয়া থাকে, কিম্বা তাঁহার এবাদত ও ছওয়াবের প্রেম করিয়া থাকে ইহাই খোদার সহিত ভালবাসা করার অর্থ, মনুষ্যের প্রেম খোদার জাতের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না।

এমাম রাজি ও আল্লামা আলুছি লিখিয়াছেন, মা'রেফাত-পন্থিদিগের মতে মনুষ্যের প্রেম খোদার জাতের সহিত হইয়া থাকে, কিন্তু এমাম রাজি যে দলীল পেশ করিয়াছেন. উহাতে খোদার জালালি ও জামালি ছেফাতের সহিত প্রেম করার কথা বুঝা যায় মাত্র।

এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, আল্লাহতায়ালা মনুষ্যদিগকে ভালবাসেন, ইহার অর্থ কি ?

এমাম রাজি বলিয়াছেন, আকায়েদ-তত্ত্ববিদগণ বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা দীন ও দুনইয়াতে তাহাদের কল্যাণ প্রদান ও উপকার করার ইচ্ছা করেন

কাজি বয়জবি বলিয়াছেন. খোদা তাহাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তাহাদের অন্তর হইতে পর্দা সকল উঠাইয়া দিয়া থাকেন, তাঁহার দরবারের নৈকট্য প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পবিত্র নৈকট্যে তাহাকে স্থান দান করিয়া থাকেন।

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না উহার অর্থে বলিয়াছেন, খোদা তাহাদিগকে নৈকট্য প্রদান করেন। কেহ কেহ বলেন, খোদা তাহাদের উপর রাজি হন। কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার প্রেম একটী মোতাশাবেহ বিষয়—যাহার অর্থ খোদা ব্যতীত কেহ অবগত নহে।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, উহার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাহা-দিগকে ছওয়াব প্রদান করেন।

তৎপরে আল্লাহ বলেন, যাহারা আল্লাহতায়ালার আদেশ পালন করেন, আল্লাহ তাহাদের গোনাহ মা'ফ করিয়া দেন, শাস্তি হইতে নিস্কৃতি প্রদান করেন, আল্লাহ দুনইয়াতে বান্দাগণের গোনাহ ঢাকিয়া রাখেন এবং পরজগতে তাহাদের উপর দয়া অনুগ্রহ করেন।—কঃ, ২।৪৫৩, রুঃ, মাঃ, ১।৫৫৮।

(৩২) উপরোক্ত আয়ত নাজেল হইলে, আবদুল্লাহ বেনে ওবাই বলিয়াছেন, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) নিজের এবাদতকে খোদার এবাদতের তুল্য স্থির করিয়াছেন এবং আমাদিগকে হুকুম করিতেছেন যেন আমরা তাহাকে ভালবাসি. যেরূপ খৃষ্টানগণ (হজরত) ইছা (আঃ)কে ভালবাসিয়াছেন। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

আয়তের অর্থ এই যে, তুমি বল, তোমরা খোদা ও রাছুলের আদেশ পালন কর, যেহেতু রাছুল খোদার আদেশ পৌঁছাইয়া থাকেন. এই হেতু তাঁহার আদেশ পালন করা ওয়াজেব হইয়াছে, পক্ষান্তরে খৃষ্টানগণ হজরত ইছা (আঃ)কে খোদার অংশ ধারণায় তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, এতদুভয় বিষয় এক নহে।

যদি তাহারা খোদা ও রাছুলের আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করে, তবে কাফের হইবে, আর খোদা কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।—রুঃ, মাঃ, ১।৫৫৯, কঃ, ২।৪৫৩।৪৫৪।

(৩৩) হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, য়িহুদীরা বলিয়াছিল, আমরা এবরাহিম, এছহাক ও ইয়াকুব (আঃ)এর বংশধর এবং আমরা তাঁহাদের দীনের উপর আছি, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

অন্য কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, যে সময় নাজরানের খৃষ্টানগণ হজরত ইছা (আঃ)এর সম্বন্ধে ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়া তাহাকে খোদার পুত্র ও উপাস্য স্থির করিয়াছিল, সেই সময়

আয়ত নাজেল হইয়াছিল। উদ্দেশ্য এই যে, হজরত ইছা (আঃ) মানব-বংশ সম্ভূত, অন্যান্য লোকেরা যেরূপ আদম (আঃ) হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, সেইরূপ তিনিও ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, কাজেই তিনি খোদার পুত্র ও উপাস্য হইতে পারেন না।

এই আয়তে যে العالمين শব্দ আছে, উহার অর্থ সমসাময়িকগণ কিম্বা সম শ্রেণীগণ।

এবরাহিমের বংশধরগণ বলিয়া এছমাইল, এছহাক ও তাঁহাদের বংশধরণ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, শেষ নবী হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) ইহাদের অন্তর্গত থাকিলেন। এমরাণের বংশধরগণ বলিয়া কি অর্থ গ্রহণ করা হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহার ৺ এমরাণ বেনে ইয়াছহারের পুত্র মুছা ও হারুণ। অন্য একদল বলেন, ইহার অর্থ এমরাণ-বেনে মাছানের কন্যা মরয়ম ও তাঁহার পুত্র ইছা।

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, এই ছুরাতে হজরত মরয়ম ও ইছার বিস্তারিত জীবনী উল্লিখিত হইয়াছে, অন্য কোন ছুরাতে ইহা এইরূপ বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত হয় নাই, অধিকন্তু এই ছুরাতে হজরত মুছা ও হারুণ (আঃ)এর জীবনী উল্লিখিত হয় নাই। দ্বিতীয় এই ছুরাতে হজরত মরয়েমের মনোনীত হওয়ার বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, এই হিসাবে এমরাণের অর্থ হজরত মরয়েমের পিতা হওয়া সমধিক যুক্তিযুক্ত।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, العالمين সমস্ত 'আলম' এর অর্থ সমস্ত জগদ্বাসী হইতে পারে না, কেননা এক্ষেত্রে এইরূপ অর্থ হইবে—আল্লাহতায়ালা হজরত আদম, নূহ, এবরাহিম ও এমরাণের বংশধরগণকে সমস্ত জগদ্বাসীর উপর মনোনীত করিয়াছেন, এস্থলে হজরত আদমের হজরত নূহ ও অন্যান্য সমস্ত নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হওয়া সপ্রমাণ হয়, আবার হজরত নূহ (আঃ)এর

হজরত আদম ও অন্যান্য সমস্ত নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হওয়া সপ্রমাণ হয়, পক্ষান্তরে এমরাণ ও হজরত এমরাণের বংশধরগণের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হওয়া প্রমাণিত হয়। ইহা বৈষম্য ভাব সৃষ্টি করে।

আরও খোদাতায়ালা বনি-ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, আমি তোমাদিগকে সমস্ত 'আলমে'র উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি। ইহাতে তাহাদের হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হওয়া সপ্রমাণ হয়। ইহা বাতীল মত। এই সমস্ত কারণে সমস্ত আলমের অর্থ সমসাময়িকগণ কিম্বা সমশ্রেণীগণ (অর্থ) লওয়া জরুরি, ইহাতে বিরোধ ভাব ভঞ্জন হইয়া যায়।

সমসাময়িক সমস্ত আলম বলিলে, ফেরেশতাগণ উহার অন্তর্গত থাকিয়া যান, এই হেতু বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, এই আয়তে বুঝা যায় যে, ফেরেশতাগণ অপেক্ষা নবীগণ শ্রেষ্ঠতর।

এক্ষণে হজরত আদম, নূহ প্রভৃতি মনিষিগণের মনোনীত করার অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, নবি ও রাছুলগণের মনোনীত করার অর্থ এই যে, আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে পবিত্র নফছ, আত্মিক শক্তি ও শারীরিক কামাল দ্বারা বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছেন, এমন কি আল্লাহ তাঁহাদিগকে রূপে ও চরিত্রে সমস্ত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিজের গুপ্ততত্ত্ব সমূহের রক্ষক, নিজের নাম ও ছেফাত সমূহের বিকাশ স্থল, নিজের খাস 'তাজাল্লি' নিক্ষেপের স্থল, নিজের অহি অবতরণের স্থল এবং নিজের আদেশ নিষেধ পৌঁছাইবার উপলক্ষ্য করিয়াছেন। উক্ত গুণাবলীর মধ্যে কয়েকটা হজরত মরয়েম (আঃ)এর মধ্যে পূর্ণভাবে বিরাজিত ছিল।

একদল বিদ্বান উহার অর্থে বলিয়াছেন, আল্লাহ হজরত আদম (আঃ)কে নিজের শক্তিতে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সমস্ত

বিষয়ের নামগুলি শিক্ষা দিয়াছিলেন, ফেরেশতাগণ কর্ত্তৃক তাঁহার ছেজদা করাইয়াছিলেন এবং নিজের বেহেশতে তাঁহাকে স্থান দান করিয়াছিলেন।

হজরত নূহ (আঃ)কে প্রথম রাছুলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার জামানায় কন্যাগণ, ভগ্নিগণ, ফুফিগণ, খালাগণ ও অন্যান্য মোহার্‌রাম স্ত্রীলোকদিগকে হারাম করিয়াছিলেন, তিনিই আদম (আঃ)এর পরে জগতের লোকদিগের পিতা। খোদা কাফের ও ইমানদারদিগের সম্বন্ধে তাঁহার দোয়া কবুল করিয়াছিলেন।

হজরত এবরাহিম (আঃ)এর বংশধরগণের মধ্যে নবুয়ত ও কেতাব স্থাপন করিয়াছিলেন এবং হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) তাঁহাদের বংশ-সম্ভূত, ইহাই তাঁহাদের গৌরবের বিষয়।

হজরত ইছা ও মরয়েম (আঃ)কে জগদ্বাসিদিগের নিদর্শন স্বরূপ করিয়াছিলেন।

আর যদি এমরাণের বংশধরগণের অর্থ হজরত মুছা ও হারুণ হয়, তবে তাঁহাদের মনোনয়ন করার অর্থ এই যে, খোদা হজরত মুছা (আঃ)এর উপর তওরাত কেতাব নাজেল করিয়াছিলেন, তাহার সহিত কথা বলিয়াছিলেন। হজরত হারুণ (আঃ)কে হজরত মুছা (আঃ)এর মন্ত্রিরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

হজরত এবরাহিম (আঃ)এর মনোনীত করার কথা ইহাতে বুঝা যাইতেছে।

আর হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর মনোনীত হওয়ার কথা এবরাহিম (আঃ)এর বংশধরগণ হইতে বুঝা যাইতেছে।

এমাম রাজি লিখিয়াছেন, উহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে—(১) এই যে, আল্লাহতায়ালা হজরত আদম ও নুহ (আঃ) এর দীনকে মনোনয়ন করিয়াছেন।

(২) আল্লাহ তাঁহাদিগকে নিন্দনীয় স্বভাবগুলি হইতে পবিত্র করিয়াছিলেন এবং প্রশংসনীয় স্বভাবগুলি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছিলেন।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তাঁহারা সকলেই এক আদম-বংশ হইতে উৎপন্ন।

কাতাদা এই অংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, তাঁহারা নিয়ত, কার্য্য, শুদ্ধ সঙ্কল্প ও অহদানিএত সম্বন্ধে এক মতাবলম্বী ছিলেন।

য়িহুদীরা বলিত যে, আমরা এবরাহিম ও এমরাণের বংশধর, কাজেই আমরা খোদার পুত্র ও প্রিয়পাত্র। পক্ষান্তরে খৃষ্টানেরা বলিত যে, মছিহ খোদার পুত্র। কতক লোক ইহা বাতীল মত জানিয়াও সাধারণ লোকদিগের মন আকর্ষণ করার জন্য উক্ত মতের পোষকতা করিত। তৎপ্রতিবাদে খোদা বলিতেছেন, আল্লাহ তোমাদের বাতীল মতগুলি শ্রবণ করিতেছেন এবং তোমাদের কদর্য্য উদ্দেশ্যগুলি অবগত আছেন, তিনি তদনুযায়ী তোমাদিগকে প্রতিশোধ প্রদান করিবেন।

আল্লাহ এই আয়তের প্রথমাংশে নবি ও রাছুলগণের মাহাত্ম্যের কথা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার শেষাংশে উক্ত মিথ্যুকদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন—যাহারা নিজেদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া দাবি করিয়া থাকে।—কঃ, ২।৪৫৫—৪৫৬, রুঃ, মাঃ, ১।৫৫৯—৫৬১

(৩১) এমরানের স্ত্রীর নাম হান্নাৎ, ইনি ফাকুজের কন্যা ও হজরত ইছা (আঃ)এর নানি ছিলেন, ইনি বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা অবস্থায় বৃক্ষের ছায়াতলে উপবিষ্টা থাকিয়া একটী পক্ষীকে দেখিতে পাইলেন যে, সে নিজের ছানাকে খাদ্য ভক্ষণ করাইতেছে। ইহাতে তিনি সন্তানের জন্য আশান্বিত হইয়া বলিলেন, হে খোদা, আমি তোমার নিকট মানসা করিতেছি যে, যদি তুমি আমাকে একটী সন্তান প্রদান

কর, তবে আমি তাহাকে বয়তোল-মোকাদ্দছের জন্ম উৎগর্গ করিব, সে উহার খাদেম হইবে। ইহাতে তিনি গর্ভবতী হইলেন, বিবি মরয়েম সেই গর্ভে হইয়াছিলেন, তৎপরে এমরাণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

আয়তের অর্থ এই—তুমি স্মরণ কর, যে সময় এমরাণের স্ত্রী (হান্নাৎ) বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমার জন্ম মানশা করিলাম যে, আমার গর্ভস্থিত সন্তানকে বিশুদ্ধ তোমার এবাদতের জন্য নিয়োজিত করিব, কিম্বা গৃজার সেবক অথবা গৃজার পাদরিদিগের সেবক নির্দ্দিষ্ট করিব।

(হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) محرر (মুক্ত) শব্দের অর্থে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ছনইয়ার জন্ম কার্য্য না করে, বিবাহ না করিয়া পরকালের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহতায়ালার এবাদত করে এবং গৃজা ঘরের সেবায় রত থাকে, তাহাকে محرر বলা হয়।)

হে খোদা, তুমি সাদরে আমার এই উৎসর্গ গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি মহা শ্রবণকারী, আমার বিনয় ভাব ও প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছ, তুমি মহা জ্ঞাতা, আমার অন্তর নিহিত সঙ্কল্প অবগত আছ।

(৩৬) যখন তিনি কন্যা মরয়েমকে প্রসব করিলেন, তখন বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি কন্যা প্রসব করিয়াছি। তাহাদের নিয়ম এই ছিল যে, যে ব্যক্তি মছজেদের সেবা ও খোদার এবাদতে আত্মনিয়োগ করিত, সে পুরুষ হইত, স্ত্রীলোক হইত না, তাঁহার ধারণায় ছিল যে, গর্ভস্থিত সন্তান পুত্র হইবে। তাঁহার মানশা খোদার দরবারে গৃহীত না হওয়ার আশঙ্কায় তিনি ছঃখ ও ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া বলিয়াছিলেন, হে খোদা, আমি কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছি, বোধ হয় আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে না।

তৎপরে খোদা বলিতেছেন, যদিও উক্ত হান্নাৎ বিবি ভূমিষ্ঠা কন্যার অবস্থা অবগত নহে, তথাচ খোদা অবগত আছেন যে, তিনি তাহা দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবেন এবং তাঁহাকে এবং তাঁহার পুত্রকে জগদ্বাসিদিগের নিদর্শন স্বরূপ করিবেন।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, হান্নাৎ বিবি যে পুত্র সন্তানের আকাঙ্খা করিয়াছিল, সেই পুত্র এই কন্যার তুল্য হইতে পারে না—যাহা আমি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছি।

আর যদি ইহা হান্নাৎ বিবির উক্তি হয়, তবে উহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে—(১) এই যে, পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের তুল্য নহে, বরং নিম্নোক্ত কয়েক কারণে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের শ্রেষ্ঠত্ব আছে,—প্রথম এই যে, তাহাদের শরিয়তে পুরুষ ব্যতীত স্ত্রীলোককে মছজেদ, গৃজা ইত্যাদির সেবা উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা জায়েজ নহে

দ্বিতীয়, পুরুষ এবাদতের স্থানের সেবা করিতে সর্ব্বদা রত থাকিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা জায়েজ হইতে পারে না, যেহেতু তাহার ঋতু ইত্যাদি বিবিধ আপত্তি আছে।

তৃতীয়, পুরুষ নিজের শক্তিবলে খেদমত করার উপযুক্ত, পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক দুর্ব্বলতা হেতু ইহা করিতে সক্ষম নহে।

চতুর্থ, সেবাকার্য্যে ও লোকদিগের সহিত মিলিত ভাবে থাকাতে পুরুষের কোন দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কিন্তু স্ত্রীলোকের অবস্থা ইহার বিপরীত।

পঞ্চম, লোকদিগের সহিত মিলিত ভাবে থাকাতে পুরুষের উপর অপবাদ আসিতে পারে না, পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের অবস্থা ইহার বিপরীত।

এই সমস্ত কারণে পুরুষ লোক স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

(২) উক্ত বিবি খোদার মহিমা জ্ঞানে গরিয়সী ছিল, এই হেতু বলিয়াছিল, আমি যে পুত্র আকাঙ্খা করিয়াছিলাম, এই খোদা-প্রদত্ত কন্যা তদপেক্ষা উত্তম, কেননা মনুষ্য নিজের জন্য যাহা ইচ্ছা করে, তদপেক্ষা খোদা যাহা করেন, তাহাই ভাল।

তৎপরে বলিতেছেন ;—হান্নাৎ বিবি বলিলেন, আমি উক্ত কন্যার নাম মরয়েম রাখিলাম। মরয়েম শব্দের অর্থ এবাদত-কারিণী (তাপস) স্ত্রীলোক। তাঁহার এই নাম রাখার উদ্দেশ্য এই যে, খোদা যেন তাহাকে দীন ও দুনইয়ার বিপদ রাশি হইতে মুক্ত করেন।

এবনো-কছির বলেন, আয়তে বুঝা যায় যে, সন্তান যে দিবস ভূমিষ্ঠ হয়, সেই দিবস তাহার নাম রাখা জায়েজ।

কয়েকটী হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হজরত (ছাঃ) উক্ত দিবসে কয়েকটী লোকের নাম রাখিয়াছিলেন

কোন হাদিছে সপ্তম দিবসে আকিকা করার, নাম রাখার ও মস্তক মুণ্ডন করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

তৎপরে বলিতেছেন ;—

বিবি হান্নাৎ বলিল, হে খোদা, আমি উক্ত কন্যাকে এবং তাহার বংশধরগণকে বিতাড়িত শয়তান হইতে তোমার রক্ষণা-বেক্ষণে সমর্পণ করিলাম।

একটী পুত্র সন্তান মছজেদের সেবক হইবে; যখন তাঁহার এই মনকামনা ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন তিনি খোদার নিকট বিনীত প্রার্থনা করিলেন যে, খোদা যেন তাঁহাকে বিতাড়িত শয়তানের চক্র হইতে রক্ষা করেন এবং নেককার ও এবাদতে রত শ্রেণীভুক্ত করেন।

তাঁহার এই দোয়া মঞ্জুর হইয়াছিল, হজরত বলিয়াছেন, যে কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, শয়তান তাহাকে স্পর্শ করিয়া থাকে,

তজ্জন্য সে উচ্চ শব্দে ক্রন্দন করিয়া থাকে, কিন্তু মরয়েম ও তাঁহার পুত্রকে শয়তান স্পর্শ করিতে পারে নাই।

অন্য হাদিছে আছে, যে কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, শয়তান সেই সময় তাহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিয়া থাকে, কিন্তু হজরত ইছার পার্শ্বদেশে আঘাত করা কালে পরদার উপর আঘাত করিয়াছিল। অন্য রেওয়াএতে একবার কিম্বা দুইবার টিপিয়া ধরিবার কথা আছে।—এঃ কঃ, ২।২২০।২২১, কঃ, ২।৪৫৭।৪৫৮, রুঃ মাঃ, ১।৫৬৩।৫৬৪, বঃ, ২।১৫।১৬।

টিপ্পনী।

গোল্ডসেক সাহেব কোর-আনের অনুবাদের ৯৬ পৃষ্ঠার ফুটনোটে লিখিয়াছেন;—

"মহম্মদ ছাহেবের বিবেচনায় মরিয়ম বিবির পিতার নাম ইমরাণ। পুনশ্চ ছুরা মরিয়মের ১৯ আয়তে লিখিত আছে যে, যখন ইসা নবীর জন্ম হয়, তখন য়িহুদীরা ক্রুদ্ধ হইয়া মরিয়মকে বলিল, "হে হারুণের ভগিনী মরিয়ম, তোমার পিতা দুষ্ট লোক ছিলেন না এবং তোমার মাতাও বেশ্যা ছিলেন না।" এই দুই আয়েতে জানা যায় যে, মহম্মদ সাহেব ভুল করিয়াছিলেন যে, ইমরাণের কন্যা, যিনি হারুণের ভগিনী ছিলেন, সেই মরিয়মই ইসা নবীর মাতা। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, সেই মরিয়ম ইসা নবীর অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে ছিলেন।

আমাদের উত্তর।

মরয়েমের পিতার নাম এমরান ছিল, তাহার পিতার নাম মাছান ছিল।

আবার হজরত মুছা ও হারুণের পিতার নাম এমরাণ ছিল, তাহার পিতার নাম ইয়াছহার ছিল। এই উভয় এমরাণের মধ্যে

১৮০০ বৎসর ব্যবধান ছিল। এক নামের বহু লোক হইয়া থাকে, ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। এইরূপ হজরত ইছার মাতার নাম মরয়েম ছিল, য়িহুদীদিগের 'বাবা বাথরা' নামক কেতাবে আছে যে, হজরত মুছার এক ভগিনীর নাম মরয়ম ছিল, ইহাও বিস্ময়কর ব্যাপার নহে, এক নামের বহু লোক হইয়া থাকে। হজরত নবী (ছাঃ) কখনও এইরূপ মনে করেন নাই যে, হজরত মুছার ভগিনী মরয়ম বহুকাল জীবিত থাকিয়া অবশেষে হজরত ইছার মাতা হইয়াছিলেন, ইহা সাহেব বাহাদুরের মিথ্যা অপবাদ।

তৎপরে ছুরা মরয়েমে যে হজরত মরয়েমকে হারুণের ভগ্নি বলা হইয়াছে, এতৎ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই ভগ্নির অর্থ সহোদর ভগ্নি নহে, ইহার অর্থ এই যে, তিনি হজরত হারুণের বংশধর ছিলেন, কিম্বা হারুণের তুল্য স্বভাব বিশিষ্ট ছিলেন। আরবী ভাষায় এইরূপ ব্যবহারের যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

কোর-আন শরিফে আছে ;—

ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين "নিশ্চয় অপব্যয়িগণ শয়তানদিগের ভ্রাতা (স্বভাব) বিশিষ্ট)।"

এস্থলে ইহা অর্থ নহে যে, মনুষ্য শয়তানের সহোদর ভাই।

আরবি ভাষায় কোন 'তমিমি' বংশধরকে يا اخا تميم "হে তমিমের ভ্রাতা (বংশধর)" এবং হামদান বংশধরকে يا اخا همدان "হামদানের ভ্রাতা (বংশধর)" বলা হইয়া থাকে।

তফছিরে-ছেরাজোল-মনিরের ২।৪২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, মোগিরা বেনে শো'বা বলিয়াছেন, আমি নাজরাণে উপস্থিত হইলে, তথাকার অধিবাসিগণ আমাকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কোর-আনে পড়িয়া থাক যে, يا اخت هارون মরয়েম হারুণের ভগ্নি, অথচ মুছা ইছার বহু পূর্ব্বে ছিলেন। যখন আমি হজরত নবী (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন তাঁহাকে এতৎ

সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তাহারা প্রাচীন নবী ও সাধুপুরুষদিগের নামে নামকরণ করিতেন।

ইহাতে বুঝা যায় যে, হারুণের ভগ্নির অর্থ হারুণের বংশধর কিম্বা সেইরূপ স্বভাব-বিশিষ্ট।

হাদিছে আছে;— انا دعوة ابي ابراهيم "আমি আমার পিতা এবরাহিমের দোয়া।

অন্য হাদিছে আছে, যে সময় হজরতের সহধর্ম্মিণী হজরত ছফিয়া (রাঃ) তাঁহার নিকট এই অনুযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, কোরাএশ বংশোদ্ভবা বিবিরা আমাকে য়িহুদী স্ত্রীলোক বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। তৎশ্রবণে হজরত বলিয়াছিলেন, তুমি এইরূপ উত্তর দিলে না কেন ?

ان ابي هارون و عمي موسى و زوجي محمد

"নিশ্চয় আমার পিতা হারুণ, চাচা মুছা ও স্বামী (হজরত) মোহম্মদ (ছাঃ)।"

এস্থলে যেরূপ পিতা ও চাচার অর্থ তাহাদের বংশধর, সেইরূপ হারুণের ভগ্নির অর্থ তাঁহার বংশধর।

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কখনও ইহা মনে করেন নাই যে, যিনি হজরত মুছা ও হারুণের ভগ্নি ছিলেন, সেই মরয়েম হজরত ইছার মাতা ছিলেন। কোরাণ যে খোদার কালাম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সাহেব বাহাদুরের বুঝিবার ভুল।

(খ) গোল্ডসেক সাহেব উক্ত অনুবাদের ৯৭ পৃষ্ঠার ফুটনোটে লিখিয়াছেন;—

"(হাদিছে আছে), আদমের সন্তানগণের এমন কোন প্রসূত সন্তান নাই যে, ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে তাঁহাকে শয়তান স্পর্শ করে

নাই, তখন শয়তানের স্পর্শ বশতঃ সে উচ্চ স্বরে কাঁদিয়া উঠে। কেবল মরিয়ম ও তাঁহার পুত্র ইসার সম্বন্ধে ইহা হয় নাই।"

"বাস্তবিক কোরাণ ও হদীছ এক বাক্যে খোদাবন্দ ইসা মসীহকে ইস্‌লামের একমাত্র বে-গোনা নবী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, কেননা উক্ত কেতাব সমূহে ইব্রাহীম, মুসা, দায়ুদ ও মোহম্মদ প্রভৃতি অন্য সকলের গোনা ও তাহাদের গোনা মাফীর নিমিত্ত প্রার্থনার উল্লেখ পাওয়া যায়।"

আমাদের উত্তর।

কোর-আনে আছে, "হজরত মরয়েমের মাতা বলিয়াছিলেন যে, আমি মরয়ম ও তাঁহার বংশধরগণকে বিতাড়িত শয়তান হইতে খোদার আশ্রয়ে সমর্পণ করিতেছি।"

ইহার ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া কালে শয়তান তাহাকে স্পর্শ করিয়া থাকে, এই হেতু সে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া থাকে, কিন্তু মরয়ম ও তাঁহার পুত্র ইছাকে শয়তান স্পর্শ করিতে পারে নাই।

ইহাতে হজরত ইছা (আঃ) এর বেগোনাহ হওয়া প্রমাণিত হয় না, কেননা শয়তানের স্পর্শ করার দুই প্রকার অর্থ আছে, (১) কষ্ট দেওয়া, যথা اني مسني الشيطان بنصب و عذاب ইহা ছুরা ছাদের ৩৮ আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে। (২) কুমন্ত্রণা প্রদান করা, যথা اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ইহা ছুরা আরাফের ২০১ আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে। মনুষ্য জ্ঞানবান ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহার অন্তরে কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ করা সম্ভব হয়, সদ্য প্রসূত সন্তানের অন্তরে শয়তানের কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ করা অর্থশূন্য কথা, সে গোনাহ করিতে সক্ষম নহে, কাজেই সেই সময়ে কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ করা বৃথা।

কোর-আন শরিফে আছে ;—

خطرة الله التي خطر الناس عليها

ছুরা রুম, ৩০ আয়ত দ্রষ্টব্য।

হাদিছে আছে ;—

ما من مولود يولد الا على الفطرة

ইহাতে বুঝা যায় যে, নাবালেগ সন্তান বেগোনাহ। যদিও হজরত আবু হোরায়রা উপরোক্ত হাদিছটী উল্লিখিত আয়তের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন, তথাচ একদল বিদ্বান ইহা উহার ব্যাখ্যা হওয়ার কথা অস্বীকার করিয়াছেন, কেননা আয়তে আছে যে, হজরত মরয়েমের মাতা তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার ও নাম রাখার পরে তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরগণকে শয়তান হইতে খোদার আশ্রয়ে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আর হাদিছে আছে যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই শয়তান তাহাকে স্পর্শ করিয়া থাকে। কাজেই এই হাদিছ উক্ত দোয়া সংক্রান্ত আয়তের ব্যাখ্যা হইবে কিরূপে?

হজরত নবি (ছাঃ) তাঁহার কন্যা হজরত ফাতেমার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ;—

اللهم اني اعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم

"হে খোদা, নিশ্চয় আমি তাহাকে ও তাহার বংশধরগণকে বিতাড়িত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করিতেছি।"

যদি উপরোক্ত আয়ত দ্বারা হজরত ইছার বেগোনাহ হওয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে হজরত ফাতেমা ও তাহার বংশধরগণ বেগোনাহ হইবেন কি?

এত দিবস পাদরিগণ হজরত ইছার বেগোনাহ হওয়ার দাবি করিতেন, এখন আবার কি হজরত মরয়েমের বেগোনাহ হওয়ার দাবি করিবেন?

এই স্পর্শ করার অর্থ কষ্ট দেওয়া হইবে, বিবি হান্নাহ বলিয়াছিলেন, শয়তান যেন মরয়েম ও তাঁহার বংশধরগণকে কষ্ট দিতে না পারে, এজন্য তাহাকে খোদার আশ্রয়ে সমর্পণ করিতেছি। ইহাতে বেগোনাহ হওয়ার কোন কথা নাই।

এমাম জালালুদ্দিন 'বাহজাতোল-ছুন্নিয়া' কেতাবে একরামা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, যে সময় নবি (ছাঃ) ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, জমি জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, ইহাতে ইবলিছ বলিয়াছিল, অদ্য রাত্রে এরূপ একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—যে আমাদের কার্য্য ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। ইহাতে তাহার অনুচরগণ তাহাকে বলিয়াছিল, যদি তুমি অকস্মাৎ তথায় গমন করিয়া তাহার বিনাশ সাধন করিতে, তবে ভাল হইত। অমনি হজরত জিবরাইল (আঃ) শয়তানকে পদাঘাত করে, ইহাতে সে আদনে পতিত হয়।

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, হজরত নবি (ছাঃ)এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শয়তান তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিয়া ছিল না।

খ্রীষ্টানদিগের মথি পুস্তকের ৪ অধ্যায় ৫.৬ পদে আছে ;—

৫ তখন শয়তান তাঁহাকে পুণ্য নগরে লইয়া মন্দিরের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইয়া কহিল, ৬ তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে [এস্থান] হইতে নীচে পড়।"

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শয়তান হজরত ইছা (আঃ)কে স্পর্শ করিয়াছিল। শয়তানের স্পর্শ করায় যদি মনুষ্যের গোনাহগার হওয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে হজরত ইছা (আঃ)এর কি অবস্থা হইবে ?

الا عبادك منهم المخلصين কোর-আনের এই আয়তে হজরত ইব্রাহিম, মুছা, দায়ুদ ও মোহাম্মদ (ছাঃ)এর বেগোনাহ হওয়া

প্রমাণিত হয়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎ প্রণীত খৃষ্টানী রদ পুস্তকে পাইবেন।

(গ) গোল্ডসেক সাহেব আরও লিখিতেছেন ;—

"প্রস্তরাহত শয়তান" এই দুই শব্দে মহম্মদ ছাহেবের বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। বাস্তবিক কোরাণ ও হদীসের বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি উল্কাপিণ্ড দেখিয়া মনে করিতেন যে, ফেরেশতাগণ যে স্বর্গীয় কেতাব পাঠ করিতেন, তাহা শয়তানেরা শ্রবণ করিত, এই জন্ম শয়তানদিগকে তাড়াইবার নিমিত্ত উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড নিযুক্ত ছিল। কোর-আনের এই অদ্ভুত শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা এই স্থানে আর অধিক লিখিতে ইচ্ছা করি না, কারণ কোরাণ যে কতদূর খোদার কালাম, তাহা পাঠক উহাতেই বুঝিতে পারিবেন। এই গল্প প্রকৃত ইঞ্জিলে পাওয়া যায় না, কিন্তু ইসা নবীর অনেক পরে লিখিত ইসাইদের একটী কাল্পনিক কেতাবে ইহার আদ্যোপান্ত পাওয়া যায়।

আমাদের উত্তর।

ইহার উত্তর আমপারার তফছিরের ছুরা তারেকে বিস্তারিত-রূপে লিখিত হইয়াছে, কাজেই উহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। এস্থলে এতটুকু বলা আবশ্যক যে, প্রচলিত বাইবেল যে প্রকৃত ইঞ্জিল, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যাইবে? মথি, লুক, যোহন ও মার্ক এই চারিখানা ইতিহাসকে খৃষ্টানেরা প্রকৃত ইঞ্জিল বলিয়া থাকেন, কিন্তু তৎসমুদয়ের মধ্যে বহু স্থানে মতানৈক্য রহিয়াছে, যদি তৎসমুদয় প্রকৃত ইঞ্জিল হইত, তবে এইরূপ বৈষম্য ভাব থাকিবে কেন? ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত খ্রীষ্টানি-রদ পুস্তকে পাইবেন।

উল্কাপিণ্ডের ব্যাপার উক্ত পুস্তকগুলিতে না থাকিলেও খ্রীষ্টান-দিগের অন্য কেতাবে আছে, কাজেই অন্য কেতাব কোর-আনের

সহিত মিল হওয়ায় উক্ত গল্প সত্য প্রমাণিত হয়। যে পুস্তকে এই গল্পটী আছে, উহা যেরূপ হজরত ইসা(আঃ)এর অনেক পরে লিখিত হইয়াছে, প্রচলিত চারিখানা ইঞ্জিলও সেইরূপ তাঁহার বহুকাল পরে লিখিত হইয়াছে, কাজেই উক্ত চারিখানা কেতাব কাল্পনিক কেতাব হইল না, আর উক্ত গল্প সম্বলিত কেতাবখানা কাল্পনিক হইল, ইহার কারণ কি ?

সাহেব বাহাদুরের ইহা জানা উচিত যে, প্রচলিত তওরাত ও ইঞ্জিল বিকৃত হইয়াছে, কাজেই উভয় কেতাবের প্রত্যেক কথা সত্য বলিয়া মান্য করা যায় না। পক্ষান্তরে খোদার কালাম কোর-আন অবিকৃত অবস্থায় আছে, কোন কথা কোর-আনে থাকিলে, যদিও অন্যান্য কোন কেতাবে উহা না থাকে, কিম্বা উহার বিপরীত কথা থাকে, তবু কোর-আনের কথা ধ্রুব সত্য হইবে।—বঙ্গানুবাদক।

(৩৭) অনন্তর তাহার প্রতিপালক তাহাকে উৎকৃষ্ট ভাবে মঞ্জুর করিয়া লইলেন, ইহার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে —

(১) এই যে, খোদা তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র হজরত ইছা (আঃ)কে শয়তানের স্পর্শন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

(২) এই যে, হান্নাহ বিবি মরয়মকে প্রসব করিয়া একখানা বস্ত্রে আবৃত করিয়া মছজেদের (বয়তুল-মোকাদ্দছের) দিকে লইয়া গেলেন, হারুণ বংশোদ্ভব ধর্ম্মযাজকগণের সমক্ষে তাহাকে রাখিয়া বলিলেন, তোমরা এই উৎসর্গকৃতা কন্যাটীকে গ্রহণ কর। তাঁহারা তাঁহাকে লইতে আগ্রহান্বিত হইলেন, যেহেতু ইনি তাঁহাদের অগ্রণীর কন্যা ছিলেন। মাছানের পুত্রগণ বনি-ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের নেতা, ধর্ম্মযাজক ও রাজা ছিলেন। ইহাতে (হজরত) জাকারিয়া(আঃ) বলিলেন, ইহার খালা আমার সহধর্ম্মিণী, কাজেই আমি ইহার গ্রহণ করার সমধিক উপযুক্ত। অন্যান্য

ধর্ম্মযাজকগণ ইহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, যতক্ষণ আমরা এ বিষয়ে স্ফূর্ত্তি ধারণ না করি, ততক্ষণ আপনি লইতে পারেন না। তৎপরে তাঁহারা ২৭ জন লোক এই অঙ্গীকার করিয়া নিজেদের লেখনীগুলি—যদ্দারা তওরাত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা নদীতে নিক্ষেপ করিলেন যে, যাহার লেখনী ভাসিয়া উঠিবে, সেই ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ করার সমধিক উপযুক্ত হইবে। তৎপরে তাহারা তিনবার লেখনীগুলি নদীতে নিক্ষেপ করিলেন, প্রত্যেক বারে হজরত জাকারিয়ার লেখনী ভাসিয়া উঠিতে লাগিল এবং অন্যান্য লোকদিগের লেখনীগুলি ডুবিয়া থাকিল। তখন হজরত জাকারিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

(৩) কাফ্যাল হাছান হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত মরয়ম (আঃ) শৈশব কালে কথা বলিয়াছিলেন, যেরূপ হজরত ইছা (আঃ) ঐ অবস্থায় কথা বলিয়াছিলেন, তিনি কখন স্তন্য পান করেন নাই এবং তাঁহার উপজীবিকা বেহেশত হইতে আসিত।

(৪) সেই সময়ের শরিয়তের ব্যবস্থা এই ছিল যে, যখন কোন পুত্র সন্তান বুদ্ধিমান ও মছজেদের সেবার উপযুক্ত হইত, তখন উক্ত কার্য্যে নিয়োজিত করা সিদ্ধ হইত, আর এই স্থলে আল্লাহতায়ালা বিবি হান্নাহর করুণ প্রার্থনা অবগত হইয়া উক্ত বালিকাকে তাহার শৈশবাবস্থায় ও মছজেদের সেবায় অক্ষম থাকা সত্বেও মঞ্জুর করিয়া লইয়াছিলেন।

তৎপরে বলিতেছেন ;—

"আরও তিনি তাঁহাকে উৎকৃষ্ট প্রতিপালনে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।" ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে; (১) এই যে, শিশু সন্তান এক বৎসরে যেরূপ বর্দ্ধিত হইত, তিনি এক দিবসে সেইরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন।

(২) তিনি সতী, সাধ্বী, ধর্ম্মভীরু ও এবাদত কার্য্যে রত অবস্থায় বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন।

তৎপরে বলিতেছেন ;—

এবং আল্লাহ জাকারিয়াকে তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক করিলেন, ইনি তাঁহার সমস্ত কার্য্যের পরিচালনার ভার লইয়াছিলেন।

তিনি কোন্ সময় এই ভার লইয়াছিলেন, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে তিনি তাঁহার শৈশবাবস্থায় এই ভার লইয়াছিলেন, কোন বিদ্বান বলিয়াছেন যে, তাঁহার বর্দ্ধিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরে তিনি তাঁহার ভার লইয়াছিলেন, ইহা দুর্ব্বল মত।

তৎপরে বলিতেছেন ;—

যখন হজরত জাকারিয়া মেহরাবে প্রবেশ করিতেন, তখন তাঁহার নিকট উপজীবিকা প্রাপ্ত হইতেন।

মেহরাব শব্দের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

(১) উচ্চ স্থানকে মেহরাব বলা হয়।

(২) আছমায়ি বলেন, উহার অর্থ অট্টালিকা।

(৩) কেহ কেহ বলেন, মজলেছের সমধিক গৌরবান্বিত ও উন্নত স্থানকে মেহরাব বলা হয়।

(৪) মছজেদকে মেহরাব বলা হইত।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন হজরত মরয়ম যুবতী হইয়াছিলেন, তখন হজরত জাকারিয়া (আঃ) তাঁহার জন্য বয়তোল-মোকাদ্দছের মধ্যে একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, উহার দ্বার প্রাচীরের মধ্যদেশে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সিঁড়ি ব্যতীত তথায় আরোহণ করা সম্ভব ছিল না। যখন হজরত জাকারিয়া অন্যত্র গমন করিতেন, সাতটী দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইতেন। এবনো-জরির রবি কর্ত্তৃক বর্ণনা করিয়াছেন,

হজরত জাকারিয়া ব্যতীত কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতেন যে, তাঁহার নিকট শীতকালে গ্রীষ্মকালের ফলমূল ও গ্রীষ্মকালে শীতকালের ফলমূল রহিয়াছে। হজরত এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, উহা বেহেশতের ফলমূল ছিল।

হজরত জাকারিয়া বলিতেন, এই জীবিকা তোমার নিকট কোথা হইতে আসিল? (ইহা দুনইয়ার সামগ্রীর সদৃশ নহে, দ্বারগুলি ত রুদ্ধ ছিল।) তদুত্তরে তিনি বলিতেন, ইহা খোদার নিকট হইতে (বেহেশত হইতে) আগত, কোন মনুষ্যের মধ্যস্থতা ব্যতীত তিনি আমাকে ইহা প্রদান করিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন, অপরিমিত জীবিকা প্রদান করেন।

এই আয়তে অলিগণের কারামতের (অলৌকিক কার্য্যের) সত্যতা প্রমাণিত হয়।

"মো'তাজেলা আবু-আলি জাব্বায়ি এই কারামতটী (অলৌকিক কার্য্যটী) অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, ইহা হজরত মরয়েমের কারামত ছিল না, বরং ইমারদারেরা তাঁহাকে এবাদত কার্য্যে রত দর্শনে উক্ত ফলমূল উপহার প্রদান করিত। তদ্দর্শনে হজরত জাকারিয়া উহা অসদুপায়ে উপার্জ্জন করার ভয়ে জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহা কোথা হইতে আসিল? তদুত্তরে তিনি বলিতেন, আল্লাহ দিয়াছেন। ইহা কোন কারামত নহে।"

এমাম রাজি তাহার দাবির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, আবু আলির এই মত দুর্ব্বল, কেননা যদি ইহা সত্য হইত, তবে ৩৮ আয়তের "এই হেতু জাকারিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করিয়াছিলেন।" এই কথার কোন স্বার্থকতা থাকে না।

আবু ইয়ালি বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) কয়েক দিবস অনাহারে থাকিয়া নিজের বিবিগণের নিকট, অবশেষে

কন্যা হজরত ফাতেমার নিকট খাদ্য বস্তু অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কাহারও নিকট কিছুই ছিল না। একটু পরে একটী প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোক হজরত ফাতেমার নিকট দুইখানা রুটী ও একটুখানি মাংস প্রেরণ করিল। তিনি উহা হজরতকে ভক্ষণ করাইবেন ধারণায় নিজের এক পুত্রকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে, হজরত ফাতেমা (রাঃ) সেই পাত্রটী তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। উহাতে রুটী ও মাংস পরিপূর্ণ ছিল। হজরত বলিলেন, ইহা কোথা হইতে আসিল? হজরত ফাতেমা বলিলেন, ইহা খোদার নিকট হইতে আসিয়াছে। ইহাতে হজরত বলিলেন, খোদা তোমাকে মরয়েমের তুল্য করিয়াছেন।—রুঃ মাঃ, ১।৫৬৫—৫৬৭, কঃ, ২।৪৫৯।৪৬০।

৩৮। এই আয়তে যে هنالك শব্দ আছে, উহার অর্থ 'এই স্থানে', 'এই সময়', 'এই অবস্থায়', কিম্বা 'এই কারণে' হইতে পারে।

হাছান আলোচ্য আয়তের অর্থে বলিয়াছেন, যখন জাকারিয়া দেখিলেন যে, মরয়েমের নিকট অস্বাভাবিক ভাবে শীতকালে গ্রীষ্মকালের ফলমূল এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালের ফলমূল হজরত জিবরাইল কর্ত্তৃক আসিয়া থাকে, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, হে মরয়ম, অসময়ে ইহা তোমার নিকট কোথা হইতে আসিয়া থাকে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, ইহা আল্লাহ প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, অযাচিত ভাবে উহা প্রদান করেন। সেই সময় হজরত জাকারিয়া আশান্বিত হইলেন যে, যে খোদা মরয়মকে অসময়ে এরূপ ফলমূল প্রদান করিতে পারেন, তিনি অস্বাভাবিক ভাবে অসময়ে আমার বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা স্ত্রী হইতে আমাকে সন্তান দান করিতে পারেন, অতএব তিনি সেই স্থানেই, সেই সময়েই, সেই অবস্থাতেই কিম্বা সেই কারণেই নিজের

প্রতিপালকের নিকট এই দোয়া করিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার জন্য তোমার নিজের পক্ষ হইতে একটী বরকত-বিশিষ্ট, সৎ, ধর্ম্মভীরু, সৎকর্ম্মশীল সন্তান প্রদান কর। নিশ্চয় তুমি দোয়াকারীর দোয়া অধিক পরিমাণ কবুল করিয়া থাক এবং তাহাকে আশা হইতে নিরাশ কর না।—ক:, ২৪৬১।৪৬২, রু:, মা:, ১।৫৭০।

(৩৯) অতঃপর যখন (হজরত) জাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে (মছজেদের মধ্যে কিম্বা এমামের দণ্ডায়মান হওয়ার স্থানে বা মরয়েমের অট্টালিকাতে) দণ্ডায়মান অবস্থায় নামাজ পড়িতে-ছিলেন সেই সময় ফেরেশতা (জিবরাইল) তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় খোদা তোমাকে ইয়াহইয়া নামীয় একটী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন—উক্ত পুত্র নিম্নোক্ত কয়েকটী গুণে গুণান্বিত হইবেন ;—

প্রথম এই যে, তিনি আল্লাহতায়ালার বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিবেন, আবুওবায়দা এই বাক্যের অর্থ ইঞ্জিল কেতাব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু হজরত এবনো-আব্বাছ, মোজাহেদ, কাতাদা ও অধিকাংশ টীকাকারের মতে উহার অর্থ হজরত ইছা (আঃ) ইহাই সমধিক ছহিহ মত।

এবনো-জরির হজরত এবনো-আব্বাছ কর্ত্তৃক উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত ইয়াহইয়া ও হজরত ইছা (আঃ) উভয়ে খালাত ভাই ছিলেন, হজরত ইয়াহইয়ার মাতা হজরত মরয়মকে বলিতেন, আমার গর্ভস্থ সন্তান তোমার গর্ভস্থ সন্তানকে বিনীত ভাবে ছালাম করিতে দেখিতেছি। হজরত ইয়াহইয়া প্রথমেই হজরত ইছা (আঃ) এর প্রতি ইমান আনিয়াছিলেন, হজরত ইয়াহইয়া হজরত ইছা (আঃ) অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ ছিলেন, অনেকে বলেন, ছয় মাসের জ্যেষ্ঠ ছিলেন।

হজরত ইছা (আঃ)কে খোদার বাক্য বলা হইত, ইহার কারণ এই যে, তিনি আল্লাহতায়ালার كن 'হইয়া যাও'। এই বাক্য দ্বারা বিনাপিতা ও বীর্য্য সৃজিত হইয়াছিলেন, এই হেতু তিনি খোদার বাক্য নামে অভিহিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় এই যে, তিনি শৈশবাস্থায় কথা বলিয়াছিলেন এবং খোদার কেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কাজেই তিনি খোদার বাক্য নামে অভিহিত হইয়াছেন, এই স্থলে বাক্যের অর্থ বাক্য প্রয়োগকারী।

তৃতীয়, যেরূপ বাক্যের দ্বারা নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, সেইরূপ হজরত ইছা (আঃ) নিগূঢ়তত্ত্বের পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, এই হেতু তিনি উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন।

হজরত ইছা (আঃ)এর অন্য এক নাম 'রুহোল্লাহ' (খোদার রুহ)। যেরূপ আত্মা কর্ত্তৃক মনুষ্য জীবিত হয়, সেইরূপ আল্লাহ তাঁহা কর্ত্তৃক মৃতদিগকে (ভ্রান্তদিগকে) জীবিত করিয়াছিলেন, এই হেতু 'রুহোল্লাহ' নামে অভিহিত হইয়াছেন।

এই অর্থে وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا এই আয়তে কোর-আন শরিফকে রুহ বলা হইয়াছে।

এস্থলে ইহা জানা কর্ত্তব্য যে, আল্লাহতায়ালার বাক্য তাঁহার একটী ছেফাত, উহা জাতে-পাকের ন্যায় অনাদি, হজরত ইছা (আঃ) নব সৃজিত, তাঁহার উক্ত অনাদি ছেফাত হওয়া অসম্ভব।

তৎপরে বলিতেছেন ;—

উক্ত এহইয়া ছৈয়দ سيد হইবেন, ছৈয়দ শব্দের বহু অর্থ আছে, এই জন্য এক একজন এক এক প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

কাতাদা ও ছইদ বেনে জোবাএর বলিয়াছেন, উহার অর্থ সহিষ্ণু, মোজাহেদ উহার অর্থ আল্লাহতায়ালার নিকট গৌরবান্বিত,

ছুফইয়ান উহার অর্থ ধর্মভীরু ধৈর্য্যধারী, এবনো-জয়েদ উহার অর্থ ভদ্র, ছইদ বেনেল-মোছাইয়েব উহার অর্থ ফেকহ তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান, জোহাক উহার অর্থ সচ্চরিত্র, ছালেম উহার অর্থ পরহেজগার, আহমদ বেনে আছেম উহার অর্থ আল্লাহতায়ালার হুকুমের প্রতি সন্তুষ্ট, খলিল উহার অর্থ সমসাময়িকদিগের অগ্রণী নেতা, আবুবকর উহার অর্থ খোদার উপর আত্ম-নির্ভরকারী, তেরমেজি উহার অর্থ সাহসী, ছওরি উহার অর্থ হিংসাবিহীন, আবু ইছহাক উহার অর্থ সৎকার্য্যে নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রগামী বলিয়াছেন। হজরত এবনো-আব্বাছ উহার অর্থ দাতা ও সহিষ্ণু বলিয়াছেন। জাব্বারি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দীন, বিদ্যা, ধৈর্য্য, এবাদত ও পরহেজগারিতে ইমামগণের নেতা হয়, তাঁহাকে ছৈয়দ বলা যায়। একরামা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে ক্রোধ পরাভূত করিতে না পারে, সেই ছৈয়দ হইবে। উপরোক্ত সমস্ত গুণ হজরত ইয়াহইয়া ও অন্যান্য নবিগণের মধ্যে ছিল, কিন্তু ছৈয়দ শব্দের মূল অর্থ নিজ সম্প্রদায়ের নেতা, যাহার কতকগুলি অনুগামি থাকে। তৎপরে প্রত্যেক দীন ও দুনইয়ার অগ্রগণ্যকে ছৈয়দ নামে অভিহিত করা হয়।

এই স্থানে উহার অর্থ দীনের অগ্রণী গ্রহণ করা জায়েজ, যেহেতু হজরত এহইয়া (আঃ) কখনও কোন গোনাহ কার্য্যের চিন্তা করেন নাই।

তৎপরে বলিতেছেন ;—

তিনি 'হাছুর' حصور হইবেন, ইহার এক অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি পুরুষত্বহীন, বীর্য্যহীন বা ক্ষুদ্র লিঙ্গ হওয়ার কারণে স্ত্রীসঙ্গম করিতে অক্ষম। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াও সংসার বৈরাগ্যের জন্য স্ত্রীসঙ্গম না করে।

এমাম রাজি ও আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, এস্থলে শেষ অর্থ গ্রহণীয়, ইহা সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্ বিদ্বানগণের মনোনীত মত। খোদাতায়ালা এস্থলে উক্ত নবীর সুখ্যাতি করিতেছেন, আর পুরুষত্বহীনতা একটী কলঙ্ক, কাজেই শেষ অর্থ গ্রহণ করা জরুরি। কেহ কেহ এই আয়তের প্রমাণে বলেন, বিবাহ করা অপেক্ষা নফল এবাদত সমূহে সংলিপ্ত থাকা সমধিক শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে একদল বিদ্বান বলেন, আমাদের শরিয়তে বিবাহ করা শ্রেষ্ঠ কার্য্য। হজরত বলিয়াছেন, খোদা ও ফেরেশতাগণ চারি ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত প্রদান করেন, (১) যে পুরুষ স্ত্রীলোকের ভাবাপন্ন হয়, (২) যে স্ত্রীলোক পুরুষের ভাবাপন্ন হয়, (৩) যে ব্যক্তি অন্ধকে পথ ভুলাইয়া দেয়, (৪) হজরত ইয়াহইয়া ব্যতীত যে ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করিয়াছে।

তৎপরে বলিতেছেন, তিনি নবী হইবেন। তৎপরে বলিতেছেন, তিনি সাধুলোকদিগের বংশধর, কিম্বা সাধুদিগের অন্তর্গত হইবেন, অথবা তাঁহার সাধুতা অন্যান্যদিগের চেয়ে অধিকতর হইবে।—কঃ, ২ ৪৬২—৪৬৪, রুঃ মাঃ, ১'৫৭১—৫৭৩।

(৪০) হজরত জাকারিয়া বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, কাজেই কিরূপে আমার সন্তান হইবে? হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, সেই সময় তাঁহার বয়স ১২০ বৎসর এবং তাঁহার স্ত্রীর বয়স ৯৮ বৎসর ছিল।

যদিও হজরত জাকারিয়া (আঃ) খোদাতায়ালার অসীম শক্তির উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিলেন, অধিকন্তু হজরত মরয়েমের অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন, তথাচ তিনি কি জন্য উক্ত প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে কয়েক প্রকার মত বর্ণিত হইয়াছে।

(১) এই যে, খোদাতায়ালা কি তাঁহাদের বার্দ্ধক্য অবস্থায় তাঁহাদিগকে সন্তান প্রদান করিবেন, কিম্বা তাঁহাদিগকে যৌবন-কালে পরিবর্ত্তিত করিয়া উহা দান করিবেন, তিনি এতৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

(২) যখন কোন ব্যক্তি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব ধারণা করিয়া নিরাশ হইয়া পড়ে, তৎপরে উক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া যায়, তখন সে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া অচৈতন্য-প্রায় হইয়া বলিয়া ফেলে যে, ইহা কিরূপে পূর্ণ হইল? কোন্ উপায়ে সম্ভব হইল? হজরত জাকারিয়ার অবিকল ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

(৩) যখন কোন দাস কোন বিষয়ের অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া প্রভুর নিকট উহা যাচ্ঞা করে, আর প্রভু তাহাকে উহা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন সেই দাস উক্ত প্রতিশ্রুতি শ্রবণ করিতে আনন্দ অনুভব করিয়া পুনরায় যাচ্ঞা করে, উদ্দেশ্য এই যে, যেন দ্বিতীয়বার সে উক্ত প্রতিশ্রুতি শ্রবণ করতঃ আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। হজরত জাকারিয়া (আঃ) এই হেতু দ্বিতীয়বার উক্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

তৎপরে বলিতেছেন ;—

খোদা বলিলেন, অবস্থা ঐরূপ হইবে, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন, কিম্বা আল্লাহ ঐরূপ গুণে গুণান্বিত, যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন।—রুঃ মাঃ, ১।৫৭৩।৫৭৪, কঃ, ১।৪৬৫।৪৬৬।

(৪১) হজরত জাকারিয়া উক্ত শুভ সংবাদের জন্য অতিশয় আনন্দিত হইয়া ও খোদার অনুগ্রহ ও দানের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, সন্তান গর্ভে স্থিতিশীল হওয়ার একটী নিদর্শন আমার জন্য নির্দ্ধারিত কর।" ইহাতে আল্লাহ বলিলেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিবস ইঙ্গিত ব্যতীত কথা বলিতে পারিবে না।

ইহাতে প্রথমতঃ সন্তানের জন্মগ্রহণের চিহ্ন হইবে, দ্বিতীয় খোদা তাঁহার রসনাকে পার্থিব ব্যাপার হইতে বন্ধ করিয়া জেকর, তছবিহ ও কলেমা পাঠে সক্ষম করিয়া দিলেন, ইহাতে যেন উক্ত মহা অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

এক্ষণে رمز শব্দের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

কেহ কেহ বলেন, উহার অর্থ ওষ্ঠদ্বয়ের ইশারা হইবে, কেহ কেহ বলেন, হস্ত, মস্তক, ভ্রূ, চক্ষু কিম্বা ওষ্ঠ কোন বিষয়ের ইশারা হইতে পারে।

মূল কথা, হজরত জাকারিয়া (আঃ) কোন প্রকার ইশারা ব্যতীত কথা বলিতে পারেন নাই।

তৎপরে বলিতেছেন ;—

তুমি উক্ত তিন দিবস বেশী পরিমাণ তোমার খোদার জেকর কর। ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে, (১) তিনি পার্থিব কথা বলিতে বোবা হইয়াছিলেন. কিন্তু জেকর ও তছবিহ করিতে তাঁহার রসনা পূর্ব্ববৎ ছিল, ইহা একটী মো'জেজা।

(২) তাঁহার রসনা বোবা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি অন্তরের জেকর করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপরে খোদা তাঁহাকে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পর হইতে সূর্য্য অস্তমিত হওয়া পর্য্যন্ত এবং ফজর প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে চাস্ত পর্য্যন্ত তছবিহ পড়িতে আদেশ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ইহার অর্থ নামাজ পড়া লইয়াছেন।—কঃ, ২।৪৬৬।৪৬৬, রুঃ, মাঃ, ১।৫৭৪—৫৭৬।

৫ম রুকু, ১৭ আয়ত।

(৪২) وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ

وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاۤءِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(৪৩) يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِىْ وَ ارْكَعِىْ مَعَ

الرّٰكِعِيْنَ ۝ (৪৪) ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَاۤءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ

اِلَيْكَ ط وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ

يَكْفُلُ مَرْيَمَ ص وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

(৪৫) اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ

بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَ جِيْهًا

فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝ (৪৬) وَ

يُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَ كَهْلًا وَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

(৪৭) قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِىْ

بَشَرٌ ط قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط اِذَا قَضٰى
اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○ (۴۸) وَ يُعَلِّمُهُ
الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ۚ (۴۹) وَ
رَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ
مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ
فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ
وَ الْاَبْرَصَ وَ اُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُنَبِّئُكُمْ بِمَا
تَاْكُلُوْنَ وَ مَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ (۵۰) وَ مُصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ لِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ
حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَ اَطِيْعُوْنِ ○ (۵۱) اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط

هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝ (٥٢) فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَ اشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝ (٥٣) رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝ (٥٤) وَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۝

অনুবাদ।

(৪২) এবং যে সময় ফেরেশতাগণ বলিলেন, হে মরয়ম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন ও তোমাকে পবিত্র করিয়াছেন এবং তোমাকে সমস্ত জগতের স্ত্রীলোকদিগের উপর মনোনীত করিয়াছেন।

(৪৩) হে মরয়ম, তুমি তোমার প্রতিপালকের আদেশ পালন কর এবং ছেজদা কর ও রুকুকারিদিগের সহিত রুকু কর। (৪৪) ইহা অদৃশ্য বিষয়ক সংবাদগুলির অন্তর্গত—আমি তোমার প্রতি উহার অহি (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করিতেছি ; আর তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না—যে সময় তাহারা এ সম্বন্ধে নিজেদের লেখনী সকল নিক্ষেপ করিতেছিলেন যে, তাহাদের মধ্যে কোন্

ব্যক্তি মরয়েমের তত্বাবধায়ক হইবে এবং তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না—যে সময় তাহারা বচসা করিতেছিলেন।

(৪৫) যখন ফেরেশতাগণ বলিয়াছিলেন, হে মরয়ম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে তাঁহা হইতে আগত একটী বাক্যের সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন—যাহার নাম মছিহ্ ইছা—যিনি মরয়মের পুত্র, ইহজগতে এবং পরজগতে গৌরবান্বিত এবং নৈকট্য প্রাপ্তদিগের অন্তর্গত।

(৪৬) এবং তনি দোলনাতে ও প্রৌঢ়াবস্থায় লোকদিগের সহিত কথা বলিবেন এবং সজ্জনদিগের অন্তর্গত হইবেন।

(৪৭) তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, যখন আমাকে কোন মনুষ্য স্পর্শ করে নাই, তখন কিরূপে আমার সন্তান হইবে? তিনি বলিলেন, অবস্থা ঐরূপ হইবে, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কার্য্যের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কেবল তাহাকে বলেন, তুমি হইয়া যাও, ইহাতে উহা হইয়া যায়।

(৪৮) এবং তিনি তাহাকে লিখন-প্রণালী ও 'হেকমত' ও তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিবেন।

(৪৯) এবং (তিনি) বনি-ইস্রায়েলদিগের দিকে রাছুলরূপে প্রেরিত হইয়া বলিবেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একটী নিদর্শন আনয়ন করিয়াছি—(উহা এই যে,) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য কর্দ্দম হইতে পক্ষীর আকৃতির তুল্য গঠন করিব, তৎপরে উহাতে ফুৎকার করিব, ইহাতে উহা আল্লাহর আদেশে পক্ষী হইয়া যাইবে ও জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করিব ও আল্লাহর আদেশে মৃত-দিগকে জীবিত করিব এবং তোমরা গৃহগুলির মধ্যে যাহা ভক্ষণ করিয়া থাক ও যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখ, তদ্বিষয়ে তোমাদিগকে

সংবাদ প্রদান করিয়া থাকি। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে নিশ্চয়ই ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে।

(৫০) এবং আমি আমার পূর্ব্বে যে তওরাত ছিল, উহার সত্যতা প্রমাণকারীরূপে এবং যাহা তোমাদের উপর হারাম করা হইয়াছিল, উহার কতক বিষয় তোমাদের জন্য হালাল করিয়া দিব, এই হেতু (তোমাদের নিকট আসিয়াছি) এবং আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একটী নিদর্শন আনয়ন করিয়াছি; অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আদেশ পালন কর।

(৫১) নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তোমরা তাঁহার এবাদত (উপাসনা) কর, ইহা সরল পথ।

(৫২) তৎপরে যে সময় ইছা তাহাদের দ্বারা 'কোফর' জানিতে পারিলেন, তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে কোন্ ব্যক্তি আমার সহায়তাকারী হইবে? হাওয়ারিগণ বলিলেন, আমরা আল্লাহতায়ালার সহয়তাকারী, আমরা আল্লাহতায়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা অনুগত সম্প্রদায়।

(৫৩) হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি যাহা অবতারণ করিয়াছ, আমরা তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং রাছুলের অনুসরণ করিলাম, অতএব তুমি আমাদিগকে সাক্ষ্য প্রদাতাগণের সহিত লিপিবদ্ধ কর।

(৫৪) এবং তাহারা ষড়যন্ত্র করিল ও আল্লাহ সুব্যবস্থা করিলেন এবং আল্লাহ সুব্যবস্থাকারিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

(৪২) এই আয়তে 'ফেরেশতাগণ' বহুবচন শব্দে উল্লিখিত হইলেও উহার অর্থ একজন ফেরেশতা—অর্থাৎ হজরত জিবরাইল, কেননা ছুরা মরয়েমে কেবল হজরত জিবরাইল (আঃ)এর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কোর-আনে এইরূপ একাধিক স্থলে একবচন স্থলে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে।

ينزل الملائكة بالروح من امره এই আয়তে ফেরেশতাগণ অর্থে বহুবচন উল্লিখিত হইলেও উহার অর্থ হজরত জিবরাইল।

হজরত জিবরাইল (আঃ) হজরত মরয়েমের সহিত কিরূপ ভাবে কথা বলিয়াছিলেন, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, যেরূপ হজরত জিবরাইল (আঃ) হজরত মুছা (আঃ) এর মাতার অন্তরে এলহাম করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি হজরত মরয়েম (আঃ)এর অন্তরে এলহাম করিয়াছিলেন। কাজি বয়জবি বলিয়াছেন, হজরত জিবরাইল (আঃ) তাঁহার সাক্ষাতে প্রকাশিত হইয়া কথা বলিয়াছিলেন। আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, বহু হাদিছে ইহার প্রমাণ আছে এবং আয়তের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা ইহাই সমর্থিত হয়।

শাএখ এছমাইল হাক্কি বলিয়াছেন, হজরত জিবরাইল (আঃ) এর তাঁহার সহিত কথা অহি ছিল না, কেননা খোদাতায়ালা কোর-আনের و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم এই আয়তে বলিয়াছেন যে, কোন স্ত্রীলোক রাছুল হইতে পারে না, আর স্ত্রীলোকের নবী না হওয়া সর্ব্ববাদিসম্মত মত, কাজেই হজরত জিবরাইল (আঃ)এর তাঁহার সাক্ষাতে কথা বলা তাহার কারামত হইবে, আর অলিগণের কারামত সত্য।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, ফেরেশতাগণ হজরত মরয়েমের সহিত কথা বলিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার নবী হওয়া সপ্রমাণ হয়,

এমাম লাক্কানি তাহার এই মত রদ করিয়া বলিয়াছেন, ফেরেশতা-গণ এরূপ লোকের সহিত কথা বলিয়াছেন—যিনি সর্ব্ববাদিসম্মত মতে নবী নহেন।

ছহিহ হাদিছে আছে, এক ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে একজন ইমানদার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন, এমতাবস্থায় একজন ফেরেশতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। কোন লোক এই ব্যক্তিকে নবী বলেন নাই।

কাদিয়ানি মৌলবী মোহম্মদ আলি ছাহেব এই আয়তের টীকায় লিখিয়াছেন, যাহারা হজরত হাওয়া, আছিয়া, হজরত মুছার মাতা, ছারা, হাজেরা ও মরয়ম (আঃ)কে নবী বলিয়াছেন, তাঁহারা আভিধানিক ও মাজাজি অর্থের হিসাবে বলিয়াছেন, এই হিসাবে উম্মতের মনোনীত লোকদিগকে নবী বলা হইবে।

আমাদের উত্তর।

লেখক ইহাতে ইহাই প্রকাশ করিতেছেন যে. যদিও শরিয়ত সঙ্গত অর্থে আল্লাহতায়ালার নবিগণ ব্যতীত কাহাকেও নবী বলা জায়েজ নহে, তথাচ আভিধানিক ও মাজাজি অর্থে অনেক উম্মতকে নবী বলা প্রাচীন বিদ্বানগণ হইতে বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার এই দাবী বাতীল, কেননা যাহারা উক্ত বিবিগণকে নবী বলিয়াছেন, তাঁহারা শরিয়ত-সঙ্গত অর্থেই বলিয়াছেন, আভিধানিক ও মাজাজি অর্থে নহে। নবী শব্দের আভিধানিক অর্থ এরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে—যাহা বিদ্বান বা নিরক্ষর কেহই ব্যবহার করেন না, কাজেই উহা বলিলেই উহার শরিয়ত-সঙ্গত অর্থ বুঝা যাইবে, এই হেতু মির্জ্জা গোলাম আহমদ হউন, আর অন্য কোন ব্যক্তি হউন, কাহারও উপর উক্ত শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ হইবে না।

হাদিছ ;—

لقد كان فيما قبلكم رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء

ইহাতে বুঝা যায়, কেবল এলহাম ও খোদার সঙ্গে কথা হইলে, মনুষ্য নবী হইতে পারে না।

এস্থলে হজরত জিবরাইল (আঃ) তাহার সম্বন্ধে তিনটী কথা বলিয়াছিলেন, (১) এই যে, খোদা তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে, তিনি স্ত্রীলোক হওয়া সত্ত্বেও বয়তোল-মোকাদ্দছের সেবাকারিণীরূপে নিয়োজিতা হইয়াছিলেন, তিনি ভূমিষ্ঠা হইলে, তাঁহার মাতা তাঁহাকে স্তন্য দান করেন নাই, বরং তিনি তাহাকে বস্ত্রে আবৃত করিয়া হজরত জাকারিয়ার নিকট সমর্পণ করিয়াছিল, তাহার উপজীবিকা বেহেশত হইতে পৌঁছিত, তিনি খোদার এবাদত করিতে, অনুগ্রহ ও সত্যপথ প্রাপ্তিতে, সতীত্ব পালনে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ ভাবে ফেরেশতাগণের কথা শ্রবণে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। ইহা অন্য কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে সংঘটিত হয় নাই।

(২) খোদা তাহাকে পবিত্র করিয়াছিলেন, ইহার অর্থ এই যে, তিনি তাহাকে কোফর ও গোনাহ হইতে নির্ম্মল করিয়াছিলেন, পুরুষ-সহবাস, ঋতুর রক্ত, নেফাছ, কদর্য্য কার্য্য ও স্বভাব হইতে পবিত্র রাখিয়াছিলেন, য়িহুদিদিগের মিথ্যা অপবাদ হইতে নিষ্কলঙ্ক করিয়াছিলেন।

(৩) তিনি তাঁহাকে সমস্ত জগতের স্ত্রীলোকদিগের উপর মনোনীত করিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে, খোদা তাঁহাকে বিনা পিতায় হজরত ইছা (আঃ)কে দান করিয়াছিলেন, হজরত ইছা (আঃ)কে তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে বাক্‌শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি য়িহুদিদিগের আরোপিত অপবাদ খণ্ডন করিয়া

দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে সমস্ত জগতের নিদর্শন স্বরূপ করিয়াছিলেন।

এস্থলে العالمين সমস্ত আলমের অর্থ লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। একদল বিদ্বান বলেন, সমস্ত সময়ের সমস্ত জগতের স্ত্রীলোক অর্থ গ্রহণ করা হইবে, এক্ষেত্রে এই আয়তে সপ্রমাণ হয় যে, ছুনইয়ার সমস্ত স্ত্রীলোক অপেক্ষা হজরত মরয়ম বিবি দরজায় শ্রেষ্ঠ. কোন কোন হাদিছে এই মত সমর্থিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, সমস্ত জগতের সমসাময়িক স্ত্রীলোক অর্থ গ্রহণ করা হইবে, কেননা একটী হাদিছে আছে, চারিটী স্ত্রীলোক পৃথিবীর স্ত্রীলোকগণের নেতৃস্থানীয়,—এমরাণের কন্যা মরয়ম, মোজাহেমের কন্যা আছিয়া, খোওয়ায়লেদের কন্যা খোদায়জা ও মোহম্মদ (ছাঃ)এর কন্যা ফাতেমা, ফাতেমা তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আলেম। ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত ফাতেমা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। কেহ কেহ হজরত খোদায়জাকে এই উম্মতের স্ত্রীলোকদিগের শ্রেষ্ঠতম বলিয়াছেন।

অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, হজরত আএশা হজরত ফাতেমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, ইহার ছুইটী কারণ আছে, প্রথম এই যে, হজরত আএশা বিদ্যায় হজরত ফাতেমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, দ্বিতীয় এই যে, হজরত আএশা বেহেশতের মধ্যে হজরত নবী (ছাঃ)এর সঙ্গিনীরূপে থাকিবেন, আর হজরত ফাতেমা হজরত আলির সঙ্গে থাকিবেন, তথায় হজরত আলির দরজা অপেক্ষা হজরত নবী (ছাঃ)এর দরজা সমধিক হইবে।

আর একদল বিদ্বান ভিন্ন ভিন্ন রেওয়াএতের জন্য এতৎ সম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করা শ্রেয়ঃ মনে করেন।—রঃ, বাঃ. ১।৩৩৫, রুঃ, মাঃ, ১।৫৭৮, কঃ, ২।৪৬৭।৪৭৮।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে;—

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এমরাণের কন্যা মরয়ম শ্রেষ্ঠতম, স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে খোওয়ালেদের কন্যা খোদায়জা।

তেরমেজির হাদিছে আছে ;—সমস্ত জগতের মধ্যে এই চারি-জন স্ত্রীলোক তোমার জন্য যথেষ্ট—এমরাণের কন্যা মরয়ম, খোওয়ালেদের কন্যা খোদায়জা, ফাতেমা ও ফেরয়াওনের স্ত্রী আছিয়া।

হাকেমের হাদিছে আছে ;—

জগতের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম—খোদায়জা, ফাতেমা, মরয়ম ও আছিয়া

এবনো-জরির রেওয়াএত করিয়াছেন, যেরূপ জগতের স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে মরয়ম শ্রেষ্ঠত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, সেইরূপ আমার উম্মতের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে খোদায়জা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদত্ত হইয়াছে।

অন্য রেওয়াএতে আছে, ফাতেমা বেহেশতী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে নেতৃস্থানীয়, মরয়ম নেতৃস্থানীয় নহেন।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে, পুরুষদিগের মধ্যে অনেক লোক কামেল হইয়াছেন, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেবল মরয়ম ও আছিয়া এই পদ অধিকার করিয়াছেন। খাদ্য সামগ্রীর উপর যেরূপ 'ছারিদ' নামীয় বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব আছে, সেইরূপ লোকদিগের মধ্যে আএশার শ্রেষ্ঠত্ব আছে।—দোঃ, ২।২৩, এঃ কঃ, ২।২২৪।২২৫।

(৪৩) এই আয়তে হজরত মরয়ম (আঃ)কে তিনটী আদেশ পালন করিতে বলা হইয়াছে।

(১) তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য নামাজে অনেক সময় দণ্ডায়মান থাক। এবনো-ছাদ বলেন, এই হুকুমের পরে তিনি এত অধিক সময় দণ্ডায়মান থাকিয়া নামাজ পড়িতেন যে, তাঁহার পদদ্বয় স্ফীত হইয়া যাইত। মোজাহেদ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেন।

কাতাদা এই অংশের অর্থে বলেন, তুমি তোমার প্রতিপালকের আদেশ পালন কর।

ছইদ ইহার অর্থে বলেন, তুমি বিশুদ্ধ ভাবে তোমার প্রতিপালকের এবাদত কর।

(২) তুমি ছেজদা কর। এই ছেজদার অর্থ প্রসিদ্ধ ছেজদা হইতে পারে, কিম্বা উহার অর্থ নামাজ পড়া হইবে।

(৩) রুকুকারিদিগের সহিত রুকু কর—অর্থাৎ জামায়াতে নামাজ পড়, ইহার এইরূপ অর্থ হইতে পারে—বিনয় ভাব প্রকাশ কর

এই আয়তে রুকুর পূর্ব্বে ছেজদার কথা বলা হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে, তাহাদের শরিয়তে রুকুর পূর্ব্বে ছেজদা করার প্রথা ছিল।

কেহ কেহ বলেন, আয়তের অর্থ এই যে, তুমি দণ্ডায়মান হও, নামাজ পড় ও বিনয় ভাব প্রকাশ কর।—দোঃ, ২।২৪, কঃ, ২।৪৬৮।

(৪৪) আল্লাহ বলেন, হে মোহম্মদ, যে সময় বয়তোল-মোকাদ্দছের সেবকগণ কিম্বা তথাকার ধর্ম্মযাজকগণ মরয়েমের তত্ত্বাবয়ক কে হইবে, ইহা তদন্ত করার জন্য নিজেদের লেখনীগুলি নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার জন্য তাহারা বাক্‌বিতণ্ডা করিয়াছিলেন, সেই সময় তুমি তথায় ছিলে না, কিন্তু তুমি এই অদৃশ্য বিষয়গুলির সংবাদ কিরূপে অবগত হইলে, আমি তোমার নিকট ফেরেশতা জিবরাইল কর্ত্তৃক এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলাম, এই হেতু তুমি অবগত হইতে পারিয়াছ।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হান্নাহ বিবি হজরত মরয়মকে প্রসব করিয়া কন্যা সন্তানের উৎসর্গ গৃহীত না হওয়ার ভয়ে তাঁহাকে একখানা বস্ত্রে মুড়িয়া বয়তোল-মোকাদ্দছের

মধ্যে ধর্ম্মযাজকগণের নিকট স্থাপন করিলেন। যেহেতু মরয়ম তাহাদের নেতার কন্যা ছিল, এই হেতু প্রত্যেকে তাঁহার তত্ত্বাবধানকারী হইতে আগ্রহান্বিত হইল। ধর্ম্মযাজকগণের বর্ত্তমান নেতা হজরত জাকারিয়া (আঃ) বলিলেন, তাহার খালা আমার সহধর্ম্মিণী, এই হেতু আমি তাঁহাকে গ্রহণ করার সমধিক যোগ্য পাত্র। অন্যান্য ধর্ম্মযাজকগণ বলিলেন, আমরা মুর্ত্তি ধরিব, যাহার নামে উহা উঠিবে, সে তাঁহাকে গ্রহণ করার সমধিক উপযুক্ত হইবে। তৎপরে তাহারা যে লেখনীগুলি দ্বারা তওরাত লিখিতেন, তৎসমস্ত আনয়ন করতঃ এক স্থানে ঢাকিয়া রাখিলেন। তৎপরে হজরত জাকারিয়া (আঃ) তথাকার একটী বালককে বলিলেন, তুমি উহার মধ্যে হস্ত দিয়া একটী লেখনী বাহির কর। ইহাতে হজরত জাকারিয়া (আঃ) এর লেখনী বাহির হইয়া আসল। তৎদর্শনে অন্যান্য যাজকগণ নারাজ হইয়া বলিলেন, আমরা লেখনীগুলি নদীতে নিক্ষেপ করিব। যে ব্যক্তির লেখনী স্রোতের বিপরীতে দণ্ডায়মান থাকে, সেই ব্যক্তি তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক হইবে। তাহারা যউন নদীতে তৎসমস্ত নিক্ষেপ করিলে, হজরত জাকারিয়ার লেখনী স্রোতের বিপরীতে দণ্ডায়মান থাকিল। তৎপরে তাঁহারা বলিলেন, যাহার লেখনী স্রোতে ভাসিয়া যাইবে, সেই ব্যক্তি তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক হইবে। এইবার সকলেই লেখনীগুলি নিক্ষেপ করিলে, হজরত জাকারিয়ার লেখনী স্রোতের সহিত ভাসিয়া গেল। তখন তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। —রুঃ মাঃ, ১।৫৬৫।

(৪৫) তুমি উক্ত সময়ের কথা স্মরণ কর—যে সময় ফেরেশতা জিবরাইল বলিয়াছিলেন, হে মরিয়ম, নিশ্চয় আল্লাহ এক পুত্রের সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন—যিনি আল্লাহতায়ালার বাক্য হইবেন—তাঁহার নাম মছিহ ইছা এবনো-মরয়ম (মরয়ম পুত্র)

হইবে—যিনি ইহজগতে ও পরজগতে সম্মানিত হইবেন এবং নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের অন্তর্গত হইবেন।

আল্লাহতায়ালার বাক্য হওয়ার অর্থ ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ইছা আরবি শব্দ, ইব্রীয় 'যোসুয়া' শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে, উহার অর্থ নেতা। মছিহ ইব্রীয় মশিহা শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ মোবারক (বরকত বিশিষ্ট) কিম্বা সত্যবাদী। কেহ কেহ বলেন, মছিহ আরবী শব্দ, যেহেতু তিনি পীড়িতদিগকে স্পর্শ করিলে, তাহারা সুস্থ হইয়া যাইত, তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়াব সময় হজরত জিবরাইল নিজের পালক দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, যেন শয়তান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারে, এই হেতু তিনি উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন।

দাজ্জালকে মছিহ বলা হয়, উহার দুইটী কারণ আছে, (১) এই যে, তাহার একটী চক্ষু কানা হইবে, দ্বিতীয় এই যে, সে অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী অতিক্রম করিবে। দাজ্জালের উপাধি যে মছিহ, ইহা যে আরবি শব্দ, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই।

ইছা তাঁহার নাম, মছিহ তাঁহার উপাধি, এবনো-মরয়ম তাঁহার বিশেষণ।

(১) তিনি নবুয়তের জন্য পৃথিবীতে সম্মানিত ও আল্লাহ-তায়ালার নিকট উন্নত মর্য্যাদাধারী হওয়ার জন্য পরজগতে সম্মানিত হইবেন।

(২) দুনইয়াতে তাঁহার দোয়া মকবুল হইত, তাঁহার দোয়াতে মৃতেরা জীবিত হইত এবং জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগী সুস্থ হইত, এই হেতু তিনি দুনইয়াতে গৌরবান্বিত ও অন্যান্য নবিগণের ন্যায় নিজ সত্যপরায়ণ উম্মতগণের সুপারিশ করিবেন এবং খোদার দরবারে উহা মঞ্জুর হইবে, এই হেতু তিনি পরজগতে গৌরবান্বিত হইবেন।

(৩) য়িহুদিরা তাঁহার উপর যে মিথ্যা অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে, এই জন্য তিনি দুনইয়াতে গৌরবান্বিত এবং পরজগতে বহু ছওয়াবের অধিকারী ও উন্নত মর্য্যাদাধারী হওয়ার জন্য তথায় গৌরবান্বিত হইবেন।

তিনি কেয়ামতের দিবস আল্লাহতায়ালার নিকট নৈকট্য প্রাপ্ত হইবেন, আছমানে সমুত্থিত হইয়া ফেরেশতাগণের সঙ্গলাভ করিবেন এবং বাক্‌সিদ্ধ (মকবুলে-বারগাহ) ছিলেন।—রুঃ, মাঃ, ১।২৮২।৫৮৩ ও কঃ, ২।৪৭১।৪৭২।

(৪৬) আরবী مهد শব্দের অর্থ শিশুর দুগ্ধপান কালে শয়নের স্থান, ইহা হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন। ইহা মাতৃক্রোড় কিম্বা দোলনা হইতেও পারে, কিম্বা অন্য স্থান হইতেও পারে। আরবি كهل শব্দের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়, ৪০ হইতে ৬০ বৎসর বয়স প্রাপ্ত ব্যক্তিকে كهل প্রৌঢ় বলা হয়। হজরত ইছা (আঃ) ৩৩ বৎসর বয়সে আছমানে সমুত্থিত হইয়াছিলেন, ইহা ছইদ বেনেল মোছাইয়েব, জয়েদ বেনে আছলাম প্রভৃতির মত। এবনো-জরির ছহিহ ছনদে হজরত কা'ব হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি অচিরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ২৪ বৎসর জীবিত থাকিবেন।

আলোচ্য আয়তের অর্থ এই যে, হজরত ইছা (আঃ) মাতৃক্রোড়ে কিম্বা দোলনায় থাকা কালে কথা বলিবেন এবং প্রৌঢ় অবস্থায় কথা বলিবেন। এবনো-জরির বলিয়াছেন, তিনি বিনা পিতায় হজরত মরয়েমের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, যখন তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন ও য়িহুদীরা তাঁহার মাতার উপর মিথ্যা অপবাদ প্রয়োগ করিতে থাকে, সেই সময় তিনি তাঁহার অপবাদ খণ্ডন করেন এবং নিজের নবুয়ত সপ্রমাণ করেন।

খতিব শেরবিনি ছেরাজোল-মনিরে লিখিয়াছেন, তিনি শিশুদের বাকশক্তি প্রাপ্ত হওয়ার বয়সের পূর্ব্বে কথা বলিয়াছিলেন—যাহা বিস্তারিতরূপে ছুরা মরয়েমে উল্লিখিত হইয়াছে। উহা এই যে, আমি খোদার বান্দা, খোদা আমাকে কেতাব প্রদান করিয়াছেন, আমাকে নবি করিয়াছেন, আমাকে বরকত-বিশিষ্ট করিয়াছেন, আমাকে নামাজ ও জাকাতের আদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমাকে নিজ মাতার সেবাকারী করিয়াছেন, আমাকে অহঙ্কারী ও হতভাগ্য করেন নাই। যে দিবস আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, যে দিবস আমি মরিব এবং যে দিবস কেয়ামতে পুনরুত্থিত হইব, আমার উপর শান্তি হইয়াছে এবং হইবে।

মোজাহেদ বলিয়াছেন, হজরত মরয়ম বলিয়াছেন, যখন আমি নির্জ্জনে থাকিতাম, ইছা আমার সহিত কথা বলিতেন এবং আমিও তাহার সহিত কথা বলিতাম। আর যখন কোন লোকের সহিত আলাপ করিতাম তখন তিনি আমার গর্ভে তছবিহ পাঠ করিতেন, আমি উহা শ্রবণ করিতে পারিতাম

আল্লামা আলুছি বর্ণনা করিয়াছেন, এমাম ছাইউতি বলিয়াছেন, ১১ জন লোক অতি শৈশবাবস্থায় দোলনায় থাকা কালে কথা বলিয়াছিলেন, (১) হজরত মোহম্মদ, (২) হজরত ইয়াহইয়া, (৩) হজরত ইছা, (৪) হজরত এবরাহিম, (৫) হজরত মরয়ম, (৬) যে শিশু জোরাএজ দরবেশের পবিত্রতা প্রকাশ করিয়াছিল, (৭) যে শিশু হজরত ইউছোফ (আঃ)এর পবিত্রতা প্রকাশ করিয়াছিল, (৮) ছুরা বুরুজে ইমানদারদিগকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার বৃত্তান্ত আছে, এই ঘটনায় যে শিশুটীকে প্রথমে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। (৯) ফেরয়াওনের স্ত্রীর চিরুণীকারিণী স্ত্রীলোকের শিশু সন্তান, (১০) খলিফা হাদীর সময় মোবারক নামীয় শিশু, (১১) একটী দাসী নিজের পুত্রকে দুগ্ধ পান

করাইতেছিল, এমতাবস্থায় একটী আরোহীকে দেখিয়া বলিল, খোদা আমার পুত্রকে ইহার তুল্য কর, তখন সেই শিশু দুগ্ধ পান ত্যাগ করত বলিল, হে খোদা, তুমি আমাকে ইহার তুল্য করিও, এই ব্যক্তি অত্যাচার। তৎপরে দেখিতে পাইল যে, একটী দাসীকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখন সে বলিল, খোদা আমার পুত্রকে ইহার তুল্য করিও না। তৎশ্রবণে উক্ত শিশু দুগ্ধ পান ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিল, খোদা তুমি আমাকে ইহার তুল্য কর, যেহেতু এই দাসী নির্দ্দোষ, অথচ অন্যায় ভাবে ইহার উপর ব্যভিচারের দোষারোপ করা হইতেছে, আর সে বলিতেছে, খোদা আমার পক্ষে যথেষ্ট।

হজরত ইছার প্রৌঢ়ে কথা বলার অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। এবনো-জরির এবনো-জয়েদ হইতে উল্লেখ করিতেছেন, হজরত ইছা (আঃ) যৌবন কালে আছমানে সমুত্থিত হইয়াছিলেন, তৎপরে ভূ-ইয়ায় নাজেল হইয়া দাজ্জালকে হত্যা করিয়া প্রৌঢ়ে উপদেশমূলক কথা বলিবেন।

তৎপরে বলিতেছেন, তিনি সাধু ও অলিগণের অন্তর্গত হইবেন। —রুঃ, মাঃ, ১।৫৬৭।৫৮১—৫৮৪, দোঃ, ২।৩৫, এঃ, জঃ, ৩।১৭০, ছেঃ, ১।২১১।

(৪৭) হজরত মরয়ম বলিলেন, যখন কোন মনুষ্য আমার সঙ্গে সঙ্গম করে নাই, আমি কাহাকেও স্বামীরূপে গ্রহণ করি নাই, স্বামী গ্রহণের ইচ্ছাও হৃদয়ে পোষণ করি না এবং আমি ব্যভিচারিণী নহি, তখন কিরূপে আমার সন্তান হইবে? হজরত জিবরাইল বলিলেন, আল্লাহতায়ালার কার্য্য এইরূপ মহান, কোন বিষয় তাঁহার অসাধ্য নহে, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, সৃষ্টি করেন, যখন তিনি কোন অস্তিত্বহীন বস্তুকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কেবল বলেন, 'হইয়া যাও' ইহাতে সেই বস্তু অস্তিত্ব

প্রাপ্ত হয় কাজেই বিনা পিতা একটী সন্তানের সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে।

আল্লামা অলুছি লিখিয়াছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় যে, ইন্দুর মৃত্তিকা হইতে, সর্প কেশ হইতে, মক্ষিকা শিম হইতে এবং বৃশ্চিক সবজি বিশেষ হইতে সৃষ্টি হইয়া থাকে।

আল্লামা দেমিরি হায়াতোল-হায়ওয়ান কেতাবে এইরূপ অনেক বিষয়ের বিনা বীর্য্য সৃষ্টি হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

এবনো-আছাকের অহাব হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, যখন হজরত মরয়েমের গর্ভে সন্তানের স্থিতি হয়, আর হজরত জিবরাইল তাঁহাকে ইহার সুসংবাদ প্রদান করেন ও তিনি খোদার অনুগ্রহের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া শান্তি লাভ করেন, তখন সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার মামাত ভাই ইউছোফ এই গর্ভবতী হওয়ার সংবাদ অবগত হইয়া দুঃখিত হইল এবং তজ্জন্য নিজের বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিল, কেননা সেই ব্যক্তি তাঁহার সেবা (খেদমত) করিত। যখন সে হজরত মরয়েমের রঙ পরিবর্ত্তিত ও উদর স্ফীত দেখিতে পাইল, তখন ইহা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর অনুমিত হওয়ায় ইঙ্গিত সংকারে তাঁহাকে বলিল, হে বিবি, বিনা বীজ কোন ফলশস্য হইতে পারে কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হঁ, হইতে পারে। সে বলিল, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? হজরত মরয়ম (আঃ) বলিলেন, আল্লাহতায়ালা প্রথম বীজটী বিনা ফলে এবং প্রথম ফলটী বিনা বীজে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তুমি কি বল যে, খোদা প্রথম ফলটী বিনা বীজে সৃষ্টি করিতে অক্ষম? তুমি কি বল যে, যদি খোদা বীজের দ্বারা সাহায্য না লইতেন, তবে উক্ত ফলশস্য সৃষ্টি ও উৎপাদন করিতে অক্ষম হইয়া উক্ত বীজের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেন?

ইউছফ বলিল, নাউজোবিল্লাহ, আমি এরূপ কথা বলিব না, তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, তুমি আলোকময় ও সুব্যবস্থার কথা বলিয়াছ।

তৎপরে সে বলিল, হে বিবি, বিনা পানি ও বৃষ্টি কোন বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি কি জান না যে, বীজ, পানি, বৃষ্টি ও বৃক্ষের একই সৃষ্টিকর্ত্তা? তুমি কি ধারণা কর যে, যদি পানি ও বৃষ্টি না হইত, তবে খোদা বৃক্ষ উৎপাদন করিতে অক্ষম হইতেন? ইউছোফ বলিল, নাউজো-বিল্লাহ, আমি এরূপ কথা বলি না। তখন সে বলিল, তুমি নিজের প্রকৃত ঘটনা আমাকে অবগত করাও। ইহাতে তিনি বলিলেন, খোদাতায়ালা আমাকে নিজের বাক্য ইছা মছিহের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন, তিনি এই আয়তের শেষ পর্য্যন্ত বলিলেন। তখন ইউছফ বুঝিতে পারিল যে, ইহা খোদার আদেশ, খোদা তাঁহার কল্যাণ কামনায় ইহা করিয়াছেন। সেই হইতে সে ব্যক্তি মৌনা-বলম্বন করিয়া থাকে।—এঃ, কঃ, ২।২২৭, রুঃ মাঃ, ১।৫৮৫।৫৮৬।

কোর-আন শরিফের এই আয়তে আছে, হজরত জিবরাইল হজরত মরয়মকে তাঁহার ইছা নামক সন্তান হওয়ার সুসংবাদ প্রদান কারলে, তিনি বলিয়াছিলেন, যখন আমি পুরুষ-সঙ্গম করি নাই, তখন কিরূপে আমার সন্তান হইবে? তদুত্তরে হজরত জিবরাইল বলিয়াছিলেন, খোদা বিনা পুরুষ-সঙ্গমে নিজ 'কোন্' বাক্য দ্বারা তাহাকে সৃষ্টি করিবেন।

ছুরা মরয়েমে আছে, য়িহুদীরা তাঁহার উপর ব্যভিচারের অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছিল।

কাদিয়ানি মৌলবি মোহম্মদ আলি ছাহেব এস্থলে লিখিয়াছেন, কোর-আন হইতে হজরত ইছার বিনা পিতা পয়দা হওয়া বুঝা যায় না, এক্ষণে আমরা নিরপেক্ষ পাঠককে জিজ্ঞাসা করি, উক্ত ছাহেবের কথা ঠিক হইলে হজরত জিবরাইলের উত্তরের কি অর্থ

হইবে? যদি হজরত মরয়ম বিবাহিত হইতেন এবং স্বামী কর্ত্তৃক গর্ভবতী হইতেন, তবে য়িহুদীরা তাঁহার উপর ব্যভিচারের অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছিল কেন?

খ্রীষ্টানেরা তিনি বিনা পিতা পয়দা হইয়াছিলেন, এই হেতু তাঁহাকে খোদার পুত্র নামে অভিহিত করিত, তাহাদের এই দাবি খণ্ডনের জন্য এই ছুরায় বলা হইয়াছে,—

ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم

"নিশ্চয় ইহার দৃষ্টান্ত আল্লাহতায়ালার নিকট আদমের দৃষ্টান্তের তুল্য।"

যদি হজরত ইছা বিনা পিতা না হইতেন, তবে তাঁহাকে আদমের সহিত তুলনা দেওয়া হইল কেন?

তৎপরে মৌলবি মোহম্মদ আলি ছাহেব মথি পুস্তকের ১ অধ্যায় ২৪।২৫ পদ, ১২ অধ্যায় ৪৬।৪৭ পদ ও ১৩ অধ্যায় ৫৫ পদ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, যোছেফ মরয়েমের স্বামী, ইনি হজরত ইছার পিতা।

আমরা বলি, যোছেফ বয়তোল-মোকাদ্দছের মধ্যে হজরত মরয়মের পানি আনিয়া দিত, সেবা (খেদমত) করিত। য়িহুদীরা এই অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছিল যে যোছেফ তাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে। খ্রীষ্টান ঐতিহাসিকগণ নিজেদের নবীর উপর যে কলঙ্কারোপ করা হইয়াছে, তাহা খণ্ডন করা উদ্দেশ্যে অন্যায় ভাবে মরয়মকে উক্ত যোছেফের বিবাহিতা স্ত্রী লিখিয়া দোষ খণ্ডন করার পথ প্রশস্ত করিয়া লইয়াছেন।

মথি ইত্যাদি ইতিহাসের এই কথাটী বিকৃত (জাল), মথির ১।১৮ পদ হইতে বুঝা যায় যে, মরয়ম পবিত্র আত্মা কর্ত্তৃক গর্ভবতী হইয়াছিলেন (অর্থাৎ যোছেফের বীর্য্য হইতে নহে), আবার উহার ১৩।৫৫ পদে হজরত ইছাকে যোছেফ সুত্রধরের পুত্র বলিয়া

অভিহিত করা হইয়াছে। এইরূপ বিপরীত বিপরীত কথা জাল নহে কি?

কোর-আন তাহাদের উভয় সম্প্রদায়ের ভ্রম ও জাল প্রকাশ করিয়া দিয়া বলিতেছে যে, হজরত মরয়ম বিনা পুরুষ সঙ্গমে আল্লাহতায়ালার বাক্য হইতে গর্ভবতী হইয়াছিলেন এবং তিনি অবিবাহিতা ছিলেন, যেহেতু তাহার স্বামী ছিল না। ইহাতেই মিষ্টার মহম্মদ আলি ছাহেবের ভুল প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

(৪৮) এবং আল্লাহ তাঁহাকে লেখনী দ্বারা লিখন প্রণালী শিক্ষা দিবেন, ইহা হজরত এবনো-আব্বাছ ও এবনো-জোবাএরের মত। ছইদ বেনে জোবাএর বলিয়াছেন, যে সময় হজরত ইছা (আঃ) বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার মাতা মক্তবে একজন শিক্ষকের নিকট তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, যখন শিক্ষক তাঁহাকে বেছমে باسم পড়িতে বলিতেন, তিনি আল্লাহ الله বলিতেন। যখন শিক্ষক আর-রাহমান الرحمن পড়িতে বলিলেন, তিনি আররাহিম الرحيم পড়িলেন। শিক্ষক বলিলেন তুমি আবজাদ ابجد বল। তিনি বলিলেন, উহার অর্থ কি, আপনি কি জানেন? শিক্ষক বলিলেন, না। হজরত ইছা বলিলেন, আলেফ الف অক্ষরের অর্থ আল্লাহতায়ালার দানরাশি, বে ب অক্ষরের অর্থ খোদার সৌন্দর্য্য, জিম ج অক্ষরের অর্থ তাঁহার জামাল, এইরূপ তিনি প্রত্যেক অক্ষরের ব্যাখ্যা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে শিক্ষক বলিলেন, যে ব্যক্তি আমা অপেক্ষা সমধিক প্রবীণ আলেম, আমি তাহাকে কিরূপে শিক্ষা প্রদান করিব? তখন হজরত মরয়ম বলিলেন, আপনি তাহাকে বালকদিগের সহিত মক্তবে বসিয়া থাকিতে দিন। তিনি বালকেরা নিজেদের গৃহে যাহা যাহা ভক্ষণ করিত এবং তাহাদের মাতাগণ যাহা যাহা তাহাদের জন্য সঞ্চিত রাখিত, তাহা তাহাদিগকে বলিয়া দিতেন।

আবু আলি বলিয়াছেন, এস্থলে এইরূপ অর্থ হইবে, খোদা তাহাকে তওরাত ও ইঞ্জিল ব্যতীত অন্যান্য আছমানি কেতাবগুলি শিক্ষা দিবেন।

তৎপরে বলিতেছেন ;—

তিনি তাহাকে হেকমত শিক্ষা দিবেন, এমাম রাজি ইহার অর্থে বলেন, দর্শন-বিজ্ঞান ও চরিত্র গঠন সংক্রান্ত বিদ্যা শিক্ষা দিবেন।

আল্লামা আলুছি বলেন, উহার অর্থ হালাল হারাম ও ধর্ম্মজ্ঞান। দীন সংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞান, নবিগণের রীতিনীতি, কার্য্যে ও কথায় সত্যতা ও বিজ্ঞান তত্ব উহার অর্থ হইতে পারে।

তৎপরে বলিতেছেন ,—

তিনি তাহাকে তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিবেন।—দোঃ, ২।২৫।২৬, কঃ, ২।৪৭৩, রুঃ, মাঃ, ১।৫৮৬।

(৪৯) হজরত ইছা বলিতেন, আমি ইস্রাইল বংশধরগণের দিকে রাছুলরূপে প্রেরিত হইয়াছি, নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট একটী নিদর্শন আনয়ন করিয়াছি, আমি তোমাদের জন্য কর্দ্দম হইতে পক্ষীর আকৃতির তুল্য আকৃতি গঠন করিয়া উহাতে ফুৎকার করিলে, আল্লাহ-তায়ালার আদেশে উহা জীবন্ত হইয়া উড়িয়া যায়!

এমাম রাজি ও আল্লামা আলুছি লিখিয়াছেন, যখন হজরত ইছা (আঃ) নবুয়তের দাবি করিয়া অলৌকিক কার্য্যাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সময় য়িহুদিরা তাঁহাকে লাঞ্ছিত করা উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বাদুড় পক্ষী প্রস্তুত করিয়া দিতে বলায়, তিনি কর্দ্দম লইয়া উহার আকৃতি গঠন করিয়া উহার মধ্যে ফুৎকার করিলেন, অমনি উহা শূন্যমার্গে উড়িয়া গেল। অহাব বলিয়াছেন, যতক্ষণ লোকেরা উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিত, ততক্ষণ উহা উড়িয়া

যাইত। আর যখন উহা তাহাদের চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইত, মৃত অবস্থায় পতিত হইত। একদল লোক বলিয়াছেন, তিনি বাদুড় ভিন্ন অন্য পক্ষী গঠন করেন নাই। আর একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, তিনি বিবিধ প্রকার পক্ষী গঠন করিয়াছিলেন।

এবনো-ইছহাক বলিয়াছেন, হজরত ইছা (আঃ) এক দিবস মক্তবে বালকদিগের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি কর্দ্দম লইয়া বলিলেন, আমি তোমাদের জন্য ইহা হইতে পক্ষী প্রস্তুত করিব কি? তাহারা বলিল, তুমি কি ইহা করিতে পার? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমার প্রতিপালকের আদেশে পারি। তৎপরে তিনি উহা একটী পক্ষীর অকৃতি করিয়া ফুৎকার প্রদান করতঃ বলিলেন, উহা খোদার হুকুমে পক্ষী হইয়া যাও, তৎক্ষণাৎ উহা তাঁহার হস্তদ্বয়ের মধ্য হইতে উড়িয়া গেল। বালকেরা উহা শিক্ষকের নিকট প্রকাশ করিল এবং লোকদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া দিল।

কাদিয়ানি মিষ্টার মোহম্মদ আলি ছাহেব নবিগণের মো'জেজা (অলৌকিক কার্য্যাবলী) অস্বীকার করিয়া তাঁহার এই সত্য ঘটনাকে অসত্যে পরিণত করার সাধ্যসাধনা করিয়াছেন, একবার তিনি কোর-আনের কয়েকটী আয়ত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা ব্যতীত কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারে না। এক্ষণে যদি হজরত মছিহকে পক্ষীর সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয়, তবে কোর-আনের উপরোক্ত আয়তগুলির মর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া যায় এবং কোর-আনে বিপরীত বিপরীত ঘটনা থাকা সপ্রমাণ হইবে।

আমরা তদুত্তরে বলি, কোর-আনে আছে, তিনি পক্ষীর কর্দ্দম-জাত আকৃতি গঠন করিতেন, তৎপরে তিনি উহাতে ফুৎকার করিলে, খোদার হুকুমে জীবন্ত পক্ষী হইয়া উড়িয়া যাইত, এক্ষেত্রে খোদাই সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেন, হজরত ইছা কিরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা হইবেন?

তৎপরে তিনি উহার রূপক অর্থ গ্রহণ করিয়া উক্ত মো'জেজাকে অস্বীকার করিতে ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন।

তদুত্তরে আমরা বলি, এইরূপ রূপক অর্থ গ্রহণ করিলে, কোন নবীর কোন মো'জেজা সপ্রমাণ হইবে না এবং শরিয়তের প্রত্যেক ব্যবস্থার রূপক অর্থ গ্রহণ করিয়া শরিয়ত ধ্বংস করার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইবে। বিনা প্রয়োজনে শব্দের রূপক অর্থ গ্রহণ করা জায়েজ হইতে পারে না, ইহা তিনি জানেন কি? প্রকৃত ইমানদার ব্যক্তি এইরূপ বাতীল কেয়াছ করিয়া কোর-আন ও শরিয়ত নষ্টের চেষ্টা করিতে পারে না।

তৎপরে বলিতেছেন ;—

আমি খোদার হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করিয়া থাকি এবং মৃতদিগকে জীবিত করিয়া থাকি।

اكمه শব্দের অর্থ জন্মান্ধ, কেহ কেহ উহার অর্থ রাত্রিকানা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন, যাহার চক্ষুস্থান আদৌ হয় নাই, তাহাকে 'আকমহ' বলা হয়।

হজরত মুছা (আঃ)এর জামানায় জাদুর প্রাদুর্ভাব ছিল, সেই হেতু খোদাতায়ালা তাঁহাকে যষ্টি ও শুভ্র হস্তের মো'জেজা দ্বয় প্রদান করিয়া জাদু ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। হজরত ইছা (আঃ)এর জামানায় বিচক্ষণ চিকিৎসকদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগিদিগকে সুস্থ করা তাহাদের সাধ্যাতীত ছিল, এই হেতু খোদা এই উভয় প্রকার রোগীকে সুস্থ করা তাঁহার মো'জেজা করিয়া দিয়াছিলেন।

হজরত নবি (ছাঃ)এর জামানায় কবিতা-শক্তির বাড়াবাড়ি ছিল, এই হেতু খোদা কোর-আন হজরতের মো'জেজা করিয়া দিয়াছিলেন—যাহা রচনা পদ্ধতি ও ভাষার সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় ছিল।

অহাব বলেন, হজরত ইছা (আঃ)এর নিকট এক এক দলে ৫০ সহস্র পীড়িত পর্যন্ত সমবেত হইত। যে কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিত, উপস্থিত হইয়া যাইত, আর যে কেহ উপস্থিত হইতে অক্ষম হইত, তিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইতেন তিনি কেবল দোয়া করিতেন, ইহাতে তাহারা সুস্থ হইয়া যাইত।

কলবি বলিয়াছেন, হজরত ইছা (আঃ) ইয়া হাইয়ো ইয়া কাইউমো দ্বারা মৃতদিগকে জীবিত করিতেন।

এবনে-আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় হজরত ইছা (আঃ) চারিটী লোককে জীবিত করিয়াছিলেন। (১) আজের, (২) একটী বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের পুত্র, (৩) কর-গ্রহণকারীর কন্যা, (৪) ছাম বেনে নূহ।

(১) আজের হজরত ইছা (আঃ)এর বন্ধু ছিল, ইহাতে তাহার ভগ্নি হজরত ইছা (আঃ)এর নিকট লোক পাঠাইয়া জানাইল যে, তোমার ভ্রাতা আজের মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহাদের উভয়ের মধ্যে তিন দিবসের পথ ব্যবধান ছিল। তিনি নিজ শিষ্যগণ সহ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সে তিন দিবস মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তখন তিনি তাহার ভগ্নিকে বলিলেন, তুমি আমাকে তাহার গোরের নিকট লইয়া চল। সে তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলে, আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করিলেন, আজরের চর্ব্বি বিগলিত হইতেছিল, এমতাবস্থায় জীবিত হইয়া গোর হইতে বাহির হইল, সে অনেক দিবস পর্য্যন্ত জীবিত থাকিল এবং তাহার সন্তানসন্ততি হইয়াছিল।

(২) একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাহাকে পালঙ্গের উপর করিয়া হজরত ইছা (আঃ)এর নিকট লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তিনি তাহার জন্য খোদার নিকট দোয়া

করেন, ইহাতে সে জীবিত হইয়া পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট হইয়া লোকদিগের স্কন্ধদেশ হইতে নামিয়া পড়ে এবং নিজের বস্ত্রগুলি পরিধান করিয়া পালঙ্কখানি লইয়া নিজের পরিজনের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে, সে অনেক বৎসর জীবিত থাকে এবং তাহার সন্তান-সন্ততি হইয়াছিল।

(৩) একজন কর-গ্রহণকারীর একটী কন্যা বিগত দিবস মরিয়াছিল, তিনি তাহার জন্য খোদার নিকট দোয়া করেন, সে জীবিত হইয়া বহু দিবস দুনইয়ায় থাকে এবং তাহার সন্তানসন্ততি জন্মিয়াছিল।

(৪) লোকেরা হজরত ইছা (আঃ)কে বলিয়াছিল, আপনি অল্প দিবসের মৃতদিগকে জীবিত করিয়া থাকেন, ইহাও সম্ভব যে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে মরিয়াছিল না, বরং তাহারা সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত হইতেও পারে। তুমি আমাদের জন্য হজরত নূহ (আঃ)এর সন্তানকে জীবিত করিয়া দাও। তৎশ্রবণে তিনি হজরত ছামের গোরের নিকট উপস্থিত হইয়া খোদার শ্রেষ্ঠ নাম (এছমে-আ'জম) পাঠ করিয়া দোয়া করিলেন। তিনি গোর হইতে বাহির হইলেন, কেয়ামত উপস্থিত হওয়ার ভয়ে তাহার মস্তকের অর্দ্ধেকাংশ শ্বেত হইয়া গিয়াছিল, সেই সময়ে লোকদিগের কেশ পরিপক্ক হইত না। তিনি বলিলেন, কেয়ামত কি উপস্থিত হইয়াছে? হজরত ইছা (আঃ) বলিলেন, না। তিনি চারি সহস্র বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, ইনি আল্লাহতায়ালার নবী। ইহাতে কতক লোক তাহার উপর ইমান আনিয়াছিল, আর কতক লোক অবিশ্বাস করিয়াছিল। তৎপরে হজরত ইছা (আঃ) বলিলেন, তুমি মরিয়া যাও, তিনি বলিলেন, হাঁ, এই শর্ত্তে স্বীকার করি যে, খোদা আমাকে মৃত্যু-যন্ত্রনা হইতে রক্ষা করেন। হজরত ইছা (আঃ) সেইরূপ দোয়া করিয়াছিলেন।

এইরূপ তিনি একজন বাদশাহকে, একজন রাজপুত্রকে, একটী ছাগল, একটী গরু ও একটী হরিণী-শাবককে জীবিত করিয়া দিয়াছিলেন।—দোঃ, ২।৩২।৩৫, ছেঃ, ১।২১২।২১৩।

নেছারি দল ও মিষ্টার মোহম্মদ আলি ছাহেব জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগগ্রস্তদিগকে সুস্থ করার কথা অস্বীকার করিয়া উপরোক্ত আয়তের রূপক অর্থ গ্রহণ করার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে নবিগণের দোয়ায় এইরূপ বহু ঘটনা সংঘটিত হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাস পাঠ করিলে, পীর অলি-গণের দ্বারা এইরূপ বহু কারামত প্রকাশিত হওয়া সপ্রমাণ হয়। এইরূপ সত্য স্পষ্ট কথাগুলিকে অস্বীকার করা ও ইছলামকে চিরতরে বিদায় দেওয়া একই কথা। যাহারা খোদার এতটুকু শক্তি মানিয়া লইতে না চাহেন, তাহারা খোদাকে অক্ষম ধারণা করিলেন এবং তাঁহার অসীম শক্তির মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন নাই। যাহারা খোদার কালামের ও নবিগণের উন্নত দরজার উপর ভক্তি রাখেন, তাহারা কি সরল কথার এইরূপ বিকৃত অর্থ মানিয়া লইতে পারেন? বেদয়াতি দলেরা কোর-আনের এইরূপ বিকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া শরিয়ত নষ্ট করার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন।

তৎপরে হজরত ইছা (আঃ)এর দোয়ায় মৃত জীবিত হওয়ার কথা কেবল কোর-আন শরিফে আছে, তাহা নহে, বরং উহা প্রচলিত বাইবেলেও আছে। বাইবেলে হজরত এলইয়াছ নবির মৃত জীবিত করার কথা আছে।

কোর-আন শরিফে আছে, হজরত এবরাহিম (আঃ)এর দোয়ায় মৃত পক্ষীগুলি জীবিত হইয়াছিল।

হজরত মুছা (আঃ) একটী মৃতের উপর গোমাংস নিক্ষেপ করিতে বলিয়াছিলেন, ইহাতে সে ব্যক্তি জীবিত হইয়াছিল।

তাঁহার সময়ে যে ৭০ জন লোকে খোদাকে প্রকাশ্য ভাবে দেখিতে চাহিয়া মরিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার দোয়াতে তাহারা জীবিত হইয়াছিলেন। হজরত ওজাএর শত বৎসর মরিয়া থাকার পরে জীবিত হইয়াছিলেন।

আল্লামা কোস্তোলানি মাওয়াহেব-লাদেন্নিতে ও মোল্লা আলি কারি শেফায়-কাজি এয়াজের টীকায় লিখিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) একটী লোককে ইছলাম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায় সে বলিয়াছিল, যদি আপনি আমার কন্যাকে জীবিত করিয়া দিতে পারেন, তবে আমি মুছলমান হইব, ইহাতে তাঁহার দোয়াতে সেই মৃত জীবিত হইয়া যায়।

জারকানি লিখিয়াছেন, একটী অন্ধ বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মদিনা শরিফে হেজরত করিয়া আগমন করিয়াছিল, তাহার একমাত্র পুত্র পীড়িত হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। হজরত (ছাঃ) ছাহাবা আনাছকে বলেন, তাহার মাতাকে এই সংবাদ প্রদান কর। বৃদ্ধা পুত্রের দুই পায়ের নিকট বসিয়া বলিয়াছিল, হে খোদা, আমি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমার জন্য ইছলাম গ্রহণ করিয়াছি, পরহেজগারির জন্য প্রতিমাগুলি ত্যাগ করিয়াছি, আগ্রহের সহিত তোমার পথে হেজরত করিয়াছি, হে খোদা, তুমি পৌত্তলিকদিগকে আমার উপর বিদ্রূপ ও পরিহাস করার সুযোগ দিও না, এই বিপদে আমার উপর অসাধ্য ভার অর্পণ করিও না, এই কথা বলা মাত্র তাহার পুত্র জীবিত হইয়া নিজের মুখমণ্ডল হইতে বস্ত্র খুলিয়া ফেলিল এবং খাদ্য ভক্ষণ করিল।

বাহজাতোল-আছরার কেতাবের ১৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, এক সময় পীর আবুবকর শিবলী নির্জ্জনে বসিয়াছিলেন, এমতাবস্থায় শতাধিক পক্ষী তথায় উপস্থিত হইয়া শব্দ করিতে লাগিল, তিনি ক্রোধান্বিত ভাবে উহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করায় তৎসমস্ত পক্ষী

মরিয়া যায়। তৎপরে তিনি দয়াপরবশ হইয়া দোয়া করায় তৎসমুদয় জীবিত হইয়া যায়।

উহার ১৯৫ পৃষ্ঠা ;—

এক দিবস ৭ জন লোক বহু পক্ষী শীকার করিয়াছিল, কিন্তু জবহ করার পূর্ব্বে সমস্তই মরিয়া গিয়াছিল, পীর ওছমান বাতায়েহি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, ইহাতে তোমাদের কি উপকার হইবে? তোমরা তৎসমস্ত ভক্ষণ করিতে পারিবে না এবং অন্যদিগকে ভক্ষণ করাইতে পারিবে না। তাহারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, এই সমস্ত বিনা জবহ মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন রহস্য ভাবে বলিল, যদি আপনি পারেন, তবে ইহাদিগকে জীবিত করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, বিছমিল্লাহে আল্লাহো আকবর, হে বিচ্ছিন্ন অস্থি সমূহের জীবিতকারী, তুমি ইহাদিগকে জীবিত করিয়া দাও। তৎক্ষণাৎ উহারা জীবিত হইয়া গেল।

উহার ২৩৫ পৃষ্ঠা ;—

পীর আহমদ রাফায়ির নিকট একটী লোক আসিয়া বলিল, আমার আগ্রহ হইতেছে যে, এই জল-হাঁসগুলির মধ্য হইতে একটী, দুই খণ্ড রুটী ও শীতল পানি আমার সাক্ষাতে উপস্থিত হয়। তিনি তজ্জন্য দোয়া করায় তৎসমুদয় বস্তু সংগৃহীত হইয়া যায়। সে উহা ভক্ষণ করিলে, উক্ত পীর ছাহেব অস্থিগুলি লইয়া "বিছমিল্লাহ, তুমি চলিয়া যাও" বলা মাত্র সেই জল হাঁসটী জীবিত হইয়া উড়িয়া গেল।

উহার ৬৫ পৃষ্ঠা ;—

হজরত বড়পীর ছৈয়দ মহইউদ্দিন (কোঃ) কর্ত্তৃক একটী মুরাগর অস্থিগুলি হইতে মুরগি জীবিত করার, উহার ১৫৮ পৃষ্ঠায় পীর আলি হিতির এক নিহত ব্যক্তির জীবিত করার, উহার ২৩৭

পৃষ্ঠায় পীর ছৈয়দ আহমদ রাফায়ির কতকগুলি মৃত মৎস্যকে জীবিত করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

এমাম ইয়াফিয়ি রওজোর-রায়াহিনের ১৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ইমন হইতে আগত একজন ধর্ম্মযোদ্ধার একটী গর্দ্দভ মরিয়া যাওয়ায় তাঁহার দোয়াতে উহা জীবিত হইয়া যায়।

উহার ২০৯ পৃষ্ঠায় পীর মোফারেজের দস্তরখানে নীত ভর্জ্জিত পক্ষীগুলি তাঁহার দোয়ায় জীবিত হইয়া উড়িয়া যাওয়ার কথা আছে।

ফাত্তাওয়ায়-হাদিছিয়াতে আছে ;—

পীর আবদুল্লাহ তস্তরির দোয়ায় তাঁহার একটী মৃত ঘোটক ও একজন অরণ্যবাসীর একটী উষ্ট্র জীবিত হইয়াছিল।

পীর আহদলের দোয়ায় একটী মৃত বিড়াল জীবিত হইয়াছিল।

পীর আবু ইউছফ দহমানির দোয়ায় একটী মৃত মনুষ্য জীবিত হইয়াছিল।

এইরূপ বহু ঘটনা ইতিহাসে সন্ধান করিলে পাওয়া যায়।

হজরত ইছা (আঃ)এর কতকগুলি মৃত জীবিত করার কথা তফছির দোরে-ল-মনছুর হইতে উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু নেচারি ও কাদিয়ানি সম্প্রদায় এইরূপ বহু সংখ্যক প্রমাণে প্রমাণিত রেওয়াএতকে অস্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

মিষ্টার মোহম্মদ আলি ছাহেব তাঁহার পীর মির্জ্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির অনুসরণ করিয়া হজরত ইছা (আঃ)এর এই মো'জেজাটী উড়াইয়া দিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন।

হজরতের ছাহাবাগণ, তাবেয়ি ও তাবাতাবিয়ি সম্প্রদায় হইতে আরম্ভ করিয়া একাল পর্য্যন্ত উক্ত আয়ত হইতে হজরত ইছা (আঃ)এর মৃত জীবিত করার কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া

আসিতেছেন, বর্ত্তমান মিষ্টারের দল উহার বিকৃত অর্থ প্রকাশ করিলে, কে তাহা মানিবে ?

মিষ্টার মোহম্মদ আলি ছাহেব এই স্থলে কোর-আনের কয়েকটী আয়ত ও হজরতের কয়েকটী হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া মৃতদের পুনরায় জীবিত হওয়া অসম্ভব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

(১) ছুরা জোমারের ৪২ আয়ত ;—

الله يتوفى الا نفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسک التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ❋

"আল্লাহ আত্মাগুলিকে উহাদের মৃত্যুকালে গ্রহণ করেন, আর যে আত্মাগুলি উহাদের নিদ্রাতে না মরিয়াছে, উহাদিগকে গ্রহণ করেন, তৎপরে তিনি যে আত্মাগুলির উপর মৃত্যু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহাদিগকে আবদ্ধ রাখেন এবং অন্যগুলিকে নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দেন।"

(২) ছুরা মোমেমুনের ৯৯।১০০ আয়ত ;—

حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها - ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ❋

"এমন কি যে সময় তাহাদের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, সে বলে, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে ফিরাইয়া দাও, বিশেষ সম্ভব আমি যাহা ত্যাগ করিয়াছি, উহাতে সৎকার্য্য করিব। (আল্লাহ বলেন), কখনও এইরূপ হইবে না, ইহা একটী কথা—যাহা সে বলিতেছে, তাহাদের সম্মুখে যে দিবস পর্য্যন্ত তাহারা পুনর্জীবিত হইবে, একটী অন্তরাল আছে।"

(৩) ছুরা আম্বিয়ার ৯৫ আয়ত ;—

وحرام على قرية اهلكنها انهم لا يرجعون

"আমি যে গ্রামবাসিগণকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, তাহাদের উপর ইহা হারাম করিয়া দিয়াছি যে, নিশ্চয় তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না।"

মিষ্টার সাহেবের পীর মির্জ্জা গোলাম আহমদ ছাহেব নিম্নোক্ত ছুরা ইয়াছিনের দুইটী আয়ত পেশ করিয়াছেন ;—

(৪) اولم يرواكم اهلكنا قبلهم من القرون انهم لا يرجعون

"তাহারা কি জানে না যে, আমি তাহাদের পূর্ব্বে কত শহরের অধিবাসিগণকে ধ্বংস করিয়াছি, নিশ্চয় তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না।"

(৫) فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون

"অনন্তর তাহারা অছিএত করিতে সক্ষম হইবে না ও নিজেদের পরিজনের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না।"

তৎপরে মিষ্টার মোহম্মদ আলী ছাহেব এবনো-মাজা ও ছহিহ মোছলেমের দুইটী হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, শহিদেরা মৃত্যুর পরে দুনইয়ায় ফিরিয়া আসার আকাঙ্খা করিয়া থাকেন, কিন্তু খোদাতায়ালা বলেন, আমি নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি যে, শহিদেরা দুনইয়ায় ফিরিয়া যাইবে না।

আমরা তদুত্তরে বলি, কোর-আন শরিফে এইরূপ বহু আয়ত আছে—যাহা সাধারণ ভাবে কথিত হইয়াছে, কিন্তু দুই চারিটী বিশিষ্ট হুকুম উহার বিপরীত হইয়া থাকে, ইহাকে আরবীতে العام المخصوص منه البعض 'আ'ম মখছুছ মেনহোল 'বা'জ' বলা হইয়া থাকে।

কোর-আনে আছে;—

ان الذين كفروا سواء عليهم أ انذرتهم ام لم تنذرهم فهم لا يؤمنون ●

"নিশ্চয় যাহারা কাফের হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন কর, আর নাই কর, তাহারা ইমান আনিবে না।"

অনেক ক্ষেত্রে কাফেরেরা ইমান আনে না, এই হিসাবে ইহা বলা হইয়াছে যে, তাহারা ইমান আনিবে না, কিন্তু ইহাতে বুঝা যায় না যে, কোন কাফের ইমান আনিবে না, শত শত কাফের ইমান আনিয়াছে ও আনিবে।

এক আয়তে আছে;—

و الملئكة يسبحون بحمد ربهم و يستغفرون لمن في الارض ●

"এবং ফেরেশতাগণ তাঁহাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সহিত তছবিহ পড়িয়া থাকেন এবং যাহারা জমিতে আছে, তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকেন।"

এই আয়তটী সাধারণ ভাবে কথিত হইয়াছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, ফেরেশতাগণ ইমানদার ও কাফেরগণ সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্য আয়তে আছে;—

ما كان للنبي و الذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين و لوكانوا اولى قربى ●

নবী ও ইমানদারগণের পক্ষে মোশরেকদিগের জন্য—তাহারা আত্মীয় হইলেও ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নহে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, ফেরেশতাগণ কেবল ইমানদারগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

يا بنى اسرائيل اذكرو نعمتي التي انعمت عليكم وانى فضلتكم على العالمين ❁

"হে ইছরাইল সন্তানগণ, তোমরা আমার সম্পদ যাহা—তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছি, স্মরণ কর এবং নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সমস্ত আলমের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি।"

সমস্ত আলম বলিলে, নবি ও রাছুলগণ এবং ফেরেশতাগণ বুঝা যায়। ইহাতে কি ইছরাইল বংশীয় লোকগণ নবি, রাছুল ও ফেরেশতাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইলেন ? না, বরং ইহার অর্থ সমসাময়িক সমশ্রেণীগণ।

এক স্থানে আছে ;—

فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزأ ❁

"অনন্তর তুমি (হে এবরাহিম) চারিটী পক্ষী গ্রহণ কর, তৎপরে উহাদিগকে নিজের দিকে লইয়া খণ্ড খণ্ড কর, তৎপরে তন্মধ্য হইতে এক এক খণ্ড প্রত্যেক পর্ব্বতের উপর স্থাপন কর।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, দুনইয়ার সমস্ত পর্ব্বতের উপর এক এক খণ্ড মাংস রাখা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত মর্ম্ম ইহা নহে, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, তাঁহার নিকটস্থ প্রত্যেক পর্ব্বতের উপর উহা স্থাপন করা হইয়াছিল।

এক স্থানে আছে ;— خلقنا كم من تراب ثم من نطفة

"আমি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে, তৎপরে বীর্য্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, সমস্ত মনুষ্য বীর্য্য হইতে সৃজিত হইয়াছে, কিন্তু ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون এই আয়তে বুঝা যায় যে, হজরত আদম (আঃ) প্রথমোক্ত হুকুম হইতে স্বতন্ত্র।

এইরূপ যে সমস্ত আয়ত ও হাদিছে বুঝা যায় যে, মৃত্যু অন্তে মৃতেরা দুনইয়ায় আসিবে না, ইহার অর্থ এই যে, খোদার বিনা হুকুমে তাহারা নিজেরা দুনইয়ায় ফিরিয়া আসিতে পারিবে না, কিন্তু যদি আল্লাহ কাহারও দোয়ায় বা অন্য কোন কারণে কোন মৃতকে দুনইয়ায় ফিরাইয়া দেন, তবে প্রথম হুকুম হইতে স্বতন্ত্র হইবে।

যখন উভয় প্রকার আয়তের মধ্যে কোন বিরোধ ভাব থাকিল না, তখন মিষ্টার ছাহেবের মৃতকে জীবিত করার অপ্রকৃত (মাজাজি) অর্থ গ্রহণ জায়েজ হইতে পারে না। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত মত যে, হকিকি (প্রকৃত) অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হইলে, কোন শব্দের মাজাজি (অপ্রকৃত) কম্বা রূপক অর্থ গ্রহণ করা জায়েজ হইতে পারে না।

তৎপরে খোদা বলিতেছেন ;—

হজরত ইছা (আঃ) বলিয়াছিলেন, যাহা তোমরা নিজেদের গৃহে ভক্ষণ করিয়া থাক এবং যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখ, আমি তাহা তোমাদিগকে সংবাদ প্রদান করিয়া থাকি।

ছোদি বলিয়াছেন, হজরত ইছা বালকদিগকে বলিতেন, তোমাদের মাতা এই এই জিনিষ গোপন করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা মাতাদের নিকট গমন পূর্ব্বক বলিত, তোমরা যে বস্তু গোপন করিয়া রাখিয়াছ তাহা আমাদিগকে ভক্ষণ করিতে দাও। মাতারা বলিত, আমরা কি বস্তু গোপন করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা বলিত, অমুক অমুক বস্তু। তাহারা বলিত, কে তোমাদিগকে এই সংবাদ প্রদান করিয়াছে? তাহারা বলিত, ইছা বেনে মরয়ম। ইহাতে তাহারা বলিয়াছিল, যদি তোমরা বালকদিগকে ইছার সহিত ত্যাগ কর, তবে সে তাহাদিগকে ভ্রান্ত করিয়া ফেলিবে। তৎপরে তাহারা বালকদিগকে এক গৃহে সংগ্রহ করিয়া আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। হজরত ইছা তাহাদিগকে অনুসন্ধান

করিতে বাহির হইয়া তাহাদিগকে না পাইয়া তাহাদের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি তাহাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, ইহাতে তাহারা নাই, ইহাতে বানর ও শূকর সকল রহিয়াছে। হজরত ইছা বলিলেন, তাহাই হইয়া যাউক, লোকে দেখিল, যথার্থই তাহারা বানর ও শূকরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এবনো-জরির, এমাম ছাইউতি, এমাম রাজি, আল্লামা আলুছি, খতিব শেরবানি প্রভৃতি বিশ্বাসভাজন টীকাকারগণ ইহা ছহিহ ধারণায় উল্লেখ করিয়াছেন। নেচারির দল এই ছহিহ রেওয়াএতটা জাল গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিতে ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন।

আর একদল বিদ্বান ইহার অর্থে বলিয়াছেন, যে সময় লোকেরা তাঁহার নিকট আছমান হইতে ভোজ্য পাত্র (খাদ্য পূর্ণ খাঞ্চা) নাজেল হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তৎপরে উহা নাজেল হইতে থাকে, সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেম, তোমরা উহা ভক্ষণ কর, কিন্তু সঞ্চয় করিয়া রাখিও না। তাহারা উহা ভক্ষণ করিত এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিত, সেই সময় তাহারা বানর ও শূকরে পরিণত হইয়াছিল, এই অর্থে বলা হইতেছে, তোমরা যাহা ভক্ষণ কর ও সঞ্চয় করিয়া রাখ, আমি তোমাদিগকে তাহার সংবাদ প্রদান করিয়া থাকি। হজরত ইছা (আঃ) কিম্বা খোদা বলিতেছেন যে, যদি তোমরা ইমানদার হও, তবে তোমাদের জন্য এই চারি প্রকার অলৌকিক কার্য্যে নিদর্শন রহিয়াছে।—দোঃ, ২।৩৫, এঃ জঃ, ৩।১৭৫।১৭৬, রুঃ মাঃ, ১।৫৮৯, কঃ, ২।৩৭৫, ছেঃ, ১।২১৩।

(৫০) আমি আমার সম্মুখীন তওরাত কেতাবের সত্যতা প্রমাণকারীরূপে প্রেরিত হইয়াছি। হজরত ইছা এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন যে, তিনি লোকদের নিকট তওরাত' খোদার

বাক্য বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন, অস্বীকারকারিদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেন ও নিরক্ষরদিগের অর্থ পরিবর্ত্তন খণ্ডন করিয়া দেন।

কেহ কেহ উহার অর্থে বলেন, উহার মধ্যে যে সমস্ত কথা আছে, সমস্তই যে হেকমত পূর্ণ ও সত্য, ইহার উপর ইমান আনার জন্য তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন।

তৎপরে বলিতেছেন ;—

আর আমি এই হেতু প্রেরিত হইয়াছি যে, য়িহুদিদিগের উপর যে সমস্ত বিষয় হারাম করা হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের মধ্যে কতক হালাল করিয়া দিব। এক্ষণে প্রশ্ন এই হয় যে, যদি তিনি তওরাত কেতাব তছদিক করার জন্য আসিয়া থাকেন, তবে কিরূপে তিনি উহার কতক হুকুম মনছুখ করিবেন ?

তদুত্তরে এমাম রাজি বলিয়াছেন, অহাব বেনে মোনাব্বাহ বলিয়াছেন, হজরত ইছা (আঃ) হজরত মুছা (আঃ) এর শরিয়ত অবলম্বী ছিলেন, তিনি শনিবার পালন করিতেন বয়তুল-মোকাদ্দছকে কেবলা স্থির করিয়াছিলেন। আয়তের এই অংশের দুইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে।

প্রথম য়িহুদী যাজকেরা নিজেদের পক্ষ হইতে কতকগুলি জাল শরিয়ত প্রস্তুত করিয়াছিল এবং উহা হজরত মুছার দীন বলিয়া অভিহিত করিত, তৎপরে হজরত ইছা আগমন পূর্ব্বক উহা বাতীল করিয়া দিলেন, সেই সময় প্রকৃত মুছায়ি মত প্রবর্ত্তিত হইল।

দ্বিতীয়, য়িহুদিদিগের অপকার্য্যের জন্য শাস্তি স্বরূপ তাহাদের উপর কতকগুলি বিষয় হারাম করা হইয়াছিল, এই হারাম হওয়ার হুকুম তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, হজরত ইছা (আঃ) আগমন পূর্ব্বক এই কঠোর ব্যবস্থাগুলি রহিত করিয়া দিয়াছিলেন।

আর একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, তিনি তওরাতের অনেক ব্যবস্থা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন, আর তওরাত তছদিকের অর্থ এই যে, উহার প্রত্যেক হুকুম সত্য বলিয়া মান্য করা।

আর মনছুখ করার অর্থ যে তওরাতের কতক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার শেষ সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া, আরও তওরাতে হজরত ইছার হুকুম মান্ত করার উপদেশ থাকিলে, তাঁহার হুকুম মান্ত করিলে, তওরাত মান্ত করা হইবে। কাজেই তওরাত তছদিক এবং উহার কতক হুকুম মনছুখ করা এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈষম্য ভাব নাই।

তৎপরে বলিতেছেন, যেহেতু আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নিদর্শন আনয়ন করিয়াছি, এই হেতু তোমরা খোদাকে ভয় কর এবং আমার আদেশ পালন কর।—কঃ, ২।৪৭৬, রূঃ ১।৫৯০।

(৫১) তৎপরে তিনি বলিতেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক, কাজেই তোমরা তাঁহার এবাদত কর, ইহা সরল পথ। ইহাতে তিনি নিজের বিনয় ভাব ও বান্দা হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়া খৃষ্টানেরা যে তাঁহাকে পূর্ণ খোদা কিম্বা খোদার পুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, তাহাদের মতের অসারতা প্রকাশ করিতেছেন এবং খোদার এবাদত করার কথা বলিয়া খৃষ্টানদের কাফফারার মতের প্রতিবাদ করিতেছেন।—কঃ, ২।২৭৭।

(৫২) এই আয়তে যে য়িহুদীদের দ্বারা কোফর প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহার অর্থ যে, তাহারা কাফেরিমূলক কথা বলিয়াছিল, কিম্বা তাহারা কাফেরির উপর হঠকারিতা প্রকাশ করিয়াছিল এবং তাহাকে হত্যা করার সঙ্কল্প করিয়াছিল। এক্ষণে তাহাদের কাফেরি প্রকাশ করার কারণ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

(১) ছোদি বলিয়াছেন, যখন আল্লাহ তাঁহাকে বনি-ইছরাইল সম্প্রদায়ের রাছুলরূপে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে খোদার দীনের দিকে

আহ্বান করেন, ইহাতে তাহারা অবাধ্যতা প্রকাশ করে এবং তাহার আদেশ লঙ্ঘন করে। হজরত ইছা তাহাদের ভয়ে লুকায়িত হয়েন। ইহা অবিকল হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর ন্যায় ব্যাপার। তৎপরে হজরত ইছা (আঃ) নিজের মাতার সঙ্গে দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ঘটনা ক্রমে তিনি এক পল্লীতে এক জন লোকের অতিথি হইলেন, সেই ব্যক্তি অতি উত্তমরূপে অতিথি-সৎকার করিল। সেই শহরে একজন অত্যাচারী রাজা ছিল, এক দিবস সে ব্যক্তি দুঃখিত অবস্থায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে সে বলিল, এই নগরের রাজা একজন অত্যাচারি লোক, তাহার নিয়ম এই যে, প্রত্যেক দিবস আমাদের এক একজনের পক্ষে তাহাকে ও তাহার সৈন্যদলকে পানাহার করানের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, অদ্য আমার নিরূপিত দিবস উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু এই কার্য্য আমার পক্ষে নিরতিশয় কষ্টকর। হজরত মরয়ম ইহা শ্রবণে বলিলেন, হে প্রাণাধিক পুত্র, তুমি খোদার নিকট দোয়া কর, যেন তিনি এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দেন। হজরত ইছা বলিলেন, যদি আমি এই কার্য্য করি, তবে অমঙ্গল হইবে। হজরত মরয়ম বলিলেন, যখন এই লোকটী আমাদের উপকার ও সম্মান করিয়াছে, তখন তাহার সমাদর করা জরুরি। ইহাতে হজরত ইছা (আঃ) বলিলেন, যখন রাজার আসিবার সময় হইবে, তখন তুমি নিজের ডেক ও পানীয় পাত্র (মাইট)গুলি পানি দ্বারা পূর্ণ করিও। তৎপরে আমাকে সংবাদ প্রদান করিও। ইহা করা হইলে, তিনি আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করিলেন, ডেকগুলিতে খাদ্য-সামগ্রী ও মাইটগুলিতে সুরা প্রস্তুত হইয়া গেল। রাজা আগমন করিয়া পানাহার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই সুরা কোথা হইতে আসিল? সে উত্তর দিতে কৌতুক করিতে লাগিল, রাজা অবিরত

উত্তর চাহিতে লাগিলেন, অবশেষে সে প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। রাজা বলিলেন, যে ব্যক্তির দোয়াতে পানি সুরায় পরিণত হয়, তাহার দোয়াতে নিশ্চয় আমার মৃত পুত্র জীবিত হইবে। সেই পুত্র কয়েক দিবস হইল মরিয়া গিয়াছিল। তখন সেই রাজা হজরত ইছা (আঃ)কে ডাকিয়া দোয়া করিতে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন, আমি দোয়া করিব না, কেননা যদি সে জীবিত থাকে, তবে মহা অনিষ্ট সাধিত হইবে। রাজা বলিলেন, যদি আমি তাহাকে দেখিতে পাই, তবে যাহা হয় হউক, কোন চিন্তা করি না। যদি তুমি তাহাকে জীবিত করিয়া দাও, তবে আমি তোমাকে তোমার ধর্ম্ম প্রচারে বাধা প্রদান করিব না। তাঁহার দোয়াতে সে জীবিত হইয়া গেল। যখন তাহার রাজ্যের অধিবাসিগণ তাহার পুত্রকে জীবিত হইতে দেখিল, তখন তাহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সংগ্রামে লিপ্ত লইল, হজরত ইছা (আঃ) এর সংবাদ প্রচারিত হইলে, য়িহুদীগণ তাহার হত্যা সাধন করিতে, দুর্ণাম করিতে ও তাঁহাকে এনকার করিতে সাধ্য সাধনা করিতে লাগিল।

(২) য়িহুদিরা ইহা অবগত ছিল যে, হজরত ইছা (আঃ) এর সুসংবাদ তওরাতে প্রদত্ত হইয়াছে এবং ইহাও উল্লিখিত আছে যে, তিনি তাহাদের দীনকে মনছুখ করিয়া দিবেন. এই হেতু তাহারা প্রথম অবস্থাতেই তাঁহার দুর্ণাম রটাইতে লাগিল, যখন তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, তাহাদের ক্রোধ অধিক হইতে অধিকতর হইতে লাগিল এবং তাঁহাকে কষ্ট দিতে ও ভয় দেখাইতে লাগিল ও তাঁহার হত্যা সাধন করিতে চেষ্টিত হইল।

(৩) হজরত ইছা (আঃ) ধারণা করিলেন যে, তাঁহার সম্প্রদায় ইমানের দিকে আহ্বান করা সত্বেও তাঁহার উপর ইমান আনিবে না এবং তাঁহার আহ্বান ফলোদয় হইবে না, সেই সময়

—৫২

তিনি পরীক্ষা করা উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন,— من انصاري الى لله "কোন্ ব্যক্তি খোদার জন্য আমার সহায়তাকারী হইবে?" হাওয়ারিগণ ব্যতীত কেহই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করে নাই। সেই সময় তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, হাওয়ারিগণ ব্যতীত সকলেই ধর্ম্মদ্রোহী, তাঁহার দীন অস্বীকার করিতেছে এবং তাঁহার হত্যা সাধনে চেষ্টাবান হইয়াছে।

ইহার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে ;—

(১) আমার আল্লাহর দরবারে গমন করা ও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা কালে কোন্ ব্যক্তি আমার সাহায্যকারী হইবে?

(২) আল্লাহতায়ালার দীনকে প্রকাশ করিতে কে আমার সহায়তাকারী হইবে?

(৩) আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভের অবলম্বন সম্বন্ধে কে আমার সহায়তাকারী হইবে?

(৪) আল্লাহতায়ালার জন্য কোন্ ব্যক্তি আমার সাহায্যকারী হইবে?

(৫) আল্লাহতায়ালার পথে কে আমার সহায়তাকারী হইবে।

এমাম রাজি লিখিয়াছেন, যে সময় হজরত ইছা (আঃ) ইছরাইল-সন্তানদিগকে নিজের দীনের দিকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাহারা উক্ত হজরতের অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছিল, তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে হেজরত করিয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় তিনি একদল মৎস্য-শীকারি লোকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন. তাহাদের মধ্যে শময়ুন এবং জয়দীর দুই পুত্র ইয়াকুব ও ইউহানা ছিল, ইহারা তাঁহার দ্বাদশ জন হাওয়ারির অন্তর্গত ছিলেন। তখন হজরত ইছা (আঃ) বলিলেন, এক্ষণে তোমরা মৎস্য শীকার করিতেছ, কিন্তু যদি

তোমরা আমার অনুসরণ কর, তবে তোমরা অনন্ত জীবনের জন্য লোকদিগকে শীকার করিতে সক্ষম হইবে। তখন তাহারা হজরত ইছা (আ:)এর নিকট কোন অলৌকিক কার্য্য (মো'জেজা) দেখিতে চাহিল, সেই রাত্রে শময়ুন নদীতে জাল ফেলিয়াছিল, কিন্তু কোন মৎস্য শীকার করিতে পারে নাই। তখন রুহোল্লাহ (আ:) তাহাকে দ্বিতীয়বার নদীতে জাল ফেলিতে আদেশ করিলেন, ইহাতে উক্ত জালে এত অধিক পরিমাণ মৎস্য আবদ্ধ হইল যে জাল ছিন্ন-প্রায় হইয়াছিল এবং অন্য নৌকার চালক-দিগের সাহায্য লইল, উভয় নৌকা মৎস্যের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গেল, সেই সময় তাহারা হজরত ইছা (আ:)এর উপর ইমান আনিয়া-ছিল।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার শেষ অবস্থার কথা, যে সময় য়িহুদীরা তাঁহাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিতেছিল, আর তিনি তাহাদের নিকট হইতে হেজরত করিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় উক্ত দ্বাদশ জন হাওয়ারিকে বলিয়াছিলেন, যে কেহ বেহেশতের মধ্যে আমার সহচররূপে থাকিতে বাসনা রাখে সে যেন এই শর্ত্ত স্বীকার করে যে, সে আমার সদৃশ আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া আমার স্থলে নিহত হইবে। তাহাদের মধ্যে একজন এই শর্ত্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

তৎপরে বলিতেছেন ;—

"হাওয়ারিগণ বলিলেন, আমরাই খোদার সহায়তাকারী হইব।"

'হাওয়ারি' حواري শব্দের আভিধানিক অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। উহার এক অর্থ বিশিষ্ট ও খাঁটি ব্যক্তি। এই অর্থে হজরত নবি (ছা:) হজরত জোবাএরের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, জোবাএর আমার উম্মতের মধ্যে খাঁটি ও বিশিষ্ট ব্যক্তি।

এই হিসাবে যাহারা নবিগণের প্রতি বিশ্বাস করিতে ও তাঁহাদিগকে সহায়তা করিতে খাঁটি, তাহারাই হাওয়ারি নামে অভিহিত।

হাওয়ারি حور শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ বেশী শ্বেতবর্ণ, এই অর্থের হিসাবে ছইদ বেনে জোবাএর বলিয়াছেন, হাওয়ারিদিগের বস্ত্রগুলি শ্বেত ছিল, এই তাঁহারা হেতু উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, তাঁহারা রজক ছিলেন, বস্ত্র সকল পরিষ্কার করিতেন। কেহ বলিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তর প্রত্যেক প্রকার কপটতা ও সংশয় হইতে পবিত্র ও নির্ম্মল ছিল, এই হেতু উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন।

জোহাক বলিয়াছেন, হজরত ইছা (আঃ) রজক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তাহারা ইমান আনিয়াছিলেন।

নাবাতি ভাষাতে রজককে هواري বলা হয়, উক্ত শব্দটী আরবিতে পরিণত করায় حواري হইয়া গিয়াছে। মোকাতেল বলিয়াছেন, ধোপাদিগকে হাওয়ারি বলা হয়। এই আভিধানিক অর্থের হিসাবে কোন ব্যক্তির বিশিষ্ট ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগকে হাওয়ারি বলা হইয়া থাকে।

হাওয়ারিগণ কাহারা ছিলেন, ইহাতে বিদ্বানগণ চারি প্রকার প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) হজরত ইছা (আঃ) মৎস্য শীকারিদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা আইস, আমরা মনুষ্যদিগকে শীকার করিব, তৎশ্রবণে তাহারা বলিয়াছিলেন, তুমি কে? তিনি বলিয়াছিলেন, আমি মরয়মের পুত্র ইছা, খোদার বান্দা ও রাছুল। তাহারা হজরত ইছার নিকট কোন নিদর্শন দেখিয়া ইমান আনিয়াছিলেন, ইহারা হাওয়ারি।

(২) হজরত ইছা (আঃ)এর মাতা তাঁহাকে একজন রংকরের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন, যখন সে তাঁহাকে কিছু শিক্ষা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিত, তিনি তদপেক্ষা সমধিক বিজ্ঞ ছিলেন। রংকর কোন জরুরি কার্য্যের জন্য বাহিরে যাইবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল, এই স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রকমের কয়েক খানা বস্ত্র আছে, আর প্রত্যেক বস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন আছে, তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছ, উক্ত ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গে বস্ত্রগুলি রঞ্জিত কর, যেন আমার প্রত্যাবর্ত্তন কালে কার্য্য সমাধা হইয়া যায়।

তৎপরে সে বাহিরে চলিয়া গেলে, হজরত ইছা (আঃ) সমস্ত বস্ত্র একটী রংএর মাইটে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, হে বস্ত্রগুলি, আমি যেরূপ ইচ্ছা করি, তোমরা খোদার আদেশে সেইরূপ হইয়া যাও। রংকর প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, যাহা তিনি করিয়াছিলেন, তাহাকে তাহার সংবাদ প্রদান করিলেন। তৎশ্রবণে রংকর বলিল, তুমি সমস্ত বস্ত্র নষ্ট করিয়া আমার ক্ষতি করিয়াছ। ইহাতে উক্ত হজরত বলিলেন, তুমি যাও এবং উহা পর্য্যবেক্ষণ কর। সে তথায় গিয়া একখানা লোহিত বর্ণের কাপড়, একখানা জরদ বর্ণের এবং একখানা সবুজ বর্ণের, এইরূপ সমস্ত কাপড় নিজের অভিপ্সিত বর্ণের বাহির করিল। তদ্দর্শনে উপস্থিত লোকেরা বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহার উপর ইমান আনিল। ইহারাই হাওয়ারি সম্প্রদায়।

(৩) হাওয়ারি দ্বাদশ ব্যক্তি হজরত ইছা (আঃ)এর পশ্চাদ্গামি হইয়াছিলেন, যখন তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হইতেন, তখন বলিতেন, হে রুহোল্লাহ, আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। ইহাতে তিনি ভূমিতে চপেটাঘাত করিতেন, অমনি প্রত্যেকের জন্য দুই দুইখানা রুটী বাহির হইত। আর তাহারা তৃষ্ণার্ত্ত হইলে বলিতেন, হে রুহোল্লাহ, আমরা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছি, তখন তিনি ভূমিতে চপেটাঘাত করিলে, তথা হইতে পানি বাহির হইত, তাহারা উহা পান

করিতেন। তাহারা বলিয়াছিলেন, যখন আমারা ইচ্ছা করি আপনি আমাদিগকে খাদ্য ভক্ষণ ও পানি পান করাইয়া থাকেন, কাজেই আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে হইবে?

তৎশ্রবণে উক্ত হজরত বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি নিজ হস্তে কার্য্য করিয়া নিজের উপার্জ্জিত বস্তু ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। সেই হইতে তাহারা বেতন লইয়া লোকদের বস্ত্র সকল ধৌত করিতে লাগিলেন, তাহারাই হাওয়ারি নামে অভিহিত হইয়াছেন।

(৪) একজন রাজা খাদ্য প্রস্তুত করিয়া লোকদিগকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, হজরত ইছা (আঃ) একটী পিয়ালা হইতে ভক্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যস্থিত খাদ্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল না। লোকে রাজাকে এই সংবাদ প্রদান করায় তিনি বলিলেন, তোমরা কি তাঁহাকে জান? তাহারা রাজাকে তাঁহার নিকট লইয়া গেলে, তিনি বলিলেন, তুমি কে? তিনি বলিলেন, আমি মরয়মের পুত্র ইছা। রাজা বলিলেন, আমি রাজ্য ত্যাগ করতঃ আপনার অনুগামি হইব। তিনি আত্মীয়গণ সহ তাঁহার অনুগামি হইয়াছিলেন, তাঁহারাই হাওয়ারি নামে অভিহিত হইয়াছেন।

কাফ্‌কাল বলিয়াছেন, ইহা বিশেষ সম্ভব যে, উক্ত দ্বাদশ জন হাওয়ারির মধ্যে কতক রাজা ছিলেন, কতক মৎস্য-ব্যবসায়ী, কতক রংকর, কতক রজক ও কতক অন্যান্য লোক ছিলেন। তাঁহারা সকলেই হাওয়ারি নামে অভিহিত হইয়াছেন. যে হেতু তাঁহারা হজরত ইছা (আঃ)এর সহায়তাকারী এবং প্রেম, আদেশ পালনকারী ও সেবায় খাঁটি ছিলেন।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, খোদার সহায়তাকারীর অর্থ তাঁহার দীনের কিম্বা নবিগণের সহায়তাকারী।

তৎপরে বলিতেছেন ;—

হাওয়ারিগণ বলিলেন, আমরা খোদার উপর ইমান আনিলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা আপনার সাহায্য করে এবং আপনাকে শত্রু হইতে রক্ষা করা করে আপনার আনুগত্য স্বীকার করিলাম এবং তৎসম্বন্ধে খোদার আদেশের অনুগত হইলাম। কেহ কেহ ইহার অর্থে বলেন, যেরূপ সমস্ত নবীর দীন ইছলাম ছিল, আমরাও সেই দীন গ্রহণ করিলাম।—ক:, ২।৭৭৭-৪৭৮, ও রুঃ, মাঃ ১।৫৯২—৫৯৪।

(৫৩) হাওয়ারিগণ হজরত ইছা (আঃ)কে নিজেদের ইমাম ও ইছলামের প্রতি সাক্ষী করিয়া বিনীত ভাবে বলিয়াছিলেন, খোদা, তুমি যে কেতাবগুলি নাজেল করিয়াছ, আমরা তৎসমুদয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং তোমার রাছুলের অনুসরণ করিলাম, কাজেই তুমি আমাদিগকে সাক্ষ্যপ্রদাতা সম্প্রদায়ের সহিত লিপিবদ্ধ কর।

এই অংশের কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে ;—

(১) হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) ও তাঁহার উম্মতকে সাক্ষ্য প্রদাতা সম্প্রদায় বলা হইয়াছে, কেননা কেয়ামতের দিবস যখন হজরত নূহ (আঃ)এর উম্মতগণ তাঁহার নবুয়ত ও ধর্ম্ম প্রচারের কথা অস্বীকার করিবে, সেই সময় এই শেষ উম্মত হজরত নূহ (আঃ)এর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন এবং হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) এই উম্মতের সত্যতা প্রমাণ করিবেন।

(২) উক্ত ছাহাবা অন্য রেওয়াএতে বলিয়াছেন, নবিগণকে সাক্ষ্য প্রদাতা বলা হইয়াছে, যেহেতু তাঁহারা নিজ নিজ উম্মতের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

(৩) যাহারা খোদার অহদানিএত (একত্ব) ও নবিগণের নবুয়তের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের তুল্য হওয়ার আমাদিগকে প্রদান কর।

(৪) যাহাদের সৎকার্য্যের লিপিগুলি ইল্লিনে লিখিত হইয়া থাকে, তাহাদের সহিত আমাদের নাম লিখিত হউক।

(৫) যে আলেমগণ খোদার একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, আমাদিগকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দাও।

(৬) যাহারা মোশাহাদা ও মোকাশাফার দরজায় পৌঁছিয়াছেন, আমাদিগকে তাঁহাদের দরজায় পৌঁছাইয়া দাও। —কঃ, ২।৪৭৯।

(৫৪) আরবি مكر 'মকর' শব্দের অর্থ কাহারও ক্ষতি করার জন্য দুরভিসন্ধি করা। খোদার পক্ষে এইরূপ হীন ষড়যন্ত্র করা অসম্ভব, এই জন্য বিদ্বানগণ উহার অর্থ পূর্ণভাবে সুদৃঢ় ব্যবস্থা করা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আয়তের অর্থ এই—য়িহুদিরা যে সময় হজরত ইছা (আঃ) কে হত্যা করার হীন ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সেই সময় খোদা অতি সুদৃঢ় সুব্যবস্থা করিয়া তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন, খোদাতায়ালা সুদৃঢ় ব্যবস্থাকারিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

খোদাতায়ালা তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিতে কোন্ সুপন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

(১) হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, একজন ইছরাইলীয় রাজা হজরত ইছা (আঃ)কে হত্যা করার সঙ্কল্প করিয়াছিল, হজরত জিবরাইল (আঃ) তাঁহাকে একটী কক্ষে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন, যখন য়িহুদিরা উক্ত গৃহে প্রবেশ করিল, হজরত জিবরাইল (আঃ) তাঁহাকে উহার গবাক্ষ দ্বারা বাহির করিয়া আছমানে লইয়া গেলেন। য়িহুদী-রাজ

একজন দুষ্টলোককে তাঁহার হত্যা সাধনের আদেশ দেয়, সে উক্ত গৃহে প্রবেশ করিলে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে হজরত ইছা (আঃ) এর মুখশ্রী প্রদান করিলেন। তখন সে বাহিরে আসিয়া সংবাদ প্রদান করিয়া বলিল, তিনি এই গৃহে নাই। লোকেরা তাহাকে ইছা ধারণা করিয়া হত্যা করিল ও ক্রুশ-বিদ্ধ করিল। উপস্থিত খ্রীষ্টানেরা তিন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল, একদল বলিল, তিনি আমাদের মধ্যে খোদা ছিলেন, এখন তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। আর একদল বলিল, তিনি খোদার পুত্র, ইহারা কাফের হইয়া গিয়াছিল। তৃতীয় দল বলিল, তিনি খোদার বান্দা ও রাছুল ছিলেন, খোদা তাঁহাকে আছমানে সমুত্থিত করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ইহারা ইমানদার ছিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে এক একটী দল গঠিত হইয়াছিল। তৎপরে যে সম্প্রদায়দ্বয় কাফের হইয়া গিয়াছিল, তাহারা ইমানদার সম্প্রদায়ের উপর প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া পড়িল, তৎপরে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) প্রেরিত হইলে, প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশিত হইয়াছে। খোদাতায়ালা যে তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন, উহার অর্থ এই যে, তাঁহাকে আছমানে উত্থাপন করিয়াছিলেন।

(২) হাওয়ারিদিগের সংখ্যা বার ছিল, তাঁহারা এক গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন মোনাফেক (কপট) হইয়া গিয়া য়িহুদিদিগকে হজরত ইছা (আঃ)এর সন্ধান বলিয়া দিয়াছিল, তখন আল্লাহ হজরত ইছা (আঃ)এর মুখশ্রী তাহাকে প্রদান করিয়া উক্ত হজরতকে আছমানে উঠাইয়া লইয়াছিলেন। সেই সময় য়িহুদীরা উক্ত কপট ব্যক্তিকে হজরত ইছা (আঃ) ধারণা করিয়া ধৃত করতঃ ক্রুশবিদ্ধ ও হত্যা করিয়া ফেলে। ইহাই খোদার সুব্যবস্থা ছিল।

এবনো-ইছহাক বলিয়াছেন, হজরত ইছা (আঃ)এর আছমানে সমুত্থিত হওয়ার পরে য়িহুদিরা হাওয়ারিদিগকে সূর্য্যের উত্তাপে নিক্ষেপ করিয়া শাস্তি প্রদান করিত, তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত-প্রায় হইয়াছিল। রুমের রাজা এই নিদারুণ ঘটনা শ্রবণ করিলেন, য়িহুদী-রাজ তাহার অনুগত প্রজা ছিল, প্রথমোক্ত রাজাকে জ্ঞাত করান হইল যে, একজন ইছরাইলীয় লোক নবুয়তের দাবী করিয়া তাহাদিগকে মৃত জীবিত ও জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে (!) তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, যদি আমি ইহা অবগত হইতে পারিতাম, তবে তাহাদিগকে এই কার্য্যে বাধা প্রদান করিতাম। তৎপরে তিনি লোক প্রেরণ করিয়া হাওয়ারিদিগকে তাহাদের কবল হইতে মুক্ত করেন, হজরত ইছা (আঃ)এর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যান। তৎপরে য়িহুদিদিগের সহিত সংগ্রাম করতঃ তাহাদের বিরাট দলকে হত্যা করেন। তৎপরে হজরত ইছা (আঃ) আছমানে সমুত্থিত হওয়ার প্রায় ৪০ বৎসর পরে খ্রীষ্টানদিনের অন্য এক রাজা যিরুছালেমে (বয়তুল-মোকাদ্দছে) সংগ্রাম করতঃ উহার ধ্বংস সাধন ও বহু লোককে হত্যা ও বন্দী করেন। তাহারা যে হজরত ইছা (আঃ)এর উপর অসত্যারোপ করিয়াছিল ও তাহার হত্যা সাধনের চেষ্টা করিয়াছিল, খোদা ইহাই তাহাদের প্রতিশোধ প্রদান করিলেন।

(৪) খোদা পারস্য-রাজকে তাহাদের উপর জয়যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, এমন কি তিনি তাহাদিগকে হত্যা ও বন্দী করিয়াছিলেন। ইহাই খোদার প্রতিশোধ গ্রহণের অর্থ।

(৫) য়িহুদীগণ হজরত ইছা (আঃ)এর দীনকে বাতীল করার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছিল, খোদা উহার বিপরীতে তাঁহার

দীনকে উন্নত ও জাজ্জ্বল্যমান করিয়া দিয়াছিলেন এবং শত্রুকুলকে লাঞ্ছিত ও হেয় করিয়া দিয়াছিলেন। কঃ, ২।৭৮০।

৬ষ্ঠ রুকু, ৯ আয়ত।

(٥٥) اذ قال الله يعيسى انى متوفيك و رافعك

الى و مطهرك من الذين كفروا و جاعل الذين

اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة ج ثم

الى مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ○

(٥٦) فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا فى الدنيا

و الاخرة ز و ما لهم من نصرين ○ (٥٧) و اما

الذين امنوا و عملوا الصلحت فيوفيهم اجورهم ط

و الله لا يحب الظلمين ○ (٥٨) ذلك نتلوه عليك

من الايت و الذكر الحكيم (٥٩) ان مثل عيسى

عند الله كمثل ادم ط خلقه من تراب ثم قال له

كُنْ فَيَكُوْنُ ○ (٦٠) اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ

الْمُمْتَرِيْنَ ○ (٦١) فَمَنْ حَاۤجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَكَ

مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاۤءَنَا وَ اَبْنَاۤءَكُمْ وَ نِسَاۤءَنَا

وَ نِسَاۤءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ ۛ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ

لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ○ (٦٢) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ

الْحَقُّ ۚ وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ (٦٣) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ

بِالْمُفْسِدِيْنَ ع

অনুবাদ।

(৫৫) যখন আল্লাহ বলিলেন—হে ইছা, নিশ্চয় আমি তোমাকে গ্রহণ করিব এবং তোমাকে আমার দিকে উত্তোলন করিব ও অবিশ্বাসকারিগণ হইতে তোমাকে পবিত্র করিব এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে কেয়ামতের দিবস পর্য্যন্ত কাফেরদিগের উপর উন্নত করিব, তৎপরে আমার দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন স্থল হইবে, তৎপরে তোমরা যে বিষয়ে

মতভেদ করিতে, তৎসম্বন্ধে আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করিব।

(৫৬) অনন্তর কিন্তু যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতা করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে ইহজগতে ও পরজগতে কঠিন শাস্তি প্রদান করিব এবং তাহাদের জন্য কোন সহায়তাকারী হইবে না।

(৫৭) আর কিন্তু যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং সৎকর্ম্ম সকল করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের বিনিময় পূর্ণভাবে প্রদান করিবেন এবং আল্লাহ অত্যাচারিদিগকে ভালবাসেন না।

(৫৮) উক্ত সংবাদ আয়ত সমূহ ও বিজ্ঞানময় কোর-আন হইতে তোমার উপর আবৃত্তি করিতেছি।

(৫৯) নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ইছার অবস্থা আদমের অবস্থার তুল্য, তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি হইয়া যাও, ইহাতে সে হইয়া যায়।

(৬০) (উহা) সত্য, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে, কাজেই তুমি সংশয়কারিদিগের অন্তর্গত হইও না।

(৬১) অনন্তর তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পরে যে কেহ তদ্বিষয়ে তোমার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করে, তুমি বল, তোমরা আইস, আমরা নিজেদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে ও নিজেদের স্ত্রীগণকে ও তোমাদের স্ত্রীগণকে ও নিজেদিগকে ও তোমাদিগকে আহ্বান করি, তৎপরে প্রার্থনা করিতে চেষ্টাবান হই, তৎপরে আমরা অসত্যবাদিদিগের প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করি।

(৬২) নিশ্চয়ই ইহা সত্য বৃত্তান্ত এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালাই পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

(৬৩) অতঃপর যদি তাহারা বিমুখ হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ বিভ্রাটকারিদিগের সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ।

টীকা ;—

(৫৫) এই আয়তে যে متوفيك و رافعك শব্দ আছে, উহার অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

মাওলানা আবদুল কাদের ছাহেব ইহার উর্দ্দু অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—

اور میں تجھکو پھر لونگا اور اٹھا لونگا اپنی طرف

"আমি তোমাকে ফিরাইয়া লইব এবং নিজের দিকে উঠাইয়া লইব।"

মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেব উহার উর্দ্দু অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—

میں تجھکو لینے والا ہوں ور اٹھانے والا ہوں طرف اپنے ❋

"আমি তোমাকে গ্রহণ করিব এবং নিজের দিকে উঠাইয়া লইব।"

শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব উহার ফার্সি অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—

گفت خدا ای عیسی هر اینه من بر گیرندهٔ تو ام یعنی ازین جهان و بر دارندهٔ تو ام سوی خود ❋

"খোদা বলিলেন হে ইছা, নিশ্চয় আমি তোমাকে (এই জগত হইতে) গ্রহণ করিব এবং তোমাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইব।"

(১) কোর-আনের ছুরা আনয়ামে আছে ;—

ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"তৎপরে প্রত্যেক প্রাণী যাহা অর্জ্জন করিয়াছে, উহা পূর্ণভাবে প্রদত্ত হইবে এবং তাহারা অত্যাচারগ্রস্ত হইবে না।" এই আয়তে توفى শব্দের অর্থ পূর্ণভাবে গ্রহণ করা।

(২) ছুরা নেছা, ২৪ রুকু ;—

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ

"অনন্তর কিন্তু যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং সৎকার্য্য সকল করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদের বিনিময় পূর্ণ ভাবে দিবেন।"

(৩) ছুরা আলো-এমরাণ, ১৯ রুকু ;—

اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

"ইহা ব্যতীত আর কিছু নহে যে, তোমরা কেয়ামতের দিবস তোমাদের বিনিময় সকল পূর্ণভাবে প্রদত্ত হইবে।"

উপরোক্ত আয়তদ্বয়ে توفى শব্দের অর্থ পূর্ণভাবে প্রদান করা।

(৪) ছুরা আ'নয়াম ;—

وَ هُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰكُمْ بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ

بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰى اَجَلٌ مُّسَمًّى ج

ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

"এবং তিনিই তোমাদিগকে রাত্রে কবজ (গ্রহণ) করিয়া থাকেন এবং যাহা তোমরা দিবসে উপার্জ্জন করিয়া থাক, তিনি তাহা অবগত আছেন. তৎপরে তিনি তোমাদিগকে উক্ত দিবসে প্রেরণ করেন, যেন নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ পূর্ণ করা হয়। তৎপরে তাঁহার দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন স্থল, তৎপরে তোমরা যাহা করিতে, তিনি তোমাদিগকে তাহার সংবাদ দিবেন।"

এই আয়তে توفى শব্দের অর্থ নিদ্রিত করা বা গ্রহণ করা। যদি এস্থলে উহার অর্থ 'মারিয়া ফেলা' গ্রহণ করা হয়, তবে আয়তের এইরূপ বিকৃত অর্থ হইবে—আল্লাহ মনুষ্যদিগকে রাত্রে মারিয়া ফেলিয়া দিবসে জীবিত করেন, ইহা একেবারে বাতীল অর্থ।

(৫) ছুরা জোমার ;—

اَللهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ●

"আল্লাহ হরণ (কব্জ) করিয়া লন প্রাণ সমূহকে উহাদের মৃত্যুর সময় এবং উক্ত প্রাণগুলিকে যাহারা স্ব স্ব নিদ্রাতে মরে নাই, তৎপরে তিনি যে প্রাণগুলির উপর মৃত্যুর আদেশ করিয়াছেন, তৎসমস্তকে আবদ্ধ রাখেন এবং অপর আত্মাগুলিকে নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত প্রেরণ করেন।"

এই আয়তে যদি توفى শব্দের অর্থ 'মারিয়া ফেলা' গ্রহণ করা হয়, তবে আয়তের এইরূপ বিকৃত মর্ম্ম হইবে যে, তিনি মৃত্যুর পরে কতক আত্মাকে ফিরাইয়া দেন, ইহা বাতীল ব্যাখ্যা।

মির্জ্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ছাহেব বারাহিনে-আহমদীয়া'র ৫১৯ পৃষ্ঠায় আলোচ্য আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ;—

میں تجھہ کو پوری نعمت دونگا اور اپنی طرف اٹھاؤنگا ●

"আমি তোমাকে পূর্ণ সম্পদ প্রদান করিব এবং নিজের দিকে উঠাইয়া লইব।"

উক্ত মির্জ্জা ছাহেব তওজিহে-মারামের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

بائبل اور هماري احاديث اور اخبار كي كتابون كے روسے جن نبيون كا اسي وجود عنصري كے ساتهه آسمان پر جانا تصور كيا گيا هے وه دو نبي هين ايک يوحنا جس كا نام ايليا اور ادريس بهي هے اور دوسرے مسيح بن مريم جن كو عيسى اور يسوع بهي كهتے هين ٭

"বাইবেল এবং আমাদের হাদিছ ও ইতিহাসের কেতাবগুলির হিসাবে যে নবিগণের এক স্থূল দেহের সহিত আছমানে যাওয়া ধারণা ক'র হইয়াছে, তাঁহারা দুইজন নবি—এক ইউহানা, যাহার নাম ইলিয়া ও ইদরিছ, দ্বিতীয় মছিহ বেনে মরয়ম- যাহাকে ইছা ও ইয়াছু বলিয়া থাকেন।"

মূল কথা, ছুরা আলো-এমরাণের আলোচ্য আয়তে হজরত ইছা (আ:)এর মৃত্যু প্রমাণিত হয় না।

এক্ষণে কতকগুলি বিশ্বাসযোগ্য তফছিরের কথা উদ্ধৃত করিয়া এই মত সপ্রমাণ করিব।

তফছিরে-বয়জবি, ২।২১ পৃষ্ঠা ;—

اى متوفى اجلك و موخرك الى اجلك المسمى عاصما اياك من قتلهم اوقا بضك من الارض من توفيت مالي او متوفيك نائما اذ روى انه رفع نائما او مميتك عن الشهوات العائقة من العروج الى عالم الملكوت ٭

متوفيك শব্দের কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে ;—

(১) তোমার আয়ুকাল পূর্ণ করিব, তোমার নির্দ্দিষ্ট আয়ুকাল পর্য্যন্ত তোমাকে তাহাদের হত্যাসাধন হইতে নিরাপদে রাখিব।

(২) তোমাকে পৃথিবী হইতে উত্থাপন করিয়া লইব. ইহা আরবী توفيت مالي এই আরবি প্রবচন হইতে গৃহীত হইয়াছে, ইহার অর্থ আমি নিজের অর্থ কবজ করিয়া লইয়াছি

(৩) তোমাকে নিদ্রিত অবস্থায় গ্রহণ করিব, কেননা রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, তিনি নিদ্রিত অবস্থায় সমুত্থিত হইয়াছিলেন।

(৪) আমি তোমার উক্ত কামনা-বাসনাগুলি রহিত করিয়া দিব—যাহা আলমে মালাকুতে (আত্মিক জগতে) সমুত্থিত হইতে বাধা প্রদান করিয়া থাকে।

তফছিরে-আবুছউদের ২।৪২০ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত কয়েক প্রকার অর্থ লিখিত আছে, তৎপরে নিম্নোক্ত এবারতগুলি লিখিত আছে ;—

و قيل مميتك في وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الان قال القرطبى و الصحيح ان الله تعالى رفعه من غير وفاة و لانوم كما قال الحسن و ابن زيد و هو اختيار الطبرى وهو الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما *

(৫) "কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, তোমার নিজ সময়ে আছমান হইতে নাজেল হওয়ার পরে তোমাকে মারিয়া ফেলিব এবং বর্ত্তমানে তোমাকে উঠাইয়া লইতেছি। (এমাম) কোরতবি বলিয়াছেন, ছহিহ মত এই যে নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহাকে বিনা মৃত্যু ও বিনা নিদ্রা উঠাইয়া লইয়াছেন, যেরূপ হাছান ও এবনো-জয়েদ বলিয়াছেন। ইহাই (এবনো-জরির) তাবারির মনোনীত মত এবং ইহাই (হজরত) এবনো-আব্বাছ (রাজিঃ)র ছহিহ রেওয়াএত।"

তফছিরে-কবির, ২।৪৮১ পৃষ্ঠা ;—

انی متمم عمرك فحينئذ اتوفاك فلا اتركهم حتى يقتلوك بل انا رافعك الى سمائى ومقربك بملائكتى و اصونك عن ان يتمكنوا من قتلك و هذا تاويل حسن *

"নিশ্চয় আমি তোমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ করিব, সেই সময় আমি তোমাকে মারিয়া ফেলিব, কাজেই তাহাদিগকে (য়িহুদিগকে) তোমার হত্যা করার সুযোগ দিব না, বরং আমি তোমাকে আমার আছমানের দিকে উত্থাপন করিয়া লইব, আমার ফেরেশতা-গণের নিকটে তোমার স্থান দিব এবং তোমাকে রক্ষা করিব যেন তাহারা তোমাকে হত্যা করিতে ক্ষমতাবান না হয়। ইহা উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ;—

ان التوفى اخذ الشئ و افيا ولما علم الله ان من الناس من يخطر بباله ان الذي رفعه الله هو روحه لا جسده ذكر هذا الكلام ليدل على انه عليه الصلوة والسلام رفع بتمامه الى السماء بروحه وجسده و يدل على صدق هذا القول قوله تعالى و ما يضرونك من شئ *

"নিশ্চয় توفى শব্দের অর্থ কোন বস্তু সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা। যেহেতু আল্লাহ অবগত আছেন যে, কতক লোক ধারণা করিবে যে, আল্লাহ তাঁহার আত্মাকেই উঠাইয়া লইবেন, তাঁহার শরীরকে উঠাইয়া লইবেন না, এই হেতু উক্ত শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, যেন ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার আত্মা ও শরীর সমস্তই উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, উপরোক্ত ব্যাখ্যার সত্য হওয়ার প্রমাণ নিম্নোক্ত আয়ত ;—

"এবং তাহারা কোন বিষয়ে তোমার ক্ষতি করিতে পারিবে না।"

তৎপরে তিনি বলিতেছেন ;—

ان التوفي هو القبض يقال وفاني فلان دراهمي واوفاني و توفيتها منه و قد يكون ايضا توفي بمعني استوفي و علي كلا الاحتمالين كان اخراجه من الارض واصعاده الي السماء توفيا له ❁

"নিশ্চয় توفي শব্দের অর্থ কবজ করা, আরবেরা বলিয়া থাকেন وفاني فلان دراهمي و اوفاني و توفيتها منه অমুক ব্যক্তি আমার দেরমগুলি আমাকে প্রদান করিয়াছে এবং আমি উহা তাহার নিকট হইতে কবজ করিয়াছি। কখন توفي শব্দের অর্থ 'পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে' হইয়া থাকে। এতদুভয় সূত্রে এই শব্দের এইরূপ মর্ম্ম হইবে—তাঁহাকে জমিন হইতে বাহির করিয়া আছমানে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।"

তফছিরে এবনো-জরির, ৩।১৮৩।১৮৪ পৃষ্ঠা ,—

عن الربيع في قوله اني متوفيك قال معني الوفاة المنام رفعه الله في منامه قال الحسن قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لليهود ان عيسي لم يمت و انه راجع اليكم قبل يوم القيمة وقال آخرون معني ذلك اني قابضك من الارض فرافعك الي قالوا و معني الوفاة القبض كما يقال توفيت من فلان مالي بمعني قبضته ❁

"রবি বলিয়াছেন, متوفيك، وفاة শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে, উহার অর্থ নিদ্রা, অর্থাৎ আল্লাহ তাঁহাকে তাঁহার নিদ্রাকালে উঠাইয়া লইয়াছিলেন। হাছান বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) য়িহুদিদিগকে বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় ইছা মৃত্যুপ্রাপ্ত হন নাই

এবং নিশ্চয় তিনি কেয়ামতের পূর্ব্বে তোমাদের নিকট পুনরাগমন করিবেন। অন্য দল ইহার অর্থে বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমি তোমাকে জমি হইতে লইয়া আমার নিকট উঠাইয়া লইব। তাহারা বলিয়াছেন وفاة শব্দের অর্থ কবজ করা, যেরূপ আরবেরা বলিয়া থাকেন, توفيت من فلان مالي عليه "আমি অমুকের নিকট হইতে আমার প্রাপ্য টাকা কবজ করিয়া লইয়াছি।"

তৎপরে তিনি মাতারে-অর্রাফ, হাছান, এবনো-জোরাএজ ও জাফর বেনে জোবাএর হইতে উহার অর্থ কবজ করা উল্লেখ করিয়াছেন।

তৎপরে তিনি লিখিতেছেন ;—

ان كعب الاحبار قال ما كان الله عزوجل ليميت عيسى بن مريم انما بعثه الله داعيا و مبشرا يدعو اليه وحده فلما راى عيسى قلة من اتبعه وكثرة من كذبه شكى ذلك الى الله عزوجل فاوحى الله اليه انى متوفيك و رافعك الى و ليس من رفعته عندى ميتا و انى سابعثك على الاعور الدجال فتقتله - قال كعب الاحبار و ذلك يصدق حديث رسول الله صلعم حيث قال كيف تهلك امة انا في اولها و عيسى فى اخرها *

"নিশ্চয় কা'ব আহবার বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা ইছা (আ:)কে মারিয়া ফেলেন নাই। তিনি তাঁহাকে আল্লাহতায়ালার অহদানিয়তের দিকে আহ্বানকারী ও সুসংবাদ প্রদানকারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন, যখন (হজরত) ইছা (আ:) তাঁহার অনুসরণকারীর সংখ্যা অল্প ও তাঁহার অসত্যারোপকারীর সংখ্যা অধিক দেখিলেন, তখন আল্লাহতায়ালার নিকট অনুযোগ উপস্থিত

করিয়াছিলেন, আল্লাহতায়ালা তাঁহার নিকট এই অহি পাঠাইয়াছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাকে গ্রহণ করিব এবং আমার দিকে উঠাইয়া লইব, আর আমি যাহাকে নিজের নিকট উঠাইয়া লইয়াছি, সে ব্যক্তি মৃত নহে, নিশ্চয় আমি অচিরে তোমাকে কানা দাজ্জালের উপর প্রেরণ করিব। তৎপরে তুমি তাহাকে হত্যা করিবে।

কা'ব আহবার বলিয়াছেন, ইহা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর হাদিছের সত্যতার সমর্থন করে, যেহেতু তিনি বলিয়াছেন, কিরূপে এরূপ উম্মত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে—যাহার প্রথম সময়ে আমি আছি এবং যাহার শেষ সময়ে ইছা থাকিবেন।"

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ;—

قال ابن زيد متوفيك قابضك و لم يمت بعد حتى يقتل الدجال و يموت و قرأ قول الله عز وجل و يكلم الناس في المهد وكهلا قال رفعه الله اليه قبل ان يكون كهلا *

"এবনো-জয়েদ বলিয়াছেন, متوفيك শব্দের অর্থ 'তুলিয়া লইব'। এখনও তিনি মরেন নাই, তৎপরে তিনি দাজ্জাল হত্যা করিয়া সত্বরেই মরিবেন। তিনি (উহার সমর্থন কল্পে) এই আয়ত পড়িলেন—"এবং তিনি (ইছা) দোলনায় (শৈশবাবস্থায়) এবং অর্দ্ধ-বৃদ্ধ অবস্থায় লোকদিগের সহিত কথা বলিবেন।"

তিনি বলিয়াছেন, খোদা তাঁহাকে তাঁহার অর্দ্ধ-বৃদ্ধ অবস্থায় পরিণত হওয়ার পূর্ব্বেই তুলিয়া লইয়াছিলেন।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ;—

و قال آخرون معنى ذلك اذ قال الله يا عيسى اني رافعك الي و مطهرك من الذين كفروا و متوفيك بعد

انزالک ایاک الی الدنیا - واولی هذه الاقوال بالصحة عندنا قول من قال معنی ذلک انی قابضک من الارض ورافعک لتواتر الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال ینزل عیسی بن مریم فیقتل الدجال ثم یمکث فی الارض مدة ثم یموت فیصلی علیه المسلمون ویدفنونه ❋

"আর অন্য একদল উহার অর্থে বলিয়াছেন, যখন আল্লাহ বলিয়াছিলেন, হে ইছা, নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার দিকে উঠাইয়া লইব, কাফেরদিগের (কবল) হইতে তোমাকে পবিত্র করিব এবং তোমাকে দুনইয়ায় নাজিল করার পরে মারিয়া ফেলিব। এই সমস্ত মত হইতে আমার নিকট ঐ দলের মত সমধিক ছহিহ—যাহারা উহার অর্থে বলিয়াছেন, "নিশ্চয় আমি তোমাকে জমি হইতে কবজ (গ্রহণ) করিব। কেননা (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর অসংখ্য হাদিছে আসিয়াছে যে, নিশ্চয় তিনি বলিয়াছেন, মরয়মের পুত্র ইছা নাজেল হইয়া দাজ্জালকে হত্যা করিবেন, তৎপরে তিনি কিছুকাল জমিতে থাকিবেন, তৎপরে মরিয়া যাইবেন, মুছলমানেরা তাঁহার জানাজা নামাজ পড়িয়া তাঁহাকে দফন করিবেন।"

তফছিরে-এবনো-কছির, ২।২২৯ পৃষ্ঠা ;—

قال قتادة وغیره هذا من المقدم والمؤخر تقدیره انی رافعک الی ومتوفیک یعنی بعد ذلک قال ابن جریر توفیته هو رفعه وقال الاکثرون المراد بالوفاة النوم کما قال الله تعالی وهو الذی یتوفکم باللیل الایة وقال الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها

الاية و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اذا قام من النوم الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا الحديث *

"কাতাদা প্রভৃতি বলিয়াছেন, এস্থলে অগ্র-পশ্চাৎ শব্দগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রকৃত অর্থ এইরূপ হইবে—আমি তোমাকে আমার নিকট তুলিয়া লইব, তৎপরে (দুনইয়ায় নাজিল হওয়ার পরে) তোমাকে মারিয়া ফেলিব।"

এবনো-জরির বলিয়াছেন, توفى শব্দের অর্থ তুলিয়া লওয়া। অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন, وفاة শব্দের অর্থ নিদ্রা (অর্থাৎ নিদ্রিত অবস্থায় তুলিয়া লইব)। যেরূপ ছুরা আনয়াম ও ছুরা জোমারের আয়তে توفى শব্দের অর্থ নিদ্রিত করা। হজরত নবি (ছাঃ) একটী হাদিছে নিদ্রিত করা অর্থে اماتت শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।"

ফৎহোল-বায়ান, ২।৪৯ পৃষ্ঠা,—

قال الفراء تقديره اني رافعك و مطهرك و متوفيك بعد انزالك من السماء و قال ابو زيد متوفيك قابضك وقيل و المعنى كما قال في الكشاف مستوفى اجلك و معناه اني عاصمك من ان يقتلك الكفار و موخر اجلك الى اجل كتبته لك و مميتك حتف انفك لاقتلا بايديهم - انما احتاج المفسرون الى تاويل بما ذكر لان الصحيح ان الله تعالى رفعه الى السماء من غير وفاة كما رجحه كثير من المفسرين و اختاره ابن جرير الطبرى و وجه ذلك انه قد صح فى الاخبار عن النبي صلى الله عليه و سلم نزوله و قتله الدجال و قيل المراد بالوفاة هنا النوم

وَمَثَلُهُ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ اِلَى يَلِيكُمْ وَبِهِ قَالَ الْكَثِيرُونَ ٭

"কার্রা বলিয়াছেন, প্রকৃত এবারত এইরূপ হইবে—নিশ্চয় আমি তোমাকে উঠাইয়া লইব, তোমাকে পবিত্র করিব এবং তোমাকে আছমান হইতে নাজেল করার পরে মারিয়া ফেলিব।"

আবুজয়েদ উহার অর্থে বলিয়াছেন—"আমি তোমাকে গ্রহণ করিব।"

কেহ কেহ বলিয়াছেন, কাশ্শাফে যেরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপ অর্থ হইবে—আমি তোমার আয়ুকাল পূর্ণ করিব—অর্থাৎ আমি তোমাকে নিরাপদে রাখিব, যেন কাফেরেরা তোমাকে হত্যা করিতে না পারে; তোমাকে উক্ত সময় অবধি জীবিত রাখিব—যাহা তোমার জন্য নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছি, কাফেরেরা নিজেদের হস্তে তোমাকে হত্যা করিতে পারিবে না, আমি তোমার স্বাভাবিক মৃত্যুতে তোমাকে মারিব। টীকাকারগণ توفى শব্দের এইরূপ অর্থ গ্রহণে বাধ্য হইলেন, ইহার কারণ এই যে, ছহিহ মত এই যে, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে বিনা মৃত্যু আছমানে উঠাইয়া লইয়াছেন। বহু সংখ্যক তফছিরকারক এই মত প্রবল প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং এবনো-জরির এই মত মনোনীত স্থির করিয়াছেন, ইহার কারণ এই যে, নবি (ছাঃ) হইতে ছহিহ হাদিছে আসিয়াছে যে, (হজরত) ইছা (আঃ) (আছমান হইতে) নাজেল হইয়া দাজ্জাল হত্যা করিবেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, التوفى শব্দের অর্থ নিদ্রা, এইরূপ ছুরা আনয়ামের يتوفاكم শব্দের অর্থ তোমাদিগকে নিদ্রিত করেন। অনেক বিদ্বান এই মত অবলম্বন করিয়াছেন।

তফছিরে-রুহোল মায়ানি, ১৪৯৬ পৃষ্ঠা ;—

وَالصَّحِيحُ كَمَا قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى رَفَعَهُ

—৫৫

من غير وفاة ولا نوم و هو اختيار الطبري و الرواية الصحيحة عن ابن عباس ❀

"যেরূপ কোরতবি বলিয়াছেন, তাহাই ছহিহ মত, উহা এই যে, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে বিনা মৃত্যু ও বিনা নিদ্রা তুলিয়া লইয়াছেন। ইহা তাবারির মত এবং (হজরত) এবনো-আব্বাছ (রাঃ)র ছহিহ রেওয়াএত।"

পাঠক, এক্ষণে অহাব বেনে মোনাব্বাহ হইতে যে মত বর্ণিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করা যাউক।

এবনো-জরির ৩।১৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

عن ابن اسحاق عمن لايتهم عن وهب بن منبه اليماني انه قال توفى الله عيسى بن مريم ثلاث ساعات من النهار حتى رفعه اليه ❀

"এবনো-ইছহাক একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তি হইতে, তিনি অহাব বেনে মোনাব্বাহ ইমানি হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ ইছা বেনে মরয়মকে দিবসের তিন ঘণ্টা মারিয়া রাখিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি তাঁহাকে নিজের দিকে (আছমানে) তুলিয়া লইয়াছিলেন।

এই রেওয়াএতের দ্বিতীয় রাবির নাম উল্লিখিত হয় নাই, কাজেই এই রেওয়াএত মোনকাতা (জইফ)। এই হেতু ফৎহোল-বায়ানের ৪।৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

وقيل ان الله سبحانه توفاه ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه الى السماء و فيه ضعف ❀

"কেহ কেহ বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁহাকে দিবসের তিন ঘণ্টা মারিয়া রাখিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহাকে আছমানে তুলিয়া লইয়াছিলেন। ইহা জইফ (দুর্ব্বল) রেওয়াএত।"

এই রেওয়াএতের বাতীল হওয়ার দ্বিতীয় কারণ এই যে, তফছিরে দোরে'ল-মনছুরের ২।৩৩ পৃষ্ঠায় অহাব বেনে মোনাব্বাহের তিনটী রেওয়াএত আছে, প্রথম রেওয়াএতে আছে, আল্লাহ তাঁহাকে দিবসে তিন ঘণ্টা মারিয়া রাখিয়া আছমানে তুলিয়া লইয়াছিলেন। দ্বিতীয় রেওয়াএতে আছে, তিনি তাঁহাকে তিন দিবস মারিয়া রাখিয়া জীবিত করিয়া পরে আছমানে তুলিয়া লইয়াছিলেন। তৃতীয় রেওয়াএতে আছে, আল্লাহ তাঁহাকে ৭ ঘণ্টা মারিয়া রাখিয়া জীবিত করিয়াছিলেন, তৎপরে আছমানে তুলিয়া লইয়াছিলেন।

মায়ালেমের ।২৯৯ পৃষ্ঠায় আছে, আল্লাহ তাঁহাকে ৩ ঘণ্টা মারিয়া রাখিয় জীবিত করিয়া আছমানে লইয়া গিয়াছিলেন। যদি অহাবের রেওয়াএত ছহিহ হইত, তবে তিন প্রকার বিপরীত বিপরীত রেওয়াএত হইত না।

এক্ষণে এবনে-ইছহাকের রেওয়াএতের আলোচনা করা হউক।

মায়ালেমের ১।২৯৯ পৃষ্ঠায় আছে ;—

قال محمد بن اسحاق ان النصارى يزعمون ان الله تعالى توفاه سبع ساعات من النهار ثم احياه و رفعه اليه *

"মোহাম্মদ বেনে ইছহাক বলিয়াছেন, নিশ্চয় খৃষ্টানেরা ধারণা করিয়া থাকে যে, আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে দিবসের ৭ ঘণ্টা মারিয়া তৎপরে তাঁহাকে জীবিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিজের দিকে (আছমানে) উঠাইয়া লইয়াছিলেন।"

ইহা খৃষ্টানদিগের মত, মুছলমানদিগের মত নহে। খৃষ্টান-দিগের মত যে বাতীল, তাহা নিম্নোক্ত আয়তে বুঝা যাইতেছে।

ছুরা নেছা ;—

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه ●

"এবং তাহারা (য়িহুদীরা) তাঁহাকে হত্যা করে নাই এবং তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে নাই, কিন্তু তাহাদের পক্ষে একটী দৃষ্টান্ত প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং যাহারা তাঁহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহারা সন্দেহের মধ্যে আছে। তাহাদের তাঁহার সম্বন্ধে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান নাই। তাহারা নিশ্চয় তাঁহাকে হত্যা করে নাই, বরং আল্লাহ তাঁহাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন।"

এই আয়তে হজরত ইছা (আঃ)এর জীবিতাবস্থায় আছমানে উত্থিত হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কোন প্রাচীন মুছলমান তাঁহার মৃত্যুর কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই, ইহার বিস্তারিত বিবরণ কাদিয়ানি রদ তৃতীয় ভাগে পাইবেন।

এমাম রাজি ও আল্লামা আলুছি লিখিয়াছেন ;—

رافعك الي "আমি তোমাকে আমার দিকে উঠাইয়া লইব।" ইহার অর্থ এই যে, আমি তোমাকে আমার আছমানের দিকে, কিম্বা আমার কারামতের (গৌরবজনক) স্থানে উঠাইয়া লইব, কেননা খোদাতায়ালার কোন স্থানে কিম্বা আছমানে থাকা অসম্ভব, ইহা বহু অকাট্য প্রমাণে সপ্রমাণ করা হইয়াছে। এই হিসাবে হজরত এবরাহিম (আঃ) বলিয়াছিলেন, اني ذاهب الي ربي "নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের দিকে গমন করিব।" তিনি এরাক হইতে শামের দিকে গিয়াছিলেন, কাজেই ইহার অর্থ এইরূপ হইবে, আমি তাঁহার সম্মানিত স্থানে গমন করিব। হাজিদিগকে খোদার সাক্ষাৎকারী ও মক্কার অধিবাসিগণকে খোদার

প্রতিবেশী বলা হইয়া থাকে, ইহার খোদার সম্মানিত স্থানের সাক্ষাৎকারী ও প্রতিবেশী হইবে।

হজরত ইছা (আঃ) কোন্ আছমানে সমুত্থিত হইয়াছিলেন, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে; অনেক পীর বলিয়াছেন, তিনি চতুর্থ আছমানে আছেন। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, তিনি প্রথম আছমানে সমুত্থিত হইয়াছিলেন।

তফছিরে-খাজেনে আছে, যখন আল্লাহ তাঁহাকে নিজের দরবারে উঠাইয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাকে পালক প্রদান করিয়াছিলেন, জ্যোতিস্মান পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়াছিলেন এবং তাঁহা হইতে পানাহারের কামনা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি ফেরেশতাগণের সহিত উড়িয়া আরশের চারিদিকে অবস্থিতি করিতেছেন।

তৎপরে বলিতেছেন ;—

"যে য়িহুদীরা ধর্ম্মদ্রোহিতা রূপ অপবিত্রতা সাধন করিয়াছে, আমি তোমাকে উহা হইতে পবিত্র করিব, ইহার অর্থ এই যে, আমি তোমাকে এই কাফেরদল হইতে বাহির করিয়া পবিত্র স্থানে (আছমানে) স্থান দিব, কিম্বা এই কাফেরদিগের অভিপ্সিত হত্যা কার্য্য হইতে তোমাকে মুক্তি প্রদান করিব। তৎপরে বলিতেছেন, আমি তোমার অনুসরণকারিদিগকে কাফেরদিগের উপর কেয়ামত পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিব।

এই স্থলে তাঁহার অনুসরণকারিগণ কাহারা হইবেন? কাফেরগণ বলিয়া কোন্ সম্প্রদায়ের উপর লক্ষ্য করা হইয়াছে? শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের অর্থ কি? এবনো-জয়েদ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে, খৃষ্টানেরা হজরত ইছা (আঃ)এর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল, য়িহুদীরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এই হেতু খোদা বলিতেছেন, এই খৃষ্টানদিগকে এবং ইহাদের বংশধরগণকে

কেয়ামত পর্য্যন্ত য়িহুদিগের এবং তাহাদের বংশধরগণের উপর জয়যুক্ত ও প্রবল পরাক্রান্ত করিব, এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছে, কেননা প্রত্যেক স্থানে খ্রীষ্টানেরা প্রবল পরাক্রান্ত ও য়িহুদীরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছেন।

ইহা স্মরণ রাখা উচিত, হজরত ইছা (আঃ)এর সমসাময়িক খৃষ্টানেরা তাঁহার প্রকৃত অনুগত ছিলেন বলিয়া খোদাতায়ালা ইহার পুরস্কার স্বরূপ কেয়ামত অবধি তাহাদেব বংশধরগণকে য়িহুদিদিগেব উপর পরাক্রান্ত করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে একথা বুঝা যায় না যে, কেয়ামত পর্য্যন্ত খৃষ্টানেরা তাঁহার প্রকৃত অনুগত ও উম্মত থাকিবেন।

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, আয়তের অর্থ এইরূপ হইতে পারে, তোমার পক্ষ সমর্থনকারী দল কেয়ামত পর্য্যন্ত তোমার বিরুদ্ধবাদিদিগের উপর জয়যুক্ত ও প্রবল থাকিবেন। ইহাতে খৃষ্টান ও মুছলমান উভয় সম্প্রদায়ের য়িহুদীদিগের উপর পরাক্রান্ত থাকা বুঝা যায়।

কাতাদা, হাছান ও এবনো-জোরাএজ বলিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ)এব পরে মুছলমানগণ হজরত ইছা (আঃ)এর প্রকৃত অনুগত ছিলেন. এই হেতু আল্লাহতায়ালা মুছলমানদিগকে য়িহুদি-দিগের উপর পরাক্রান্ত করিয়া দিয়াছেন।

এমাম রাজি ও আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির অর্থ দলীল ও প্রমাণ প্রয়োগে প্রবল হওয়া হইতে পারে।

আয়তের অর্থ এস্থত্রে এইরূপ হইবে—হজরত ইছা (আঃ)এর প্রকৃত অনুগত কিম্বা পক্ষ সমর্থনকারী দল দলীল প্রমাণ দ্বারা য়িহুদিদিগকে কেয়ামত পর্য্যন্ত পরাভূত করিতে থাকিবেন।

তৎপরে বলিতেছেন ;—

তৎপরে যাহারা হজরত ইছা (আঃ)এর অনুগত ও যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণকারী, এই উভয় সম্প্রদায়ের প্রত্যাবর্ত্তন আমার দিকে হইবে, পরে তোমরা যে তাঁহার উপর ইমান আনা ও না আনা সম্বন্ধে মতভেদ করিতেছিলে, আমি ইহার সুবিচার করিব।—কঃ, ১।৪৮১—৪৮৩, রুঃ, মাঃ, ১।৫৯৮—৬০০।

(৫৬) যাহারা হজরত ইছা (আঃ)এর প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে ইহজগতে ও পরজগতে কঠিন শাস্তি প্রদান করিব, আর তাহাদের কেহই সহায়তাকারী হইবে না। ইহজগতে শাস্তির অর্থ এই যে, তাহারা নিহত, ধৃত ও বন্দী হইবে, হেয় লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবে —কঃ, ২।৪৮৩।

(৫৭) আর যাহারা তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য্য সকল করিয়াছে, খোদা তাহাদের বিনিময় পূর্ণভাবে প্রদান করিবেন, খোদা অত্যাচারিদিগকে ভালবাসেন না, ইহার অর্থ এই যে, তাহাদের সম্মান করেন না, তাহাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ করেন না এবং তাহাদের প্রশংসা করেন না।—রুঃ, মাঃ, ১।৬০০।

(৫৮) এই ইছা ও জাকারিয়ার সংবাদ—যাহা আমি ক্রমে ক্রমে তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি—অর্থাৎ ফেরেশতা জিবরাইল কর্ত্তৃক উল্লেখ করিতেছি, ইহা তোমার নবুয়তের নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম, কেননা কেতাব পাঠকারী ও শিক্ষক ব্যতীত ইহা অবগত হইতে পারে না, আর তুমি কেতাব পাঠকারী ও শিক্ষক নও, কাজেই ইহা যে তুমি অহি কর্ত্তৃক অবগত হইয়াছ, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

আরও উক্ত সংবাদ নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ কোর-আন শরিফের একাংশ কিম্বা যে কোর-আনে বহু ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইয়াছে, অথবা

যে কোর-আন এরূপ সুদৃঢ় যে, উহাতে কোন প্রকার ত্রুটী সংক্রামিত হইতে পারে না, উহার একাংশ।

আর কেহ কেহ ইহার এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এই সংবাদ কোর-আনের আয়তগুলির অন্তর্গত এবং নিগূঢ়-তত্বপূর্ণ লওহো-মহফুজ (সুরক্ষিত ফলক) হইতে নাজেল করা হইয়াছে। —কঃ, ২।৪৮৪।

(৫৯) নাজরাণের খৃষ্টান প্রতিনিধিগণ হজরত নবি (ছাঃ)কে বলিয়াছিলেন, আপনি আমাদের হজরত ইছা (আঃ)কে দুর্ণাম করেন কেন? তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, আমি কি বলি? তাহারা বলিলেন, আপনি তাঁহাকে খোদার বান্দা বলিয়া থাকেন। হজরত বলিলেন, হাঁ, তিনি খোদার বান্দা ও রাছুল এবং একটী বাক্য—যাহা হজরত মরয়ম কুমারির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, আপনি কখন কোন মনুষ্যকে বিনা পিতা সৃজিত হইতে দেখিয়াছেন কি? যদি আপনি সত্য-বাদী হন, তবে ইহার দৃষ্টান্ত প্রকাশ করুন। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। আয়তের অর্থ এই যে, আল্লাহতায়ালার নিকট হজরত ইছা (আঃ)এর অবস্থা হজরত আদম (আঃ)এর অবস্থার তুল্য, আল্লাহ তাঁহার দেহকে মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত করিয়া 'কোন্' (হইয়া যাও) শব্দ বলা মাত্র তিনি জীবিত হইয়া-ছিলেন। যদি হজরত আদম (আঃ) বিনা পিতামাতা হইয়াও খোদার পুত্র না হন, তবে হজরত ইছা (আঃ) বিনা পিতা হইয়া কিরূপে খোদার পুত্র হইবেন? যখন খোদা হজরত আদমকে মৃত্তিকা হইতে সৃজন করিতে সক্ষম হইলেন, তখন তিনি মরয়মের রক্তে কেন হজরত ইছাকে সৃজন করিতে সক্ষম হইবেন না? —কঃ, ২।৪৮৪, রঃ, মাঃ ১৬০১।

(৬০) এই ইছা (আঃ)এর সংবাদ—যাহা কোর-আনে নাজেল হইয়াছে, তাহাই সত্য, খৃষ্টানেরা তাঁহার সম্বন্ধে যে খোদার পুত্র হওয়ার দাবি করে এবং য়িহুদীরা তাঁহার উপর যে অপবাদ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহা সত্য নহে। অতএব তুমি এ সম্বন্ধে সংশয়কারিদের অন্তর্গত হইও না। হজরত নবি (ছাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁহার উম্মতগণকে বলা হইতেছে যে, তোমরা ইহার উপর সন্দেহ করিও না।—কঃ, ২।৪৮৬।

(৬১) হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, নাজরাণের কয়েক জন পাদরি নবি (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আ'কেব ও ছৈয়দ নামে দুইজন ছিল, তাঁহারা হজরত ইছা (আঃ)কে খোদা কিম্বা খোদার পুত্র বলিয়া দাবি করিতে লাগিল। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। হজরত বলিলেন, খোদা বলিতেছেন, যদি তোমরা সত্য প্রমাণ অস্বীকার কর, তবে তোমাদের সহিত মোবাহালা করিব। তাহারা বলিল, হে আবুল কাছেম, আমরা এখন যাইতেছি, তৎপর চিন্তা করিয়া আপনার নিকট আসিব। তাহারা নির্জ্জনে সমবেত হইয়া এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে মহা জ্ঞানী ব্যক্তি বলিল, খোদার শপথ, হে খৃষ্টান সম্প্রদায়, তোমরা জান যে, নিশ্চয় মোহম্মদ নবী রাছুল, তোমাদের নবী সম্বন্ধে সত্য কথা তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছেন। আল্লাহ-তায়ালার শপথ করিয়া বলিতেছি, কোন নবী কোন সম্প্রদায়ের সহিত 'মোবাহালা' করিলে, তাহাদের ছোট বড় কেহই জীবিত থাকিতে পারে না। যদি তোমরা তাঁহার সহিত মোবাহালা কর, তবে সমূলে নির্ব্বংশ হইয়া যাইবে। যদি তোমরা তাঁহার 'দীন' গ্রহণ না কর এবং নিজেদের ধর্ম্মে স্থির-প্রতিজ্ঞ থাকিতে

চাও, তবে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কর। হজরত নবি (ছাঃ) কাল পশমের একটী চাদর পরিধান করতঃ হজরত হাছান, হোছাএন, ফাতেমা ও আলি (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, যখন আমি দোয়া করিব, তোমরা আমিন বলিও। তখন খৃষ্টানদিগের একজন পাদরী বলিল, হে খৃষ্টান সম্প্রদায়, আমি এরূপ মনিষিদিগকে দর্শন করিতেছি যে, যদি তাঁহারা খোদার নিকট দোয়া করিতেন, তবে তিনি একটী পর্ব্বতকে স্থানচ্যুত করিয়া দিতেন। তোমরা মোবাহালা করিও না, নচেৎ তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত কোন খৃষ্টান ভূ-পৃষ্ঠে জীবিত থাকিবে না। তৎপরে তাহারা বলিল, আমরা আপনার সহিত 'মোবাহালা' করিব না এবং আপনাকে আপনার দীনে থাকিতে কোন আপত্তি করিব না। হজরত বলিলেন, যখন তোমরা মোবাহালা করিলে না, তখন ইছলাম গ্রহণ কর। মুছলমানদিগের সহিত ভাল মন্দের অংশীদার হইতে পারিবে। তাহারা ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। হজরত বলিলেন, তবে আমি তোমাদের সহিত যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ করিতেছি। তাহারা বলিল, আরবদের সহিত যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নাই। অবশ্য যদি আপনি আমাদের সহিত যুদ্ধ না করেন এবং আমাদের ধর্ম্মে থাকিতে আমাদিগকে বাধা প্রদান না করেন, তবে আমরা প্রত্যেক বৎসরে আপনাকে দুই সহস্র চাদর—এক সহস্র ছফর মাসে, দ্বিতীয় সহস্র রজব মাসে, এবং ৩০টী লৌহের জেরা (বর্ম্মা) প্রদান করিব। হজরত এই শর্ত্তে তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া বলিলেন, যে খোদার আয়ত্বাধীনে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তাহারা মোবাহালা করিত, তবে তাহারা বানর ও শূকরে রূপে পরিণত হইয়া যাইত, উপত্যকা ভূমি অগ্নিতে পূর্ণ হইয়া

যাইত, নাজরাণবাসিদিগকে এবং তাহাদের পরিজনদিগকে, এমন কি বৃক্ষোপরিস্থ পক্ষীদলকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিতেন এবং বৎসর পূর্ণ না হইতেই সমস্ত খ্রীষ্টান জাতি ধ্বংস হইয়া যাইত। এই আয়তে হজরতের নবুয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয়, নচেৎ খ্রীষ্টানেরা মোবাহালা করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। আয়তের অর্থ এই যে, হজরত ইছা (আঃ)এর অবস্থা সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান সমন্বিত আয়ত সকল নাজেল হওয়ার পরে যে কেহ তৎসম্বন্ধে তোমার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করে, তাহাকে বল, আমি আমার পুত্রগণ ও স্ত্রীগণকে লইয়া নিজে উপস্থিত হইব, আর তোমরা নিজেদের পুত্রগণ ও স্ত্রীগণকে লইয়া উপস্থিত হও, তৎপরে আমরা উভয় সম্প্রদায় দোয়া করিয়া বলি, হে খোদা, আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা হজরত ইছা (আঃ) সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলে, তাহাদের উপর অভিসম্পাত প্রদান কর।

এই আয়তে বুঝা যায় যে, কখন দৌহিত্র (নাতি)কে পুত্র বলা হইয়া থাকে।

ছুরা আনয়ামে আছে;—

ومن ذريته داؤد و سليمان (الى) زكريا و يحيى و عيسى *

এই আয়তে হজরত ইছা (আঃ)কে উক্ত হিসাবে হজরত এবরাহিমের সন্তানগণের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে।

শিয়া সম্প্রদায় এই আয়তের প্রমাণে বলিয়া থাকেন যে, এস্থলে খোদাতায়ালা হজরত আলি (রাঃ)কে হজরত নবি (ছাঃ) এর আত্মা (নফছ) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কাজেই তিনি যখন তাঁহার তুল্য হইলেন, তখন তিনি অন্যান্য ছাহাবাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইবেন, ইহাতে হজরত আলির শ্রেষ্ঠতম খলিফা হওয়া প্রমাণিত হয়।

আমাদের উত্তর এই যে, নফছ শব্দের অর্থ হজরত আলি নহে, বরং স্বয়ং হজরত নবি (ছাঃ)। আর যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই যে, 'নফছ' শব্দ হজরত আলিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, তবে আমরা বলিব, নফছ শব্দের অর্থ আত্মীয় এবং স্বধর্ম্মাবলম্বী।

কোর-আনের—

و يخرجون انفسهم من ديارهم .

لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات بانفسهم خيرا

و لا تمزوا انفسكم ,

এই তিনটী আয়তে স্বধর্ম্মাবলম্বিগণকে 'নফছ' 'আনফোছ' শব্দ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। হজরত আলি হজরত নবি (ছাঃ)এর আত্মীয় ও স্বধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এই জন্য উক্ত শব্দ তাঁহার উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার হজরতের তুল্য হওয়া প্রমাণিত হয় না, নচেৎ তিনি নবুয়ত, শেষ নবি হওয়া ও সমস্ত জগতের নবি হওয়া সম্বন্ধে হজরতের শরিক হইয়া যাইতেন, কিন্তু ইহা সমস্ত সম্প্রদায়ের মতে বাতীল। আর যখন ইহার অর্থ আত্মীয় কিম্বা স্বধর্ম্মাবলম্বী হইল, তখন তাঁহার অন্যান্য ছাহাবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হওয়া প্রমাণিত হয় না।

তৃতীয়, ইহাতে যদি হজরত আলির খেলাফত সাব্যস্ত হয়, তবে হজরত নবি (ছাঃ)এর জামানায় তাঁহার খলিফা হওয়া প্রমাণিত হইত, কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত মতে বাতীল।

আর যদি কোন সময়ে তাঁহার খলিফা হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে বলি, ইহাতে তাহাদের দাবি প্রমাণিত হয় না; ছুন্নি সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, তিনি নিজের সময়ে খলিফা ছিলেন।

কোন কোন শিয়া এই আয়ত দ্বারা হজরত আলির অন্যান্য নবির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হওয়ার দাবি করিয়াছেন, ইহার উত্তরে

আমরা বলি, যে দলীলে হজরত নবি (ছাঃ)এর তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হওয়া প্রমাণিত হয়, সেই দলীলে অন্যান্য নবিগণের তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হওয়া বুঝা যাইবে।—কঃ, ২।৪৮৮।৪৮৯, রুঃ, মাঃ, ১।৬০২—৬০৪।

(৬২) হজরত ইছা (আঃ)এর সম্বন্ধে যাহা নাজেল করা হইয়াছে, উহা সত্য বিবরণ, খ্রীষ্টানেরা যাহা দাবি করিয়া থাকে, উহা সত্য নহে আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য কেহ নাই, আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত এবং সমস্ত বিষয়ের সম্বন্ধে জ্ঞাতা, আর ইছা (আঃ) এইরূপ গুণবিশিষ্ট ছিলেন না।—কঃ, ২৪৯০, রুঃ, মাঃ, ১।৬০৪।৬০৫।

(৬৩) যদি স্পষ্ট আয়ত সমূহ নাজেল হওয়ার পরে তাহারা আপনাকে সত্যবাদী না জানে এবং আপনার অনুসরণ না করে, তবে তাহাদের হঠকারিতা হইবে, তুমি তাহাদের সহিত আলোচনা করা রহিত করিয়া দাও, আল্লাহতায়ালার উপর তাহাদের কার্য্যকে ন্যস্ত কর, আল্লাহতায়ালা বিভ্রাটকারিদিগের ফাছাদের অবস্থা, তাহাদের অন্তরের অসৎ উদ্দেশ্য অবগত আছেন, তিনি তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে সক্ষম।—কঃ, ২।৪৯১, রুঃ, মাঃ, ১।৬০৫।

৭ম রুকু, ৮ আয়ত।

(৬৪) قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا

اشهدوا بانا مسلمون ○ (٦٥) ياهل الكتب لم

تحاجون في ابرهيم وما انزلت التورىة والانجيل الا

من بعده ط افلا تعقلون ○ (٦٦) هانتم هؤلاء حاججتم

فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ط

والله يعلم وانتم لا تعلمون ○ (٦٧) ما كان ابرهيم

يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ط وما كان

من المشركين ○ (٦٨) ان اولى الناس بابرهيم

للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي

المؤمنين ○ (٦٩) ودت طائفة من اهل الكتب

لو يضلونكم ط وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون ○

(٧٠) ياهل الكتب لم تكفرون بايت الله وانتم

تَشْهَدُونَ ٥ (٧١) يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ

بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥

অনুবাদ।

তুমি বল—হে গ্রন্থধারিগণ, তোমরা এরূপ বাক্যের প্রতি লক্ষ্য কর—যাহা তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচারক (কিম্বা সমতুল্য), (উহা এই যে) আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও উপাসনা করিব না ও তাঁহার সহিত কাহাকেও অংশী স্থাপন করিব না এবং আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া আমাদের কেহ অপরকে প্রতিপালক (খোদা) রূপে গ্রহণ না করে। অতঃপর যদি তাহারা বিমুখ হয়, তবে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক, নিশ্চয় আমরা মুসলমান।

(৬৫) হে গ্রন্থধারিগণ, তোমরা এবরাহিম সম্বন্ধে কি জন্য বাদানুবাদ করিতেছ? অপিচ তাঁহার পরে ব্যতীত তওরাত ও ইঞ্জিল অবতারণ করা হয় নাই, তোমরা কি বুঝিতেছ না?

(৬৬) সাবধান। তোমরাই উক্ত ব্যক্তিগণ হইতেছ—যাহারা যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল, তৎসম্বন্ধে তর্কযুদ্ধ করিয়াছ, কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নাই, তৎসম্বন্ধে তোমরা কেন বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছে? এবং আল্লাহ অবগত আছেন ও তোমরা অবগত নও।

(৬৭) এবরাহিম য়িহুদী ছিলেন না এবং খ্রীষ্টানও ছিলেন না, বরং তিনি ভ্রান্ত মত সমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন মোছলেম ছিলেন, এবং তিনি অংশিবাদিদিগের অন্তর্গত ছিলেন না।

(৬৮) নিশ্চয়ই লোকদিগের মধ্যে এবরাহিমের সমধিক নিকটতর উক্ত ব্যক্তিরাই হইবেন—যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল ও এই নবী হইবেন এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন তাহারাও হইবেন, আর আল্লাহ ইমানদারদিগের বন্ধু।

(৬৯) গ্রন্থধারিগণের মধ্যে একদল কামনা করে—যদি তাহারা তোমাদিগকে ভ্রান্ত করিতে পারে, (তবে আনন্দিত হইবে), অপিচ তাহারা নিজেদিগকে ব্যতীত ভ্রান্ত করিতেছে না এবং তাহারা বুঝিতেছে না।

(৭০) হে গ্রন্থধারিগণ, যখন তোমরা সাক্ষী আছ, তখন তোমরা আল্লাহতায়ালার আয়ত সমূহের প্রতি অবিশ্বাস করিতেছ কেন?

(৭১) হে গ্রন্থধারিগণ, যখন তোমরা অবগত আছ, তখন কেন সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিতেছ এবং সত্য গোপন করিতেছ?

টীকা;—

(৬৪) ছোদ্দি, হাছান, এবনো-জয়েদ ও মোহম্মদ বেনে-জা'ফর বলিয়াছেন, এই আয়তটী নাজরাণের খ্রীষ্টান প্রতিনিধি-গণের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল। কাতাদা, রবি ও এবনো-জোরাএজ বলিয়াছেন, এই আয়ত মদিনার য়িহুদিদিগের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা উভয় সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল। কোন রেওয়াএতে আছে, য়িহুদিরা হজরত (ছাঃ)কে বলিয়াছিল, যেরূপ খ্রীষ্টানেরা (হজরত) ইছা (আঃ)কে প্রতিপালক খোদা-রূপে স্থির করিয়াছিল, সেইরূপ তুমিও কামনা কর যে, আমরা তোমাকে প্রতিপালক খোদা স্থির করিয়া লই।

খ্রীষ্টানেরা বলিয়াছিল, হে মোহম্মদ, য়িহুদীরা ওজাএর সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছিল, তুমিও বাসনা কর যে, আমরা তোমার সম্বন্ধে তাহাই বলি। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

এই রেওয়াএত ও 'গ্রন্থধারিগণ' এই ব্যাপক শব্দ তৃতীয় মত সমর্থন করে। এমাম রাজি বলিয়াছেন, খ্রীষ্টানদিগের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজেল হওয়া সমধিক যুক্তিযুক্ত।

আরবি تعالوا শব্দ تعالی হইতে গৃহীত হইয়াছে, উহার মূল অর্থ নিম্ন স্থান হইতে উচ্চ স্থানে আরোহণ করা, তৎপরে কোন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

سواء শব্দের অর্থ সুবিচার, ইহা এবনো-আব্বাছ, রবি ও কাতাদা কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, কেহ কেহ উহার অর্থ সমান সমতুল্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আয়তের অর্থ এই যে, হে কেতাবধারি সম্প্রদায়, তোমরা এরূপ একটী কথার দিকে লক্ষ্য কর—যাহা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিয়া দিবে, উহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই এবং কোন পক্ষের উপর অত্যাচার করিবে না; কিম্বা এরূপ বাক্যের দিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—যাহা তওরাত, ইঞ্জিল ও কোর-আনে সমভাবে উল্লিখিত হইয়াছে এবং কোন শরিয়তে ইহাতে মতভেদ নাই। উক্ত কথা এই যে, আমরা ও তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও উপাসনা করিব না, আমরা ও তোমরা তাঁহার সহিত কোন বিষয়কে শরিক করিব না, কিম্বা এবাদত কার্য্যে অন্যকে তাঁহার অংশীদার করিব না।

আমাদের ও তোমাদের কেহ যেন অপরকে খোদা ব্যতীত 'রব' (খোদা) স্থির না করে। খোদা ব্যতীত অন্যকে 'রব' স্থির করায় কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে।

(১) আহলে-কেতাব সম্প্রদায় খোদার হালাল ও হারাম ত্যাগ করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম-যাজক ও তাপসগণের নির্দ্দেশিত হালাল ও হারামকে হালাল ও হারাম বলিয়া মানিয়া লইত।

(২) তাহারা তাহাদের যাজকগণকে ছেজদা করিত।

(৩) আবু মোছলেম বলিয়াছেন, তাঁহাদের মত এই যে, যে ব্যক্তি কঠোর সাধনা ও তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহার মধ্যে খোদার অস্তিত্ব প্রবেশ করে, এই জন্য সে ব্যক্তি মৃত জীবিত করিতে ও জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগী সুস্থ করিয়া দিতে সক্ষম হয়।

(৪) তাহারা গোনাহ কার্য্যে যাজকগণের আদেশ পালন করিয়া থাকে।

খৃষ্টানেরা হজরত ইছা (আঃ)এর উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহারা হজরত ইছা (আঃ)কে খোদার অংশ ও য়িহুদীরা হজরত ওজাএর (আঃ)কে খোদার অংশ স্থির করিয়য়া থাকেন।

উভয় সম্প্রদায় তাহাদের যাজকগণকে খোদা স্থির করিয়া লইয়াছেন।

হজরত ইছা (আঃ)এর পূর্ব্বে খোদা ব্যতীত উপাস্য কেহ ছিল না, কাজেই তাঁহার পয়দা হওয়ার পরেও ব্যাপার সেইরূপ থাকিবে।

আল্লাহতায়ালার অংশী হওয়া সর্ব্ববাদি-সম্মত মতে বাতীল।

যখন খোদাই সৃষ্টিকর্ত্তা ও যাবতীয় সম্পদ প্রদাতা, তখন হারাম সম্বন্ধে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করা ওয়াজেব।

তৎপরে বলিতেছেন ;—

যদি তাহারা এই সমস্ত কেতাব ও রাছুলগণের এক মতে গৃহীত মতটী অস্বীকার করে, তবে তুমি জানিয়া রাখ যে, যাহারা প্রমাণ অবগত হওয়ার পরেও হঠকারিতা বশতঃ সত্যের অপলাপ করিল, তুমি তাহাদিগকে বল, তোমরা ন্যায়বিচার কর এবং স্বীকার কর

যে, আমরা মুছলমান, সত্যপথে আছি।—রুঃ, মাঃ, ১৬০৬।৬০৭, কঃ, ২।৪৯১।৪৯২।

(৬৫) য়িহুদী ধর্ম্মযাজকগণ হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, হজরত এবরাহিম (আঃ) য়িহুদী ছিলেন। এইরূপ নাজরাণের খ্রীষ্টানেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, হজরত এবরাহিম (আঃ) খ্রীষ্টান ছিলেন, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। এবনো-জরির ও এবনো-ইছহাক ইহা হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন।

আয়তের অর্থ এই যে, হে আহলে-কেতাব সম্প্রদায়, তোমরা কি জন্য এবরাহিম সম্বন্ধে বিরোধ করিয়া বলিতেছ যে, তিনি য়িহুদী কিম্বা খৃষ্টান ছিলেন? তওরাত ও ইঞ্জিল হজরত এবরাহিম (আঃ)এর পরে নাজেল করা হইয়াছিল, ইহা কি তোমরা বুঝিতেছ না?

হজরত এবরাহিম ও মুছা (আঃ)এর মধ্যে ৫৬৫ কিম্বা ৭০০ অথবা ১০০০ বৎসর ব্যবধান ছিল। হজরত মুছা ও ইছা (আঃ) মধ্যে ১২৯৫ কিম্বা ২০০০ বৎসর ব্যবধান ছিল। শেহাব বলিয়াছেন, তাহাদের দাবি এই ছিল যে, হজরত এবরাহিম (আঃ) য়িহুদী কিম্বা খ্রীষ্টান বংশধর ছিলেন। যেহেতু তাহারা জ্ঞানান্ধ হইয়াছিলেন, কিম্বা হঠকারিতা বশতঃ তাহারা এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে রাগান্বিত করা উদ্দেশ্যে, অথবা মুছলমানদিগকে নবিগণের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ধারণায় ধোকাতে নিক্ষেপ করা উদ্দেশ্যে ঐরূপ দাবি করিয়াছিলেন, কাজেই খোদা তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন।

আর যদি এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণ হজরত এবরাহিম (আঃ)এর ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তবে ইহাও

বাতীল, কেননা খৃষ্টানদিগের এবাদত-পদ্ধতি হজরত এবরাহিম (আঃ) এর কার্য্য-পদ্ধতির বিপরীত ছিল।

হজরত মুছা (আঃ)এর পূর্ব্বে শরিয়তের যে নিয়মাবলী ছিল, হয় হজরত মুছা (আঃ) তৎসমুদয়ের অনুসরণ ও সমর্থন করিয়াছেন, না হয় তিনি তৎসমুদয় মনছুখ করিয়া দিয়া অন্য শরিয়ত আনয়ন করিয়াছেন। প্রথম সূত্রে তিনি শরিয়ত প্রবর্ত্তক হইলেন না, য়িহুদীগণ ইহা স্বীকার করেন না। দ্বিতীয় সূত্রে প্রত্যেক নবী অন্য নবীর শরিয়ত মনছুখ করিয়া থাকেন, য়িহুদিরা ইহা স্বীকার করেন না।—কঃ, ২।৪৯২, রুঃ, ১।৬০৭।

(৬৬) এই আয়তের কয়েক প্রকার অনুবাদ হইতে পারে;—

(১) তোমরাই উক্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ হইতেছ—যদিও তোমরা যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান আছে, উহাতে বাক্-বিতণ্ডা করিয়াছ, কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নাই, উহাতে তোমরা কেন বাক্-বিতণ্ডা করিতেছ?

(২) সাবধান! তোমরা উক্ত ব্যক্তিগণ হইতেছ—যাহারা যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান আছে, কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নাই, উহাতে তোমরা কেন বাদানুবাদ করিতেছ?

(৩) সাবধান! হে উক্ত ব্যক্তিগণ, তোমরা যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান আছে, তৎসম্বন্ধে তোমরা বিরোধ করিতেছ, কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নাই, তৎসম্বন্ধে কেন তোমরা বিরোধ করিতেছ?

আয়তের মর্ম্ম এই;—তাহারা ধারণা করিয়াছিল যে, তওরাত ও ইঞ্জিলের শরিয়ত কোর-আনের শরিয়তের বিপরীত। ইহা সত্য দাবি ছিল। আরও তাহারা দাবি করিয়াছিল যে, হজরত এবরাহিমের শরিয়ত হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর শরিয়তের বিপরীত ছিল, ইহা বাতীল দাবি ছিল।

আল্লাহ বলেন, হে নির্ব্বোধ সম্প্রদায়, যদিও প্রথম বিষয়ে তোমাদের দাবি মত তোমাদের জ্ঞান ছিল, এই হেতু তৎসম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডা করিয়াছ, কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়ে তোমাদের আদৌ জ্ঞান নাই, তৎসম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিতেছ কেন? আল্লাহতায়ালা এই শরিয়তগুলির অবস্থা অবগত আছেন, তোমরা ইহা অবগত নও। ইহা এমাম রাজির বর্ণনা।

আল্লামা আলুছি ইহার অর্থে লিখিয়াছেন;—

আমি স্বীকার করিলাম যে, তোমাদের কেতাবের স্পষ্ট এবারতে কিম্বা ইঙ্গিতে মুছা ও ইছা (আঃ)এর অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু হজরত এবরাহিমের অবস্থা তোমাদের কেতাবের স্পষ্টাংশে কিম্বা অস্পষ্টাংশে বর্ণিত হয় নাই, কাজেই তোমাদের দাবি মতে প্রথম বিষয়ের জ্ঞান তোমাদের থাকিলেও দ্বিতীয় বিষয়ের জ্ঞান তোমাদের নাই, প্রথম বিষয়ে তোমাদের তর্ক বিতর্ক করা কতকাংশে ন্যায্য হইলেও দ্বিতীয় বিষয়ে তোমাদের তর্ক বিতর্ক করা কিরূপে সঙ্গত হইবে? আল্লাহ হজরত এবরাহিম (আঃ)এর অবস্থা ও শরিয়ত অবগত আছেন, তোমরা ইহা অবগত নও।—রুঃ, মাঃ, ১৩০৮, কঃ, ২।৪৯৩।

(৬৭) (হজরত) এবরাহিম (আঃ) য়িহুদী ছিলেন না, এবং খ্রীষ্টানও ছিলেন না, বরং তিনি 'হানিফ' ছিলেন, অর্থাৎ তিনি সমস্ত বাতীল মত হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন।

তিনি মোছলেম ছিলেন, ইহার অর্থ এই যে, তিনি খোদার বিধিগুলিতে আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, কিম্বা খোদার একত্ব-বাদী ছিলেন।

আর তিনি অংশীবাদিদিগের অন্তর্গত ছিলেন না, অর্থাৎ তিনি পৌত্তলিক, অগ্নি-উপাসক ও নক্ষত্রোপাসক ছিলেন না। কেহ

কেহ ইহার অর্থে বলিয়াছেন, তিনি য়িহুদী ও খৃষ্টান ছিলেন না, যেহেতু য়িহুদীরা ওজাএর (আঃ)কে খোদার পুত্র বলিয়া এবং খৃষ্টানগণ ইছা (আঃ)কে খোদার পুত্র বলিয়া অংশীবাদী শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিলেন।

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, হজরত এবরাহিম বর্ত্তমান দীন-ইছলামের উপর ছিলেন, এস্থলে যদি কেহ বলেন যে, মোহম্মদী শরিয়ত কি সে এবরাহিমি শরিয়তের সমান ছিল? যদি বল, অছুলে (আকায়েদে) উভয় শরিয়ত সমান ছিল, তবে বলিব, হজরত মুছা, ইছা ও সমস্ত নবীর শরিয়ত আকায়েদে সমান ছিল।

আর যদি বল, ফরুয়াত-মাছায়েলে উভয় শরিয়ত সমান ছিল, তবে বলিব, ইহাতে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর নূতন শরিয়ত প্রবর্ত্তক হওয়া সপ্রমাণ হয় না।

এমাম রাজি ও আল্লামা আলুছি উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, হজরত মুছা (আঃ) যে শরিয়ত আনয়ন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান য়িহুদী মত উহার বিপরীত, হজরত ইছা (আঃ) যে শরিয়ত আনয়ন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান খৃষ্টানি মত তাহা হইতে স্বতন্ত্র, প্রোক্ত উভয় মতে একত্ববাদ লুপ্ত হইয়া অংশীবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কাজেই বলিতে হইবে যে, হজরত এবরাহিম, মুছা, ইছা ও সমস্ত নবী যে একত্ববাদ 'অছুল' (মূলমন্ত্র) স্থির করিয়াছিলেন, প্রচলিত য়িহুদী ও খৃষ্টানি মত তাহার বিপরীত। পক্ষান্তরে হজরত এবরাহিম (আঃ) কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত একত্ববাদ ও অন্যান্য আকায়েদ অবিকল মোহম্মদী শরিয়তে সুরক্ষিত হইয়াছে, কাজেই বলিতে হইবে যে, মোহম্মদী শরিয়ত ও এবরাহিমি শরিয়ত অছুলে (মূলমন্ত্রে) তুল্য। এই হেতু বলা হইয়াছে, হজরত এবরাহিম (আঃ) ইছলামাবলম্বী ছিলেন।

আর যদি বলা যায় যে, 'ফরুয়াত' (আনুসঙ্গিক) মাছায়েলে এবরাহিমি ও মোহম্মদী উভয় শরিয়ত সমান, তাহাও যুক্তিযুক্ত কথা হইবে, কেননা এবরাহিমি শরিয়তের ফরুয়াত মাছায়েল মুছাবি শরিয়ত কর্ত্তৃক মনছুখ হইয়াছিল, আবার হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর শরিয়ত কর্ত্তৃক মুছাযি শরিয়তের ফরুয়াত আহকাম নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রাচীন এবরাহিমি শরিয়তের ফরুয়াত আহকাম প্রবর্ত্তিত হয়, কাজেই মোহম্মদ (ছাঃ) নূতন শরিয়ত-প্রবর্ত্তক হইলেন। যখন এই উভয় শরিয়তের অধিকাংশ ফরুয়াত আহকাম সমান, তখন সামান্য কতিপয় মাছায়েলে বৈষম্য ভাব থাকিলেও উভয় শরিয়তের সমান হওয়ার বাধা হইতে পারে না।—কঃ, মাঃ, ১।৬০৮।৬০৯, কঃ, ২।৪৯৩।

(৬৮) হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, য়িহুদিদিগের নেতৃস্থানীয় লোকেরা হজরত নবি (ছাঃ)কে বলিয়াছিলেন, খোদার শপথ, হে মোহম্মদ, তুমি অবগত আছ যে, নিশ্চয় আমরা তোমা অপেক্ষা ও অন্যান্য লোক অপেক্ষা এবরাহিমি ধর্ম্মের সমধিক নিকটবর্ত্তী, নিশ্চয় তিনি য়িহুদী ছিলেন, তোমার মধ্যে হিংসা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই সময় এই আয়ত নাজেল করিয়াছিলেন।

আব্দ বেনে হোমাএদ বর্ণনা করিয়াছেন, যে সময় হজরত নবি (ছাঃ)এর ছাহাবাগণ নাজাশির (হাবাশ দেশের রাজার) নিকট হেজরত করিয়া গিয়াছিলেন, (মক্কার) আমর বেনেল আ'ছ ও ওমারা তাঁহাদের পশ্চাদগামি হইয়া তাঁহাদের দুর্নাম রটনা করা উদ্দেশ্যে উক্ত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, এই মক্কার অধিবাসী আগন্তুকের দল বাসনা করে যে, তোমার রাজ্য পরিবর্ত্তন ও দেশে অশান্তি উৎপাদন করিবে এবং তোমার খোদাকে গালি দিবে। তৎশ্রবণে নাজাশি ছাহাবাগণের নিকট

লোক পাঠাইলেন, তাহারা আমর ও ওমারার দুর্নামের কথা প্রকাশ করিলে, হজরত ওছমান বেনে মজউন ও হামজা (রাঃ) বলিলেন, যদি তোমরা ইচ্ছা কর, তবে আমাদের একজনকে রাজার নিকট উপস্থিত কর। আমাদের মধ্যে সমধিক অল্প বয়স্ক ব্যক্তি তাঁহার সহিত কথোপকথন করিবে। যদি সে ন্যায্য কথা বলে, তবে আল্লাহ ইহার সুফল প্রদান করিবেন। আর যদি অন্যায় কথা বলে, তবে তোমরা উক্ত যুবককে ক্ষমার পাত্র ধারণা করিবে। তখন নাজাশি পাদ্রিদিগকে, তাপসদিগকে ও ভাষা অনুবাদকদিগকে সংগ্রহ করিয়া ছাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা বল, তোমাদের নবী তোমাদিগকে কি বলিয়া থাকেন, কি বিষয়ের আদেশ করেন এবং কি বিষয় নিষেধ করেন? তাঁহার কি কোন কেতাব আছে—যাহা তিনি পাঠ করিয়া থাকেন? তাঁহারা বলিলেন, হাঁ, যাহা খোদা তাঁহার উপর নাজেল করিয়াছেন, তাহাই তিনি পাঠ করেন। তিনি সৎকার্য্যের আদেশ করেন, প্রতিবেশীদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে ও পিতৃহীনদিগের তত্ত্বাবধান করিতে আদেশ করেন। অদ্বিতীয় খোদার উপাসনা করিতে বলেন, তাঁহা ব্যতীত অন্যের উপাসনা না করিতে আদেশ প্রদান করেন। তৎপরে তাঁহার নিকট ছুরা' রুম, আনকবুত, কাহাফ ও মরয়ম পাঠ করা হইল। যখন কোর-আনে হজরত ইছা (আঃ)এর সমালোচনা আরম্ভ হইল, আমর বেনে আ'ছ রাজাকে তাঁহাদের উপর রাগান্বিত করা উদ্দেশ্যে বলিল, খোদার শপথ, নিশ্চয় ইহারা হজরত ইছা (আঃ)এর উপর কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। নাজাশি বলিলেন, তোমাদের নবি হজরত ইছা (আঃ) সম্বন্ধে কি বলেন? ছাহাবাগণের মধ্যে একজন বলিলেন, তিনি বলেন, হজরত ইছা খোদার বান্দা, রাছুল, (প্রেরিত) আত্মা ও একটী বাক্য—যাহা তিনি

সরয়ামের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তখন নাজাশি কেশের পরিমাণ মেছওয়াকের একটী তার লইয়া হলফ করিয়া বলিলেন, হজরত ইছার ও তোমাদের নবীর কথায় কেশ পরিমাণ পার্থক্য নাই। তোমাদিগকে সুসংবাদ প্রদান করিতেছি, তোমরা ভীত হইও না এবং এবরাহিমের দলের উপর কোন প্রকার তিরস্কার করা হইবে না। আমর বেনেল আছ বলিল, এবরাহিমের দল কি? নাজাশি বলিলেন, এই মুছলমানগণ, তাঁহাদের নবী, আর যাহারা তাহাদের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এবরাহিমের দল। সেই সময় মদিনা শরিফে নবি (ছাঃ)এর উপর এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

আয়তের অর্থ এই;—যাহারা হজরত এবরাহিম (আঃ)এর জামানায় তাঁহার শরিয়তের অনুগামি হইয়াছিল, আর এই (শেষ) নবী ও যাহারা তাঁহার উপর ইমান আনিয়াছেন, তাঁহারাই হজরত এবরাহিম (আঃ)এর সমধিক নিকটবর্ত্তী, কেননা মোহম্মদী শরিয়ত অন্যান্য শরিয়ত অপেক্ষা সমধিক সৌসাদৃশ্য-সম্পন্ন।

আল্লাহ ইমানদারগণের বন্ধু সহায়ক ও সুফল প্রদাতা।—কাঃ, মাঃ, ১।৬০৯।৬১০।

(৬৯) এই আয়তের অনুবাদ দুই প্রকার হইতে পারে—

(১) গ্রন্থধারিদিগের মধ্যে একদল তোমাদিগকে ভ্রান্ত করার বাসনা করিয়াছে।

(২) গ্রন্থধারিদিগের একদল (তোমাদিগকে ভ্রান্ত করার) বাসনা করিয়াছে, যদি তাহারা তোমাদিগকে ভ্রান্ত করিতে পারে, (তবে তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে)।

আয়তের অর্থ এই যে, আহলে-কেতাব সম্প্রদায় সত্যপথ হইতে বিমুখ হইয়া ও দলীল প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, বরং নানাপ্রকার সন্দেহজনক কথা প্রকাশ করিয়া ইমানদার-

গণকে ভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতে থাকে। তাহারা বলিয়া থাকে, হজরত মোহাম্মদ, হজরত মুছা ও ইহার উপর ইমান আনিয়া আবার নিজের নবুয়তের দাবি করিয়া থাকেন। হজরত মুছা তওরাতে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, তাঁহার শরিয়ত চিরস্থায়ী হইবে। মনছুখ হওয়ার কথা স্বীকার করিলে, খোদার অনভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়।

আয়তের উদ্দেশ্য এই যে, মুছলমানেরা যেন য়িহুদিদিগের কথায় প্রতারিত না হয়।

কেহ কেহ বলেন, য়িহুদিগণ হজরত হোজায়ফা, আম্মার ও মোয়াজকে য়িহুদী মত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায় এই আয়ত নাজেল হয়। يضلونكم শব্দের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, "য়িহুদিগণ তোমাদিগকে কাফেরির দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে।" এবনো-জরির তাবারি উহার অর্থে লিখিয়াছেন, "তাহারা তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।"

আবু আলি উহার অর্থে বলিয়াছেন, "তাহারা তোমাদিগকে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করিবে এবং তোমাদের নিকট এরূপ কথা প্রকাশ করিবে—যাহা তোমাদের 'দীন' সম্বন্ধে সন্দেহ উৎপাদন করিবে।"

তৎপরে খোদা বলিতেছেন ;—

তাহারা মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার চেষ্টা করিতেছে, অথচ তাহারা নিজেদিগকে ধ্বংস করিতেছে, যেহেতু তাহারা এই চেষ্টার জন্য খোদার কোপের পাত্র হইতেছে, তাহাদের অন্তরে আবরণ পড়িয়াছে, এই হেতু ইহা বুঝিতে পারিতেছে না।

এইরূপ অর্থ হইতে পারে—তাহারা মুছলমানদিগকে ভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেছে, অথচ তাহারা ইহা অবগত নহে যে,

ইহাতে তাহারা নিজেদের উপর উহার শাস্তি টানিয়া আনিতেছে এবং দ্বিগুণ শাস্তির পাত্র হইতেছে।—রুঃ, মাঃ, ১।৬১০।

(৭০) এস্থলে খোদা গ্রন্থধারি বিদ্বানগণকে বলিতেছেন, হে গ্রন্থধারিগণ, তওরাত ও ইঞ্জিলের যে আয়তগুলিতে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর নবুয়ত ও ইছলাম ধর্ম্মের সত্যতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তোমরা মুছলমানগণের সাক্ষাতে তৎসমস্ত অস্বীকার কর কেন? অথচ যখন তোমরা নিজেরা কোন স্থানে থাক, তখন ইহার সত্যতার কথা স্বীকার করিয়া থাক।

হে গ্রন্থধারিগণ, তোমরা মুছলমানদিগের সাক্ষাতে কোর-আন শরিফের আয়তগুলির নিদর্শন হওয়া কেন অস্বীকার করিতেছ? অথচ তোমরা নিজের অন্তর ও বিবেকের নিকট তৎসমুদয় নিদর্শন বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাক।

হে গ্রন্থধারিগণ, যে সমস্ত অলৌকিক কার্য্যগুলি হজরত নবি (ছাঃ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, তোমরা তৎসমস্ত অস্বীকার করিতেছ কেন? অথচ তোমরা ইহা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাক যে, অলৌকিক কার্য্য দ্বারা নবিগণের নবুয়ত সপ্রমাণ হইয়া থাকে। —কঃ, ২।৭৯৪।

(৭১) হে গ্রন্থধারিগণ, তোমরা প্রকৃত তওরাতের আয়ত-গুলিকে কৃত্রিম কথাগুলির সহিত কেন মিশ্রিত করিতেছ? ইহা হাছান ও এবনো-জয়েদের মত। কিম্বা তোমরা মুখে ইছলাম প্রকাশ করিতেছ, অথচ অন্তরে কপটতা পোষণ করিতেছ কেন? অথবা দিবসের প্রথম ভাগে মুখে ইছলাম প্রকাশ করিয়া এবং উহার শেষ ভাগে উহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লোকদিগকে সন্দেহে নিক্ষেপ করিতেছ কেন? ইহা এবনো-আব্বাছ ও কাতাদার মত।

কিম্বা হজরত মুছা ও ইহার উপর ইমান আনিয়াছ অথচ হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) এর নবুয়ত অস্বীকার করিতেছ কেন? অথবা তোমরা হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) এর নবুয়তে অন্তরে বিশ্বাস করিয়া থাক, অথচ মৌখিক ও প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার উপর অসত্যারোপ করিতেছ কেন? ইহা আবু ... আবু মোছলেমের মত।

তৎপরে বলিতেছেন;—

তোমরা তোমাদের কেতাবগুলিতে যে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) এর নবুয়ত, লক্ষণ ও সুসংবাদ লিখিত রহিয়াছে তৎসমুদয় গোপন করিতেছ, অথচ তোমরা অবগত আছ যে উহা সত্য, কিম্বা তোমরা জান যে, ইহা তোমাদের হঠকারিতা ও হিংসা ব্যতীত আর কিছুই নহে, অথবা তোমরা বিদ্বান সম্প্রদায় হইয়া এরূপ করিতেছ কেন? কিন্তু তোমরা অবগত আছ যে এরূপ কার্য্যকারীর শাস্তির গুরুত্ব অধিক হইবে।—কঃ, ২৪৯।৪৯২, রুঃ, মাঃ, ১৬১১।

৮ম রুকু ৯ আয়ত।

(৭২) وَ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا

بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَ اكْفُرُوْٓا

اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۚ (৭৩) وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ

تبع دينكم ط قل ان الهدى هدى الله لا ان يؤتى

احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم ط قل

ان الفضل بيد الله ج يؤتيه من يشاء ط و الله واسع

عليم ۚ (٧٤) يختص برحمته من يشاء ط و الله

ذو الفضل العظيم ٥ (٧٥) و من اهل الكتب من

ان تامنه بقنطار يؤده اليك ج و منهم من ان

تامنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه

قائما ط ذلك بانهم قالوا ليس علينا فى الامين

سبيل ج و يقولون على الله الكذب و هم يعلمون ٥

(٧٦) بلى من اوفى بعهده و اتقى فان الله يحب

المتقين ٥ (٧٧) ان الذين يشترون بعهد الله

وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ

وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا

يُزَكِّيْهِمْ ص وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ (٧٨) وَ اِنَّ مِنْهُمْ

لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ

وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ج وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

وَ مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ج وَ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ

وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ○ (٧٩) مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ

الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا

عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا

كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۝

(٨٠) وَ لَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَ النَّبِيّٖنَ

اَرْبَابًا ط اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

অনুবাদ।

(৭২) এবং গ্রন্থধারিগণের মধ্যে একদল বলিয়াছেন—তোমরা যাহা বিশ্বাসিগণের উপর অবতারণ করা হইয়াছে, তাহার প্রতি দিবসের প্রথম ভাগে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং উহার শেষ ভাগে উহা অবিশ্বাস কর, বিশেষ সম্ভব যে, তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

(৭৩) আর যে ব্যক্তি তোমাদের ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছে, তাহা ব্যতীত কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিও না, তুমি বল, নিশ্চয় দীন আল্লাহতায়ালার দীন, (সুতরাং তোমরা ইহা অস্বীকার করিও না যে,) তোমরা যাহা প্রদত্ত হইয়াছ, অন্য কেহ তাহার তুল্য প্রদত্ত হয়, কিম্বা তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পরাভূত করিয়া ফেলে, তুমি বল, নিশ্চয় অনুগ্রহ খোদাতায়ালার আয়ত্বাধীনে আছে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, উহা প্রদান করেন এবং আল্লাহ অসীম দয়াশীল (কিম্বা শক্তিশালী) মহা-জ্ঞাতা।

(৭৪) তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, নিজের দয়া দ্বারা বিশেষত্ব প্রদান করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশালী।

(৭৫) গ্রন্থধারিদিগের এমন কোন লোক আছে যে, যদি তুমি তাহার নিকট একটী ধনভাণ্ডার গচ্ছিত রাখ, তবে সে উহা তোমাকে প্রত্যর্পণ করিবে, আর তাহাদের মধ্যে এরূপ লোক আছে যে, যদি তুমি তাহার নিকট একটী দীনার গচ্ছিত রাখ, তবে সে উহা তোমাকে প্রত্যর্পণ করিবে না, কিন্তু যদি তুমি অবিরত উহার সম্বন্ধে তাকাদা-কারী থাক। ইহার কারণ এই যে, নিশ্চয় তাহারা বলিয়াছে যে, আমাদের উপর এই নিরক্ষরদিগের

সম্বন্ধে কোন গোনাহ নাই এবং তাহারা আল্লাহতায়ালার উপর মিথ্যারোপ করিয়া থাকে, অথচ তাহারা অবগত আছে।

(৭৬) হাঁ, যে ব্যক্তি নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছে এবং ভয় করিয়াছে, নিশ্চয় ধর্ম্ম ভীরুদিগকে ভালবাসেন।

(৭৭) নিশ্চয় যাহারা আল্লাহতায়ালার অঙ্গীকার ও নিজেদের শপথের পরিবর্ত্তে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, তাহারাই এইরূপ হইবে যে, তাহাদের জন্য পরজগতে কোন অংশ নাই ও আল্লাহ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং কেয়ামতের দিবস তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না ও তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আছে।

(৭৮) এবং নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যে এরূপ একদল লোক আছে যে, তাহারা কেতাব পাঠে রসনাগুলি কুঞ্চিত করিয়া থাকে, যেন তোমরা উহা কেতাবের অংশ ধারণা কর, অথচ উহা কেতাবের অংশ নহে এবং তাহারা বলিয়া থাকে যে, উহা আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে (আগত), অথচ উহা আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে (আগত) নহে এবং তাহারা আল্লাহতায়ালার উপর অসত্যারোপ করিয়া থাকে, অথচ তাহারা অবগত আছে।

(৭৯) কোন মনুষ্যের পক্ষে উচিত নহে যে, খোদা তাহাকে কেতাব, ধর্ম্ম-জ্ঞান ও নবুয়ত প্রদান করেন, তৎপরে সে লোক-দিগকে বলে যে, তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া আমার বান্দা (উপাসনাকারী) হইয়া যাও বরং যেহেতু তোমরা কেতাব শিক্ষা প্রদান করিতেছ এবং (উহা) পাঠ করিতেছ, এই হেতু অবিরত খোদার আজ্ঞাবাহক বিদ্বান্ হও।

(৮০) এবং তিনি তোমাদিগকে আদেশ করেন না যে, তোমরা ফেরেশতাগণকে ও নবিগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ কর। তোমরা যখন মুছলমান হইয়াছ, ইহার পরে কি তিনি তোমাদিগকে কাফিরির আদেশ করিতে পারেন?

টীকা ;—

(৭২) হাছান ও ছুদী বলিয়াছেন, খয়বর ও ওরায়না পল্লীর দ্বাদশ জন য়িহুদী ধর্ম্ম-যাজক সমবেত হইয়া পরস্পরে বলিলেন যে, তোমরা দিবসের প্রথম ভাগে অন্তরের সহিত নহে, বরং মৌখিক হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর ধর্ম্মে প্রবেশ কর, দিবসের শেষ ভাগে উহার উপর অবিশ্বাসী হওয়ার কথা প্রচার করিয়া বল, আমরা আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি এবং আমাদের বিদ্বান্ মণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়াছি, ইহাতে আমরা দেখিয়াছি যে, মোহাম্মদ সেই প্রতিশ্রুত নবী নহেন, আমাদের নিকট তাঁহার অসত্যতা ও তাঁহার ধর্ম্মের অসারতা প্রকাশিত হইয়াছে। যখন তোমরা এই কার্য্য করিবে, তখন তাঁহার ছাহাবাগণ নিজেদের ধর্ম্মে সন্দিহান হইয়া বলিবেন, নিশ্চয় তাহারা গ্রন্থধারী সম্প্রদায়, তাহারাই এতৎসম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ, সুতরাং তাহারা নিজেদের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তোমাদের য়িহুদী ধর্ম্মের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

মোজাহেদ, মোকাতেল ও কলবি বলিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) মদিনা শরিফে আগমন পূর্ব্বক বয়তুল মোকাদ্দছের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে লাগিলেন, ইহাতে য়িহুদীরা আনন্দিত হইয়া হজরত নবি (ছাঃ)এর তাহাদের দলভুক্ত হওয়ার আশা করিতে লাগিল। যখন আল্লাহ তাঁহাকে কা'বার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে আদেশ করিলেন, উহা জোহরের সময় ছিল। তখন কা'ব-বেনেল আশরাফ নিজের সহচরগণকে বলিলেন, তোমরা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উপর কাবা সম্বন্ধে যাহা নাজেল হইয়াছে, তাহার উপর ইমান আন এবং দিবসের প্রথম ভাগে সেই দিকে ফিরিয়া নামাজ পড় এবং দিবসের শেষ ভাগে তোমাদের কেবলা বয়তুল মোকাদ্দছের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়, তাহা হইলে

মুছলমানেরা সন্দেহে নিক্ষিপ্ত হইয়া মোরতাদ্দ হইতে পারে, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

আয়তের অর্থ এই যে, একজন গ্রন্থধারি নিজেদের কতক লোককে বলে, যে কোর-আন মুছলমানগণের উপর নাজেল করা হইয়াছে, তোমরা দিবসের প্রথম ভাগে উহার উপর ইমান প্রকাশ কর এবং দিবসের শেষ ভাগে উহা অবিশ্বাস কর, তাহা হইলে মুছলমানগণ আমার ধর্ম্মের দিকে ফিরিয়া যাইতে পারে। রুঃ, মাঃ, ১৬১১, কঃ, ২।৪৯৫।৪৯৬।

(৭৩) সমস্ত তফছিরকারক বলিয়াছেন, ইহা ইহুদীদিগের কথার শেষাংশ, এমাম রাজি বলেন, এই অংশের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে;—

(১) এই যে, হে য়িহুদী সম্প্রদায়, যে নবী তোমাদের তওরাতের শরিয়তের অনুসরণ করে এবং উহা সমর্থন করে, কেবল তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। আর যিনি তওরাতের আহকামের কোন অংশ পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিও না।

(২) এই যে, পূর্ব্বোক্ত আয়তে দিবসের প্রথম ভাগে ইমান আনিতে ও শেষ ভাগে উহা অস্বীকার করিতে বলা হইয়াছে, এইরূপ ইমান আনার উদ্দেশ্য এই যে, নিজেদের ধর্ম্মাবলম্বিগণকে নিজ ধর্ম্মে রক্ষা করা কল্পে ইহা করা হইয়াছে। কেননা প্রত্যেকে কল্পনা করিয়া থাকে যে, নিজের অনুগামিগণকে নিজের ধর্ম্মে স্থির-প্রতিজ্ঞ রাখে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন;—

"নিশ্চয় দীন আল্লাহর দীন হইতেছে।"

য়িহুদীরা বলিত, তাহারা যে মতের আছে, তাহাই প্রকৃত দীন। আল্লাহ তদুত্তরে বলিতেছেন, তাহাদের মত আল্লাহতায়ালার

অন্য দীন হইয়াছে, কেননা আল্লাহ উহার আদেশ করিয়াছেন, উহার দিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং উহার আনুগত্য স্বীকার করা ওয়াজেব করিয়াছেন, প্রকৃত ব্যাপার যখন ইহা হইতেছে, তখন যদি ইহার পরে তিনি অন্য বিষয়ের আদেশ করেন, অন্য বিষয়ের দিকে পথ প্রদর্শন করেন এবং অন্য বিষয়ের আনুগত্য স্বীকার করিতে বলেন, তবে উহা প্রথম দীনের বিপরীত হইলেও দীন হইবে এবং উহার অনুসরণ করা ওয়াজেব হইবে। প্রথমোক্ত অংশের প্রথমোক্ত মর্ম্মের হিসাবে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকার মর্ম্মের হিসাবে এইরূপ ব্যাখ্যা হইবে—নিশ্চয় দীন আল্লাহতায়ালার দীন, আর যখন তোমরা উহা গ্রহণ করিয়াছ, তখন উহা নষ্ট করিতে তোমাদের এই দুর্ব্বল চক্র কার্য্যকরী হইবে না।

ان يؤتي احد ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم ইহার মর্ম্ম অতি জটিল, ইহা খোদার কালাম হইতে পারে, কিম্বা য়িহুদিদিগের কথার শেষাংশ হইতে পারে। যদি খোদার কথা হয়, তবে এইরূপ অর্থ হইবে ;—

فلا تنكروا ان يؤتى احد سواكم من الهدى مثل ما اتيتموه او يحاجوكم يعني هؤلاء المسلمين بذلك عند ربكم ان لم تقبلوا ذلك منهم *

"(যখন আল্লাহর 'দীন' 'দীন' হইতেছে) তখন তোমরা ইহা অস্বীকার করিও না যে, তোমরা যে দীন প্রদত্ত হইয়াছ, সেইরূপ দীন তোমাদের ব্যতীত অন্য কেহ প্রদত্ত হইতে পারে, কিম্বা তাহারা (উক্ত মুছলমানগণ যদি তোমরা তাহাদের উক্ত দীন গ্রহণ না কর, তবে) তজ্জন্য তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পরাভূত (নিরুত্তর) করিয়া দিবেন।"

কিম্বা هدى শব্দের অর্থ বর্ণনা الله هدى শব্দ হইতে বদল হইবে, এক্ষেত্রে এইরূপ অর্থ হইবে ;—

قل يا محمد لا شك ان بيان الله هو ان لا يؤتى احد مثل ما اوتيتم و هو دين الاسلام الذي هو افضل الاديان و ان لايحاجوكم يعني هؤلاء اليهود عند ربكم في الاخرة لانه يظهر لهم في الاخرة انكم محقون و انهم مضلون ●

"তুমি বল, হে মহম্মদ, ইহাতে সন্দেহ নাই যে, নিশ্চয় আল্লাহ-তায়ালার বর্ণনা এই যে, তোমরা (মুছলমানগণ) যে দীন প্রদত্ত হইয়াছ, তত্তুল্য দীন কেহই প্রদত্ত হইবে না, উহা দীনে-ইছলাম—যাহা সমস্ত দীন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। আরও এই য়িহুদীগণ তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পরজগতে পরাভূত করিতে পারিবে না, কেননা পরজগতে তাহাদের সমক্ষে প্রকাশিত হইবে যে, নিশ্চয় তোমরা সত্যপরায়ণ এবং নিশ্চয় তাহারই ভ্রান্ত।"

তৃতীয় প্রকার অর্থ এই ;—

ان هدى الله هو ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم فيقضى لكم عليهم ●

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার বর্ণনা এই যে, তোমরা হে য়িহুদিগণ, যে ধর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছ, তোমাদের ব্যতীত অন্য কেহ তত্তুল্য ধর্ম্ম প্রদত্ত হইতে পারে, কিম্বা তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের প্রতি-পালকের নিকট দোষীরূপে উপস্থিত করিতে পারে, তখন তাহাদের সাপক্ষে তোমাদের বিপক্ষে বিচার মীমাংসা করা হইবে।

আর যদি উহা য়িহুদীদিগের কথার শেষাংশ হয়, তবে এইরূপ অর্থ হইতে পারে,—

لا تظهروا ايمانكم بان يؤتى احد مثل ما اوتيتم الا لاهل دينكم و اسروا تصديقكم بان المسلمين قد اوتوا من

كتب الله مثل ما اوتيتم و لا تفشوه الا الى اشياعكم وحد هم دون المسلمين لئلا يزيد هم ثباتا و دون المشركين لئلا يدعوهم ذلك الى الاسلام و لا تؤمنوا لغير اتباعكم ان المسلمين يحاجوكم يوم القيمة بالحق و يغالبونكم عند الله بالحجة ●

"তোমাদের ধর্ম্মের তুল্য ধর্ম্ম অন্যকে প্রদত্ত হইতে পারে, তোমাদের এই বিশ্বাসটী তোমাদের স্বধর্ম্মাবলম্বিগণ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, মুছলমানগণ তোমাদের প্রদত্ত কেতাবের ন্যায় যে আল্লাহতায়ালার কেতাব প্রদত্ত হইয়াছেন, তোমাদের এই বিশ্বাসটী সংগোপনে রাখ এবং তোমাদের স্বধর্ম্মাবলম্বিগণ ব্যতীত না মুছলমানগণকে প্রকাশ করিবে, না মোশরেকগণকে প্রকাশ করিবে, নচেৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের ইমানের দৃঢ়তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ও শেষোক্ত ব্যক্তিরা ইছলামের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে।"

এমাম রাজি এই অর্থ দুর্ব্বল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। فضل শব্দের মূল অর্থ আধিক্য, তৎপরে উপকার ও পরোপকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই আয়তে যে الفضل শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, উহার মর্ম্ম কি?

এবনো-জোরাএজ উহার মর্ম্ম ইছলাম বলিয়াছেন, অন্যান্য বিদ্বানগণ উহার মর্ম্ম নবুয়ত ও রেছালাত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ উহার অর্থ দলীল প্রমাণ, কিম্বা দীন ও দুনইয়ার সম্পদ বলিয়াছেন। এমাম রাজি বলিয়াছেন, য়িহুদীরা বলিয়াছিল যে, তাহাদের ন্যায় কেতাব, ব্যবস্থা ও নবুয়ত অন্য কেহ পাইতে পারে না। খোদা উহার প্রতিবাদে বলিতেছেন; তুমি বল, নিশ্চয় অনুগ্রহ স্বরূপ নবুয়ত ও রেছালাতের মালিক

আল্লাহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, উহা প্রদান করেন। বরং উহার শ্রেষ্ঠ অংশ প্রদান করিতে পারেন, আল্লাহ দয়া কিম্বা শক্তিতে অসীম, বান্দাগণের হিত সম্বন্ধে কিম্বা কোন্ ব্যক্তিকে রেছালাত প্রদান করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ।—কঃ, ২।৪৯৬।৪৯৭, রুঃ, ১।৬১২।৬১৩।

(৭৪) আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন, শ্রেষ্ঠতম রেছালাত, ইছলাম ও কোর-আন প্রদান করিয়া বিশেষত্ব প্রদান করিয়া থাকেন, আল্লাহ মহা অনুগ্রহশালী।

(৭৫) قنطار 'কেন্তার' শব্দের অর্থ ১২ শত আওকিয়া। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) উহার অর্থ গরুর চর্ম্ম পূর্ণ পরিমাণ অর্থ বলিয়াছেন। কেহ কেহ উহার অর্থ ১০ লক্ষ দীনার কিম্বা দেরম বলিয়াছেন। এই স্থানে উহার অর্থ বহু অর্থ।

دينار দীনার ইহা ২৪ 'কিরাত'কে বলা হয়, প্রত্যেক কিরাত ৩ যবে হয়। ৭২ যবের ওজন পরিমাণ আরবি মুদ্রাকে দীনার বলা হয়।

এবনে আবি হাতেম, পীর মালেক বেনে দীনার কর্ত্তৃক বর্ণনা করিয়াছেন, দীনার শব্দ دين দীন ও نار 'নার' (অগ্নি) হইতে গৃহিত হইয়াছে, ইহার ইশারা এই যে, যদি তুমি ন্যায়ভাবে উহা উপার্জ্জন কর, তবে তোমার পক্ষে উহা দীন হইবে, আর যদি তুমি উহা অন্যায় ভাবে উপার্জ্জন কর, তবে তোমার পক্ষে অগ্নি হইবে। আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, ইহা শব্দের ধাতুগত অর্থ নহে।

এই স্থানে দীনার শব্দের মর্ম্ম সামান্য অর্থ।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি হজরত আবদুল্লাহ বেনে ছালামের নিকট ১২ শত 'আওকিয়া' স্বর্ণ গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তৎপরে তিনি উহা মালিককে ফেরত দিয়াছিলেন,

আর এক ব্যক্তি ফানহাছ বেনে আজুরার নিকট একটী দীনার গচ্ছিত রাখিয়াছিল, সে উহা অস্বীকার করিয়াছিল, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, এই আয়তে বুঝা যায় যে, খোদা মনুষ্যদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রথম বিশ্বাসভাজন, দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতক, যে য়িহুদীরা মুছলমান হইয়াছে, তাহারা বিশ্বাসভাজন, আর যাহারা এখনও উক্ত মত ত্যাগ করে নাই, তাহারা বিশ্বাসঘাতক।

দ্বিতীয়, খ্রীষ্টানগণ বিশ্বাসভাজন, আর য়িহুদীরা পরস্বাপহরণ-কারী বিশ্বাসঘাতক, কারণ তাহাদের মত এই যে, বিপক্ষদিগকে হত্যা করা হালাল ও তাহাদের অর্থ সম্পদ যে কোন প্রকারে হউক আত্মসাৎ করা জায়েজ।

আয়তের অর্থ এই যে, কতক আহলে-কেতাব এরূপ আছে যে, যদি তুমি তাহাদের নিকট বহু অর্থ কিম্বা ধন ভাণ্ডার গচ্ছিত রাখ, তবে তাহারা উহা তোমাকে ফেরত দিবে। পক্ষান্তরে তাহাদের মধ্যে এরূপ কতক লোক আছে যে, যদি তুমি তাহাদের নিকট সামান্য অর্থ, এমন কি একটী 'দীনার' গচ্ছিত রাখ, তবে তাহারা উহা ফেরত দিবে না, কিন্তু যদি তুমি অবিরত নাছোড় অবস্থায় বাক্‌বিতণ্ডা ও তাকাদা করিতে থাক, তবে উহা ফেরত দিতে পারে।

ছোদি এই অংশের অর্থে বলিয়াছেন, যদি তুমি তাহার নিকট অবিরত দণ্ডায়মান ও উপস্থিত থাকিতে পার, তবে তোমার প্রদত্ত টাকা স্বীকার করিবে, কিন্তু যদি তুমি তাহাকে অবকাশ প্রদান কর, তবে সে অস্বীকার করিয়া বসিবে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

"তাহারা যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহার কারণ এই যে, তাহারা বলিয়া থাকে যে, আমরা নিরক্ষর আরবিদিগের যে টাকা

কড়ি করায়ত্ত করিয়াছি, উহাতে আমাদের উপর কোন দোষ, লাঞ্ছনা ও দুর্ণাম আসিতে পারে না।

এমান রাজি বলিয়াছেন, তাহারা নিজেদের ধর্ম্মে অতিরিক্ত গোঁড়া ছিল, এই হেতু তাহারা বলিত যে, বিধর্ম্মিদগকে হত্যা করা এবং যে কোন উপায়ে হউক, তাহাদের অথ আত্মসাৎ করা হালাল।

য়িহুদীরা বলিত, আমরা খোদার পুত্র ও প্রিয় পাত্র, আমাদের ভিন্ন সমস্ত লোক আমাদের দাস, এক্ষণে যদি আমরা দাসদিগের অর্থ আত্মসাৎ করি, তবে আমাদের উপর কোন দাবি দাওয়া চলিতে পারে না।

এক রেওয়াএতে আছে, য়িহুদীরা ইছলামের পূর্ব্ব অজ্ঞতার যুগে কতকগুলি লোকের সহিত ক্রয় বিক্রয় ও আদান প্রদান করিত। যখন তাহারা ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উক্ত য়িহুদীদিগের নিকট নিজেদের প্রাপ্য টাকা কড়ি তাকাদা করিলেন, তখন তাহারা বলিল, আমাদের উপর তোমাদের কোন হক নাই, কেননা তোমরা নিজেদের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছ।

কলবি বলিয়াছেন, য়িহুদীরা বলিত, সমস্ত টাকা কড়ি আমাদের, আরবদের হস্তে যে টাকা-কড়ি আছে, তাহাও আমাদের, কেননা তাহারা অত্যাচার করিয়া উহা আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল, এক্ষণে আমরা তাহাদের টাকা কড়ি কাড়িয়া লইলে কোন দোষ হইবে না।

হজরত এবনো-আব্বাছকে এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, আমরা যুদ্ধকালে জিম্মি (আশ্রিত) কাফেরদিগের মুর্গি ও ছাগল পাইয়া থাকি, আমরা বলিয়া থাকি, ইহা গ্রহণে আমাদের কোন দোষ হইবে না। হজরত এবনো-আব্বাছ বলিলেন, তোমাদের এই কথা, যেরূপ আহলে-কেতাব সম্প্রদায় বলিয়াছিল,

নিরক্ষর আরবদিগের অর্থ সম্পত্তি গ্রহণে আমাদের কোন দোষ নাই। কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখ যে, যখন তাহারা জিজ্‌ইয়া কর দিয়া থাকে, তখন তাহাদের সম্মতি ব্যতীত তাহাদের অর্থ আত্মসাৎ করা হালাল নহে।

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;—

য়িহুদীরা বলিত, তওরাত কেতাবে আছে, বিপক্ষদিগের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা ও তাহাদের গচ্ছিত দ্রব্য তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ না করা জায়েজ আছে। আল্লাহ বলেন, তাহারা এই সম্বন্ধে খোদার উপর অসত্যারোপ করিতেছে, অথচ তাহারা ইহা জানে যে, তাহারা মিথ্যা কথা বলিতেছে, আর ইহাও জানে যে, গচ্ছিত হরণ করা হারাম এবং গচ্ছিত হরনকারীর কি গোনাহ, তাহাও জানে।—কঃ, ২৪৯৮-৫০০, রুঃ, মাঃ, ১৷৬১৩, দোঃ, ২৷৪৪, এঃ তঃ, ৩৷২০৬৷২০৭।

(৭৬) এই আয়তের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে ;—

(১) এই যে, হাঁ, নিরক্ষর আরবদের অর্থ আত্মসাৎ করিলেও তাহাদের গচ্ছিত হরণ করিলে গোনাহ হইবে, যে ব্যক্তি নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং গচ্ছিত নষ্ট করিতে ভয় করে, সেই ব্যক্তি ধর্ম্মভীরু, আর খোদা ধর্ম্মভীরুদিগকে ভালবাসেন।

(২) এই যে, য়িহুদীরা বলিয়াছিল, যেহেতু আমরা খোদার প্রিয়পাত্র, এই হেতু নিরক্ষর আরবদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, গোনাহ হইবে না, তদুত্তরে আল্লাহ বলিতেছেন, হাঁ, যে ব্যক্তি নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং গচ্ছিত হরণ করা হইতে বিরত হয় সেই ধর্ম্মভীরু হইবে, আর আল্লাহ ধর্ম্মভীরুদিগকে ভালবাসেন, কাজেই অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ও গচ্ছিত হরণকারী দল খোদার প্রিয়পাত্র হইতে পারে না।—কঃ, ২৷৫০০।

এবনো-জরির ও খতিব শেরবিনি বলিয়াছেন, অঙ্গীকার পূর্ণ করার অর্থ এই যে, আল্লাহতায়ালা তওরাত কেতাবে য়িহুদী-দিগকে হজরত মোহাম্মদ (ছা:) ও তাঁহার শরিয়তের উপর ইমান আনার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, গচ্ছিত ফেরত দিতে ও অন্যান্য আদেশ নিষেধ পালন করিতে হুকুম করিয়াছিলেন, তৎ-সমুদয় মান্য করার কথা বলা হইয়াছে।

اتقى শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার শাস্তির ভয়ে কোফর ও যাবতীয় গোনাহ হইতে বিরত হইয়াছে।

হজরত এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শেরক (অংশী-বাদিতা) হইতে বিরত হইয়াছে।

খতিব উহার অর্থে লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার ভয় করিয়া সমস্ত গোনাহ ত্যাগ করিয়াছে এবং সমস্ত এবাদত কার্য্য করিয়াছে।—ছে:, ১।২২১, এ:, জ: ৩।২০৭।২০৮।

(৭৭) এই আয়ত নাজেল হওয়া সম্বন্ধে কয়েকটী রেওয়াএত উল্লিখিত হইয়াছে ;—

(১) একরামা বলিয়াছেন, য়িহুদী ধর্ম্মযাজকগণ তওরাতে হজরত মোহম্মদ (ছা:)এর আগমন সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল, তাহা তাহারা গোপন করিয়া নিজেদের হস্তে অন্য কিছু লিখিয়া হলফ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, উহা খোদার কালাম—উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণেরা তাহাদিগকে উপহার ও উৎকোচ যাহা প্রদান করিয়া থাকে, তাহার পথ যেন রুদ্ধ না হইয়া যায়।

(২) ছাদ্দান বলিয়াছেন, যে য়িহুদীরা দাবি করিয়াছিল, যে, আরবদের অর্থ আত্মসাৎ করিলে কোন দোষ হইবে না, ইহা তাহারা নিজেদের হস্তে লিখিয়া খোদার অবতারিত কালাম হওয়ার হলফ করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে ইহা নাজেল হইয়াছিল।

(৩) এবনো-জোরাএজ বলিয়াছেন, আশয়াছ বেনে কয়েছ এবং তাহার ফরিয়াদী জনৈক য়িহুদী একখণ্ড জমির সম্বন্ধে নবি (ছাঃ)এর নিকট বিচার-প্রার্থী হইয়াছিল, জমিটা ফরিয়াদীর ছিল, কিন্তু আশয়াছের দখলে ছিল। ইহাতে হজরত ফরিয়াদীকে প্রমাণ উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। সে বলিল, আমার প্রমাণ নাই। তখন হজরত আশয়াছকে হলফ করিতে হুকুম দিলেন। সে হলফ করার ইচ্ছা করিল, এমতাবস্থায় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। তখন আশয়াছ হলফ করিতে অস্বীকার করিয়া তাহার হক (স্বত্ব) বলিয়া স্বীকার করতঃ তাহাকে উক্ত জমি ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং উহার সঙ্গে নিজের অনেক জমি এই ভয়ে তাহাকে প্রদান করিয়াছিল যে, অজ্ঞাতসারে তাহার কোন হক ইহার দখলে থাকিয়া যাইতেও পারে।

(৪) মোজাহেদ বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি নিজের দ্রব্য অধিক মূল্যে বিক্রয় উদ্দেশ্যে মিথ্যা হলফ করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

(৫) আদি বলিয়াছেন, আবদান ও এমরায়োল-কয়েছ এক খণ্ড জমি সম্বন্ধে হজরত নবি (ছাঃ)এর নিকট বিচার-প্রার্থী হইয়াছিল। হজরত আবদানকে প্রমাণ (সাক্ষীদ্বয়) উপস্থিত করিতে বলিলেন, ইহাতে সে বলিল, আমার কোন সাক্ষী নাই। হজরত এমরায়োল-কয়েছকে হলফ করিতে বলিলেন, ইহাতে আবদান বলিল, যদি সে হলফ করে, তবে আমার জমি লইয়া যাইবে। হজরত বলিলেন, যে ব্যক্তি কোন মুছলমান ভ্রাতার স্বত্ব আত্মসাৎ করা উদ্দেশ্যে মিথ্যা হলফ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ-তায়ালার নিকট তাঁহার রাগান্বিত অবস্থায় কিম্বা নিজের হস্ত কর্ত্তিত অবস্থায় উপস্থিত হইবে। এমরায়োল-কয়েছ বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, যে ব্যক্তি পরের স্বত্ব ত্যাগ করে, তাহার কি

হইবে ? হজরত বলিলেন, তাহার জন্য বেহেশত হইবে। তখন এমরায়োল-কয়েছ বলিল, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখিতেছি, আমি উক্ত জমি পরিত্যাগ করিলাম। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছি।

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, বিদ্বানগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন একটী আয়ত নাজেল হওয়ার একাধিক কারণ হইতে পারে।

হাফেজ এবনো-হাজার বলিয়াছেন, প্রত্যেক কারণের জন্য নাজেল হওয়া সম্ভব, কিন্তু চতুর্থ রেওয়াএতটী ছহিহ বোখারীতে উল্লিখিত হইয়াছে, এই রেওয়াএতটী সমধিক গ্রহণীয়, কিন্তু বায়ানোল-কোরাণে আছে, এবনো-জরিরের অন্যান্য রেওয়াএত আয়তের অর্থের সহিত সমধিক মিল রাখে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, আয়ত একই কারণে নাজেল হইয়া থাকে, কিন্তু হজরত নবি (ছাঃ) আয়তের ব্যাপক অর্থ লইয়া অন্যান্য সৌসাদৃশ্য-সম্পন্ন স্থলে উহা পাঠ করিতেন, ইহাতে শ্রোতা সেই স্থলে উহা নাজেল হওয়ার ধারণা করিয়া লইয়া থাকে।

আল্লাহতায়ালার অঙ্গীকারের অর্থ আল্লাহতায়ালার আদেশ, কিম্বা যে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা ওয়াজেব, তওরাতে হজরত নবি (ছাঃ)এর সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি আছে, তাহাও ইহার অন্তর্গত। হলফ বলিয়া মিথ্যা হলফ মর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়াছে।

আয়তের অর্থ এই—যাহারা খোদাতায়ালার অঙ্গীকার ও মিথ্যা হলফ দ্বারা সামান্য বিনিময় কিম্বা উৎকোচ গ্রহণ করে, আখেরাতে তাহারা ছওয়াবের কোন অংশ প্রাপ্ত হইবে না। খোদা তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না—অর্থাৎ তাহাদের উপর কোপান্বিত হইবেন, তাহাদের দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টি করিবেন না, অর্থাৎ তাহাদের কোন উপকার করিবেন না, তাহাদিগকে গোনাহ কার্য্যের কলুষরাশি হইতে পবিত্র করিবেন না—অর্থাৎ ক্ষমা না

করিয়া শাস্তি প্রদান করিবেন কিম্বা তাহাদের সুখ্যাতি করিবেন না এবং তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দ্বারা শাস্তিগ্রস্ত করিবেন। কঃ, ২।৫০১।৫০২, কঃ, মাঃ, ১।৬১৪, দোঃ, ২৪৪।৪৫, এঃ, তঃ, ৩।২০৮২০৯।

(৭৮) নিশ্চয় একদল গ্রন্থধারি আছে—যাহারা কেতাব পড়িতে নিজেদের রসনাকে বক্র করিয়া থাকে। ইহার অর্থে কাক্‌ফাল বলিয়াছেন, তাহারা শব্দগুলির আকার, একার, ও'কার এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে যে, উহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) উহার অর্থে বলেন, তাহারা হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর লক্ষণগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া একখানা কেতাব লিপিবদ্ধ করিয়া থাকে এবং উহার সহিত উক্ত কেতাবখানা যোগ করিয়া থাকে—যাহাতে হজরত (ছাঃ)এর প্রকৃত লক্ষণ উল্লিখিত আছে।

তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা উক্ত পরিবর্ত্তিত মর্ম্ম কিম্বা শব্দকে খোদার কেতাবের অংশ ধারণা করিবে, অথচ উহা কেতাবের অংশ নহে, তাহারা বলিয়া থাকে যে, উহা আল্লাহ-তায়ালার নিকট হইতে আগত, অথচ উহা আল্লাহতায়ালার উপর মিথ্যারোপ করিয়া থাকে, অথচ তাহারা অবগত আছে যে, তাহারা মিথ্যাবাদী, কিম্বা তাহারা ইহার শাস্তির বিষয় অবগত আছে।

এমাম রাজি আয়তের প্রথমাংশের তৃতীয় এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তওরাতের যে আয়তগুলিতে হজরত নবি (ছাঃ)এর নবুয়তের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, উহা বুঝিতে সূক্ষ্ম গবেষণা ও গাঢ় চিন্তার আবশ্যক, য়িহুদী বিদ্বানেরা নানাবিধ বিভীষিকা উৎপাদক প্রশ্ন করিয়া শ্রোতাদের উপর তৎসমুদয় অতি জটিল ও সমস্যাপূর্ণ করিয়া ফেলে এবং তাহারা বলিত, এই আয়তগুলির

অর্থ আমরা যাহা বর্ণনা করিতেছি, তাহাই সত্য, তোমরা যাহা বর্ণনা করিতেছ, তাহা সত্য নহে।

এবনো-জরির বলিয়াছেন, মোজাহেদ, কাতাদা, রবি, এবনো-আব্বাছ ও এবনো-জোরাএজ উহার অর্থে বলিয়াছেন, তাহারা তওরাতের শব্দ পরিবর্ত্তন ও যোগ-বিয়োগ করিয়া উহা খোদার কালাম বলিয়া প্রকাশ করিত। আল্লামা আলুছি লিখিয়াছেন, হজরত এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, এই আয়তটী য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, তাহারা তওরাত ও ইঞ্জিল উভয় কেতাব পরিবর্ত্তন করিয়া নিজেদের কল্পিত মত উভয় গ্রন্থে যোগ করিয়াছেন।

আর একাধিক লোক বলিয়াছেন, কা'ব, মালেক, হোয়াই, আবু ইয়াছের, শো'বা ও শারের এই য়িহুদীগণ তওরাতের হজরত নবি (ছাঃ) এর নবুয়ত সংক্রান্ত আয়তগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছেন। বিদ্বান্‌গণ ইহাতে মতভেদ করিয়াছেন যে, তওরাতে কল্পিত শব্দ যোগ করা হইয়াছে কি না? একদল বলিয়াছেন, উহাতে শব্দ যোগ করা হয় নাই, কেননা অহাব বেনে মোনাব্বাহ বলিয়াছেন, তওরাত ও ইঞ্জিল যেরূপ নাজেল করা হইয়াছিল, সেইরূপ আছে, এতদুভয়ের একটী অক্ষর পরিবর্ত্তিত হয় নাই, কিন্তু তাহারা উহার অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে। আর কতকগুলি কেতাব লিখিয়া উহা খোদার কালাম বলিয়া প্রকাশ করিত, কিন্তু উহা তওরাত ও ইঞ্জিলের অংশ নহে।

আরও হজরত নবি (ছাঃ) য়িহুদীদিগকে নিরুত্তর করা উদ্দেশ্যে তওরাত পেশ করিতে বলিতেন, কিন্তু তাহারা উহা পেশ করিত না। যদি উহা পরিবর্ত্তিত হইত, তবে তাহারা উহা পেশ করিত ও হজরত উক্ত কথা বলিতেন না।

আর একদল বিদ্বান্ বলিয়াছেন, তাহারা উক্ত কেতাবগুলিতে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং কোর-আন শরিফের স্পষ্ট স্পষ্ট অনেক আয়ত প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়াছেন। যখন তওয়াতের নোছ্খা (পাণ্ডুলিপি) অতি অল্পই ছিল, সেই সময় কতিপয় লোকের তওরাত পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব ছিল না। আর হজরত যে বিষয়ে তাহাদের সহিত তর্ক করিয়া তওরাত উপস্থিত করিতে বলিয়াছিলেন, সে বিষয়ে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল না, হজরত ইহা আল্লাহ কর্ত্তৃক অবগত হইয়া উপরোক্ত প্রকার কথা বলিয়াছিলেন। অহাব-বেনে-মোনাব্বাহ ইহার পূর্ণ তদন্ত না করিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যদি তওরাত ও ইঞ্জিল অবিকৃত অবস্থায় থাকিত, তবে এতদুভয়ের মধ্যে শত শত স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাব পরিলক্ষিত হইত না, ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত খ্রীষ্টানি রদ পুস্তকে পাইবেন।

এস্থলে কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইতেছে,—

মথির ২৭।৩৮।৪৪ পদে আছে ;—

৩৮। "তৎকালে (যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া কালে) তাঁহার বাম ও দক্ষিণ দুই পার্শ্বে দুইজন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশারোপিত হইল। ৪৪। আর যে দুই জন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশারোপিত হইয়াছিল, তাহারাও সেইরূপে তাঁহাকে ধিক্কার দিল।"

পক্ষান্তরে লুকের ২৩।৩৯—৪৩ পদ ;—

৩৯, অপর (ক্রুশে) টাঙ্গান সেই দুষ্কর্ম্ম-কারিদ্বয়ের মধ্যে একজন তাহাকে নিন্দা করিয়া বলিল, তুমি নাকি খৃষ্ট ? তবে আপনাকে ও আমাদিগকে রক্ষা কর। ৪০ কিন্তু অন্যজন উত্তর দিয়া উহাকে অনুযোগ করিয়া কহিল, ঈশ্বরের প্রতি কি তোমার কিছুই ভয় নাই। তুমি তো সেই দণ্ডে আছ। ৪১ আর আমরা দণ্ডের যোগ্য পাত্র, যাহা যাহা করিয়াছি, তাহার সমুচিত ফল পাইতেছি, কিন্তু

ইনি অনুপযুক্ত কিছুই করেন নাই। ৪২ পরে সে যীশুকে কহিল, হে প্রভো, আপনি স্বরাজ্যে আইলে আমাকে স্মরণ করিবেন। ৪৩ তখন তিনি কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাকে কহিতেছি, অদ্যই তুমি পরম দেশে আমার সঙ্গী হইবা।"

মথির মতে উভয় দস্যু কাফের, আর লুকের মতে একজন ঈমানদার, দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের। মার্ক ও যোহন এতৎ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

(২) মথি ১৯, ২৮ পদ ;—

"তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা আমার পশ্চাদগামী হইয়াছ, অতএব নূতন সৃষ্টির যখন মনুষ্য ছত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবা।"

আরও ২৬, ১৪।১৫।২৪ ;—

১৪, দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে ইস্করিয়োতীয় য়িহুদা নামে একজন প্রধান যাজকদিগের নিকটে গিয়া কহিল, ১৫ আমি তাহাকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলে আমাকে কি দিতে সম্মত হইবা? তখন তাহারা তাহাকে ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা তৌল করিয়া দিল। ২৪ কিন্তু যে ব্যক্তির দ্বারা মনুষ্য ছত্র সমর্পিত হন, সে সন্তাপের পাত্র ; সেই মনুষ্যের জন্ম না হইলে, তাহার পক্ষে ভাল হইত।"

যে য়িহুদা বিচার দিবসে সিংহাসনে বসিয়া বিচার করিবেন, তিনি কিরূপে সন্তাপের পাত্র হইলেন! মূল কথা, নূতন ও পুরাতন নিয়ম যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

(৭৯) এই আয়ত নাজেল হওয়া সম্বন্ধে কয়েকটী রেওয়াএত আছে ;—

(১) হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) রলিয়াছেন, যে সময় য়িহুদীরা হজরত ওজাএরকে খোদার পুত্র এবং খ্রীষ্টানগণ হজরত ইছাকে খোদার পুত্র বলিয়াছিল, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

(২) য়িহুদী আবু রাফে' রাজরাণের খৃষ্টান 'প্রতিনিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হজরত নবি (ছাঃ)কে বলিয়াছিল, তুমি কি ইচ্ছা কর যে, আমরা তোমার উপাসনা করিব এবং তোমাকে প্রতিপালক খোদা স্থির করিব? তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, আমরা যে খোদা ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিব কিম্বা অন্যের উপাসনা করিতে আদেশ প্রদান করিব, ইহা হইতে খোদার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। খোদা এজন্য আমাকে প্রেরণ করেন নাই কিম্বা ইহার আদেশ প্রদান করেন নাই, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

(৩) হাছান বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি হজরত (ছাঃ)কে বলিয়াছিল, যেরূপ এক ব্যক্তি অন্যকে ছালাম করিয়া থাকে, আমরাও সেইরূপ আপনাকে ছালাম করিয়া থাকি, আমরা কি আপনাকে ছেজদা করিব না? তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, এক ব্যক্তির আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ছেজদা করা উচিত নহে, কিন্তু তোমাদের নবীর সম্মান কর ও উপযুক্ত ব্যক্তির হক প্রদান কর। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

(৪) এবনো-জোরাএজ বলিয়াছেন, একদল য়িহুদী আল্লাহ ব্যতীত অন্যদিগের উপাসনা করিত, ইহারা তওরাত পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। তাহাদের সম্বন্ধে ইহা নাজেল হইয়াছিল।

আয়তের অর্থ এই যে, আল্লাহতায়ালা যে, মনুষ্যকে কেতাব, ধর্ম্মজ্ঞান ও নবুয়ত প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভব ও জায়েজ হইতে পারে না যে, তিনি লোকদিগকে খোদাকে

ত্যাগ করিয়া নিজের বান্দা ও উপাসক হইতে আদেশ করিবেন, বরং তিনি ইহা বলিতে পারেন যে, যেহেতু তোমরা লোকদিগকে কেতাব শিক্ষা প্রদান করিতেছ এবং নিজেরা উহা পাঠ করিতেছ, রাব্বানি হইয়া যাও। রাব্বানি শব্দের অর্থ বিজ্ঞান-তত্ত্ববিদ বিদ্বান, ফেকহ-তত্ত্ববিদ বদ্বান, ধর্ম্মতীরু বিজ্ঞান তত্ত্ববিদ কিম্বা লোকদিগের পরিচালক নেতা হইতে পারে।"

কেহ উহার অর্থ—"যে বিদ্বান নিজে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করেন এবং অন্যদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

কেহ উহার অর্থ—"যে বিদ্বান খোদার বন্দিগীতে সর্ব্বদা রত" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।—কঃ, ২।৫০৪।৫০৫, রুঃ, মাঃ, ১।৬১৬, ৬১৭, এঃ, তঃ, ৩।২১১-২০৩।

(৮০) যে সময় নবি (ছাঃ) কোরেশদিগকে ফেরেশতাগণের পূজা করিতে এবং য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগকে হজরত ওজাএর ও ইছা (আঃ)এর উপাসনা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই সময় তাহারা বলিয়াছিল, আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, আমরা আপনাকে খোদা বলিয়া স্থির করিব? তখন আয়তের এই অংশ নাজেল হইয়াছিল। হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) তোমাদিগের উপর ফেরেশতাগণকে ও নবিগণকে খোদা স্থির করিতে আদেশ করিতে পারেন না।

যে সময় মুছলমানগণ হজরতের নিকট তাঁহাকে ছেজদা করার অনুমতি চাহিয়াছিলেন, সেই সময় এই অংশ নাজেল হইয়াছিল, তোমরা যখন মুছলমান হইয়াছ, ইহার পরে কি হজরত তোমাদিগগকে কাফিরি কার্য্যের আদেশ করিতে পারেন? কখনও না।—কঃ, ২।৫০৫, ছেঃ, ১।২২৩।

৯ম রুকু, ১১ আয়ত।

(٨١) وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ

مِنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا

مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ ط قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ

عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ط قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا

مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○ (٨٢) فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ (٨٣) اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ

وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا

وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○ (٨٤) قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ

عَلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ

وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى

وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ

وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○ (٨٥) وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ
دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ
الْخٰسِرِيْنَ ○ (٨٦) كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ
اِيْمَانِهِمْ وَ شَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّ جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ (٨٧) اُولٰٓئِكَ
جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ النَّاسِ
اَجْمَعِيْنَ ۙ (٨٨) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ
الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۙ (٨٩) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا
مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○
(٩٠) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا
لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ○
(٩١) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَاتُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ

يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّ لَوِافْتَدٰى بِهٖ ط

اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

অনুবাদ।

(৮১) এবং যখন আল্লাহ্ নবিগণের অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, আমি তোমাদিগকে যে কেতাব ও এলম প্রদান করি, তৎপরে তোমাদের নিকট এরূপ একজন রাছুল আগমন করেন—যিনি তোমাদের নিকট যে কেতাব সকল আছে, তাহার সত্যতা প্রমাণ-কারী হন, তবে নিশ্চয়ই তোমরা তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং নিশ্চয়ই তাঁহার সাহায্য করিবে। আল্লাহ বলিলেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করিলে এবং ইহার পরে আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলে? তাঁহারা বলিলেন, আমরা অঙ্গীকার করিলাম। আল্লাহ বলিলেন, তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রহিলাম।

(৮২) অতএব যে ব্যক্তি ইহার পরে বিমুখ হয়, তাহারাই অধর্মশীল।

(৮৩) তাহারা কি আল্লাহতায়ালার দীন ব্যতীত অন্য কিছু চেষ্টা করিতেছে? অপিচ যাহারা আছমান সমূহে ও পৃথিবীতে আছে, তাহারা ইচ্ছা ও অনিচ্ছা সত্বেও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে এবং তাহারা তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।

(৮৪) তুমি বল, আমরা আল্লাহতায়ালার প্রতি এবং যাহা আমাদের প্রতি অবতারণ করা হইয়াছে ও যাহা এবরাহিম ও এছমাইল ও ইছহাক ও ইয়াকুব ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি

অবতারণ করা হইয়াছে ও যাহা মুছা ও ইছা ও নবিগণ নিজেদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রদত্ত হইয়াছেন, তৎসমস্তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম; আমরা তাঁহাদের কোন এক জনের মধ্যে প্রভেদ করি না এবং আমরা তাঁহারই অনুগত।

(৮৫) এবং যে কেহ ইছলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম চেষ্টা করে, ফলতঃ তাহা হইতে উহা গৃহীত (মঞ্জুর) হইবে না এবং সে পরজগতে ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত হইবে।

(৮৬) আল্লাহ কিরূপে এরূপ সম্প্রদায়কে (সত্য ধর্ম্মের) পথ প্রদর্শন করিবেন—যাহারা তাহাদের বিশ্বাস স্থাপনের পরে ধর্ম্মদ্রোহিতা করিয়াছে, অথচ তাহারা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে যে, নিশ্চয় রাছুল সত্য এবং তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সকল আসিয়াছিল এবং আল্লাহ অত্যাচরী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

(৮৭) এইরূপ লোকদিগের প্রতিফল এই যে, নিশ্চয় তাহাদের উপর খোদার, ফেরেশতাগণের ও সমস্ত মনুষ্যের অভি-সম্পাত হইয়া থাকে।

(৮৮) তাহারা উহার মধ্যে চিরস্থায়ী হইবে, তাহা দিগ হইতে শাস্তি হ্রাস করা হইবে না এবং তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে না।

(৮৯) কিন্তু যাহারা ইহার পরে তওবা করিয়াছে এবং সংশোধন করিয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াশীল।

(৯০) নিশ্চয় যাহারা তাহাদের বিশ্বাস স্থাপনের পরে ধর্ম্মদ্রোহিতা করিয়াছে, তৎপরে ধর্ম্মদ্রোহিতা অধিক হইতে অধিকতর করিয়াছে, তাহাদের তওবা কখনই গৃহীত হইবে না এবং ইহারাই ভ্রান্ত।

(৯১) নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতা করিয়াছে এবং ধর্ম্মদ্রোহী অবস্থায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের কাহারও পক্ষ হইতে পৃথিবী-পূর্ণ স্বর্ণ গৃহীত হইবে না—যদিও সে উহার বিনিময়ে দিতে চাহে, ইহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে, এবং তাহাদের কোন সহায়তাকারী হইবে না।

টীকা ;—

(৮১) হে আহলে-কেতাব সম্প্রদায়, তোমরা স্মরণ কর, যে সময় খোদা নবিগণের নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, আমি তোমাদিগকে কেতাব ও হেকমত (এলম কিম্বা অহি) প্রদান করিয়াছি, কিন্তু যখন তোমাদের জামানায় শেষ রাছুল হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) আগমন পূর্ব্বক তোমাদের কেতাবগুলির সত্যতা প্রতিপাদন করিবেন, তখন নিশ্চয় তোমরা তাঁহার উপর ইমান আনিবে এবং তাঁহার সহায়তা করিবে। আল্লাহ নবিগণকে বলিলেন, তোমরা ইহার অঙ্গীকার করিলে কি? ইহার উপর আমার অঙ্গীকার পরিগ্রহণ (কবুল) করিবে কি? তাঁহারা অঙ্গীকার করিলে, আল্লাহ বলিলেন, তোমরা একে অন্যের উপর সাক্ষী থাক, কিম্বা ফেরেশতাগণকে বলা হইয়াছিল যে, তোমরা সাক্ষী থাক, কিম্বা প্রত্যেকে নিজের আত্মার উপর সাক্ষী থাক, কিম্বা এই অঙ্গীকারকে প্রত্যেক বিশিষ্ট ও সাধারণ লোকের নিকট প্রকাশ কর, কিম্বা তোমরা এই বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস কর, আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী থাকিলাম।

এবনে-জরির, হজরত আলি (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহ আদম ও তাঁহার পরে যে কোন নবীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার জীবদ্দশায় হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) প্রেরিত হন, তবে

তাঁহার উপর ইমান আনিবেন এবং তাঁহার সহায়তা করিবেন। তৎপরে তিনি এই আয়ত পাঠ করিলেন।

ইহা এবনো-আব্বাছ, কাতাদা, ছোদী প্রভৃতির মত। কেহ কেহ ইহার এরূপ অর্থ লিখিয়াছেন ;—

আল্লাহতায়ালা নবিগণের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন নিজেদের উম্মতগণকে বলিয়া দেন যে, যদি তাহাদের জামানায় হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) প্রকাশিত হন, তবে তাহারা যেন তাঁহার উপর ইমান আনেন ও তাঁহার সহায়তা করেন।—কঃ, ২।৫০৭।৫০৮।৫১০, রুঃ, মাঃ, ১।৬২০।

(৮২) অনন্তর যে ব্যক্তি উক্ত অঙ্গীকার, একরার ও সাক্ষী রাখার পরে তাঁহার উপর ইমান আনিতে ও তাঁহাকে সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে দুষ্কর্ম্মশীল লোকদিগের অন্তর্গত হইবে। —রুঃ, মাঃ, ঐ পৃষ্ঠা।

গোল্ডসেক ছাহেব এই আয়তের ফুটনোটে লিখিয়াছেন ;—

"মোহাম্মদ সাহেব উম্মী লোক ছিলেন, তিনি স্বয়ং তৌরেৎ ও ইঞ্জিল পাঠ করিতে অসমর্থ ছিলেন, কিন্তু তিনি য়িহুদীদের মুখে অনেকবার শুনিয়া থাকিবেন যে, তাঁহারা একজন নবীর অপেক্ষায় ছিলেন, সুতরাং তিনি তাহাদিগকে লাভ করিবার আশায় আপনাকেই সেই নবী বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা ইছহাকের বংশজাত নবীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সুতরাং তাহারা আরব্য নবী মোহাম্মদকে বিশ্বাস করিতে স্বীকৃত হন নাই।"

আমাদের উত্তর।

সাহেব বাহাদুরের জানা উচিত, প্রকৃত আছমানি কেতাবগুলি খোদা হইতে অবতারিত হইয়াছে, উহা কোন নবীর কথা নহে।

খ্রীষ্টান্‌দিগের মূল ইঞ্জিল যাহা খোদা হইতে অবতারিত হইয়াছিল, তাহা দুনইয়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে, কয়েকজন ঐতিহাসিক মূল ইঞ্জিলের কতক কথা ও নিজেদের কল্পিত বহু কথা একত্রে সন্নিবেশিত করিয়া অযথা ভাবে উহাকে ইঞ্জিল বলিয়া দাবি করিয়াছেন। তিনি নিজেদের প্রচলিত ইঞ্জিলের উপর অনুমান করিয়া খোদার কালাম কোর-আনকে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর রচিত কথা বলিয়া দাবি করিয়া মস্ত ভুল করিয়াছেন।

খোদা তাঁহাকে সেই প্রতিশ্রুত শেষ নবী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে য়িহুদীরা হিংসা বশতঃ তাহাকে অস্বীকার করিলেই বা তাঁহার নবুয়তের কি ক্ষতি হইবে? তাহারা হজরত ইছা (আঃ)কে প্রতিশ্রুত মছিহ বলিয়া স্বীকার করেন না, ইহাতেই বা তাঁহার নবুয়তের কি ক্ষতি ?

তৎপরে সাহেব বাহাদুর লিখিতেছেন :—

"তৌরেৎ জব্বুর ও নবীগণের কেতাবের অনেক স্থলে ইসা মসীহ সম্বন্ধে পেশ-খবর দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু মোহাম্মদ সাহেবের উল্লেখ কোথায় ও দেখিতে পাওয়া যায় না; আর বাস্তবিক ইঞ্জিল কেতাবে সুস্পষ্ট লিখিত আছে যে, ইছা নবীই আখেরী পয়গম্বর, সুত ইসাইরাও মোহম্মদ সাহেবকে খোদার রসুল বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।"

আমাদের উত্তর।

যেরূপ তৌরাৎ, জব্বুর ও নবিগণের কেতাবের অনেক স্থলে হজরত ইছা (আঃ)এর ভবিষ্যদ্বাণী আছে, সেইরূপ হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর ভবিষ্যদ্বাণী আছে, কিন্তু যেরূপ সাহেব বাহাদুর দাবি করিয়াছেন যে, কোন কেতাবে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর ভবিষ্যদ্বাণী নাই, সেইরূপ য়িহুদীরা বলিত যে, কোন

কেতাবে হজরত ইছা (আঃ)এর ভবিষ্যদ্বাণী নাই, ইহাতে যদি য়িহুদীদের দাবী বাতীল হয়, তবে সাহেব বাহাদুরের দাবি বাতীল হইবে। প্রচলিত ইঞ্জিলে হজরত ইছা (আঃ)এর শেষ নবী রূপে লিখিত থাকা মিথ্যা কথা।

পুরাতন নিয়ম, দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮, ১৫।১৮ পদ ;—

১৫, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে অর্থাৎ তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই বাক্যে তোমরা অবধান করিবা।

১৮ আমি উহাদের কারণ উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব।"

খ্রীষ্টানদের প্রেরিত পুস্তক, ৩।২২—২৩ পদ ;—

"মোশি আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে ইহা কহিয়াছিলেন, যথা, "তোমাদের ঈশ্বর প্রভু তোমাদের কারণ তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন, তিনি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিবেন, সেই সকলে তোমরা অবধান করিবা, ২৩ কিন্তু যে কোন প্রাণী ঐ ভাববাদীর বাক্যে অবধান না করিবে, সে (আপন) লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।"

হজরত মুছা ইছহাক বংশীয় লোক ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা বলিতে এছমাইল বংশীয় লোক বুঝা যায়, কাজেই ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে বলিয়া এছমাইল বংশীয় হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে

হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) যেরূপ বিবাহিত ছিলেন, হজরত মুছা (আঃ) সেইরূপ বিবাহিত ছিলেন তিনি যেরূপ নূতন শরিয়ত প্রবর্ত্তক ছিলেন, হজরত মুছা (আঃ) সেইরূপ ছিলেন, হজরত ইছা (আঃ) মুছায়ি শরিয়তের অনুগামি ছিলেন, কাজেই বুঝা

যায় যে, হজরত ইছা (আঃ) হজরত মুছা (আঃ)এর সদৃশ নহেন, বরং হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) তাঁহার সদৃশ ছিলেন।

"তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব," ইহা হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর সহিত খাপ খায়, কেননা কোর-আন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

প্রচলিত যোহন ইঞ্জিল, ১, ২০।২১ পদ ;—

২০ "তৎকালে সে (যোহন) অস্বীকার না করিয়া স্বীকার করিল, অর্থাৎ আমি খ্রীষ্ট নহি, ইহা স্বীকার করিল। ২১ তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তবে আপনি কে? কি এলিয়? সে কহিল, না। তবে আপনি কি সেই ভাববাদী? সে উত্তর করিল, না।"

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে সেই প্রতিশ্রুত ভাববাদী যিনি সমস্ত নবী কর্ত্তৃক প্রশংসিত ও নবিগণের শেষ, তিনি খৃষ্ট নহেন।

এখনও কি সাহেব বাহাদুর হজরত ইছা নবিকে ইঞ্জিলের শিক্ষা অনুসারে শেষ নবী বলিবেন?

যোহন, ১৬, ৭ পদ ;—

৭, তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, আমার গমনে তোমাদের উপকার হয়, যেহেতু আমি না গেলে সেই শান্তিকর্ত্তা তোমাদের নিকট আসিবেন না।

১২ তোমাদিগকে কহিতে আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন তাহা সহিতে পার না।

১৩ পরন্তু তিনি অর্থাৎ সত্য-স্বরূপ আত্মা যখন আসিবেন, তখন তিনি পথ-প্রদর্শক হইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্য দেখাইবেন, ফলতঃ আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনিবেন, তাহাই কহিবেন এবং ভাবি ঘটনাও তোমাদিগকে জ্ঞাত করিবেন।

১৪ তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করিবেন, কেননা যাহা আমার তাহা পাইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।"

ইহাতে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তিনি য়িহুদীদের অপবাদ খণ্ডন করিয়া হজরত ইছা (আঃ)কে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। হজরত ইছা (আঃ) যে খোদার বন্দা ও নবী এবং একটী বাক্য দ্বারা সৃজিত, তাহা প্রকাশ করিয়া খ্রীষ্টানদের অতিরঞ্জিত কথার খণ্ডন করিয়াছেন। এখনও কি সাহেব বাহাদুরের কথায় লোকে ভু

তৎপরে সাহেব বাহাদুর বলিতেছেন;—

"কোরানই বারবার মহম্মদ সাহেবের নবুয়তের দাবি খণ্ডন করে, কেননা উহা অনেক বিষয়ে খোদার প্রকৃত কালাম তৌরেৎ, ইঞ্জিলের বিপরীত শিক্ষা দেয়, কিন্তু কোরান যদি প্রকৃত পক্ষে খোদার কালাম হইত, তাহা হইলে উহার শিক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী কেতাবের অনুরূপ হইত।"

আমাদের উত্তর।

কোর-আনের কোন কোন শিক্ষা তৌরাৎ, ইঞ্জিল ইত্যাদি প্রাচীন নবিগণের শিক্ষার বিপরীত দুই কারণে হইতে পারে (১) হয় কোর-আন দ্বারা পূর্ব্বতন কেতাবের কোন ব্যবস্থা মনছুখ হইয়াছে, (২) কিম্বা পূর্ব্বতন কেতাবের কোন অংশ বিকৃত হইয়াছে।

হজরত আদম (আঃ)এর সময় সহোদরা ভগ্নির সহিত বিবাহ সিদ্ধ ছিল, পরে উহা মনছুক হইয়া গিয়াছে।

হজরত নূহ (আঃ)এর সময় প্রত্যেক গমনশীল পশু হালাল ছিল, আদি পুস্তক ৯ অঃ।৩ পদ দ্রষ্টব্য।

হজরত মুছা (আঃ)এর সময়ে শূকর ইত্যাদি অনেক স্থলচর, জলচর ও খেচর প্রাণী হারাম হইয়া গিয়াছিল, দ্বিতীয় বিবরণ, ১৪ অঃ, ৩—২০ পদ দ্রষ্টব্য।

তৎপরে পৌল শূকর ইত্যাদি সমস্ত পশুকে হালাল বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

পুরাতন নিয়মে আছে, অচ্ছিন্নত্বক স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

পক্ষান্তরে খ্রীষ্ট মতাবলম্বী পৌল ত্বকচ্ছেদ করার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, রোমীয় পুস্তক, ২ অঃ, ২৫—২৯ পদ ও গালাতীয়, ৫।১।২ পদ দ্রষ্টব্য।

যীশু ব্যবস্থার অধীন হইয়া কার্য্য করিয়াছেন ও বলিয়াছেন, আমি ব্যবস্থা লোপ করিতে আসি নাই, পক্ষান্তরে পৌল ব্যবস্থা পালনের অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।—রোমীয় পুস্তক, ৩ অঃ, ১৯-২২ পদ ও ৬ অঃ, ১৫ পদ ও গালাতীয়, ৩, ১০।১৩ পদ দ্রষ্টব্য।

হিতোপদেশ, ২০, পদ ;—

সুরাপানে পাপ হয়, কিন্তু প্রচলিত ইঞ্জিলে সুরাপান বৈধ করা হইয়াছে।

পুরাতন নিয়মে শনিবার পালনের তাকিদ করা হইয়াছে, কিন্তু খ্রীষ্টানেরা তাহা করেন না।

একণে প্রত্যেক শরিয়তে অন্য শরিয়তের বিপরীত ব্যবস্থা আছে, ইহাতে যদি অন্যান্য নবিগণের কেতাব খোদার কালাম হয়, তবে কোর-আন কেন খোদার কালাম হইবে না? প্রচলিত চারি খণ্ড ইঞ্জিলে শতাধিক কথা একে অন্যের বিপরীত লিখিত আছে, তৎসমুদয় যদি সত্য না হয়, তবে প্রচলিত ইঞ্জিলগুলি খোদার কালাম হইবে কিরূপে?

(৮৩) ওয়াহেদী হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) হইতে রেওয়া-এত করিয়াছেন, য়িহুদী ও খ্রীষ্টান এই উভয় সম্প্রদায় হজরত নবি (ছাঃ)এর নিকট এই বিষয়ে বিচার-প্রার্থী হইয়াছিলেন যে, তাহাদের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায় হজরত এবরাহিম (আঃ)এর দীনের সমধিক নিকটবর্ত্তী? প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের ধর্ম্মকে উক্ত ধর্ম্মের নিকটবর্ত্তী হওয়ার দাবি করিতেছিলেন। হজরত বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় এবরাহিমি ধর্ম্ম হইতে সম্বন্ধশূন্য। তৎশ্রবণে তাহারা রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, আমরা আপনার বিচার মীমাংসার উপর সন্তুষ্ট নহি এবং আমরা আপনার দীন গ্রহণ করিব না। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

এমাম রাজি লিখিয়াছেন, উক্ত নবগণের অঙ্গীকারের কথা তাহাদের কেতাবে লিখিত ছিল, তাহারা ইহা ও হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নবুয়তের সত্যতার সংবাদ অবগত ছিলেন, ইহা সত্বেও তাহারা যে তাঁহার উপর ইমান আনেন নাই, শত্রুতা ও হিংসা ব্যতীত ইহার অন্য কোন কারণ নাই, যেরূপ ইবলিছ হিংসার জন্য কাফেরি পাপে লিপ্ত হইয়াছিল। এই হেতু আল্লাহ তাহাদিগকে অবগত করাইয়া দিয়াছেন যে, যখন ব্যাপার এইরূপ, তখন তাহারা আল্লাহতায়ালার দীন ব্যতীত অন্য দীন ও খোদা ব্যতীত অন্য উপাস্য চেষ্টা করিতেছেন।

আয়তের অর্থ এই যে, তাহারা অবগত আছে যে, আছমান সমূহে ও পৃথিবীতে যাহারা আছেন, সমস্তই স্বেচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, উক্ত খোদার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তন হইবে, ইহা সত্বেও তাহারা কি আল্লাহতায়ালার দীন ব্যতীত অন্য দীন চেষ্টা করে?

এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, স্বেচ্ছায় কিম্বা অনিচ্ছায় সমস্ত আছমান ও জমির অধিবাসিগণের খোদার আনুগত্য স্বীকার করার অর্থ কি?

(১) অর্থ এই যে, তাঁহারা সকলেই সৃষ্টি কালে ও মৃত্যু কালে খোদার আদেশ পালন করিয়া সৃজিত ও মৃত্যু প্রাপ্ত হন।

(২) সকলেই পীড়া ও দরিদ্রতা ইত্যাদি বিষয়ে স্বেচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, তাঁহার আদেশ পালন করিয়া থাকেন।

( ) মৃত্যু কালে মুছলমানেরা স্বেচ্ছায় ইমান স্বীকার করেন এবং কাফেরেরা সেই সময় শাস্তি দর্শনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইমান আনিয়া থাকে, কিন্তু সেই সময়ের ইমান ফলোদায়ক হয় না।

(৪) সমস্ত লোক খোদাকে সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া মানিয়া থাকে, দও কাফেরেরা শেরক করিয়া থাকে।

(৫) আদি কালে সকলেই الست بربكم "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি ?" ইহার উত্তরে 'হুঁ।' বলিয়াছিলেন।

(৬) ইমানদারেরা স্বেচ্ছায় খোদার ছেজদা করিয়া থাকেন, আর কাফেরদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের ছায়া খোদার ছেজদা করিয়া থাকে।—এঃ তঃ, ৩।২২১।২২২, কঃ, ২।৫১১।৫১২, রুঃ, মাঃ, ১।৬২০।

(৮৪) ৮১ আয়তে আছে যে, খোদাতায়ালা সমস্ত নবীর নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, তাঁহারা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর উপব ইমান আনিবেন এবং তাহার সহায়তা করিবেন, পক্ষান্তরে এই আয়তে আছে যে, আল্লাহ হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) ও তাঁহার উম্মতগণকে প্রাচীন সমস্ত নবি ও তাহাদের উপর অবতারিত কেতাবগুলির উপর ইমান আনিতে আদেশ করিয়াছেন। এস্থলে ইহাদিগকে প্রাচীন নবিগণের সহায়তা করিতে বলা হয় নাই, যেহেতু ইহা সম্ভব নহে।

আমরা ইমান আনিয়াছি, ইহার অর্থ এই যে, হজরত (ছাঃ) ও তাঁহার উম্মতগণ ইমান আনিয়াছেন। প্রথমে খোদার উপর

লাম আনিয়াছি। আমাদের উপর যাহা নাজেল করা হইয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, কোর-আন হজরতের উপর নাজেল হইলেও সমস্ত উম্মতকে হেদাএত করা উদ্দেশ্যে নাজেল করা হইয়াছে।

আয়তের অর্থ এই যে, আমরা কোর-আনের উপর, তওরাত ও ইঞ্জিলের উপর ও অন্যান্য সমস্ত নবীর উপর যে কেতাব কিম্বা ছহিফাগুলি নাজেল করা হইয়াছিল, সমস্তই যে খোদার কালাম, ইহার উপর বিশ্বাস করি।

তৎপরে বলিতেছেন,—

আমরা সমস্ত নবীর উপর ইমান আনি, পক্ষান্তরে খ্রীষ্টান ও য়িহুদীরা তাঁহাদের কতকের উপর ইমান আনিয়া থাকে এবং কতককে অস্বীকার করিয়া থাকে।

তৎপরে বলিতেছেন,—

আমরা আল্লাহ তায়ালার আজ্ঞাবহ, এই হেতু তাঁহার নবগণের উপর ইমান আনিয়াছি।—কঃ, ২।৫১২।৫১৩, রুঃ, ।৬২২।

এই আয়তে সমস্ত নবি ও তাঁহাদের কেতাবের উপর ইমান আনিতে বলা হইয়াছে, ঐ সমস্ত কেতাবের কতকাংশ দুনইয়ায় বর্ত্তমান নাই, অবশিষ্টাংশ এখনও বর্ত্তমান আছে, কিন্তু বর্ত্তমান কেতাবগুলির কোন্ অংশ অবিকৃত অবস্থায় আছে এবং কোন্ অংশ বিকৃত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব. কাজেই তৎসমস্ত কেতাবের কোন্ অংশ সত্য ও কোন্ অংশ অসত্য তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। যেমন তৎসমুদয়ের কতকাংশ অবিকৃত থাকা অসম্ভব নহে, সেইরূপ উহার বহু অংশ বিকৃত হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু যে সকল অংশ কোর-আনের বিপরীত হয়, তাহা মনছুখ হইয়া গিয়াছে, না হয় য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদের দ্বারা বিকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক নবি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নবিগণের ও কেতাবগুলির উপর ইমান আনিতেন, কিন্তু ইহাতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, তাহারা তাঁহাদের সমস্ত শরিয়তের উপর আমল করিতেন।

হজরত নূহ হজরত আদম (আঃ)এর সমস্ত শরিয়তের উপর, এইরূপ হজরত এবরাহিম হজরত নূহ (আঃ)এর সমস্ত শরিয়তের উপর, হজরত মুছা উপরোক্ত নবিগণের সমস্ত শরিয়তের উপর এবং হজরত ইছা হজরত মুছার সমস্ত শরিয়তের উপর আমল করিতেন না এইরূপ হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর প্রাচীন নবি গণের ও তাঁহাদের কেতাবগুলির উপর ইমান আনিলে, তাঁহাদের শরিয়তের উপর আমল করা জরুরি হওয়া বুঝা যায় না।

(৮৫) হারেছ বেনে ছোওয়াএদ আনছারি প্রভৃতি বারজন লোক মোরতাদ্দ (ইছলামচ্যুত) হইয়া মদিনা হইতে মক্কা শরিফে গিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজেল

আয়তের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি হজরত (ছাঃ)এর প্রেরিত হওয়ার পরে ইছলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম সন্ধান করে, তাহার ধর্ম্ম পরিগৃহীত হইবে না এবং পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে অর্থাৎ ছওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে এবং শাস্তির উপযুক্ত হইবে।—ছেঃ, ১।২২৫, রঃ মাঃ, ১।৬২২।৬২৩।

(৮৬) আব্দ বেনে হোমাএদ হাছান হইতে উল্লেখ করিয়া ন, য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা নিজেদের কেতাবে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ র প্রশংসা ও লক্ষণ দর্শন করিয়া তাঁহাকে সত্য নবী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তৎপরে যখন তিনি আরব বংশ হইতে প্রেরিত হইলেন, তখন তাহারা হিংসা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া বসিলেন। সেই কারণে এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

এবনো-জরির হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, একজন আনছারি মুছলমান হইয়াছিল, তৎপরে মোরতাদ্দ হইয়া মোশরেকদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল, তৎপরে সে লজ্জিত হইয়া হজরত নবি (ছাঃ)এর নিকট লোক পাঠাইয়া জানিতে চাহিয়াছিল যে, তাহার তওবা কবুল হইবে

কিনা? সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। ইহাতে তাহার সম্প্রদায় তাহার নিকট এই আয়ত পাঠাইয়া দেয়, তৎপরে সে মুসলমান হইয়া যায়।

আয়তের অর্থ এই যে, যে সম্প্রদায় শেষ নবির উপর ইমান আনায়, তাঁহাকে সত্য রাছুল বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়ার এবং তাহাদের নিকট তাঁহার সত্যতার স্পষ্ট দলীল প্রমাণ, কিম্বা কোর-আন অথবা স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী আসার পরে তাঁহার উপর অবিশ্বাস করিয়াছে, আল্লাহ কিরূপে সেই সম্প্রদায়কে সত্যপথ প্রদর্শন করিবেন? আল্লাহ অত্যাচারিদিগকে সত্যপথ প্রদর্শন করেন না। কিম্বা যে সম্প্রদায় একবার মুছলমান হইয়া ও রাছুলকে সত্য স্বীকার করিয়া ও তাহার সত্যতা সংক্রান্ত স্পষ্ট প্রমাণ সকল পাইয়া পুনরায় কাফের হয়, খোদা এইরূপ সম্প্রদায়কে কিরূপে সত্যপথ প্রদর্শন করিবেন?

আল্লাহতায়ালার প্রচলিত বিধান এই যে, যে কেহ সত্যপথ প্রাপ্তির কামনা ও বাসনা করে, তিনি তাহাকে উহা প্রদর্শন করেন, যখন য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা কাফেরির পথের চেষ্টা করে, তখন তিনি তাঁহার প্রচলিত বিধান অনুসারে সত্য পথ প্রদর্শন করেন না। —কঃ, ২।৫১৩।৫১৪, রুঃ, ১৬২৩।

(৮৭) উপরোক্ত লোকদিগের প্রতিফল এই যে, তাহাদের উপর খোদার, ফেরেশতাগণের ও সমস্ত লোকের অভিসম্পাত হইবে। আল্লাহতায়ালার অভিসম্পাত করার অর্থ এই যে, তিনি তাহাদিগকে বেহেশত হইতে বঞ্চিত করিয়া দোজখের শাস্তিতে নিক্ষেপ করিবেন, ফেরেশতাগণ ও লোকেরা মৌখিক তাহাদের উপর অভিসম্পাত প্রদান করেন।

সমস্ত লোকের অভিসম্পাতের অর্থ এই যে, দোজখে প্রত্যেক কাফের অন্য কাফেরদিগকে অভিসম্পাত প্রদান করিবে, আর

ইমানদারেরা তাহাদের উপর যে অভিসম্পাত প্রদান করিবেন, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ।

কেহ কেহ বলেন, সমস্ত ইমানদার তাহাদের উপর অভিসম্পাত প্রদান করিবেন, কাফেরেরা প্রকৃত মনুষ্য নহে, কাজেই তাহাদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

এমাম রাজি বলেন, ছহিহ মত এই যে, সমস্ত লোক বাতীল মতাবলম্বী কিম্বা কাফেরদিগকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু নিজেরা যে বাতীল মতাবলম্বী কিম্বা কাফের, ইহা তাহারা ধারণা করে না।

খতিব শেরবিনি বলিয়াছেন, মৃত কিম্বা জীবিত কাফেরকে অভিসম্পাত প্রদান করা যতক্ষণ তাহার কাফেরিতে মৃত্যু প্রাপ্ত হওয়া জানা না যায়, জায়েজ নহে।—কঃ, ২।১৫, ছেঃ, ১।১২৫।

(৮৮) এইরূপ লোকেরা অনন্ত কাল উক্ত অভিসম্পাত, কিম্বা শাস্তি অথবা দোজখের মধ্যে থাকিবে। চিরকাল ফেরেশতাগণ, ইমানদারগণ ও দোজখি তাহাদের উপর অভিসম্পাত প্রদান করিতে থাকিবেন, কিন্তু তাহারা অনন্তকাল অভিসম্পাতের লক্ষণ স্বরূপ শাস্তিতে থাকিবে। হজরত এবনো-আব্বাছ বলেন, তাহারা অনন্তকাল দোজখে থাকিবে।

তাহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং তাহাদিগকে সময় বিশেষে শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে না, কিম্বা শাস্তি গ্রহণে অবকাশ দেওয়া হইবে না।—কঃ, ঐ পৃষ্ঠা, রুঃ, ঐ পৃষ্ঠা।

(৮৯) কিন্তু উপরোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা তওবা করিয়াছে এবং সৎকার্য্য করিতে রত হইয়াছে কিম্বা বিনষ্ট কার্য্য করিতে রত হইয়াছে কিম্বা বিনষ্ট কার্য্যগুলি সংশোধন করিয়াছে, আল্লাহ দুনইয়াতে তাহার দোষগুলি ঢাকিয়া দিবেন ও আখেরাতে তাহাকে ক্ষমা করিবেন।

কিম্বা আল্লাহ ক্ষমা করিয়া তাহাকে শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিবেন এবং দয়া করিয়া তাহাকে সুফল প্রদান করিবেন।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, কেবল তওবা করিলে, যথেষ্ট হইবে না, বরং উহার সহিত সৎকার্য্যবলী যোগ দিবে, নিজের অন্তরকে মোরাকাবা করিয়া খোদার সহিত সংলিপ্ত করিবে এবং এবাদত সকল করিয়া লোকদের সাক্ষাতে বাহ্য ভাবকে সংশোধন করিবে এবং ইহা প্রকাশ করিবে যে, আমি বাতীল পথে ছিলাম, এমন কি যদি অন্য লোকে তাহার বাতীল মত দেখিয়া প্রতারিত হইয়া থাকে, তবে সে উহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে।—
রুঃ, মাঃ, ঐ পৃষ্ঠা, কঃ, ঐ পৃষ্ঠা।

(৯০) এই আয়তটী কাহাদের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে ;—

(১) এই যে, আহলে-কেতাব সম্প্রদায় হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) এর প্রেরিত হওয়ার পূর্ব্বে তাহার উপর ইমান আনিয়াছিল, তৎপরে তাঁহার প্রেরিত হওয়ার পরে তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া কাফের হইয়া যায়, তৎপরে প্রত্যেক সময় তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া ও খোদার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া ইমানদারদিগকে ফাছাদে নিক্ষেপ করিয়া ও হজরতের প্রত্যেক মো'জেজা অস্বীকার করিয়া কাফেরিকে অধিক হইতে অধিকতর করিয়াছিল।

(২) য়িহুদী সম্প্রদায় হজরত মুছা (আঃ)এর উপর ইমান আনিয়াছিল, তৎপরে হজরত ইছা (আঃ)কে ইঞ্জিলকে অবিশ্বাস করিয়া কাফের হইয়াছিল, তৎপরে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) ও কোর-আনকে অবিশ্বাস করিয়া নিজেদের কোফরকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিল।

(৩) একদল লোক প্রথমে ইমান আনিয়া মুসলমান হইয়াছিল, তৎপরে ইছলাম ত্যাগ করিয়া মোরতাদ্দ হইয়া মক্কার দিকে

গমন করিয়াছিল, তৎপরে তথায় বলিয়াছিল, আমরা মক্কায় থাকিয়া হজরতের মৃত্যু কামনা করিতেছি, ইহাতে তাহাদের কাফেরি বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

(৭) যে দল মোরতাদ্দ হইয়া গিয়াছিল, তাহারা কপট ভাবে ইছলামের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করার সঙ্কল্প করিয়াছিল, এই কপটতার জন্য তাহাদের কাফেরি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

আয়তের অর্থ এই যে, যাহারা ইমান আনার পরে কাফের হইয়াছে, তৎপরে কাফেরিকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে, কখনও তাহাদের তওবা পরিগৃহীত হইবে না এবং তাহারাই পূর্ণ পথভ্রষ্ট, সত্য ও মুক্তির পথ-বিচ্যুত কিম্বা ধ্বংসশীল শাস্তিগ্রস্ত।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মোরতাদ্দদিগের তওবা গৃহীত হইবে, পক্ষান্তরে এই আয়তে বুঝা যায় যে, তাহাদের তওবা পরিগৃহীত হইবে না। এই বৈষম্য ভঞ্জন কিরূপে হইবে, ইহাতে টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে।

(১) হাছান, কাতাদা ও আতা বলিয়াছেন, তাহারা মৃত্যুর ফেরেশতা উপস্থিত হওয়া ব্যতীত তওবা করিবে না, কিন্তু মৃত্যুর শাস্তি উপস্থিত হওয়ার পরে, কাহারও ইমান গৃহীত হইতে পারে না।

(২) যেহেতু তাহারা মৌখিক তওবা করিবে, কিন্তু তাহাদের অন্তরের বিশুদ্ধতা থাকিবে না, কাজেই তাহাদের তওবা মকবুল হইবে না।

(৩) তাহারা কাফেরি অবস্থায় মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে, কাজেই তাহাদের তওবা গৃহীত হইবে না।

(৪) তাহারা তওবা করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে না, কাজেই উহা কিরূপে কবুল হইবে?

(৫) আবুল আলিয়া ইহার অর্থে বলিয়াছেন, য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণ হজরত নবি (ছাঃ)এর প্রেরিত হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার উপর ইমান আনিয়াছিল, তাঁহার প্রেরিত হওয়ার পরে তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া কাফের হইয়া যায়, তৎপরে তাহারা অন্যান্য গোনাহ করিয়া কোফরের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ফেলে, তৎপরে তাহারা মূল কাফেরিতে থাকিয়া উক্ত গোনাহগুলি হইতে তওবা করিতে চাহে, কাজেই তাহাদের তওবা কবুল হইবে না।

মূল কথা, এই আয়ত বিশিষ্ট স্থানের জন্য নাজেল হইয়াছে।— এঃ তঃ, ৩।২২৬।২২৭, রুঃ, মাঃ, ১।৬২৪, কঃ, ২।৫১৬।

(৯১) কাফেরদিগের তিন শ্রেণী আছে ;—

(১) এই যে, তাহারা বিশুদ্ধ তওবা করে, ইহাদের তওবা পরিগৃহীত হওয়ার অবস্থা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) এই যে, তাহারা ফাছেদ, তওবা করে, ইহাদের তওবা গৃহীত না হওয়ার কথা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) এই যে, তাহারা বিনা তওবা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত উল্লিখিত হইয়াছে।

আয়তের অর্থ এই যে, যাহারা কাফিরি করিয়া বিনা তওবা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তবে আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্যে পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ দান করিলে, উহা তাহার পক্ষে ফলোদয় হইবে না, আর যদি দোজখের শাস্তি হইতে নিষ্কৃতির জন্য পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ বিনিময় প্রদান করা হয়, তবু উহা ফলদায়ক হইবে না, ইহা জাজ্জাজ ও এবনোল আম্বারির মত।

জামাখশারি ইহার অর্থে লিখিয়াছেন ;—

এইরূপ কাফেরের কোন বিনিময় উহা পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ হইলেও পরিগৃহীত হইবে না, কিম্বা যদি তাহার পক্ষ হইতে পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ ছদকা প্রদান করা হয়, তবে উহা গৃহীত হইবে না,

আর যদি উহা তাহার বনিময় (মুক্তিপণ) প্রদান করা হয়, তবে উহা গৃহীত হইবে না।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, কাফেরেরা কেয়ামতে এক কপর্দ্দকের অধিকারী হইবে না, কাজেই কিরূপে তাহারা বিনিময় প্রদান করিবে?

ইহার দুই প্রকার উত্তর হইতে পারে।

(১) এই যে, যদি তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ দুনইয়াতে তাহাদের বিনিময়ে পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ প্রদান করে, তবে উহা গৃহীত হইবে না।

(২) পরজগতে তাহারা কোন বস্তুর অধিকারী হইবে না, ইহা সত্য কথা, কিন্তু এস্থলে ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, যদি কেয়ামতের দিনে তাহারা পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণের অধিকারী হইত, তবু উহা বিনিময় প্রদান করিলে, নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। তৎপরে বলিতেছেন, তাহারা বিনিময় প্রদান করিলে, নিষ্কৃতি পাইবে না, বরং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে এবং তাহারা কোন সহায়তাকারীর সহায়তায় ও কোন সুপারেশকারীর সহায়তায় সুপারেশে শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না।— ২।৫১৩।৫১৭, রঃ, মাঃ. ১৬২৫।৬২৬।

গোল্ডসেক সাহেব এই স্থানে লিখিয়াছেন;—

আজকাল কোন কোন মুছলমান ইছা মসীহের মৃত্যু অস্বীকার করেন, কিন্তু এই স্থানে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, খোদাতায়ালা ইছার প্রাণ ত্যাগ করাইয়াই তাহাকে বেহেশতে লইয়া যাইবেন। কোন মুছলমান আলেম আপন মত বজায় রাখিবার জন্য متوفيك শব্দ "তোমাকে গ্রহণ করিব" এইরূপ তর্জ্জমা করিয়াছেন, এই তর্জ্জমা অশুদ্ধ নহে বটে, কিন্তু ইহা অসম্পূর্ণ, কেননা যখন খোদা

শব্দ কর্ত্তৃকারক রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন উহা দ্বারা কাহারও প্রাণ গ্রহণ বা কাহারও প্রাণ ত্যাগ করান বুঝায়।......

আমাদের উত্তর।

সাহেব বাহাদুর توفي শব্দের অর্থ ভালরূপে অবগত নহেন, কোর-আন শরিফে উহার অর্থ পূর্ণভাবে প্রদান করা, নিদ্রিত করা উল্লিখিত হইয়াছে, এই শব্দের এতদুভয় অর্থ ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার অর্থ আছে, ইতিপূর্ব্বে তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে।

তিনি ছুরা বাকারের ২৩৩ আয়ত উল্লেখ করিয়া যে يتوفون শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, উহার অর্থ প্রাণ ত্যাগ করে, ইহা অকর্ম্মক ক্রিয়া, এস্থলে উহার অর্থ সকর্ম্মক ক্রিয়া 'প্রাণ ত্যাগ করাইব' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদি ঐ সকল আয়ত ও আলোচ্য আয়তের মর্ম্ম এক হয়, তবে এইরূপ বিকৃত অর্থ হইবে—আমি (খোদা) প্রাণত্যাগ করিব। সাহেবের খোদা কি মরিয়া যান? এক শব্দের বহু অর্থ থাকে, ছুরা বাকারার আয়তে 'প্রাণ ত্যাগ করে' অর্থ হইলে, ইতিপূর্ব্বে যে ছুরা নেছা, ছুরা আলো-এমরাণ, আনয়াম ও জোমারের পাঁচটী আয়ত উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসমুদয় স্থলে কি কি অর্থ হইবে?

আলোচ্য আয়তে যে উহার অর্থ "তোমাকে গ্রহণ করিব" লওয়া হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে, ছুরা নেছার আয়তে আছে;—

"তাহারা তাঁহাকে হত্যা করে নাই এবং তাঁহাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করে নাই, কিন্তু তাহাদের পক্ষে একটী দৃষ্টান্ত প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং যাহারা তাঁহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছে, নিশ্চয় তাহারা সন্দেহের মধ্যে আছে। তাহাদের তাঁহার সম্বন্ধে

অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান নাই। তাহারা নিশ্চয় তাঁহাকে হত্যা করে নাই, বরং আল্লাহ তাঁহাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন।"

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, খ্রীষ্টান্‌দিগের প্রচলিত ইঞ্জিলে যে হজরত ইছা (আঃ)এর ক্রুশ বিদ্ধ হইয়া নিহত হওয়ার গল্প আছে, উহা মিথ্যা কথা। কোর-আনের এই আয়ত অনুসারে মুছলমান-গণ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, متوفيك শব্দের অর্থ "তোমাকে দেহ ও আত্মা সহ গ্রহণ করিব।"

তৎপরে সাহেব বাহাদুর খোলাছাতোত্তাফাছির হইতে উহার অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"আল্লাহ বলিলেন, আমি তোমাকে মৃত্যু দিব।"

ইহাতে সাহেবের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না, কেননা খোদা তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, য়িহুদীরা তোমাকে মারিতে পারিবে না আমি স্বয়ং তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারিয়া ফেলিব, কিন্তু কোন্ সময় তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবেন, ইহা এস্থলে উল্লিখিত হয় নাই কেয়ামতের পূর্ব্বে তিনি দাজ্জাল বধ করণার্থে দুনইয়ায় নাজেল হইবেন, সেই সময় তিনি মরিবেন।

তৎপরে সাহেব বাহাদুর অহাব বেনে মোনাব্বাহ হইতে তাঁহার তিন ঘণ্টা, কিম্বা ৭ ঘণ্টা মরিয়া থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা যে কয়েক কারণে বাতীল, তাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তৎপরে সাহেব বাহাদুর ছুরা মরয়েমের ৩৪ য়ত হইতে তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, "যে দিবস আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম, যে দিনে আমি প্রাণ ত্যাগ করিব ও যে দিনে আমি পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিব, সেই দিনে আমার উপর শান্তি বর্ত্তুক।"

ইহাতে একথা বুঝা যায় যে, তিনি এক দিবস মরিবেন, কিন্তু আছমানে সমুত্থিত হওয়ার পূর্ব্বে মরিবেন, ইহা ও বুঝা যায় না, কাজেই তাহার দাবি প্রমাণিত হয় না।

তৎপরে তিনি পুরাতন ও নূতন নিয়মে তাঁহার মৃত্যুর ভবিষ্য-দ্বাণী থাকার কথা উল্লেখ কর য়াছেন, কিন্তু আমরা বলি, ভবিষ্য-দ্বাণী কোন্ সময় প্রতিফলিত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? বর্ত্তমান ইঞ্জিল চতুষ্টয়ের মধ্যে বহু অমূলক কথা থাকিলেও তৎ সমুদয়ের মধ্যে যে সত্য কথা নাই, তাহাও বলি না। উহার মধ্যে অনেক কথা আছে যাহাতে হজরত ইছা (আঃ)এর বিনা মৃত্যু স্বশরীরে আছমানে আরোহণ করার কথা প্রকাশিত হয়।

হজরত ইছা (আঃ) য়িহুদীদিগের ষড়যন্ত্র হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন;—মথি, ২৬, ৩৯ পদ, মার্ক, ১৪, ৩৫।৩৬ পদ;—

"পরে তিনি কিঞ্চিত্ত অগ্রে উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিতে করিতে কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পান মাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক, তথাপি আমার ইচ্ছা মত না হউক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হউক।"

লুক ২২।৪১ পদ;—

"হে পিতঃ, আমা হইতে এই পান মাত্র দূর করিতে যেন তোমার অনুমতি হয়।"

যে হজরত ইছা (আঃ)এর দোয়ায় মৃত জীবিত হইয়াছিল, তাঁহার দোয়া খোদার দরবারে নামঞ্জুর হইবে, ইহা যাহারা বলে তাহারা তাঁহাকে অসম্মান করিল কিনা, ইহা বিজ্ঞ পাঠকের বিচারাধীন।

ইব্রীয় পুস্তক, ৫ আঃ ৭ পদ;—

৭ সশরীরে প্রবাস কালে মৃত্যু হইতে রক্ষা করণে সমর্থ (পিতার) কাছে তীব্র আর্ত্তনাদ ও অশ্রুপাত পূর্ব্বক বিনতি ও সাধ্য-সাধনা উৎসর্গ করিলেন এবং তাহার উত্তর অর্থাৎ ভীতি হইতে উদ্ধার পাইলেন।"

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, খোদা তাঁহাকে য়িহুদীদের হস্ত হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন।

যোহন, ৭, ৩৩, ৩৪ পদ ;—

৩৩ "যীশু কহিলেন, আমি আর অল্প কাল তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমার প্রেরণ কর্ত্তার নিকটে যাইব, ৩৪ তোমরা আমার অন্বেষণ করিবা, কিন্তু উদ্দেশ পাইবা না ; আর আমি যে স্থানে থাকি, সেস্থানে তোমরা উপস্থিত হইতে পার না।"

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হজরত ইছা (আ:) য়িহুদীদিগের ধৃত করার পূর্ব্বেই আছমানে সমুত্থিত হইয়াছিলেন. উহারা তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াও পান নাই। তিনি আকাশে সমুত্থিত হইয়াছিলেন, তথায় য়িহুদীদের গমন করার শক্তি ছিল না।

যোহন, ১৩ অ: ৩৩ পদ ;—

৩৩ বৎসেরা, আর কিঞ্চিত কাল মাত্র আমি তোমাদের সঙ্গে আছি ; তোমরা আমার অন্বেষণ করিবা, কিন্তু আমি যেমন য়িহুদিগণকে কহিয়াছিলাম, তদ্রূপ এখন তোমাদিগকেও কহিতেছি, যে স্থানে আমি যাইতেছি, সেস্থানে তোমরা উপস্থিত হইতে পার না। ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত ইছা (আ:) না মরিয়া সেই রাত্রে আকাশবাসী হইয়াছিলেন।

যোহন, ১৬, ৪—১০ পদ ;—

"প্রথমাবধি এই কথা তোমাদিগকে কহি নাই, কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম। ৫ এখন আপন প্রেরণ কর্ত্তার নিকটে যাইতেছি, তথাপি তোমাদের মধ্যে কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে

না, কোথায় যাইতেছ ? ৬ কিন্তু তোমাদিগকে এই সকল কহিলাম, তজ্জন্য তোমাদের হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ হইল। ৭ তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, আমার গমনে তোমাদের উপকার হয়, যেহেতুক আমি না গেলে, সেই শান্তিকর্ত্তা তোমাদের নিকটে আসিবেন না ; কিন্তু যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। ৮ আর তিনি আসিয়া পাপের ও ধার্ম্মিকতার ও বিচারের বিষয়ে জগৎকে দোষের প্রমাণ দিবেন। ৯ তিনি পাপের বিষয়ে এই প্রমাণ দিবেন যে, তাহারা আমাতে বিশ্বাস করে না। ১০ এবং ধার্ম্মিকতার বিষয়ে এই প্রমাণ দিবেন যে আমি আপন পিতার নিকটে যাইতেছি ও তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইবা না।

উপরোক্ত পদগুলির উপর গভীর গবেষণা করিলে, বুঝা যায় যে, হজরত ইছা বিনা-মৃত্যু সেই রাত্রে আকাশবাসী হইয়াছিলেন, য়িহুদীরা তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিত, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) আগমন করিয়া তাঁহাকে সত্য নবী বলিয়া প্রকাশ করতঃ য়িহুদিদের দোষারোপ খণ্ডন করিবেন, আর হজরত ইছা (আঃ) যে বিনা মৃত্যু আকাশে সমুত্থিত হইয়াছেন, তাহাও হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) প্রকাশ করিবেন।

যোহন, ১৬, ২৮ পদ ;—

"আমি পিতার নিকট হইতে নির্গত হইয়া জগতে আসিয়াছি আর বার জগৎ ত্যাগ করিয়া পিতার নিকট যাইতেছি।"

ইহাতেও প্রথমোক্ত কথা বুঝা যায়।

যোহন, ১৬, ১৬ পদ ;—

১৬ আর কিঞ্চিৎ কাল পরে তোমরা আমাকে দেখিতে পাইবা না, কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ কাল পুনরায় দেখিতে পাইবা, কেনন আমি আমার পিতার নিকট যাইতেছি।"

ইহার অর্থ এই যে, তিনি বিনা মৃত্যু সশরীরে আকাশে সমুত্থিত হইবেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দাজ্জালকে হত্যা করিবেন।

খৃষ্টানদিগের প্রসিদ্ধ বার্ণাবার ইঞ্জিলে লিখিত আছে ;—

"তখন ফেরেশতাগণ কুমারী (মরয়ম)কে বলিলেন, কিরূপে য়িহুদা যীশুর আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল ?.........

তখন ইছা উত্তর দিলেন, হে বার্ণাবা, আমার কথা বিশ্বাস কর, খোদা প্রত্যেক গোনাহ কার্য্যের শাস্তি প্রদান করেন, যেহেতু আমার মাতা ও আমার ইমানদার শিষ্যগণ পার্থিব প্রেমে লিপ্ত হইয়া আমাকে ভালবাসিয়া থাকেন, সত্য খোদা এই প্রেমের জন্য শাস্তি প্রদান করিতে রাজি হইলেন—যেন তাঁহারা ইহার পরে দোজখের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে শাস্তিগ্রস্ত না হন। আর যদিও আমি পৃথিবীতে নির্দ্দোষ ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে-ছিলাম, তথাচ যেহেতু লোকে আমাকে খোদা ও খোদা ও খোদার পুত্র বলিয়া থাকেন, এই হেতু খোদা আমাকে বিচার দিবসে শয়তানদিগের বিদ্রুপ হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন যে, আমি এই পৃথিবীতে (ধৃতকারী) য়িহুদার মৃত্যু দ্বারা লজ্জিত হই এবং সমস্ত লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, প্রকৃত পক্ষে আমি ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়াছি। এই তিরস্কার মোহম্মদ (ছাঃ)এর আগমন পর্য্যন্ত থাকিবে, যিনি পৃথিবীতে আসিয়া খোদার শরিয়তের উপর বিশ্বাসকারী সমস্ত লোককে ভ্রান্তি হইতে উদ্ধার করিবেন।"

ইহাতে বুঝা গেল, যে য়িহুদী তাঁহাকে ধৃত করাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সেই তাঁহার আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইবা ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া নিহত হইয়াছিল, আর তিনি জীবিতাবস্থায় স্বশরীরে আছমানে সমুত্থিত হইয়াছিলেন।

মথি, ২৬ অঃ, ২৪ পদে য়িহুদাকে সন্তাপের পাত্র বল হইয়াছে।

গালাতীয় পুস্তকের ৩ আঃ ১৩ পদে আছে ;—

"যে কেহ বৃক্ষে টাঙ্গান সে শাপগ্রস্ত।"

ইহাতে বুঝা গেল, উক্ত য়িহুদা হজরত ইছার আকৃতিতে বৃক্ষে টাঙ্গান হইয়া শাপগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্টানেরা ইহা হইতে অন্যায়ভাবে হজরত ইছা শাপগ্রস্ত বলিয়া তাঁহারা অসম্মান করিয়াছেন, পক্ষান্তরে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) তাঁহার বিনা মৃত্যু সশরীরে আকাশবাসী হওয়ার ও য়িহুদার শূল-বিদ্ধ ও শাপগ্রস্ত হওয়ার মত প্রচার করিয়া তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন

যথা যোহনের ১৬ অঃ ১৪ পদে আছে ;—

"তিনি (শান্তিকর্ত্তা হজরত মোহাম্মদ) আমাকে গৌরবান্বিত করিবেন, কেননা যাহা আমার তাহা পাইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।"

খ্রীষ্টানগণ বার্ণাবার ইঞ্জিলকে জাল বলিয়া দাবি করেন, কিন্তু আমরা বলি, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর বহু পূর্ব্বে এই ইঞ্জিল খানা খ্রীষ্টানদিগের পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, ইহাতে কোন মুছলমান জাল করিবে কিরূপে? উক্ত ইঞ্জিল হজরত ইছার বার্ণাবা কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে, যদি উহা এলহামি না হয়, তবে যে পৌল তাঁহার হাওয়ারি নহেন, তাহার শিষ্য লুক ও মার্ক লিখিত কেতাব কিরূপে এলহামি হইল?

কলিছা নামক ইতিহাসে আছে যে, ইছলামের পূর্ব্বে অনেক খ্রীষ্টান সম্প্রদায় তাঁহার ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুর কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন।

সমাপ্ত।

ভ্রম-সংশোধন।

ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩১৫	ছুয়া	ছুরা
৩	করগহণ	করগ্রহণ
১৫	উভয়টী	উভয়টী
১৭	প্রাণ দণ্ড	প্রাণ দণ্ড
১০	বগন	নাবগণ
১১।১২	ক্ষু:-দ	ক্ষুদ্র-বাদ
১১	খণ্ড	লোখণ্ড
২৫	ক	কই
২৬	প	নিক্ষেপ
১১	আরবি	আরাব طل
১৪	আরবি	আরাব مفعول
১২	থাকেন	থাকনা
২৭	করেন	কর না
৫	ক: য়	করা হয়
১১	করিয়া	গ্রহণ করিয়া
১১	প্রতিপালকে নক	প্রতিপালকের নিকট
২৬	হারা	তাহারা
৮	কে	কেন ?
১৮	ভ্রণ	ভ্রমণ
৩	সেই	সেইরূপ
২৬	দিয়াছিল	কর্জ্জ দিয়াছিল
৫	উহা	উহা সমাপণ
১২	গোন	গোনাহ

২৪৬	১২	চর
২৮৪	১২	ম্রা
২৯৫	৪	শীল
৩০৪	২৫	তাহা;
৩৪৬	১১	অ
৩৫৭	৩	خطرة - خطر
৩৬৬	২	نحن
৩৮২	১৬	যভিন